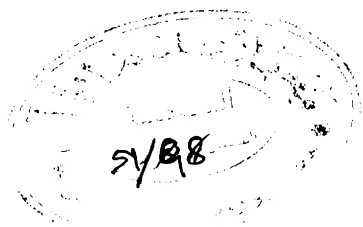


# বাইবেল বিকৃতি: তথ্য ও প্রমাণ



মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা  
ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

১২৮, আদর্শনগর, মসজিদুল ইকরাম সংলগ্ন

মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২

বাইবেল বিকৃতি: তথ্য ও প্রমাণ ◇ মাওলানা আব্দুল মতিন ◇ প্রথম প্রকাশ:  
জুলাই, ২০১১ ◇ স্বত্ব: লেখক ◇ প্রকাশক: মাওলানা উবায়দুল্লাহ, মাকতাবাতুল  
আযহার, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

◇ প্রচ্ছদ: বশীর মিসবাহ ◇ কম্পোজ: মাওলানা ফাহীম সিদ্দিকী

মূল্য: ২৪০ টাকা

---

Bible Bikriti : Tattha O Proman ◇ By Mawlana Abdul  
Matin ◇ Published by: Maktabatul Ajhar, Middle  
Badda, Dhaka, ◇ First Edition: July, 2011 © By the  
Writer. Price: Tk. 240

## উৎসর্গ

ফেদায়ে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল, হযরত  
মাওলানা সাইয়েদ আস'আদ মাদানী (র.)-এর  
প্রতি -

মিশনারীদের অপতৎপরতা রোধ করতে তিনিই  
আমাদেরকে জাগ্রত করেছেন। তাঁর উদ্বোধন ও  
ব্যকুলতা এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের মূল প্রেরণা। তিনি বেঁচে  
থাকলে হয়তো বড় খুশি হতেন। আল্লাহ তা'আলা  
তাঁর রেখে যাওয়া মিশন নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে  
যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

## সূচিপত্র

শুরুর কথা.....	৪
বাইবেল পরিচিতি.....	১৭
বাইবেলে বিকৃতির ঐতিহাসিক দলিল.....	২৮
বাইবেল বিকৃতি, বাইবেল ও কোরআনের আলোকে.....	৩৪
বাইবেল বিকৃতি; প্রাচীন সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপির আলো.....	৩৮
বাইবেল বিকৃতি নতুন নতুন সংস্করণের আলোকে.....	৪২
বাইবেল বিকৃতির কিছু আজব নমুনা .....	৪৬
অনুবাদের হেরফের.....	৫৮
বাইবেলে স্ববিরোধী বক্তব্য.....	৭৬
বাইবেলের ভুল-ভ্রান্তি.....	১৭১
বাইবেল বিকৃতি : আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায় বক্তব্য.....	২০১
বাইবেল বিকৃতি : নবীগন সম্পর্কে অশালীন বক্তব্য .....	২০৬
বাইবেল বিকৃতি : বাইবেলে অবাস্তব ও আজগুবি বক্তব্য.....	২১৮
বাইবেলে অযৌক্তিক বিধান.....	২২১
বাইবেলে বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিপন্থী কথা .....	২২৬
বাইবেলের অশ্লীল বক্তব্য .....	২২৯
বাইবেল বিকৃতি : মহানবী (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী.....	২৩৩



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلوة والسلام على رسول الله و على آله و سلم.

খৃষ্টধর্ম বৈশ্বিক ধর্ম ছিল না। হযরত ঈসা (আ.) বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরিত হননি। প্রেরিত হয়েছিলেন শুধু বনী ইসরাঈল বা ইহুদীদের নবী হিসাবে। একথা যেমন কোরআনে আছে, বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিলেও আছে। ঈসা বলেছেন : আমাকে কেবল ইসরায়েল বংশের হারান মেসদের নিকটেই পাঠান হয়েছে (মথি, ১৫:২৫)।

তিনি তাঁর বারজন শিষ্যকে ধর্ম প্রচারের কাজে পাঠানোর সময় আদেশ দিয়েছিলেন যে, “তোমরা অ-ইহুদীদের নিকটে বা শমরীয়দের কোন গ্রামে যেও না, বরং ইস্রায়েল জাতির হারান মেসদের নিকটে যেও” (মথি, ১০:৫,৬)।

এসব থেকে পরিস্কার বোঝা যায় হযরত ঈসা (আ.) সকল মানুষের নবী রূপে প্রেরিত হননি। তাঁর ধর্মও বৈশ্বিক ছিল না। সেন্ট পলই এটাকে বৈশ্বিক ধর্মের জামা পরিয়েছে। তাই বলা চলে খৃষ্টানরা তাদের নবী ও ধর্ম-গ্রন্থের নির্দেশ অমান্য করে সারা বিশ্বে ধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হলো, মথির ইঞ্জিলের শেষ দিকে ঈসা (আ.) এর এ উক্তির উল্লেখ রয়েছে যে, “তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মত কর” (দ্র. মথি, ২৮: ১৯ মার্ক, ১৬: ১৫)।

কিন্তু এই উক্তিটি হযরত ঈসা (আ.) এর বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ সেন্ট পলের কোন শিষ্য এটা জুড়ে দিয়েছে। কারণ—

ক. এতে ঈসার বক্তব্য স্ববিরোধী হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্রথম দু’টি বক্তব্য তাঁর জীবদ্দশায় নবুওতী কার্যক্রম পরিচালনা করার সময়ের, আর শেষ বক্তব্যটি কথিত কবর থেকে উঠে শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করার সময়ের। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন এবং ধর্ম প্রচার করেছেন

তখন বলেছেন, আমি কেবল ইস্রায়েল বংশের মেসদের (লোকদের) নিকটেই প্রেরিত হয়েছি, তোমরা অ-ইহুদীদের বা শমরীয়দের কোন গ্রামে যেও না, বরং ইস্রায়েল বংশের লোকদের নিকটে যেও, আর মৃত্যুর পর তিনি বলবেন “তোমরা সকলকে আমার উম্মত কর” এটা বিশ্বাস-যোগ্য হতে পারে না।

খ. ঈসা (আ.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাঁর প্রধান শিষ্য সেন্ট পিটার (পিতর) অনেক লোকের সামনে বলেছিলেন, আপনারা তো জানেন যে, একজন ইহুদীর পক্ষে একজন অ-ইহুদীর সংগে মেলামেশা করা বা তার সংগে দেখা করা আমাদের শরীয়তের বিরুদ্ধে (প্রেরিত, ১০:২৮)।

ঈসা (আ.) যদি সত্যিই সকলকে উম্মত করার নির্দেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন তবে তাঁর প্রধান শিষ্য এমন কথা বলবেন তা কি চিন্তা করা যায়?

গ. সেন্ট পল নিজেও লিখেছেন, ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করার ভার যেমন পিতরের উপর দেওয়া হয়েছিল, তেমনই অ-ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করার ভার খোদা আমার উপর দিয়েছেন (গালাতীয়, ২:৭)।

হযরত ঈসা (আ.) যদি বাস্তবেই শিষ্যদেরকে সকলের নিকট খৃষ্টধর্মের দাওআত পৌঁছানোর আদেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে পল কেন বলছে, ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করার ভার পিতরকে দেওয়া হয়েছিল?

ঘ. ইঞ্জিলের ইব্রাণী নামক পত্রে বলা হয়েছে, প্রভু বলেন, দেখ, সময় আসিতেছে যখন আমি ইস্রায়েল ও এহুদার লোকদের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করিব (৮:৮)। উক্ত পত্রে একই অধ্যায়ে দশ নং পদে বলা হয়েছে, প্রভু আরও বলেন, সেই সময়ের পরে ইস্রায়েলীয়দের জন্য আমি এই ব্যবস্থা স্থাপন করিব।

এসব থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়টাই কেবল ইহুদীদের জন্য ছিল। সুতরাং নতুন নিয়ম নিয়ে আগমনকারী হযরত ঈসা (আ.)ও কেবল তাদেরই নবী ছিলেন, অন্যদের নয়।

ঙ. ঈসা যে ঐ কথা বলে যাননি তার আরেকটি প্রমাণ হলো, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে একথাও বলেছিলেন যে, আমি তোমাদের সত্যই বলছি,

ইশ্রায়েল দেশের সমস্ত গ্রামে তোমাদের যাওয়া শেষ হওয়ার আগেই মনুষ্যপুত্র আসবেন (মথি, ১০:২৩)।

সুতরাং ইহুদীদের নিকট দাওআত পৌঁছানো শেষ হওয়ার আগেই যেহেতু তাঁর পুণরাগমন ঘটবে, তাই তিনি অ-ইহুদীদের নিকট দাওআত পৌঁছানোর আদেশ দিবেন কোন যুক্তিতে?

চ. তিনি যদি ঐ কথা বলে গিয়ে থাকেন তবে লুক ও ইউহোন্নার পক্ষে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি আদেশ উল্লেখ না করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

## দুই

পাক-ভারত উপমহাদেশে মিশনারীদের তৎপরতা শুরু হয়েছিল বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠীর মাধ্যমে। ব্যবসার নামে এসে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাসন-ক্ষমতা দখল করার পর এ দেশবাসীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একদিকে তারা ডাভা-বেড়ির সাহায্য নেয়। অন্যদিকে খৃষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠার নীল নকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে মিশনারীদেরকে নিয়ে এসে দেশ-বাসীর পেছনে লেলিয়ে দেয়। পাদ্রী ফানডার, স্কট, ও নওলিস এদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রাজ ক্ষমতার ছত্র ছায়ায় মিশনারীরা হাটে বাজারে, পথে-প্রান্তরে প্রকাশ্যে ইসলাম, ইসলামের নবী ও কোরআন সম্পর্কে নানা কটুক্তি করে খৃষ্ট ধর্মের প্রচার শুরু করে। মুসলমানদের তখন ছিল চরম দুর্দিন। রাজ্যহারা, সম্পদহারা হয়ে তারা দিশেহারা ছিলেন।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মুসলমানদের ঈমান লুট করার চক্রান্ত নিয়েই তাদের সম্পদ লুট করেছিল ইংরেজরা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন (১৭৯৩ খৃ.) ও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির কারণে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে। জমিদারী, জায়গীরদারীসহ সবকিছুই হিন্দুবাবুদের হাতে চলে যায়। স্যার উইলিয়াম হান্টার তার দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স গ্রন্থে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন, ১৭০ বছর পূর্বে বাংলার সম্ভ্রান্ত বংশীয় কোন মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আজ তাদের পক্ষে ধনী হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## তিন

এসময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাঁটি উত্তরাধিকারী আলেম-ওলামা ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাঠে নামেন। বস্তুত সকল ফেৎনার মূল ও উৎস ছিল বৃটিশ বেনিয়ারা। তাদেরকে দেশ ছাড়া করতে না পারলে ফেৎনার মূলোৎপাটন সম্ভব ছিল না। ফলে আলেমগণ একদিকে যেমন বৃটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হন।

অন্যদিকে মিশনারীদের অপতৎপরতা রোধেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাহাস ও মোনাযারা, পুস্তক-পুস্তিকা রচনা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে বাইবেল ও খৃষ্টধর্মের বিকৃতি ও অঅনুসরণীয় হওয়ার ব্যাপারটি বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণসহ তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে মিশনারীদের উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তি ও অভিযোগেরও দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন। তাঁরা অনেক স্থানে বাহাস ও বিতর্কে মিশনারীদেরকে চরমভাবে পরাস্ত করেন। মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী (র.), ডাঃ ওযীর খান (র.) মাওলানা সাইয়্যিদ আলে হাসান মোহানী (র.), মাওলানা কাসেম নানূতবী (র.), মাওলানা শরফুল হক সিদ্দিকী (র.), মাওলানা মোহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (র.) ও মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল মনসূর নাসের আলী (র.) প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তখনকার দিনে যেসব পত্রিকা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল, তন্মধ্যে সাপ্তাহিক উর্দু আখবার, দিল্লী, সাইয়্যিদুল আখবার, দিল্লী, সেরাজুল আখবার, দিল্লী, কুতুবুল আখবার, আত্রা, নূরুল আখবার, লুখিয়ানা, আমীনুল আখবার, এলাহাবাদ, পাঞ্জাবী আখবার, লাহোর, রাহবারে হিন্দ, লাহোর, নাসেরুল আখবার, দিল্লী, মোহরে দারাখশাঁ, লখৌ, হাবলে মতীন, কলিকাতা, নূরুল ইসলাম, শিয়ালকোট, ও মনশূরে মুহম্মদী, ব্যাংলোর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আলেমগণের এসব সাহসী ও সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে মিশনারীদের কাজ প্রচণ্ডভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে ইংরেজদের কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছার স্বপ্ন-সাধও বাস্তবতার মুখ দেখতে পায়নি।

এদিকে ১৮০৩ সালে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের যে ডাক দিয়েছিলেন, সেই জেহাদ কখনো সাযিদ্ আহমদ শহীদ (র.) এর নেতৃত্বে ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে, আবার কখনো হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (র.) এর নেতৃত্বে শামেলীর ময়দানে জ্বলে ওঠে। কখনো সিপাহী বিপ্লবের আকারে, কখনো বা রেশমী রুমাল আন্দোলনের আকারে প্রকাশিত হয়। অবশেষে এর নেতৃত্ব এসে পৌঁছে ইংরেজের আতংক, সিংহ-পুরুষ শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (র.) এর হাতে। তাঁর মহান শিক্ষাগুরু মাল্টার বন্দী হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান (র.) এর আমলেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে হিন্দুদেরকে শরীক করতে হবে। সে মোতাবেক গান্ধীজীকে তাঁরাই মহাত্মা উপাধী দিয়ে হিন্দুদেরকে সুসংগঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হলো। ইংরেজ এ উপমহাদেশ ছাড়তে বাধ্য হলো।

### চার

বাংলাদেশে মিশনারীদের অনুপ্রবেশ ঘটে খুব সম্ভব ১৫৯৯ খৃ.। ঐ বছর জেসুইট সম্প্রদায়ভূক্ত পর্তুগীজ খৃষ্টানদের একটি দল যশোর অঞ্চলে আসে। এক বছরের মধ্যে তারা যশোরের ইশ্বরীপুর এলাকায় “যীশুর পবিত্র নামের গীর্জা” নামে একটি গীর্জা নির্মাণ করে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারী সুসজ্জিত এ গীর্জাটি উদ্বোধন করা হয়। ১৬৭৯ খৃ. ৪ নভেম্বর গোয়ার আগাষ্টিন সম্প্রদায়ের জনৈক সন্যাসী তার একটি পত্রে উল্লেখ করেছেন যে, যশোরে দু’জন পর্তুগীজ পুরোহিতের অধীনে ৪০০ জন দেশীয় খৃষ্টান হয়েছে। ১৮১২ খৃ. রেভারেন্ড উইলিয়াম টমাস, ১৮২৭ খৃ. রেভারেন্ড উইলিয়াম বার্কিংহাম, ১৮৩১ খৃ. রেভারেন্ড জন প্যারী ও রেভারেন্ড জন সেল এবং ১৮৫৫ সালে রেভারেন্ড জে এইচ এন্ডারসন যশোরে মিশনারী হিসেবে আসে। তাদের প্রচারে অনেক মুসলমান খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং ক্রমেই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য জেলা ও অঞ্চলে গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে তারা ধর্মাস্তরের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

আমাদের জানামতে যশোরে সর্ব প্রথম হাফেজ নেয়ামতুল্লাহ “খৃষ্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা” নামে এবং বাবু ঈশান চন্দ্র মন্ডল ওরফে এহসানুল্লাহ সাহেব ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর খবর আছে” নামে দুটি পুস্তক রচনা করে মিশনারীদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। মুনশী মেহেরুল্লাহ (র.) ও প্রথমদিকে মিশনারীদের অপপ্রচারে ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ দুটি পুস্তক তাঁর জন্য রক্ষা কবচের ভূমিকা পালন করে। সেই সঙ্গে তিনি আরো অনেক গ্রন্থ গবেষণা ও ঘাঁটাঘাঁটি করে মিশনারীদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শেখ জমিরুদ্দীনসহ অনেক খৃষ্টানধর্মে ধর্মান্তরিতকে তিনি ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। ১৮৮৭ সালে তিনি খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা, ১৮৯৫ সালে রদে খৃষ্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম, ১৮৯৮ সালে মেহেরুল এছলাম বা এছলাম রবি, ১৯০৮ সালে খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান তর্কযুদ্ধ ও ১৯০৯ সালে জওয়াবোল্লাছারা রচনা করেন। তিনি বড় আক্ষেপ করে বলেছেন যে, “ঈসাই পাদৃগণ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূল আলায়হেস সালামের ও পবিত্র কোরান মজিদের প্রতি যে সকল অযথা আক্রমণ ও দোষারোপ করিয়াছেন, হিন্দুস্থানী মোসলেম ওলামা মন্ডলী তাহার সহস্র সহস্র প্রতিবাদ পুস্তক, উর্দু ও পার্সী ভাষায় লিখিয়া আক্রমণকারী দিগের বিষদভ ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশে কোনও প্রকার মুসলমান ধর্মোত্তেজিকা সভা-সমিতি নাই। ধর্মের সম্যক আলোচনা নাই, উপযুক্ত প্রচারকও নাই। এবন্নিধ নানা কারণে বঙ্গদেশে এসলাম ধর্ম-রবি আজ তিমিরাবৃত প্রায়; সুতরাং সত্য সনাতন এসলাম বিরোধী পাদৃগণ তাহাদিগের চির পোষিত বাসনা সাধনার্থে এই কুজটিকাময় বঙ্গভূমিকে উপযুক্ত রঙ্গক্ষেত্রই পাইয়াছেন। পাদৃগণ বহুবিধ কুহক-জাল বিস্তার করত আজ বঙ্গীয় বহুতর সরল ও সৎপথবলম্বীকে বিপথগামী করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহাদের নিয়োজিতা প্রচারিকাঁ নামধারিণী কুহকিনীগণও ধর্মপ্রচার ও হোনর শিক্ষাপ্রদানচ্ছলে গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, অসংখ্য বঙ্গমহিলার হৃদয়ে কুসংস্কারের বীজ বপন করিতেছেন, (দ্র. রদে খৃষ্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম পৃ.২)।

পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ছাড়াও মুনশী মেহেরউল্লাহ (র.) তর্ক-সভা করে মিশনারীদেরকে হারিয়ে দেন। আবার সারাদেশে ওয়াজ-নসীহত করে মুসলমানদের মধ্যে নবচেতনা ও জাগরণ সৃষ্টি করে মিশনারীদের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে সমর্থ হন।

## পাঁচ

ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হলেও ইংরেজরা মুসলমানদের মধ্যে দারিদ্রের যে বীজ বপন করে গিয়েছিল তারই ফল ভোগ করার লালসায় মিশনারীরা সময়-সুযোগ বুঝে আবার এ উপমহাদেশের দিকে, বিশেষতঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দিকে রোখ করে। তবে এবার ব্যবসায়ী বেশে নয়, সেবার ছদ্মবেশে। অগ্রবর্তী বাহিনীরূপে তারা বেশ কিছু এন,জি,ও কে ব্যবহার করে। যাদের কাজ হলো দারিদ্র লালন করা, সুদের ব্যাপক প্রসার ঘটানো। এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুনকে ধ্বংস করে বিজাতীয় তাহযীব-তামাদ্দুনের আগ্রাসন চালানো, নারী-মুক্তির মোহময় শ্লোগানের আড়ালে নারীদেরকে নগ্নতা ও বেহায়াপনায় জড়িয়ে তাদের ইজ্জত আক্রমণ লুণ্ঠন করা। এক্ষেত্রে তারা অনেক দূর এগিয়েও গেছে। দেশ স্বাধীনের সময় এদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। অথচ ১৯৯০ সালে সেই সংখ্যা পঞ্চাশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি এদের দুঃসাহসও বেজায় বেড়ে গেছে। সদ্য প্রকাশিত “গুনাহগারদের জন্য বেহেস্তে যাওয়ার পথ” নামক পুস্তিকায় তারা লিখেছে— এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত, ঈসা (আ.) তাঁর জীবন দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয় (পৃ.৩১)।

আরো লিখেছে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান হয়েছে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয় নাই তাদের দাওআত দেওয়ার জন্য। পাপিষ্ঠ দল বা গুনাহগারদেরকে বেহেস্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠান হয় নাই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ৭০ বারও পাপিষ্ঠ দলের জন্য অনুরোধ করেন আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না (পৃ.১৯)।

এসব কিসের আলামত? শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম অধুসিত, শত-সহস্র আউলিয়ায়ে কেরামের পদধূলি-ধন্য এই দেশে এমন স্পর্ধা প্রদর্শন কিসের ইংগিত বহন করে? এর সঙ্গে মাদার তেরেসার উজ্জিটিও যোগ করুন, তিনি বলেছেন, আগামী পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশকে খৃষ্টান ম্যাজরিটি দেশ হিসাবে দেখতে চাই। এর পরও কি বোঝার কিছু বাকি থাকে?

## ছয়

দেশ ও জাতির এহেন ক্রান্তিকালে সবচেয়ে উৎকণ্ঠিত ও ব্যথিত দেখা গেছে ফেদায়ে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা সাযি়দ আসআদ মাদানী (রহ.)কে। ১৯৯৬ সালে তিনি ঢাকাস্থ চৌধুরী পাড়া মাদ্রাসা মসজিদে এতেকাফ করেছিলেন। উক্ত সফরে মালিবাগ জামিয়ার মসজিদে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ওলামার এক মজলিসে তিনি তাঁর এই ব্যথা-বেদনার কথা তুলে ধরেন এবং মুসলমানদের ঈমান-আকীদা হেফাজতের জন্য, মিশনারীদের অপতৎপরতা রোধের জন্য সর্বোচ্চ মেহনত করার ওয়াদা নিয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে। নূর মসজিদে অপর এক সুখী সমাবেশে - যাঁদের মধ্যে লিভার বিশেষজ্ঞ ডাঃ মবিন খানও-ছিলেন। মুসলমান বাচ্চাদের ঈমান রক্ষার্থে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতিও তিনি জোর তাগিদ দিয়েছিলেন।

## সাত

হযরত ফেদায়ে মিল্লাত (র.) এর অন্তরের ব্যথাই অধমকে বাইবেল, খৃষ্টধর্ম ও মিশনারীদের কর্মকৌশল নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইজহারুল হক গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ- শায়খুল ইসলাম মাওলানা তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম এর টীকাসহ “বাইবেল সে কুরআন তক” সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করলাম। ইজহারুল হক গ্রন্থটি আরবী ভাষায় মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী (র.) এর একটি তথ্য-সমৃদ্ধ অনবদ্য গবেষণা পুস্তক। খৃষ্টবাদ ও বাইবেল সমালোচনায় এয়াবৎ কালের সকল রচনার মধ্যে এটি অনন্য। মাওলানা তকী সাহেবের সম্পাদনা ও টীকা, এর রওনক ও উপকারিতাকে আরো দ্বিগুন করে দিয়েছে। ইজহারুল হকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে বৃটেনে পৌঁছলে লন্ডন টাইম্‌সে মন্তব্য করে বলা হয়েছে, মানুষ যদি এ গ্রন্থটি পড়া অব্যাহত রাখে, তবে দুনিয়ায় খৃষ্টধর্মের উন্নতি ও প্রসার বন্ধ হয়ে যাবে (দ্র. বাইবেল সে কুরআন তক, পৃ. ৩১৫)।

উক্ত গ্রন্থের “বাইবেল বিকৃতি” অংশটি সামনে রেখে অত্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করি। সেই সঙ্গে আমার সংগৃহীত উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী বাইবেলের



একাধিক সংস্করণ মন্তন করে নতুন নতুন অনেক তথ্যও এতে সন্নিবেশিত করি। বাইবেলের সর্বশেষ বাংলা সংস্করণ কিতাবুল মোকাদ্দস এর নতুন নতুন বিকৃতি ও ত্রুটিগুলিও এতে তুলে ধরা হয়েছে, পাঠক হয়তো ইজহারুল হক বা অন্য কোন গ্রন্থে সেগুলি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারবেন না।

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আবুল বাশার মোঃ সাইফুল ইসলামকে পাভুলিপিটি দেখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তিনি তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান সময় ব্যয় করে পাভুলিপিটি আগাগোড়া দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

একটি কথা পরিস্কার মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান বাইবেলে তওরাত, যবূর ও ইঞ্জিল নামে আমরা যে কিতাবগুলি পাচ্ছি, তা আদৌ কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত ও মুসলমানদের নিকট পরিচিত তওরাত, যবূর ও ইঞ্জিল নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ভেতরে আলোচনা করেছি। তওরাত নাযিল হয়েছিল হিব্রু ভাষায়, যবূর গ্রীক ভাষায় আর ইঞ্জিল সুরয়ানী বা সেমিটিক ভাষায়। এই কিতাবগুলির মূল বা অনুবাদ কোন কিছুই এখন আর বর্তমান নেই। ইহুদীদের দাবী, ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে ফিরে হযরত উযায়র (আ.) নতুন করে তওরাত সংকলন করেছিলেন। কিন্তু সেটিও ছিল হিব্রু ভাষায়। সেই কপিটিও এখন বিদ্যমান নেই। এখন হিব্রু ভাষায় যে তওরাত পাওয়া যায়, সেটি গ্রীক ভাষা থেকে অনূদিত। গ্রীক ভাষায় কে অনুবাদ করলেন? আবার হিব্রু ভাষায় কে ভাষান্তর করলেন? তাদের নামের উল্লেখও নেই, হাদিসও নেই। মথি, মার্ক, লূক ও যোহন যে সুখবর নামে ঈসা মসীহের জীবনী লিখেছেন, এবং যেগুলি ইঞ্জিল নামে প্রচারিত, সেগুলিরও মূল কপি বা পাভুলিপি বিদ্যমান নেই। আছে তার অনুবাদ বা সম্পাদনার পর সম্পাদনাকৃত তরজমা। সেখানেও অনুবাদকের নাম অনুপস্থিত। একই অবস্থা বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল অনুবাদে।

১৬১১ সালে বৃটেনের রাজা জেমসের উদ্যোগে সর্ব প্রথম বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়। এটিকে কিং জেমস সংস্করণ বলা হয়। পরবর্তী কালের সকল অনুবাদের ভিত্তি এটিই। কিন্তু এটিও অক্ষুন্ন থাকেনি। সম্পাদনার পর সম্পাদনা করে এতে অনেক পরিবর্তন আনা হয়।

১৮৮১ সালে Revised Version নামে সম্পাদিত একটি ইংরেজী অনুবাদ বাজারে আসে। মনে করা হয়েছিল এটাই শেষ চেষ্টা। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল না। ১৯৫২ সালে আমেরিকার বত্রিশজন খৃষ্টান গবেষক বাইবেলের পুণঃ সম্পাদনার প্রয়োজন বোধ করেন। এবার “ষ্টান্ডার্ড রিভাইজড ভার্সন” নামে তাঁরা অপর একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। উক্ত অনুবাদে বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়ম থেকে ৪১টি পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

একইভাবে পোপ ৮ম আরবানুসের নির্দেশে সার্কিস হারোনী ১৬২৫ সালে বাইবেলের আরবী একটি মডেল সংস্করণ তৈরীর জন্য হিব্রু, গ্রীক ও আরবী বাষ্যার পণ্ডিত একদল খৃষ্টান গবেষককে দায়িত্ব দেন। তাঁরা বহু পরিশ্রম করে এটি তৈরী করেন। শুরুতে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, প্রাচীন আরবী অনুবাদে, এমনকি হিব্রু ও গ্রীক অনুবাদেও কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। তাই একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ তৈরীর জন্য এই প্রয়াস।

কিন্তু এর পরও যতগুলি আরবী সংস্করণ বেরিয়েছে সেগুলিতেও সংযোজন-বিয়োজন অব্যাহত ছিল এবং আছে। এ গ্রন্থে বাইবেলে বিকৃতির যেসব তথ্য ও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তা প্রচলিত বাইবেলের আলোকেই করা হয়েছে। খৃষ্টানগণ খুব সম্ভব মুসলমানদের আপত্তির কারণে প্রত্যেক পরবর্তী সংস্করণের অনুবাদে হেরফের ও পরিবর্তন সাধন করেছেন। এতে আপত্তি কমেনি, বরং আরো বেড়েছে। এ গ্রন্থের বিরাট অংশ জুড়ে এধরনের বিকৃতিগুলি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া স্পষ্ট স্ববিরোধিতা, আল্লাহ ও নবীগণ সম্পর্কে কটুক্তি, অশ্লীল বক্তব্য, আজগুবি ও অযৌক্তিক বক্তব্য ইত্যাদি থেকেও বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণ করা হয়েছে। গ্রন্থখানি ভালভাবে অধ্যয়ন করলে পাঠক মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে,

এমন একটি বিকৃত গ্রন্থের অনুসরণের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। বস্তুতঃ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন মাজীদেব অবতরণের পর অবিকৃত বাইবেলের অনুসরণও রহিত ও অচল হয়ে গেছে। সেখানে বিকৃত বাইবেল অনুসরণের তো প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্য উপলব্ধি ও অনুসরণের তৌফিক দান করেন, আমীন।

আব্দুল মতিন

৩১.৫.১১ ইং



## বাইবেল পরিচিতি

বাইবেল (Bible) গ্রীক ভাষার শব্দ। এর অর্থ গ্রন্থ। দি হোলাই বাইবেল (The holy Bible) অর্থ পবিত্র গ্রন্থ। বাইবেলে দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটিকে ইংরেজীতে ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old testament) বাংলায় পুরাতন নিয়ম, উর্দুতে *প্রাণা এহদ নামে* ও আরবীতে *العهد العتيق* বলা হয়। এতে তাওরাতের ৫টি পুস্তকসহ মোট ৩৯টি পুস্তক রয়েছে। দ্বিতীয় অংশকে ইংরেজীতে নিউ টেস্টামেন্ট, বাংলায় নতুন নিয়ম, উর্দুতে *নয়া এহদ নামে* ও আরবীতে *العهد الجديد* বলা হয়। এ অংশে চার ইঞ্জিলসহ মোট ২৭টি পুস্তক রয়েছে। এই ৬৬টি গ্রন্থের সমষ্টির নাম হল বাইবেল, যা বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক পবিত্র বাইবেল এবং কিতাবুল মোকাদ্দস নামে বাংলা ভাষায় অনুদিত ও মুদিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, খৃষ্টানদের দুটি প্রধান দল আছে, ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। আর উল্লিখিত সংখ্যাটি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানদের বাইবেল অনুসারে। যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে পরিচিত, তাই পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে সেগুলির বাংলা, ইংরেজী, উর্দু ও আরবী নাম উল্লেখ করা হল।

বাংলা	ইংরেজী	উর্দু	আরবী
১. আদি পুস্তক / পয়দায়েশ	Genesis	پیدائش	سفر التكوين / سفر الخليقة
২. যাত্রাপুস্তক/ ইজরত	Exodus	خروج	سفر الخروج
৩. লেবীয় পুস্তক/লেবীয়	Leviticus	أخبار	سفر الأحبار

৪. গননা পুস্তক/সুমারী	Nambers	گنتی	سفر العدد
৫. দ্বিতীয় বিবরণ	Deuteronomy	استثناء	سفر الاستثناء/سفر التثنية
৬. যিহোশূয়/ইউসা	Joshua	يشوع	سفر يشوع
৭. বিচারকর্তৃগন /কাজীগন	Judges	قضاة	سفر القضاة
৮. রুতের বিবরণ/ রুত	Ruth	روت	سفر راعوت
৯. ১ শমূয়েল/ ১ শামুয়েল	1 Samuel	١ سمویل	سفر صمويل الأول
১০. ২ শমূয়েল/ ২ শামুয়েল	2 Samuel	٢ سمویل	سفر صمويل الثاني
১১. ১ রাজাবলি/ ১ বাদশাহনামা	1 Kings	١١ سلاطين	سفر الملوك الأول
১২. ২ রাজাবলি / ২ বাদশাহনামা	2 Kings	٢٢ سلاطين	سفر الملوك الثاني
১৩. ১ বংশাবলি/ ১ খান্দাননামা	1 Chronicles	١ ١ توارتخ	سفر اخبار الأمم الأول
১৪. ২ বংশাবলি/ ২ খান্দাননামা	2 Chronicles	٢ توارتخ	سفر اخبار الأمم الثاني

১৫. ইস্রা/ উযায়ের	Ezra	عزراء	সফর عزراء
১৬. নহিমিয়/ নহিমিয়া	Nohemiah	نحمياه	সফর عزراء الثانى/ সফর نحمياه
১৭. ইস্টের	Esther	استر	সফর استر
১৮. ইয়োব/আইয়ুব	Job	ايوب	সফর ايوب
১৯. গীত সংহিতা/জবুর শরীফ	Psalms	زبور	সফর الزبور/المزامير
২০. হিতোপদেশ /মেসাল	Proverbs	امثال	সফর الأمثال
২১. উপদেশক/ হেদায়াতকারী	Ecclesiastes	واعظ	সফর الجامعة
২২. পরমগীত/ সোলায়মান	Song of Solomon	غزل الغزلات	সফর نشيد الأنشاد
২৩. যিশাইয়/ ইশাইয়া	Isaiah	يسعياه	সফর اشعيا
২৪. যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া	Jermiah	يرمياه	সফর ارميا
২৫. বিলাপ/ মাতম	Lamentations	نوحه	সফর مراثى ارميا
২৬. যিহিস্কেল/ হেজকিল	Ezekiel	حزقيال	সফর حزقيال

২৭. দানিয়েল/ দানিয়াল	Daniel	دانیل	সফর দানিয়াল
২৮. হোশেয়/ হোসিয়া	Hasea	هوسع	সফর হোশেয়
২৯. যোয়েল	Joel	يوئيل	সফর যোয়েল
৩০. আমোষ/আমোস	Amos	عاموس	সফর আমোস
৩১. ওবদীয়	Obadiah	عبدية	সফর ওবদিয়া
৩২. যোনা/ ইউনুস	Jonan	يونا	সফর যোনা (ইউনুস)
৩৩. মীখা/ মীকাহ	Micah	ميكاه	সফর মীখাহ
৩৪. নহুম/ নাহুম	Nahum	ناحوم	সফর নাহুম
৩৫. হবক্কুক/ হাবাক্কুক	Habakkuk	حقوق	সফর হবক্কুক
৩৬. সফনিয়	Zephaniah	صفنياه	সফর সফনিয়া
৩৭. হগয়	Haggai	حجي	সফর হগয়
৩৮. সখরিয়/ জাকারিয়া	Zechariah	زكرياه	সফর সখরিয়া
৩৯. মালাখি	Malachi	ملاكي	কিতাব মালাখী



প্রথম পাঁচটি পুস্তককে তওরাত বলা হয়, এটি মূলত: হিব্রু শব্দ, এর অর্থ- নিয়ম, আইন, শিক্ষা। কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে এগুলোর লেখক: হযরত মূসা (আ.)

এর থেকেই বোঝা যায় এগুলো কোরআন কারীমে উল্লিখিত খোদা প্রদত্ত তওরাত নয়। কেননা কোরআনের ভাষ্যমতে সেটি লিখিত আকারেই খোদার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة و تفصيلا لكل شيء

অর্থাৎ আমি ফলক সমূহে তার জন্য সর্ব বিষয়ে উপদেশ এবং সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিয়েছি (আরাফ/১৪৫)।

তবে খোদা প্রদত্ত তওরাতের কিছু কিছু বিষয় যে এগুলিতে উদ্ধৃত হয়নি তা বলা যাবেনা। যা হোক বর্তমান তওরাত নামে খ্যাত এই পাঁচটি পুস্তক হযরত মূসা (আ.) নিজে লিখেছেন, বা অন্য কেউ লিখে তাঁর নামে চালিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা এই জন্য বেশী যে, এই পঞ্চ পুস্তকের একটিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবরণে উল্লেখ রয়েছে হযরত মূসা (আ.) কোথায় ইন্তেকাল করেছেন এবং কোথায় তাকে কবর দেয়া হয়েছে। তাঁর উপর নাযিলকৃত তওরাতে কিংবা তাঁর নিজ হাতে লেখা গ্রন্থে এসব কথা থাকতে পারেনা।

৬ষ্ঠ গ্রন্থটির লেখক বলা হয়েছে হযরত ইউশা (আ.)কে। কিন্তু এতেও তাঁর মৃত্যু ও কবর দেয়ার স্থানটি উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এই গ্রন্থটিও অজনা কেউ লিখে তাঁর নামে চালিয়ে দিয়েছেন। ৭নং গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয়েছে লেখক সম্ভবতঃ হযরত শামুয়েল। তার মানে এটাও নিশ্চিত নয়। ৮ থেকে ১২ নং গ্রন্থ এবং ১৭ ও ১৮ নং গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে লেখকের নাম জানা যায়না। ১৩ থেকে ১৬ নং পর্যন্ত গ্রন্থগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে লেখক, সম্ভবতঃ হযরত উযায়ের (আ.)

অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি যাঁদের নামে তাঁদেরকেই লেখক আখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে জবুর শরীফ বা গীত সংহিতা নামে যে গ্রন্থটি রয়েছে, তার গুরুত্রে কিতাবুল মোকাদ্দাসে বলা হয়েছে: লেখক হযরত দাউদ (আ.) কমপক্ষে

৭৩টি কাওয়ালী লিখেছিলেন। যাঁদের নাম জানা যায়না তাঁরা লিখেছিলেন ৪৯টি কাওয়ালী।

এ ছাড়া হযরত আসাফ ১২টি, কারুনের ছেলেরা ১০টি, সোলায়মান (আ.) ২টি, হযরত মূসা (আ.) ১টি, হযরত এথন ১টি, হযরত হেমল ১টি, এবং হযরত উযায়ের (আ.) ১টি কাওয়ালী লিখেছিলেন। লিখবার সময় শিরোনামে আরো বলা হয়েছে-হযরত মূসা (আ.)এর সময় থেকে হযরত উযায়ের (আ.)এর সময় পর্যন্ত এক হাজার বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল জবুর শরীফের কাওয়ালীগুলো লিখতে। হযরত দাউদ (আ.)এর সময় থেকে বাদশাহ হিক্মিয়ার সময় পর্যন্ত তিনশো বছরের মধ্যে জবুর শরীফের বেশীর ভাগ কাওয়ালী লেখা হয়েছিল।

কিন্তু ১৫০টি কাওয়ালীর মধ্যে কোন কোনটি দাউদ (আ.)এর আর কোন কোনটি অন্যদের বা অজ্ঞাতনামা লেখকদের তা চিহ্নিত করা হয়নি। অধিকন্তু মঙ্গলবার্তা নামে কলকাতা থেকে মুদ্রিত ক্যথলিক ইঞ্জিলের (নবসন্ধি) শেষে সাম সঙ্গীত নামে এই যবুর কিতাবটি সংযুক্ত আছে। সেখানে ভূমিকায় বলা হয়েছে সাম সঙ্গীত রচয়িতাদের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা নেই। বেশীরভাগ সাম সঙ্গীতের শিরোনামায় যাঁদের

নামটির উল্লেখ আছে, তাঁরা নিজেরাই সেই সব সামা সঙ্গীত রচনা করেছেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

সুতরাং এটাকে কোরআনে উল্লিখিত যবুর না বলে গীত সংহিতা বলাই শ্রেয়।

অন্যান্য নবীগণের নামে যেসব কিতাব রয়েছে সেগুলো পাঠ করলেও মনে হয়না তাঁরাই সেগুলো লিখেছেন। যোনা/ইউনুস কিতাবটি আপনি পাঠ করুন, স্পষ্ট মনে হবে এটি অন্য কেউ রচনা করেছেন।

নতুন নিয়মের গ্রন্থসমূহের নাম

বাংলা	ইংরেজী	উর্দু	আরবী
১. মথি	Matthew	مَتَّى	مَتَّى
২. মার্ক	Mark	مَرْقَس	مَرْقَس
৩. লূক	luke	لُوقَا	لُوقَا
৪. যোহন/ ইউহোন্না	John	يُوحَنَّا	يُوحَنَّا
৫. প্রেরিত/ শিষ্য চরিত	The acts	رَسُولُونَ كَ اَعْمَال	سَفَر اَعْمَال الرسل
৬. রোমীয়	Epistle of the romans	رُومِيُونَ كَ نَام كَا خَط	رِسَالَة بُولَس اِلَى اهل رُومِيَة
৭. ১ করিন্থীয়	1Corinthia ns	كَزَنَتْهِيُونَ كَ نَام كَا پَهْلَا عام خط	رِسَالَة بُولَس الْأَوَّل إِلَى اهل كُورِنْتُوس
৮. ২ করিন্থীয়	2 Corinthians	كَزَنَتْهِيُونَ كَ نَام كَا دُوسَرَا عام خط	رِسَالَة بُولَس الثَّانِيَة إِلَى اهل كُورِنْتُوس
৯. গালাতীয়	Galatians	گَلَتِيُونَ كَ نَام كَا خَط	الرِسَالَة إِلَى اهل غَلَاطِيَة
১০. ইফিসীয়	Ephcsians	اَفَسِيُونَ كَ نَام كَا خَط	الرِسَالَة إِلَى اهل اَفَس
১১. ফিলিপীয়	Philippians	فَلِيبِيُونَ كَ نَام كَا خَط	الرِسَالَة إِلَى اهل

			فیلیپی
১২. কলসীয়	Colossian's	কলসীয়ের নাম کا خط	الرسالة الى اهل كولوس
১৩. ১ থিমলনীকীয়	1Thessalonians	থেসলোনিকীয়ের নাম کا پہلا خط	الرسالة الأولى الى اهل تسالونيكي
১৪. ২ থিমলনীকীয়	2Thessalonians	থেসলোনিকীয়ের নাম کا دوسرا خط	الرسالة الثانية الى اهل تسالونيكي
১৫. ১ তীমথিয়	1Timothy	তিমোথিসের নাম کا پہلا خط	الرسالة الأولى الى اهل تيموتيس
১৬. ২ তীমথিয়	2 Timothy	তিমোথিসের নাম کا دوسرا خط	الرسالة الثانية الى اهل تيموتاوس
১৭. তীত	Titus	টিটাসের নাম کا خط	الرسالة الى اهل تيطس
১৮. ফিলীমন	Philemon	ফিলিমোনের নাম کا خط	الرسالة الى اهل فليمون
১৯. ইব্রানী/ইবরানী	Hebrews	ইব্রানীوں کے نام کا خط	الرسالة الى اهل العبرانيين
২০. যাকোব/ইয়াকুব	James	ইয়াকুব کا عام خط	رسالة يعقوب
২১. ১ পিতর	1 Peter	পطرس کا پہلا عام خط	رسالة بطرس الأولى

২২.২ পিতর	2 Peter	بطرس كادوسراعام خط	رسالة بطرس الثانية
২৩. ১ যোহন/ ইউহোনা	1 John	يوحنا كادوسراعام خط	رسالة يوحنا الأولى
২৪. যোহন/ ইউহোনা	2 John	يوحنا كادوسراعام خط	رسالة يوحنا الثانية
২৫. ৩ যোহন/ ইউহোনা	3 John	يوحنا كادوسراعام خط	رسالة يوحنا الثالثة
২৬. যিহুদা/ এহুদা	Jude	يهوداه كادوسراعام خط	رسالة يهودا
২৭. প্রকাশিত বাক্য বা প্রকাশিত কালাম	Revelation	يوحنا عارف كادوسراعام خط	رؤيا يوحنا اللاهوتي (المشاهدات)

এই ২৭টি গ্রন্থের প্রথম ৪টিকে বাংলায় সুখবর বা সুসমাচার, ইংরেজীতে Gospel উর্দু ও আরবীতে ইঞ্জিল বলা হয়। মূলত গ্রীক ‘ইংক্লিউন’ শব্দটি আরবীতে ইঞ্জিলরূপে ব্যবহৃত। ‘মথি’ মানে মথি লিখিত সুসমাচার, একইভাবে মার্ক, লূক ও ইউহোনা। এই চারটি পুস্তকই মূলত: ইঞ্জিল নামে পরিচিত। যদিও খৃষ্টানগণ ২৭টি গ্রন্থের সমষ্টিকে ইঞ্জিল শরীফ আখ্যা দিয়ে আসছেন। আবার এ চারটি পুস্তককে ইঞ্জিল বলা হলেও এগুলো আদৌ কোরআনে উল্লিখিত এবং ঈসা (আ.)এর উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল নয়। বরং এগুলো তাঁর জীবনীগ্রন্থ মাত্র। যে কোন ব্যক্তি এগুলো পাঠ করলেই সেটা বুঝতে পারবেন। ঈসা (আ.)এর উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল যে এগুলো নয় তার বড় প্রমাণ হল এগুলোতে কিভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো,

বিচার করা হলো, শূলে চড়ানো হলো এবং কবর দেয়া হলো ইত্যাদি সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

ঈসা (আ.)এর উপর নাথিলকৃত মূল ইঞ্জিল কিভাবে, কোথায় হরিয়ে গেছে এর জবাব খৃষ্টান সমাজ আজও পর্যন্ত দিতে পারেনি! তাঁরা ইঞ্জিল শরীফের শেষে শুধু এটুকু লিখেছেন যে, খোদাবন্দ ঈসা মসীহের এই দুনিয়াতে বাস করিবার সময়ে ইঞ্জিল শরীফ লেখা হয় নাই (দ্র.পৃ.৭২২)।

এ চারটি সুসমাচারের লেখক কে? তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। মথি, মার্ক, লুক ও যোহনই কি এগুলোর লেখক, না অন্য কেউ রচনা করে তাঁদের নাম ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে সন্দেহের শেষ নেই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মাও: তক্বী উসমানী সম্পাদিত “বাইবেল সে কুরআন তক” ও মরিচ বুকাই রচিত বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান গ্রন্থ দুটি পাঠ করা যেতে পারে।

যা হোক, মথি লিখিত সুসমাচার যে মথি নিজে লিখেননি, তার বড় প্রমাণ হল, উক্ত সুসমাচারেই বলা হয়েছে- ঈসা যখন সেই জায়গা হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন তখন পথে মথি নামে একজন লোককে কর আদায় করিবার ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন, ঈসা তাঁহাকে বলিলেন, আস আমার পথে চল। মথি তখনি উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে গেলেন, ইহার পরে ঈসা মথির বাড়িতে খাইতে বসিলেন (মথি, ৯:৯)।

এই মথিই যদি উক্ত সুসমাচারের লেখক হতেন যেমনটি খৃষ্টানদের দাবী, তবে এ কথাগুলি তিনি এভাবে নাম পুরুষে বলতেন না। বরং উত্তম পুরুষ ব্যবহার করেই বলতেন। এমনিভাবে যোহন/ ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে- পিতর পিছন ফিরিয়া দেখিলেন ঈসা যাঁহাকে মহাবত করিতেন সেই সাহাবী পিছনে পিছনে আসিতেছেন।

ইনি সেই সাহাবী যিনি খাইবার সময় ঈসার দিকে ঝুকিয়া বলিয়াছিলেন প্রভু আপনাকে যে শত্রুদের হাতে ধরাইয়া দিবে সে কে? পিতর তাঁহাকে দেখিয়া ঈসাকে বলিলেন, প্রভু এই লোকের কি হইবে? ঈসা পিতরকে বলিলেন, আমি যদি চাই, এ আমার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত থাকে, তাহাতে তোমার কি? তুমি আমার সঙ্গে আস ( ২১:২০-২২)।

খৃষ্টানদের দাবী, হল উপরোক্ত বক্তব্যে যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তিনিই হলেন এই সুসমাচারের লেখক যোহন/ইউহোন্না। যদি তাই হতো তবে যোহন নিজের লেখা গ্রন্থে নিজের কথা এভাবে লিখতেন না। শেষ অধ্যায়ের ২৪ নং পদে লেখা হয়েছে— সেই সাহাবীই এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর এই সমস্ত লিখিয়াছেন আমরা জানি তাঁহার সাক্ষ্য সত্য।

এ কথাগুলি কে বলেছেন? এই “আমরা” কারা? এটা নিশ্চিত নয়। এই “আমরা” বলে কথিত ব্যক্তিরাই এটি রচনা করে যোহনের নাম ব্যবহার করেছেন কিনা, তাই বা কে বলবে? তাছাড়া প্রেরিত পুস্তকে বলা হয়েছে ইউহোন্না অশিক্ষিত ছিলেন (৪:১৩)

সুতরাং তাঁর পক্ষে এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। মার্ক ও লূকের সুসমাচার নিয়েও এই একই ধরনের বিতর্ক রয়েছে। ৫ম পুস্তিকাটি লূকের। ৬-১৮ নং পুস্তিকাগুলি সেন্ট পলের ১৩টি চিঠি। এগুলো কিভাবে আসমানী কিতাবের অংশ হল সেটিও বোধগম্য নয়। ১৯ নং পুস্তিকাটির লেখক জানা নেই। অবশিষ্টগুলি যাঁদের নামে তাঁরাই সেগুলির রচয়িতা বলে বলা হয়। শেষ পুস্তিকাটির লেখকও যোহন/ইউহোন্না।

লেখক যিনিই হন না কেন, উভয় নিয়মের গ্রন্থ সমূহে বিকৃতি, স্ববিরোধিতা ও অনুবাদের হেরফের ঘটেছে, সেটাই তুলে ধরা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের পেছনে উদ্দেশ্য হল প্রমাণ করা যে, কুরআন নাযিলের পর এগুলো আর অনুসরণযোগ্য নয়। আমলযোগ্য হল একমাত্র কুরআন কারীম।

ذلك الكتاب لا ريب فيه

এ এমন এক মহান গ্রন্থ, যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। সর্বপ্রথম আমরা বাইবেলে বিকৃতি ঘটান ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি তুলে ধরছি।

## বাইবেলে বিকৃতির ঐতিহাসিক দলিল

হযরত মুসা (আ.) তাঁর ইত্তিকালের পূর্বে তাওরাত শরীফকে বনী ইসরাইলের প্রধান ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিয়ে প্রতি সাত বছর পর পর সকলের সামনে তা পাঠ করে শোনানোর নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ, ৩১:২৬)। কিছুকাল পর্যন্ত তারা সেই নির্দেশমত কাজ করে। এরপর তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দাউদ (আ.) পর্যন্ত তাদের অনেক শাসকরা ধর্মত্যাগ করে মূর্তি পূজা করতে থাকে (দ্র. বিচার কর্তৃগন)। এভাবে সুলায়মান (আ.)এর যুগে তওরাত যে সিন্দুকে সংরক্ষিত ছিল সেটি খুলে দেখা গেল দশটি বিধান ছাড়া তওরাতের বাকি অংশ গায়েব (রাজাবলি, ৮:৯)।

এরপর বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী খোদ সোলায়মান (আ.) পিতৃধর্ম ত্যাগ করে তাঁর স্ত্রীদের প্ররোচনায় মূর্তিপূজায় জড়িয়ে পড়েন (রাজাবলি, ১১নং অধ্যায়)। (নাউযুবিল্লাহ)

সুতরাং তওরাত সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁর কোন প্রকার উদ্যোগ না থাকাই স্বাভাবিক। তারপর থেকে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে।

এসময় ইসরাঈল বংশের লোকেরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের রাজ্যও দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগের নাম ইসরাঈল, অপর ভাগের নাম যিহুদা বা এহুদা। সুলায়মান (আ.)এর খাদেম যারবিয়াম দশটি গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত ইসরাঈল রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভ করেন। ক্ষমতা লাভের কিছুদিন পর তিনি ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে মূর্তি পূজারী হয়ে যান। তার অনুসরণে প্রজারাও ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজায় জড়িয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে এই দশটি বংশেই মূর্তিপূজা ছড়িয়ে পড়ে।

তাদের মধ্যে যারা কাহেন বা ধর্মযাজক নামে পরিচিত ছিল তারা হিজরত করে এহুদা রাজ্যে চলে আসেন। এভাবে টানা আড়াইশো বছর পর্যন্ত এই দশটি বংশ মূর্তি পূজায় নিমজ্জিত থাকে। অবশেষে আল্লাহ অশুরীয়দেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন (২ রাজাবলি, ১৭: ৩-২০)।



তারা ক্ষুদ্র একটি দল ছাড়া এদের সকলকে বন্দী করে এবং বিভিন্ন দেশে তাড়িয়ে দেয়। অশুরীয়রা ছিল গোড়া মূর্তিপূজক। তাই যে ক্ষুদ্র ইসরাঈলী দল সেখানে টিকে গিয়েছিল তারাও মূর্তিপূজায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। (২ রাজাবলি, ১৭:৪১)। অপরদিকে দুটি গোত্র নিয়ে গঠিত এহুদা রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সুলায়মান (আ.)এর পুত্র রহবিয়াম। তখন থেকে নিয়ে ৩৭২বছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিশ জন শাসক রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তাদের অধিকাংশই ছিলেন কাফির ও মূর্তিপূজক। রহবিয়ামের আমল থেকেই মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন হয়। প্রতিটি গাছের নীচে একটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। আহসের যুগে বায়তুল মোকাদ্দাস বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং যেরুজালেমের প্রতিটি অলিগলিতে বা'ল দেবতার জন্য যজ্ঞ বেদি তৈয়ার করা হয়।

এরপর মানশি'র যুগে রাজ্যের অধিকাংশ বাসিন্দা মূর্তি-পূজক হয়ে যায়। তিনি নিজে যে মূর্তির পূজা করতেন সেটিকে বায়তুল মোকাদ্দাসের অভ্যন্তরে স্থাপন করেন। এরপর আমোনের শাসনকালও একইভাবে কাটে। তবে আমোনের ছেলে যোশিয় তওবা করে ইহুদী ধর্মে ফিরে আসেন। তিনি নিজে শরীয়ত মত চলার এবং অন্যদেরকে চালাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁর শাসনামলের ১৭তম বছর পর্যন্ত তওরাতের কোন হদিস মেলেনি। ১৮তম বছরে হঠাৎ হিক্কিয় মহা-যাজক দাবী করে বসেন যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের ভেতর তিনি তওরাতের একটি কপি পেয়ে গেছেন (২ রাজাবলি, ২২:১০,১১ ; বংশাবলি, ৩৪:১৫-১৯)।

যোশিয় এ খবর শুনে যার পর নাই খুশী হন।

হিক্কিয়ের দাবী কোন যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয়া হলো। অথচ যুক্তির আলোকে ঐ দাবী মোটেও টেকে না। কারণ ইতিপূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাস দু-দুবার লুণ্ঠিত হয়েছে। সেটিকে দেব মন্দিরে পরিনত করা হয়েছিল। প্রতিমার সেবক উপাসকরা প্রতিদিনই সেখানে প্রবেশ করত। তাই তওরাতের কপি সেখানে বিদ্যমান থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। যদি তওরাতের কপি সেখানে বিদ্যমান থেকেই থাকত তবে যোশিয়ের শাসনামলের ১৭ বছর পর্যন্ত কেউ এর সন্ধান পেলনা কেন? অথচ এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য লোক সেখানে প্রবেশ করেছিলো।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তওরাতের প্রতি বাদশাহর টান ও আত্মহ দেখে হিক্মিয় ঐ সতের বছরে লোক মুখে শোনা কাহিনী ও বর্ণনাসমূহ একত্রিত করে একটি পুস্তক সংকলন করেছেন। এবং তওরাত পাওয়ার অভিনব দাবী করে বসেছেন।

হিক্মিয়র দাবী সত্য বলে ধরে নেয়া হলেও পরবর্তীকালে এটিরও আর হদিস পাওয়া যায়নি। যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহস রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করার পর ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে কাফের হয়ে যান। তাঁর যুগে পুনরায় কুফরের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

মিসরের বাদশাহ তাঁর উপর হামলা চালিয়ে তাঁকে বন্দী করে মিসরে নিয়ে যান। সেখানেই বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মিসর রাজ তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর ভাই যিহোয়াকীমকে ক্ষমতায় বসান। তিনিও ছিলেন ধর্মত্যাগী।

বোখতে নাসারের হামলায় তিনি বন্দী হয়ে তের বছর দাসত্বের জীবন কাটান। তারপর যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীন ক্ষমতা লাভ করেন তিনিও ছিলেন ধর্মত্যাগী কাফের।

তাঁর আমলে বোখতে নাসার হামলা চালিয়ে তাঁকেসহ রাজ্যের বহু লোককে বন্দী করে নিয়ে যান। বাইবেলের ভাষায় বোখতে নাসার মাবুদের ঘর ও রাজবাড়ী থেকে সব ধন রত্ন নিয়ে গেলেন। এছাড়া জেরুজালেমের সবাইকে অর্থাৎ সমস্ত কর্মচারী ও যোদ্ধাদের, সমস্ত কারিগর ও কর্মকারদের মোট দশ হাজার লোককে তিনি বন্দী করে নিয়ে গেলেন। দেশে গরীব লোক ছাড়া আর কেউ রইলনা। যাওয়ার সময় তিনি যিহোয়াখীনের চাচা সিদিকিয়কে ক্ষমতায় বসিয়ে যান।

বোখতে নাসার কর্তৃক নিযুক্ত সিদিকিয় কিছুকাল পর বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি পুনরায় হামলা করে তাকে বন্দী করে নিয়ে যান। তার সন্তানদের হত্যা করেন। বাইবেলের ভাষায় তিনি মাবুদের ঘরে, রাজবাড়ীতে এবং জেরুজালেমের সমস্ত বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। সমস্ত প্রধান প্রধান বাড়ী তিনি পুড়িয়ে ফেললেন। শহরের বাকী লোকদের এবং যারা ব্যাবিলনের বাদশাহের পক্ষে গিয়েছিল তাদের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আংগুর ক্ষেত দেখা-শোনা ও জমি চাষ করার জন্য কিছু

গরীব লোককে তিনি দেশে রেখে গেলেন। এ হামলার সময় বোখতে নাসার বায়তুল মোকাদ্দাসের ভেতরের অনেক জিনিষ পত্রও লুট করে নিয়ে যান ( দ্র, ২ রাজাবলি, ২৫নং অধ্যায় )।

এ সময় পুরাতন নিয়মের কোন পুস্তকই বাকী ছিলো না। হিন্কিয় যাজকের কুড়িয়ে পাওয়া তওরাতও লা-পাত্তা হয়ে গিয়েছিল।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের দাবী হল রাজা সাইরাসের সহযোগিতায় ব্যাবিলনের দীর্ঘ বন্দীদশা থেকে ইহুদীরা মুক্তি পাবার পর হযরত উযায়ের (আ.) এগুলি পুনরায় সংকলণ করেছেন। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ১৬১সালে এন্টিউকসের হামলার পর সংকলিত এই পুস্তকগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়। এ হামলা সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এন্টিউকস ইহুদীদের উপর এ সময় গণহত্যা চালান।

মোকাবেী গ্রন্থে উক্ত হামলার বিবরণ এভাবে বিধৃত হয়েছে -

Never a copy of the dvine law but was turn up and burned ; if any pwere found that kapt ahe sacord, record or obeyed the lords will, his life was forfeit to the kings edict month by month such deeds of violence were done. (1-macabes 1.59.61)

অর্থাৎ খোদায়ী আইন পুস্তক সমূহের এমন কোন কপি ছিল না, যা ফেড়ে ফেলা বা ভস্মীভূত করা হয়নি। এমন কোন লোক পাওয়া গেলে যার নিকট এর কোন কপি সংরক্ষিত আছে বা সে খোদার বিধি বিধানের অনুসরণ করে রাজার নির্দেশ অনুসারে তাকে হত্যা করা হতো। প্রত্যেক মাসেই এমন কড়াকড়ি অব্যাহত থাকে। মাওলানা তক্বী উসমানী কৃত “বাইবেল সে কুরআন तक” এর টীকা থেকে গৃহীত (দ্র. ২য়, ১৫৪)।

এরপর সবচেয়ে বড় আঘাত আসে রোম সশ্রাট টিটাস (Titus) এর পক্ষ থেকে। ঈসা (আ.)এর আকাশে উত্থিত হওয়ার ২০বছর পর এ হামলা হয়। ৯০ হাজার ইহুদীকে তিনি বন্দী করে নিয়ে যান, হাজার হাজার ইহুদী এ সময় অনাহারে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে এবং গুলিতে বুলে প্রাণ হারায়।

খৃষ্টানদের উপরও একাধারে তিনশত বৎসর পর্যন্ত হামলার পর হামলা চলে, ফলে তাদের নিকট বাইবেলের কপি প্রবলভাবে হ্রাস পায়, এবং এতে বিকৃতি ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তাদের উপর প্রথম আক্রমণ হয় ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে রাজা নীরনের (Neron) পক্ষ থেকে। উক্ত আক্রমণে হযরত ঈসা (আ.)এর প্রধান শিষ্য পিতর, তাঁর স্ত্রী ও পৌল নিহত হন। রাজার জীবদ্দশায় খৃষ্টবাদের প্রচার প্রসার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

২য় আক্রমণ হয় রাজা ডমিশন (Domitian) এর পক্ষ থেকে। এ রাজাও খৃষ্টানদের জানের দূশমন ছিলেন। তিনি ব্যাপকভাবে খৃষ্টান নিধনের ফরমান জারী করেন, এবং এ পরিমাণ রক্তপাত ঘটান যে খৃষ্টধর্ম সম্পূর্ণরূপে খতম হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। এসময় ঈসা (আ.)এর শিষ্য যোহন কে দেশান্তর করা হয়, এবং ফিলিন্স ক্রিমস কে হত্যা করা হয়। তৃতীয় আঘাত হানেন সম্রাট টারজান (Tarzan)

১০১ খৃষ্টাব্দ থেকে নিয়ে একটানা ১৮ বছর চলে এ আঘাত। এ সময় করিন্থীয় এর বিশপ অগ্লাশিস, রোমের বিশপ ক্রেমেন্ট ও শালীমের বিশপ শামউন নিহত হন। চতুর্থ আঘাত আসে গৌড়া মূর্তিপূজক এক রাজার পক্ষ থেকে। ১৬১ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়ে এ হামলা দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যে ব্যাপক হারে তিনি খৃষ্টানদের হত্যা করেন।

৫ম আক্রমণ হয় রাজা সোয়ার্স কর্তৃক। ২০২ খৃষ্টাব্দে এ আক্রমণ শুরু হয়। শুধু মাত্র মিসরেই এ সময় হাজার হাজার খৃষ্টানকে হত্যা করা হয়। একইভাবে ফ্রান্স ও কার্থেজে এমন গণহত্যা চালানো হয় যে খৃষ্টানরা ধারণা করতে থাকে, এটা বুঝি দাজ্জালের যামানা।

৬ষ্ঠ হামলা হয় ২৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মেক্সিমনের আমলে। তাঁর নির্দেশে অধিকাংশ পাদ্রীকে হত্যা করা হয়। তার আমলে পোপ পন্টিয়ানুস ও পোপ অন্ট্রুসও নিহত হন।

৭ম আঘাত হানেন রাজা ডিশিম ২৫৩ সালে। তিনিতো খৃষ্ট ধর্মের মূলোৎপাটনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এবং এ মর্মে সকল

সুবেদারদের নিকট হুকুমনামা প্রেরণ করেন। তখন প্রাণ রক্ষার তাগিদে বহু খৃষ্টান স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে। মিসর, আফ্রিকা, ইটালি ও প্রাচ্য সর্বত্র খৃষ্টানগণ একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

৮ম আক্রমণ হয় ২৫৭ সালে রাজা বেনরিয়ান কর্তৃক। এতে হাজার হাজার খৃষ্টান নিহত হয়। রাজার আদেশে বিশপ, পাদ্রী ও খৃষ্টধর্মের খাদেমদেরকে হত্যা করা হয়, অবশিষ্ট খৃষ্টানদেরকে দাসে পরিনত করা হয়। তাদের বন্দী করে পায়ে শিকল পরিয়ে সরকারি কাজে বিনা পারিশ্রমিকে খাটানো হয়। এরপর নবম আঘাত আসে ৩০২ খৃষ্টাব্দে। এতে এত ব্যাপক হারে খৃষ্টান নিধন চলে যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যেন যজ্ঞমঞ্চে পরিণত হয়। ফরিজিয়া শহর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করা হয়। সেখানকার একজন খৃষ্টানও জীবন রক্ষা করতে পারেনি।

এরপর বড় আরেকটি আঘাত আসে রোম সম্রাট ডিওক্লিশন (Diocletion) এর পক্ষ থেকে। ৩০৩ সালে তিনি সরকারী ফরমান জারী করে গির্জাসমূহ ধ্বংস করেন, ধর্মগ্রন্থসমূহ ভস্মীভূত করেন। এমনকি কারো কাছে ধর্ম গ্রন্থ আছে বলে সন্দেহ হলে তাকেও কঠিন শাস্তি দেয়া হতো।

এসব হামলার দরুন, বাইবেল পুরোপুরি বিলুপ্ত না হলেও এর অসংখ্য কপি যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেটা বলাই বাহুল্য। এতে স্বভাবতই বিকৃতি সাধনের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এতে যে কত অসংখ্য বিকৃতি ঘটানো হয়েছিল তারই একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

## বাইবেল বিকৃতি : বাইবেল ও কোরআনের আলোকে

পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে বাইবেল বিকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا  
قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

অর্থ- সুতরাং ধ্বংস সেই সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, অতঃপর বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তার মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস, এবং তারা যা উপার্জন করছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস (আল বাকারা:৭৯)।

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  
[৭০:২]

অর্থ : অথচ তাদের মধ্যে একটি দল এমন ছিলো, যারা আল্লাহর কালাম শুনতো, অতঃপর তা ভালভাবে বোঝার পরও জেনে-শুনে তাতে বিকৃতি ঘটাত (আলবাকারা:৭৫)।

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন - يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

অর্থ- তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলির স্থান স্থির হয়ে যাওয়ার পরও তাতে বিকৃতি সাধন করে (আল মাইদাহ :৪১)। অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

অর্থ- তারা কথাসমূহকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয় (আল মাইদাহ:১৩)। কুরআন কারিমের এ দাবীর সংগে বাইবেলও একমত।

ইয়ারমিয়া পুস্তকে বলা হয়েছে-কিন্তু তোমরা যেন আর কখনো না বল, মাবুদের কালাম এই; কারণ প্রত্যেক লোক নিজের কথাকে আল্লাহর কালাম



কাজ করে (বাংলা বাইবেলে-আমার ব্যবস্থার প্রতি দৌরাত্র করিয়াছে) আর

উর্দূ বাইবেলে বলা হয়েছে- جس کے کانوں نے میری شریعت کو بگاڑ ڈالا

অর্থাৎ যার যাজকরা আমার শরীয়তকে পরিবর্তন করে ফেলেছিলো (২২:২৬)।

উক্ত গ্রন্থেই অন্যত্র বলা হয়েছে- মাবুদ না বললেও তারা বলে আল্লাহ মালিক এই কথা বলেছেন (২২:২৮)।

মথি লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে- জেরুজালেম হইতে কয়েকজন ফরীশীয় আলেম ঈসার নিকট আসিয়া বলিলেন : “আমাদের পূর্ব পুরুষদের দেওয়া যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে আপনার সাহাবীরা তাহা মানিয়া চলে না কেন? খাইবার আগে হাত ধোয় না” উত্তরে ঈসা বলিলেন, পূর্ব পুরুষদের দেওয়া যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহার জন্য আপনারাইবা কেন খোদার হুকুম অমান্য করেন?

খোদা বলিয়াছেন “ পিতা-মাতাকে সম্মান করিও এবং যে পিতা-মাতার নিন্দা করে তাহার মৃত্যু হোক। কিন্তু আপনারা বলিয়া থাকেন, যদি কেহ তাহার মাতা কিংবা পিতাকে বলে, আমার যে জিনিষ দ্বারা তোমার সাহায্য হইতে পারিত, তাহা খোদার নিকট দেওয়া হইয়াছে, তবে পিতা-মাতাকে তাহার আর সম্মান করিবার দরকার নাই। আপনাদের এই সমস্ত নিয়মের জন্য আপনারা খোদার কালাম বাতিল করিয়াছেন। ভেদেরা! আপনাদের সম্বন্ধে নবী ইশায়া ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন যে এই লোকেরা মুখেই আমার সম্মান করে, কিন্তু তাহাদের অন্তর আমার নিকট হইতে দূরে থাকে। তাহারা মিথ্যাই আমার ইবাদত করে, তাহাদের দেওয়া শিক্ষা মানুষের তৈরী কতগুলি নিয়ম মাত্র (১৫:১-৯)।

খৃষ্টানরা বরাবরই প্রচার করে থাকে আল্লাহর কালামে কোন পরিবর্তন হয় না। তারা এর সমর্থনে কোরআনে কারীমের আয়াতও তুলে ধরে। কিন্তু উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি তাদের ঐ দাবীর অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। খৃষ্টানরা এসব কথা কিভাবে প্রচার করে তা আমাদের বোধগম্য নয়। কেননা ইঞ্জিল শরীফেই বলা হয়েছে- যখন ইমামের পদ বদলান হয় তখন শরীয়তও বদলান দরকার হয় (ইবরানী ৭:১২)।



উক্ত গ্রন্থেই অন্যত্র বলা হয়েছে, প্রথম ব্যবস্থাটা যদি নিঃখুঁত হইত, তবে তো দ্বিতীয় ব্যবস্থার কোন দরকার হইত না। পাক কিতাবে আছে প্রভু বলেন, দেখ, সময় আসিয়াছে যখন আমি ইস্রাঈল ও এহুদার লোকদের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করিব (৮:৭,৮)। আরো বলা হয়েছে, তিনি (ঈসা আ.) তাঁহার ক্রুশের উপর-মারিয়া-ফেলা দেহের মধ্য দিয়া সমস্ত হুকুম ও নিয়মগুচ্ছ মুসার শরীয়তের শক্তি বাতিল করিয়াছেন (ইফিষীয়, ২:১৫)।

আবার বলা হয়েছে খোদা এই ব্যবস্থাকে নতুন ঘোষণা করিয়া আগের ব্যবস্থাকে পুরাতন বলিয়া অচল করিয়া দিলেন (প্রাণ্ডক্ত, ৮:১৩)।

## বাইবেল বিকৃতি : প্রাচীণ সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপির আলোকে

খৃষ্টানগণ বরাবরই বাইবেলের প্রাচীণ সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপি নিয়ে গর্ব করে থাকেন। তাঁরা এ দাবীও করে থাকেন যে হাজার হাজার বছর ধরে বাইবেলের অসংখ্য সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, তাই বাইবেলে বিকৃতি ঘটা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁদের ঐ গর্ব ও দাবী কোনটিই বাস্তবসম্মত নয়।

কারণ গর্ব করা তখনই সঙ্গত হতো, যদি লেখকগণের নাম পরিচয় এবং আস্থাযোগ্যতা প্রমাণিত থাকত। কিন্তু পেছনে আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে এসেছি যে, এর অনেক পুস্তকেরই লেখক কে তা জানা নেই। আর যেসব পুস্তকের লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারাই যে এগুলি লিখেছেন তাও নিশ্চিত করে বলা যায়না। আবার রচয়িতাগণ যে ভাষায় বাইবেলের পুস্তকগুলি রচনা করেছিলেন, তাদের রচিত সেই মূল কপিগুলিও সংরক্ষিত নেই।

তদুপরি অনুবাদের পর অনুবাদ, সম্পাদনার পর সম্পাদনার কলম কতবার যে এগুলির উপর দিয়ে চালানো হয়েছে তারও ইয়ত্তা নেই। যাহোক পাঠকের জ্ঞাতার্থে এখানে প্রাচীনতম দুটি পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করছি।

### ১) কোডেক্স সিনাইটিকাস (Codex sinaiticus)।

এটি চতুর্থ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকের বলে দাবী করা হয়। ১৮৫৯ সালে এক জার্মান গবেষক মাউন্ট সিনাই এর এক পাদ্রীর আশ্রম কেথ্রীন থেকে এটি হস্তগত করেন।

১৯৩৪ সালে ব্রিটেন এক লাখ পাউন্ডের বিনিময়ে রাশিয়ার কাছ থেকে এটি খরিদ করে। বর্তমানে এটি বৃটিশ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এটি গ্রীক অনুবাদ সেপ্টোজিন্ট ১ এর নকল। এটিতে ২টি পরিত্যক্ত ইঞ্জিলও (তন্মধ্যে একটি হলো বার্নাবাসের ইঞ্জিল) বিদ্যমান আছে।

২) কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস: এটিও চতুর্থ শতকের রচনা। এতে ইব্রানী, ৯নং অধ্যায়ে ১৪ নং পদ থেকে শেষ পর্যন্ত, সেন্ট পলের পাষ্টরাল চিঠিপত্র এবং প্রকাশিত কালাম অনুপস্থিত। এটি রোমের ভ্যাটিক্যানে পোপের

লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। উক্ত দুটি পান্ডুলিপিতে মার্কের শেষ অধ্যায়টি অনুপস্থিত।

উল্লেখ্য যে, মরিস বুকাই লিখেছেন, সেপ্টোজিন্ট নামে বাইবেলটি (পুরাতন নিয়ম) খুব সম্ভব গ্রীক ভাষায় অনুদিত প্রথম বাইবেল। এর সময়কাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। এটি আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদীদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। এর পাঠের উপরে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে বাইবেলের নতুন নিয়ম। সাধারণ্যে ব্যবহারের জন্য খৃষ্টান জগতে বাইবেলের যে গ্রীক পাঠটি চালু আছে, তার মূল খসড়াটি Codex Vaticanus নামে তালিকাভুক্ত ভ্যাটিক্যান নগরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। এরই আরেকটি খসড়া লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে Codex sinaiticus নামে। এই উভয় পান্ডুলিপি প্রণয়নের সময়কাল হচ্ছে খৃষ্ট পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দী (দ্র: বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ১৫)।

উল্লেখ্য, ৭০ জন ইহুদী পণ্ডিত দ্বারা অনুদিত হওয়ার কারণে এটিকে সেপ্টোজিন্ট ( ترجمه سبعميه ) বলা হয়।

ড.মরিস বুকাই লিখেছেন, ইকোমেনিকেল ট্রান্সলেশন এর শতাধিক অভিজ্ঞ লেখকের অভিমত : গোটা বিশ্বে এ ধরনের আড়াইশত পরিত্যক্ত বাইবেল রয়েছে-যেগুলি চামড়ার তৈরী কাগজে লেখা। এর সর্বশেষটা হচ্ছে খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর, তারা বলেন, “যে সব প্রাচীন নিউ টেস্টামেন্ট আমাদের হাতে এসেছে, তার সবগুলির রচনা ও বক্তব্য কিন্তু এক নয়। বরং একটির সাথে আরেকটির পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রাপ্ত বিভিন্ন বাইবেলের মধ্যে এই যে তফাৎ তাও বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু ধরণ যতই ভিন্ন হোক, প্রতিটি পার্থক্যই গুরুত্বপূর্ণ।

সংখ্যার দিক থেকেও সেই পার্থক্যের গুরুত্ব মোটেও কম না বরং সুপ্রচুর। কোন কোন বাইবেলের মধ্যে ব্যাকরণ সংক্রান্ত ভাষাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শব্দ চয়নে কিংবা শব্দের অবস্থানের ভিন্নতাও কম নয়। কোন কোন পান্ডুলিপিতে এমন ধরনের পার্থক্যও বিদ্যমান, যার ফলে দুটি বাইবেলের গোটা একটা অনুচ্ছেদের অর্থ পুরোপুরি ভিন্ন রকম দাঁড়ায়। তিনি আরো লিখেছেন, এসব বাইবেলের বিভিন্ন রচনার সঠিকত্ব নিয়েও কথা উঠেছে।

এমনকি সবচেয়ে নাজুক যে পাণ্ডুলিপিটি সেই কোডেক্স ভেটিক্যানাস নিয়েও কম বিতর্ক হয় নাই। এর যে ছবছ নকল কপিটি ১৯৬৫ সালে ভ্যাটিক্যান সিটি থেকে সম্পাদিত হয়ে পুনঃমুদ্রিত হয়েছে, সেখানে সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে বলেছেন,

“কয়েক শতাব্দী পরে নকলকৃত (ধারণা করা হয় মূল কপিটি ১০ম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে নকল করা হয়েছিল) এই কপিটিতে একজন লিপিকার সব অক্ষরের উপর দিয়ে নিজের কলম গুরিয়েছেন। এই কলম গুরানোর কালে শুধু মাত্র সেই সব অক্ষরই বাদ গেছে যেসব অক্ষর লিপিকারের কাছে ভুল বলে মনে হয়েছিল।”

মজার কথা এই যে, পুস্তকটিতে এমন কিছু পরিচ্ছেদ রয়েছে, যেসব স্থানে পাণ্ডুলিপির মূল বা আদি অক্ষর সমূহ হালকা খয়েরী রং এর- এখনও স্পষ্ট বোঝা যায় এসবের উপর দিয়ে লিপিকার এমন সব ভিন্ন শব্দ ও বাক্য লিখে গেছেন, যেসব শব্দ ও বাক্যের রং গাঢ় খয়েরী। সুতরাং প্রতিটি অক্ষরের উপর দিয়ে শুধু মাত্র ‘বিশুদ্ধ ভাবে কলম ঘোরান হয়েছিল’ বলে যা বলা হয়েছে, তার প্রমাণ এসব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। যা হোক, মন্তব্যে সম্পাদক আরো বলেছেন, “বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন হাতে এই পাণ্ডুলিপিটি যে কতভাবে সংশোধিত হয়েছে এবং এতে যে কত টিকা-টিপ্পনী সংযোজিত হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বোঝার উপায় নাই। তা ছাড়া মূল রচনার উপর যখন অক্ষরে অক্ষরে হাত বা কলম গুরান হয়েছিল, তখন যে বেশ কিছু সংশোধন করা হয়েছিল, তাতেও কোন সন্দেহ নাই।”

স্মর্তব্য যে, ধর্মীয় সকল পুস্তকে বাইবেলের এই পাণ্ডুলিপিকে চতুর্থ শতাব্দীর পুস্তক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই থেকে পরবর্তী শতাব্দী গুলিতে এই পাণ্ডুলিপির উপরে যে কিভাবে কত সংশোধন চালানো হয়েছে, তা যদি কেউ আবিষ্কার করতে চান, তাহলে তাঁকে ভ্যাটিক্যানে গিয়ে মূল পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখতে হবে (দ্র: পৃষ্ঠা ১১০, ১১)।

এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা গেল, প্রাচীন পাণ্ডুলিপির দোহাই দিয়ে কোন লাভ নেই। F.C. Brukitty তো সাফ করেই বলে ফেলেছেন,

## ৪১ ☆ বাইবেল বিকৃতি : তথ্য ও প্রমাণ

The editions of mill (1707) and wetstein (1751) proved once for all that variations in the text, many of them serious, has existed from the earliest time. (Encyclopaedia Bri, 3/522)

অর্থাৎ মিল (১৭০৭) ও ওয়েটস্টেইন (১৭৫১) এর এডিশনগুলি প্রমাণ করলো যে (বাইবেলের) মূল পাঠে বিকৃতি ও বিভিন্নতা প্রাথমিক যুগ থেকেই জাহির হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।

## বাইবেল বিকৃতি নতুন নতুন সংস্করণের আলোকে

ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনুদিত বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ তুলনামূলক অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট ধরা পড়ে এগুলিতে বিকৃতি সাধনের কাজ এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। কোন কোন সংস্করণের একটি পূর্ণাঙ্গ পদ অন্য সংস্করণে আংশিক বা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে।

বাইবেলের নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৬১১ সালে বৃটেনের রাজা জেমস এর উদ্যোগে। এটি কিং জেমস ভার্সন নামে পরিচিত। কিন্তু তাতেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভুল ধরা পড়ে।

১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত পত্রিকা Awake এর ৮ম সংখ্যায় এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

১৮৮১ সালে সম্পাদনার পর সেটির নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় যা Revised version (সংক্ষেপে R.V.) নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু এর পরও সম্পাদনার প্রয়োজন বাকি থেকে যায়। উক্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য আমেরিকার খৃষ্টান পণ্ডিতগণ একটি স্ট্যান্ডার্ড বাইবেল কমিটি গঠন করেন। হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞ বত্রিশজন খৃষ্টান পণ্ডিতের সমন্বয়ে গঠিত উক্ত কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্ট্যান্ডার্ড রিভাইজড ভার্সন (Revised standard Version) সংক্ষেপে R.T.V. নামে ২০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫২ সালে বাইবেলের নতুন একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করে। উক্ত সংস্করণে নতুন ও পুরাতন নিয়মের ৪১ টি পদ বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার পর খৃষ্টান জগতে হুলস্থূল পড়ে যায়। অনেকে এর কড়া সমালোচনাও করেন।

পাদ্রী এনায়েত এস মিল এর কঠোর সমালোচনা করে তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, উক্ত অনুবাদ দ্বারা গীর্জা সমূহে নতুন নতুন শিক্ষা চালু করা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলের যেসব পদ থেকে খোদাবন্দ ঈসা (আ.)এর খোদা হওয়া, পাপ মোচন ও খোদাবন্দকে আকাশে তুলে নেয়া প্রমাণিত হয়, সেগুলোর অধিকাংশই এই আমেরিকান বাইবেল থেকে কোনরূপ কারণ ও ব্যাখ্যার উল্লেখ ছাড়াই বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে (দ্র. ঈসাইয়াত কে তা'আকুব মে, পৃ.৪৩২)।

নিম্নে ১৮৮১ সালের Revised Version কে মূল ধরে Revised standard Version থেকে বিলুপ্ত ৩২টি পদ বাইবেলের অন্যান্য সংস্করণ ও অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনার একটি চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। চিত্রটি খাজা ইবনে জামীলের একটি প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত, যা “ঈসাইয়াত কে তা'আকুব মে” গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্রটি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন অনুবাদ ও সংস্করণগুলিতে উক্ত পদগুলি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বাইবেলের হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় কিছু পাণ্ডুলিপি হস্তগত হওয়ার পর সেগুলির সঙ্গে তুলনা করে নতুন অনেক সংস্করণ থেকে সেগুলি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক বাদ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সংস্করণে বন্ধনীর মধ্যে বা টিকায় সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। চার্টটির মধ্যে বাইবেলের যেসব অনুবাদ ও সংস্করণের সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ এই:

১. R.V. Holy Bible (Revised Version) London. Eryre and Spothis Woode 1881.

২. আহদ নামা জাদীদ (উর্দু অনুবাদ) লন্ডন, উইলিয়াম ভাটস প্রেস, ১৮৬০

৩. কিতাব মোকাদ্দস, (উর্দু অনু.) লাহোর বাইবেল সোসাইটি, ১৯১৬

৪. কিতাব মোকাদ্দস, (উর্দু অনু.) লাহোর, পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি, ১৯৫২

৫. R.S.V. =Holy Bible (Revised Standard Version) New York, American Bible society, 1967

৬. G.N.B. =Good News Bible, London British and Foreign Bible Society, 1980

৭. কালাম মোকাদ্দস, (উর্দু অনু. রোমান ক্যাথলিক) রোম, সোসাইটি অফ সেন্ট পল, ১৯৫৮

৮. J.T. = German translation, Bonn, Ferdinand Schorich, 1953

৯. G.F.M. Good news for modern men. New York, united Bible Socitey, 1980

১০. কিতাবুল মোকাদ্দস (আরবী অনু.) অক্রফোর্ড আল জামিয়াতুল বারিতানিয়া ওয়াল আজনাবিয়া লি আজলি ইনতিশারিল কিতাবুল মোকাদ্দস, ১৮৭১

১১. কিতাবে মোকাদ্দস, ( ফারসী অনু.) লন্ডন, উইলিয়াম ভাটস প্রেস, ১৮৬০

১২. N.W.T. =New word translation New York, Watch tower Bible and tracts Society, 1984

১৩. G.N.I. =Good news international, New York, National Bible press, 1980

১৪. N.E.B. =The New English Bible, Cambridge, Cambridge University press, 1961

১৫. N.I.V. = Holy Bible New international version, London, Hodder and Stoughton, 1994

R.V.1881	উর্দু আনুবাদ ১৮৬০	উর্দু আনুবাদ ১৯১৬	উর্দু আনুবাদ ১৯৫২	R.S. V.	G,N,B	উর্দু আনুবাদ ক্যাথলিক
১. মথি, ৪:৪৪	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	আছে
২. মথি, ৬:১৩	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	আছে
৩. মথি, ১৭:২১	সন্দেহযুক্ত	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	বন্ধনীতে
৪. মথি, ১৮:১১	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	বন্ধনীতে
৫. মথি, ২৩:১৪	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	পরিবর্তিত
৬. মার্ক, ৭:১৬	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	আছে
৭. মার্ক, ৯:৪৪	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	বন্ধনীতে
৮. মার্ক, ১১:২৬	বন্ধনীতে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	আছে
৯. মার্ক, ৯:৪৯	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	আছে
১০. মার্ক, ১৩:১৪	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	আছে
১১. মার্ক, ১৫:২৮	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	বন্ধনীতে
১২. লুক, ৫:৫৪	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	বন্ধনীতে
১৩. লুক, ৯:৫৫	বন্ধনীতে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	বন্ধনীতে
১৪. লুক, ১৭:৩৬	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	নাই
১৫. লুক প্রথম্যাংশ, ১১:২	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
১৬. লুক দ্বিতীয়াংশ, ১১:২	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
১৭. লুক দ্বিতীয়াংশ, ১১:৪	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
১৮. লুক- দ্বিতীয়াংশ, ২৩:১৭	বন্ধনীতে	নাই	নাই	নাই	নাই	বন্ধনীতে
১৯. লুক দ্বিতীয়াংশ, ২৪:৪২	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
২০. যোহন, ৫:৩	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	পরিবর্তিত
২১. যোহন, ৫:৪	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	বন্ধনীতে
২২. যোহন, ৭:৫৩	সন্দেহযুক্ত	বন্ধনীতে	নাই	নাই	নাই	আছে
২৩. যোহন, ৮:১১	সন্দেহযুক্ত	নাই	নাই	নাই	নাই	আছে
২৪. প্রেরিত, ৮:৩৭	আছে	নাই	নাই	পরিবর্তিত	নাই	পরিবর্তিত
২৫. প্রেরিত, ১৫:৩৪	আছে	নাই	বন্ধনীতে	নাই	নাই	আছে
২৬. প্রেরিত, ২৪:৭	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	পরিবর্তিত
২৭. প্রেরিত, ২৪:৬	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	পরিবর্তিত
২৮. প্রেরিত, ২৪:৮	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	বন্ধনীতে
২৯. প্রেরিত, ২৮:২৯	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	বন্ধনীতে
৩০. রোমিয়, ১৬:২৪	আছে	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
৩১. মার্ক, ১৬:৯-২০	অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত	আছে	আছে	আছে	বন্ধনীতে	বন্ধনীতে
৩২. যোহন, ৫:৭	বন্ধনীতে	নাই	নাই	নাই	নাই	বন্ধনীতে



G.F.M.	আরবী অনুবাদ ১৮৭১	ফারসী অনুবাদ ১৮৬০	N.W. T.	G.M.
নাই	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
নাই	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
নাই	আছে	আছে	নাই	নাই
নাই	আছে	আছে	নাই	নাই
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
নাই	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
নাই	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
নাই	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
নাই	আছে	আছে	নাই	নাই
নাই	আছে	আছে	নাই	নাই
নাই	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
নাই	আছে	আছে	নাই	নাই
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	নাই
বন্ধনীতে	আছে	আছে	নাই	সন্দেহযুক্ত
বন্ধনীতে	আছে	আছে	টিকায়	নাই
বন্ধনীতে	আছে	আছে	টিকায়	নাই

## বাইবেল বিকৃতির কিছু আজব নমুনা

উল্লেখ্য যে, বিকৃতি প্রথমত: দু'প্রকার, শব্দগত ও অর্থগত। শব্দগত বিকৃতি তিন প্রকার, শব্দ পরিবর্তন, শব্দ সংযোজন ও শব্দ সংকোচন। সব ধরনের বিকৃতিই বাইবেলে ঘটেছে। মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত ইজহারুল হক গ্রন্থে বহু খৃষ্টান গবেষক ও বাইবেল ভাষ্যকারদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন বাইবেলে অসংখ্য বিকৃতির কথা। এখানে আমরা বাইবেল বিকৃতির আজব কিছু নমুনা তুলে ধরিছি।

### ১. পিতার চেয়ে পুত্র বড়!

২ বংশাবলি পুস্তকে বলা হয়েছে- অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে লাগিলেন (২২:২- বাংলা পবিত্র বাইবেল)। এখানে বেয়াল্লিশ কথাটি বিকৃত ও ভুল, কেননা তাঁর পিতা চল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর পরই তিনি রাজত্ব লাভ করেছিলেন (দ্র. ২ বংশাবলি, ২১:২০)। সুতরাং “বেয়াল্লিশ বৎসর” কথাটি সঠিক বলে মনে করার অর্থ দাঁড়ায় পিতার চেয়ে পুত্র দু'বছরের বড় ছিলেন!!

অপর দিকে ২ রাজাবলি পুস্তকে বলা হয়েছে-অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন (৮:২৬)। এই বর্ণনাটি একদিকে পূর্বের বর্ণনাটির সংগে সাংঘর্ষিক, অন্যদিকে পূর্বের বর্ণনাটি বিকৃত হওয়ারও প্রমাণবহ।

### ভুলের উপর ভুল।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সকল অনুবাদেই উক্ত বিকৃতিটি বিদ্যমান ছিল। বাংলা পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা উদ্ধৃতিটি তুলে ধরেছি। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে-

Forty and tow years old was Ahaciah when he began to reing এ অনুবাদেও বিয়াল্লিশ বছরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উর্দু কিতাবুল মোকাদ্দসেও বলা হয়েছে -

اورا خرزياه پالیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا

এ অনুবাদেও বেয়াল্লিশ বছরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকেরা এই ভুল ও বিকৃতির কথা টের পেয়ে গেছেন। ফলে তারা “বেয়াল্লিশ” এর জায়গায় “বাইশ” শব্দটি বসিয়ে দিয়েছেন।

## ২. চার না চল্লিশ ?

২ শামুয়েল পুস্তকে আছে-চল্লিশ বৎসর অতীত হইলে আবশালোম রাজাকে কহিল.... (১৫:৭)। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে ‘after forty years’ উল্লেখ আছে।

নিউ ওয়ার্ল্ড ট্রান্সলেশনে বলা হয়েছে- At the end of forty years....উর্দু কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে -

اور چالیس برس کے بعد یوں ہوا کہ ابی شلوم نے بادشاہ سے کہا

এসকল অনুবাদেই চল্লিশ বছরের কথা বলা হয়েছে। এটি ছিল ভুল ও বিকৃত। বাইবেলের বাংলা অনুবাদকরা এ ভুল ও বিকৃতি টের পেয়ে গেছেন, তারা “চল্লিশের স্থানে “চার” বসিয়ে দিয়েছেন!

## ৩. আট না আঠারো?

২ বংশাবলিতে আছে-যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন (৩৬:৯)।

এখানে প্রায় সকল অনুবাদেই এই আটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা পবিত্র বাইবেলে তো বটেই, প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে-

jehuiachin was eight years old when he began to reign.

উর্দু কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে -

یہوایا کین آٹھ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا

এ দুটি অনুবাদেও আট বছরের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এই “আট” কথাটি ভুল ও বিকৃত। ২ রাজাবলিতে আছে, যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন (২৪:৮)।

বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা এ ভুল ও বিকৃতির কথা বুঝতে পেরে আটের জায়গায় আঠারো বসিয়ে দিয়েছেন। আসমানী কিতাবের উপর কলম চালানোর এ অধিকার তাদেরকে কে দিল তা আমাদের বোধগম্য নয়!

#### ৪. আট লক্ষ না এগার লক্ষ ?

২ শামুয়েল পুস্তকে আছে- ইস্রায়েলে খড়্গধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল, আর যিহুদার (এহুদার) পাঁচ লক্ষ লোক ছিল (২৪:৯)। কিন্তু এর বিপরীত ১ বংশাবলি পুস্তকে বলা হয়েছে- সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গধারী লোক ও যিহুদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্গধারী লোক ছিল (২১:৫)।

লক্ষ্য করুন, দুটি বর্ণনা কত পরস্পর বিরোধী। এর একটি অবশ্যই ভুল ও বিকৃত। উল্লেখ্য, দাউদ (আ.)এর যুগে একবারই আদম শুমারী হয়েছিল, সেই আদম শুমারীর হিসাব দুটি পুস্তকে এভাবে দু'রকম উল্লখ করা হয়েছে।

#### ৫. ইস্রায়েল না যিহুদা?

২ বংশাবলি পুস্তকে আছে- ইস্রায়েল-রাজ আহসের জন্য সদাপ্রভু যিহুদাকে নত করিলেন (২৮:১৯ বাংলা পবিত্র বাইবেল)।

এখানে “ইস্রায়েল-রাজ” কথাটি ভুল ও বিকৃত। কারণ আহস ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন না’ ছিলেন যিহুদার (এহুদার) রাজা (দ্র. ২ বংশাবলি, ২৮:১)। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদেও এখানে আহসকে “King of israel”

বলা হয়েছে। নিউ ওয়ার্ল্ড ট্রান্সলেশনেও তাই উল্লেখ করা হয়েছে। উর্দু কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে --

کیونکہ خداوند نے شاہ اسرائیل از کے سبب سے یہود کو پست کیا

এ অনুবাদেও আহসকে শাহে ইস্রায়েল বলা হয়েছে। বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা এ-ভুলটি টের পেয়ে গেছেন। ফলে আসমানী কিতাবে সংশোধনী এনে তারা এভাবে বলেছেন-বাদশাহ আহসের জন্য মাবুদ এহুদাকে নীচু করেছিলেন।

## ৬. অরিয়াক্সর না অহিমেলক ?

মার্কের ইঞ্জিলে আছে- ইসা তাহাদের বলিলেন, অরিয়াক্সর যখন মহা-ইমাম ছিলেন। সেই সময় দাউদ ও তাঁহার সংগীদেব একবার ক্ষুধা পাইয়াছিল ( ২:২৫)।

এখানে “অরিয়াক্সর মহা ইমাম থাকা কালে” কথাটি ভুল ও বিকৃত। ঘটনাটি ঘটেছিল অরিয়াক্সরের পিতা অহিমেলক মহা ইমাম থাকা কালে।

(দ্র. ১ শামুয়েল, ২১:১-৬)।

## ৭. চারশো বছর না চারশো ত্রিশ বছর ?

আদি পুস্তকে বলা হয়েছে- তখন তিনি আব্রাহামকে কহিলেন, নিশ্চয়ই জানিও, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী থাকিবে। এবং বিদেশী লোকদের দাস্যকর্ম করিবে ও লোকে তাহাদিগকে দুঃখ দিবে চারিশত বৎসর পর্যন্ত (১৫:১৩)।

পূর্বাপর আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এখানে মিসরের দিকেই “পরদেশ” বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তাদের দাসত্বকাল চারশত বছর বলা হয়েছে। এটা ভুল ও বিকৃত। কেননা যাত্রা পুস্তকে বলা হয়েছে- ইস্রায়েল সন্তানরা চারশত ত্রিশ বৎসর কাল মিসরে প্রবাস করিয়াছিল (১২:৪০)।

বাইবেলের ভাষ্যকাররা তো বলেছেন এই দ্বিতীয় অংকটিও ঠিক নয়। সঠিক হিসাব মতে মিসরে তারা ২১৫ বছর প্রবাস করেছিল।

৮. যবুর/গীত সংহিতা পুস্তকে ১৪ নং অধ্যায়ের ৩ নং পদের পর ল্যাটিন, প্রাচীন আরবী ও গ্রীক অনুবাদের (ভ্যাটিক্যান সংস্করণে) নিম্নোক্ত বাক্যগুলির উল্লেখ রয়েছে: তাদের মুখ খোলা দুর্গন্ধময় কবরের মত।

জিহবা দিয়া তাহারা ছলনার কথা বলে।

তাহাদের চোঁটের নীচে যেন সাপের বিষ আছে।

তাহাদের মুখ অভিশাপ ও তিক্ত কথায় ভরা।

খুন করিবার জন্য তাহাদের পা তাড়াতাড়ি দৌড়ে।

ধ্বংস ও দুঃখ কষ্ট তাহারা ছড়াইতে ছড়াইতে চলে।

শান্তির পথ তাহারা জানে না ।

তাহারা খোদাকে ভয়ও করে না ।

হিব্রু সংস্করণে এই বাক্যগুলি নাই । হাঁ, রোমীয়দের নামে লেখা পৌলের চিঠিতে পাক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে এই বাক্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে (দ্র. ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয়, ৩:১৩-১৮) ।

সুতরাং হয়ত ইহুদীরা হিব্রু সংস্করণ থেকে এগুলি বাদ দিয়েছে । অথবা খৃষ্টানরা পৌলের কথা ঠিক রাখার জন্য নিজেদের অনুবাদে এগুলি সংযোজন করেছে ।

৯. প্রেরিত পুস্তকে আছে-অতঃপর রুহ তাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দিলনা (১৬:৭) । প্রাচীন আরবী অনুবাদে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে । প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদও অনুরূপ ।

সেখানে বলা হয়েছে- but the spirit suffered them not.

১৬৭১ ও ১৮২১ সালের আরবী অনুবাদে ঈসার রুহ কথাটি যোগ করা হয়েছে, বর্তমানে বাংলা, উর্দু ও নতুন ইংরেজী অনুবাদে ঈসার রুহ কথাটিই বিদ্যমান ।

এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হয়ত প্রাচীন অনুবাদ গুলিতে “ঈসার” কথাটি বাদ দেয়া হয়েছিল । অথবা পরবর্তী অনুবাদগুলিতে এটি সংযোজন করা হয়েছে ।

১০. মথির ইঞ্জিলের ২৭ নং অধ্যায়ের ৩৫ নং পদটি প্রাচীন ইংরেজী বাইবেলে এভাবে আছে-

And they crucified him.and it might be fulfilled which was spoken by the prophet, they parted my garments among them and upon my vesture did they cast dots.

অর্থাৎ তারা তাঁকে ক্রুশে দিল, এবং লটারির মাধ্যমে তাঁর কাপড়-চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল:যাতে করে সেই কথা সত্য হয়, যা নবীর মাধ্যমে বলা হয়েছিল যে তারা আমার কাপড়-চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল । এবং আমার পোষাকের ব্যাপারে লটারী করল ।

১৮৬৫ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদও অনুরূপ ছিল। এখানে “যাতে করে সেই কথা সত্য হয়” থেকে শেষ পর্যন্ত বাক্যটি সম্পর্কে অনেক খৃষ্টান গবেষকই সন্দেহ পোষণ করেছেন, এবং এটি বাদ দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বাংলা পবিত্র বাইবেল, বাংলা ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস ও নতুন ইংরেজী অনুবাদে এই বাক্যটি বাদ দেয়া হয়েছে। এই বাক্যটি সম্পর্কেও বলা চলে, এটি হয় সংযোজিত, না হয় বিয়োজিত।

১১. ইউহোন্নার ১ম পত্রে স্পষ্ট বিকৃতি।

ইউহোন্নার ১ম পত্রের ৫ নং অধ্যায়ের ৭ ও ৮ নং পদ দুটি বৃটিশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

For three are three that bear record in heaven.the father, the word,and the Holy ghost. and these three are one. and there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.

অর্থাৎ - এ জন্য আসমানে তিনজন সাক্ষ্যদানকারী আছেন পিতা, কালাম ও পাকরুহ। এই তিনজনই একজন। আর পৃথিবীতেও সাক্ষ্যদানকারী তিনজন আছেন, পাকরুহ,পানি ও রক্ত। আর এই তিন সাক্ষ্যদাতা একটি বিষয়ে একমত (৫:৭,৮)। প্রাচীন আরবী অনুবাদও অনুরূপ। বর্তমানের অনুবাদগুলিতে শুধু এটুকু পাওয়া যায়: পাক রুহ, পানি ও রক্ত- এই তিনের মধ্য দিয়ে সেই সাক্ষ্য আসছে এবং সেই তিনের সাক্ষ্য এক। এখানেও সংযোজন ও বিয়োজন দুটির কোন একটি অবশ্যই ঘটেছে।

১২. ইউহোন্নার প্রকাশিত কালাম পুস্তকের ১ নং অধ্যায়ের ১০ ও ১১ নং পদ দু’টি প্রাচীন ইংরেজী বাইবেলে এভাবে আছে-

I was in the spirit on the lords day, and heard bihind me a great voice, as of a trumpet saying i am Alpha

and Omega, the first and the laot: and, what thou seest arite in a book.

অর্থাৎ প্রভুর দিনে (রবিবারে) আমি পাক রুহের পাশে ছিলাম, এবং আমার পেছনে তুরীর আওয়াজের মত একজনের জোর গলার আওয়াজ শুনলাম। তিনি আমাকে বললেন : আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ। যা দেখলে তা একটা কিতাবে লেখ (১:১০,১০)।

এই বাক্য দুটিতে সংযোজন বা বিয়োজন ঘটানো হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে-এক রবিবারে আমি বিশেষভাবে পাক রুহের পাশে বসে ছিলাম। এমন সময়ে আমার পিছনে তুরীর আওয়াজের মত একজনের জোর গলার আওয়াজ শুনলাম। তিনি আমাকে বলিলেন : যাহা দেখিলে তাহা একটি কিতাবে লেখ (১:১০,১১)।

লক্ষ্য করুন, “আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ” পুরো বাক্যটিই বাদ দেয়া হয়েছে। বাংলা পবিত্র বাইবেল, উর্দু ও বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস এবং নতুন ইংরেজী অনুবাদ সবগুলিতেই উক্ত বাক্যটি বাদ দেয়া হয়েছে। আসমানী কিতাবে এমন পরিবর্তনের কোন নজির আমাদের জানা নেই।

১৩. প্রেরিত পুস্তকের ৮নং অধ্যায়ের ৩৭ নং পদটি প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে এরূপ: And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, i believe that Jesus Christ is the son of God.

অর্থাৎ ফিলিপ বললেন : সমাপ্ত অন্তঃকরণের সংগে যদি বিশ্বাস করতে পারেন তবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারেন। তাতে তিনি উত্তর করে বললেন : যিশু খৃষ্ট যে খোদার পুত্র তা আমি বিশ্বাস করছি ( ৮:৩৭)।

এই পদটি নতুন অনুবাদগুলিতে বাদ দেয়া হয়েছে। বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও কিতাবুল মোকাদ্দসে ৩৬ নং পদটির পাশেই ৩৬, ৩৭ দু'টি অংক বসিয়ে দেয়া হয়েছে। উর্দু অনুবাদে এটিকে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্দিধায় বলা যায় এ পদটিতে হয় সংযোজন ঘটেছে, নতুবা বিয়োজন।

১৪. প্রেরিত পুস্তকের ৯নং অধ্যায়ের ৫ ও ৬ নং পদ দু'টি প্রাচীন ইংরেজী বাইবেলে এভাবে আছে,



He said who art thou, lord? And the lord said i am Jesus whom thou perse cutest: it is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling and astonished said, lord, what will thou have me to do? And the lord said unto him, arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.

অর্থাৎ তিনি (পৌল) জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু, আপনি কে? তিনি বললেন : আমি ঈসা, যাকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ। এটা তোমার জন্য মুশকিল যে, তুমি অহেতুক বাধা দিয়ে বিস্মৃত হবে। তখন সে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে কেঁপে কেঁপে বলল, আপনি আমাকে কি করতে বলেন? ঈসা তাকে বললেন : তুমি উঠ এবং শহরে যাও, কি করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে (৯ : ৫,৬)।

আন্ডার লাইন করা বাক্যগুলি বর্তমান অনুবাদ গুলিতে বাদ দেয়া হয়েছে। বাংলা পবিত্র বাইবেল, উর্দু ও বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস এবং বাংলা ইঞ্জিল শরীফে বাক্যগুলি বাদ পড়েছে। এই সংযোজিত বা বিয়োজিত বাক্যগুলির ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন হলো, এগুলি সংযোজিত হয়ে থাকলে কে কখন সংযোজন করেছে? তারা যে আরো কিছু সংযোজন করেনি তারই বা গ্যারান্টি কি ?

১৫. প্রেরিত পুস্তকের ১০নং অধ্যায়ের ৬নং পদটি প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে এভাবে আছে- He lodgeth with one Simon a tanner.whose house is by the sea side.he shall tell thee what thou oughtest to do. অর্থাৎ সমুদ্রের পারে আর একজন শিমোন থাকে। সে চামড়ার কাজ করে। পিতর সেই শিমোনের বাড়ীতে আছে। সে তোমাকে বলে দেবে কোন কাজ তোমাকে করতে হবে (১০:৬)।

এই আন্ডার লাইন করা বাক্যটি নতুন অনুবাদগুলিতে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রাচীন ইংরেজীর ন্যায় প্রাচীন আরবী অনুবাদেও বাক্যটি ছিল, এটি থাকা

সঠিক, না না থাকা সঠিক? না থাকা সঠিক হলে কে, কখন, কেন এটি যোগ করেছে তার জবাব দিতে হবে।

১৬. ১ করিন্থীয় পুস্তকের ১০নং অধ্যায়ের-২৮নং পদটি ইংরেজী অনুবাদে এভাবে আছে-But if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that shewed it, and for conscience sake: for the earth is the lords, and the fulness thereof.

অর্থাৎ কিন্তু যদি কেউ তোমাদের বলে, “ইহা প্রতিমার জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছে” তবে যে তাহা বলিয়াছে তাহার জন্য আর বিবেকের জন্য তাহা খাইও না। কারণ পৃথিবী ও ইহার পূর্ণতা সব আল্লাহরই (১০:২৮)।

আমার লাইন করা বাক্যটি নতুন অনুবাদসমূহে বাদ দেয়া হয়েছে। বাংলা পবিত্র বাইবেল, উর্দু ও বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস, বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও নতুন ইংরেজী অনুবাদে বাক্যটি নেই। কোন কোন আরবী অনুবাদে এটি বিদ্যমান আছে। কিন্তু ১৬৭১, ১৮২১ ও ১৮৩১ সালের আরবী অনুবাদেও এটি বাদ দেয়া হয়েছে। এটি যদি সংযোজিত হয়ে থাকে তবে কে, কখন, কেন সংযোজন করেছে তার জবাব দিতে হবে।

১৭. মথির ইঞ্জিলের ৬নং অধ্যায়ের ১৩নং পদটি প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে এভাবে আছে-

And lead us not in to temptation, but deliver us from evil: for thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever, amen.

অর্থাৎ আর আমাদেরকে পরীক্ষাতে আনিওনা, বরং মন্দ হইতে রক্ষা কর। কারণ রাজত্ব, পরাক্রম ও মহিমা সর্বদা তোমারই, আমিন। এখানেও দাগ দেয়া বাক্যটি নতুন অনুবাদ সমূহে বাদ দেয়া হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ, নতুন ইংরেজী অনুবাদ ও বাংলা পবিত্র বাইবেলে এটি বাদ দেয়া হয়েছে।

বাংলা বাইবেলের টীকায় কোন কোন প্রাচীন অনুবাদের টীকার উদ্ধৃতিতে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। উর্দু অনুবাদে এটি বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা

ہے۔ اے کین باد دےیا ہل؟ سٹوےکیت ہے تھاکلے کے، کھن، کین سٹوےکیت کزل؟

۱۷. ائیڈوئلار ائیڈیلے ۹ نٹ اڈیاے ۵۷ نڈرے اےکٹ پد ڈیل۔ پراڈین ائٹرےکے انوبادے پدٹ ائرپ: And every man went unto his own house. ائی پدٹ باڈلا بائبل، کیتابل ماکادس و ائیڈیل شریفے باد دےیا ہے۔ انےک ڈسٹان گبےک و بائبل ڈامکار اےک سٹوےکیت ہوڈار کٹا سیکار کزے۔ کڈ کے، کھن، کین اےک سٹوےکیت کزے تار ڈبا ک دےے؟

۱۸. باڈلا پبر بائبلے لک لیتھت سوسماچارے بلا ہے۔ تار دےیا تار شیس یاکوب و یوہن بلیلے : پڑو، آپن ک ائیڈا کزنے یے ایلے یمن کریاڈیلے، تمن امارا بلے : آکاش ائیڈے اڈل نامیا اسیا ائیڈاڈکے ڈڈ کریا فیلک؟ کڈ تین مٹ فیراا تارڈاڈکے ڈمک دیلے، ار کھیلے، تومرا ک پکار آتار لاک، تار ڈان نا۔ کارڈ مڈیپڑ مڈیڈرے پراڈ ناڈ کریتے آسے نا؛ کڈ رڈا کریتے آسیاڈے۔ پڑ تارار اڈ ڈامے ڈلیا گلے (ڈ. ۸:۵۸-۵۹)۔

اڈ بائبلے آڈے-

یہ دیکھ کر اسکے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ اسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلہ نے کیا؟ مگر اس نے پھر کرا نہیں جھڑکا اور کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو۔ کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے

پراڈین ائٹرےکے انوبادے آڈے-

And when his disciples james and john saw this, they said, lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did? But he turned, and rebuked them, and said, ye

know not what manner of spirit ye are of. for the son of man is not come to destroy men's lives. but to save them, and they went to another village .

এখানে একই ধরণের বক্তব্য বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী বাইবেল থেকে তুলে ধরা হল। এবারে লক্ষ্য করণ, কিতাবুল মোকাদ্দসে ও ইঞ্জিল শরীফে কিভাবে সংকোচন ঘটানো হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে-

তা দেখে তাঁর উম্মত ইয়াকুব ও ইউহোন্না বললেন : হুজুর, আপনি কি চান যে নবী ইলিয়াসের মত আমরা এদের ধ্বংস করবার জন্য বেহেশত থেকে আগুন নেমে আসতে বলব : ঈসা তাদের দিকে ফিরে তাদের ধমক দিলেন। তারপর তারা অন্য গ্রামে গেলেন।

আর ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে-তাহা দেখিয়া তাঁহার সহাবী ইয়াকুব ও ইউহোন্না বলিলেন : প্রভু! ইহাদের ধ্বংস করিবার জন্য বেহেশত হইতে আগুন নামিয়া আসিতে বলিব কি? ঈসা তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া তাঁহাদের ধমক দিলেন। তারপর তাঁহারা অন্য গ্রামে গেলেন।

লক্ষ্য করুন, ইঞ্জিল শরীফে “ইলিয়াসের” কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে। আবার কিতাবুল মোকাদ্দস ও ইঞ্জিল শরীফ উভয়টি থেকে ধমক দেয়ার পর ঈসা (আ.)এর দীর্ঘ বক্তব্য সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে।

২০. ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট ওল্ড টেস্টামেন্টের তিনটি প্রসিদ্ধ সংস্করণ ছিল। এক, ইব্রাণী বা হিব্রু সংস্করণ,

দুই, গ্রীক সংস্করণ,

তিন, সামারিটান (সামেরী) সংস্করণ।

এ সংস্করণগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। আদি পুস্তকে নবীগণের জন্ম ও সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে। আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.)এর প্লাবনের সময়কাল আদি পুস্তকের ইব্রানী সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে ১৬৫৬ বছর, গ্রীক সংস্করণে ২৩৬২ বছর, এবং সামারিটান সংস্করণে ১৩০৭ বছর। এমনভাবে নূহ (আ.)এর প্লাবনকাল থেকে ইবরাহীম (আ.)এর জন্মকাল পর্যন্ত সময়, ইব্রানী সংস্করণে ২৯২ বছর, গ্রীক

সংস্করণে ১০৭২ বছর, ও সামেরী সংস্করণে ৯৪২ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। এ হিসাবগুলির যে কোন দুটি অবশ্যই সংযোজিত

## ২১. যোহনের ইঞ্জিলে সংযোজন

ড. মরিচ বুকাই লিখেছেন, সেই শিম্যরাই খুব সম্ভব এর ২১নং অধ্যায়টি সংযুক্ত করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে বেশ কিছু বর্ণনাও তাঁরা এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে থাকবেন। ব্যভিচারী স্ত্রীলোক সংক্রান্ত বর্ণনাটি সম্পর্কে সবাই স্বীকার করেন যে, এটি অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা; পরে এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ১৯ অধ্যায়ের ৩৫ নং বাণীতে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ভাষ্যকারদের বিশ্বাস, এই বক্তব্যটিও সম্ভবতঃ পরে সংযুক্ত করা হয়েছিল। ও ক্যালম্যানের মতে যোহন (ইউহোন্না) লিখিত সুসমাচারে (ইঞ্জিলে) এ ধরনের পরবর্তী সংযোজন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন, ২১ নং অধ্যায়টি সম্ভবতঃ যোহনের কোন শিষ্যের সন্ধান, যিনি গোটা সুসমাচারের মূল বর্ণনায়ও কিছু কিছু রদ-বদল সাধন থাকবেন (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃ.৯৯)।

## অনুবাদের হেরফের

যে কোন গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকের পরিচয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা তার যোগ্যতা, সততা ও বিশ্বস্ততার উপর অনুদিত গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা একান্তভাবেই নির্ভরশীল। ধর্মীয় গ্রন্থের ক্ষেত্রে তো সেই গুরুত্ব আরো বেশী।

এ কারণে কুরআন ও হাদীসের এমন কোন অনুবাদ পাওয়া যাবে না, যেখানে অনুবাদকের নাম নেই। বরং অনুবাদকের যোগ্যতা, সততা চিন্তাগত স্বচ্ছতা ও ধার্মিকতা ইত্যাদি দ্বারাই আমরা তার অনুবাদ কর্মের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করে থাকি। কেউ ভুল করলে তাকে ছাড় দেয়া হয়না।

যেহেতু আমাদের এখানে অনুবাদের সংগে সাধারণতঃ মূলগ্রন্থও (কুরআনও হাদীস) সংযুক্ত থাকে তাই যে কোন যোগ্য ব্যক্তিই অনুবাদের ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারেন। কিন্তু বাইবেলের ক্ষেত্রে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে অনুবাদের সংগে মূলগ্রন্থ বা পাঠ সংযুক্ত নেই। আবার অনুবাদকের নামও নেই। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু ও আরবী সকল অনুবাদের এই একই অবস্থা। অধিকন্তু প্রত্যেক নতুন নতুন সংস্করণে অনুবাদের হেরফের অব্যাহত রয়েছে। এখানে এর কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

১. মথির ইঞ্জিলে বলা হয়েছে- এই যুগের দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে (৯১২:৩৯)। কিতাবুল মোকাদ্দস।

বাংলা ইঞ্জিল শরীফে এর কাছাকাছি বলা হয়েছে-দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত লোকেরা। কিন্তু বাংলা পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে।

উর্দু অনুবাদেও (১৬৫) (ব্যভিচারী) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

২. মথির ইঞ্জিলে বলা হয়েছে-ইউনুস যেমন সেই মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত ছিলেন। মনুষ্যপুত্রও তেমনি তিন দিন ও তিন রাত মাটির নীচে থাকবেন (১২:৪০)। কিতাবুল মোকাদ্দস ও ইঞ্জিল শরীফে এভাবেই লেখা হয়েছে।

প্রাচীন ইংলিশ বাইবেলে এবং New world translation এও বলা হয়েছে Three days and three nights অর্থাৎ তিন দিন ও তিন রাত.....। কিন্তু বাংলা পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে তিন দিবা রাত্র.....। উর্দু বাইবেলেও তাই বলা হয়েছে **تین دن رات**

এপার্থক্য বিরাট। কেননা তিন দিন রাত হলে সময় হয় ৩৬ ঘন্টা, আর তিন দিন তিন রাত হলে সময় হয় ৭২ ঘন্টা।

এদিকে খৃষ্টানদের ধারণামতে ঈসা (আ.) কে শুক্রবার সন্ধ্যার পর দাফন করা হয়েছিল এবং রবিবার সকাল বেলা তাকে তার কবরে পাওয়া যায়নি, রাতের কোন প্রহরে তিনি উঠে গেছেন কেউ তা বলতে পারেনা। তাই তিন দিবা রাত্র বা তিন দিন তিন রাত কোনটাই তাঁর ক্ষেত্রে খাটে না।

৩. বাইবেলের ইউনুস/যোনা পুস্তকেও ইউনুস (আ.)এর মাছের পেটে থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদে তিন দিন ও তিন রাতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উর্দু বাইবেলে তিন দিবারাত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (দ্র.১ম অধ্যায় ১৭ নং পদ)

৪. দ্বিতীয় বিবরণীতে ৩৩ নং অধ্যায়ের ২ নং পদের ৪র্থ বাক্যটি প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে আছে-

And he came with ten thousands of saints

অর্থাৎ তিনি দশ হাজার পবিত্র লোকের সংগে আসলেন।

New world translation এ বলা হয়েছে -

And with were holy Myriads

উর্দু কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে ----

**اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا**

বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে- তিনি লক্ষ লক্ষ পবিত্র ফেরেস্টাদের মাঝখান থেকে আসলেন। বাংলা পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে- অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন।

উল্লেখ্য, এ পদগুলিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি স্পষ্ট ইংগিত প্রমাণিত হয়, তিনি মক্কা বিজয়কালে দশ হাজার সাহাবীকে সংগে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিকে যাতে কারও দৃষ্টি না যায় সেই লক্ষ্যে এটাকে “লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা” বানানো হয়েছে।

৫. উক্ত অধ্যায়ের ৩ নং পদের প্রথম বাক্যটি প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে এভাবে বলা হয়েছে- He loved the people অর্থাৎ তিনি মানুষকে ভালবাসেন। উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے  
নিশ্চয়ই তিনি জাতিদের সংগে মহব্বত রাখেন।

New world translationএ বলা হয়েছে-

He was also cherishing his people

অর্থাৎ তিনি তার লোকদেরকে সর্বদা স্বয়ত্ত্বে লালন করেন। বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে তিনি গোষ্ঠীদিগকে প্রেম করেন। আর কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে-তিনি তাঁর নিজের বান্দাদের মহব্বত করেন।

৬. এহুদা/যিহুদা পুস্তকের ১৩ নং পদটি ইঞ্জিল শরীফে এভাবে বলা হয়েছে-দেখ, প্রভু তাহার হাজার হাজার পবিত্র লোক লইয়া সকলের বিচার করিতে আসিতেছেন। বাংলা বাইবেলে উক্ত কথা ১৪ নং পদে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-দেখ, প্রভু আপন অযুত অযুত পবিত্র লোকের সাথে আসিলেন, যেন সকলের বিচার করেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে-দেখ, প্রভু তাঁর হাজার হাজার পবিত্র ফেরেশতাদের নিয়ে সকলের বিচার করতে আসছেন। উর্দু কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে-

دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف ہو

অর্থাৎ দেখ, প্রভু তার লক্ষ লক্ষ পবিত্রদের সংগে আসলেন, যেন সকল মানুষের প্রতি ইনসাফ করেন। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে-

The lord cometh with ten thousands of his saints,

অর্থাৎ প্রভু তাঁর দশ হাজার পবিত্র লোক নিয়ে আসলেন। দেখুন, দশ হাজার কিভাবে হাজার হাজার, অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ পরিণত হলো। আবার পবিত্র লোক কিভাবে পবিত্র ফেরেশতা হয়ে গেলেন।



উল্লেখ্য, হযরত ইদরীস/হনোক (আ.) কর্তৃক ঘোষিত এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও আসলে নবী করিম (স.) সম্পর্কে। আর তাই দুরভিসন্ধিমূলকভাবে অনুবাদের এতো হেরফের। কিন্তু পূর্বাপর কথাবার্তা এখনো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কথাগুলি তাঁর সম্পর্কেই বলা হয়েছিল।

৭. মথির ইঞ্জিলের ১৯ নং অধ্যায়ের ১৬,১৭ নং পদটি প্রাচীন ইংরেজী বাইবেলে এভাবে আছে-

And behold, one came and said unto him,  
Good master What good thing shall i do that i may  
have eternal life? and he said unto him why callest  
thou me good? there is none good but one.that is  
God.

অর্থাৎ- আর দেখ, একজন লোক এসে তাঁকে বললো, সৎ গুরু! অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে ভাল কি করতে হবে? তিনি (ঈসা) তাকে বললেন : আমাকে তুমি সৎ বা ভাল বলছ কেন? ভাল তো কেবল একজনই আছেন, তিনি আল্লাহ।

কিন্তু পরবর্তী অনুবাদগুলিতে এখানে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে- পরে একজন যুবক এসে ঈসাকে বলল, হজুর আখেরী জীবন পাবার জন্য আমাকে ভাল কি করতে হবে? ঈসা তাকে বললেন : ভালর বিষয়ে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছ? ভাল মাত্র একজনই আছেন। ইঞ্জিল শরীফের অনুবাদও প্রায় অনুরূপ। •

পাঠক লক্ষ্য করুন, আমাকে সৎ ও ভাল বলছ কেন? বাক্যটি বিকৃত করে বলা হয়েছে-ভালর বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

আবার শেষ বাক্যটি থেকে তিনি আল্লাহ” কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু “একজন যুবক” কথাটিও ইঞ্জিল শরীফ ও কিতাবুল মোকাদ্দসের সংযোজন বৈকি। অন্য কোন অনুবাদে এটা পাওয়া যায় না। বাংলা পবিত্র বাইবেলেও লেখা হয়েছে- “এক লোক এসে”।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত যে দুটি পদের কথাগুলি মার্ক, (১০:১৭ ও লূক, ১৮:১৮)। এই দুই ইঞ্জিলেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে অনুবাদে কিস্তিঃ বিকৃতি থাকলেও মূল বক্তব্য সঠিকভাবেই তুলে ধরা হয়েছে।

৮. প্রেরিত পুস্তকের ২ নং অধ্যায়ের ১৫ নং পদটি বাংলা পবিত্র বাইবেলে আছে- কারণ এখন বেলা তিন ঘটিকা মাত্র। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদেও বলা হয়েছে- Third hour of the day নিউ ওয়ার্ড ট্রান্সলেশনেও অনুরূপ বলা হয়েছে। অথচ কিতাবুল মোকাদ্দস ও ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে। কারণ এখন তো মাত্র সকাল নয়টা।

৯. ইউহোন্না/যোহন, ১ম অধ্যায়ের ৩৯ নং পদের শেষ বাক্যটি বাংলা পবিত্র বাইবেলে আছে-তখন বেলা অনুমান দশম ঘটিকা। ইংরেজী অনুবাদেও -

tenth hour বলা হয়েছে। অথচ কিতাবুল মোকাদ্দস ও ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে- তখন প্রায় বিকাল চারটা।

১০. প্রেরিত পুস্তকের ২ নং অধ্যায়ের ২২ নং পদটি ইংরেজী অনুবাদে আছে-

jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and sings, which God did by him in the midst of you.

বাংলা পবিত্র বাইবেলে এভাবে বলা হয়েছে-নাসরতীয় যীশু পরাক্রম কার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর-কর্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন। উল্লেখ্য, ঈসা (আ.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর ইহুদীদের এক সমাবেশে তাঁর পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে তাঁরই প্রধান শিষ্য পিতর এ ভাষণটি দিয়েছিলেন।

উক্ত ভাষণে তিনি ঈসা (আ.) কে খোদা না বলে মানুষ বলে পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজী অনুবাদে A man ও বাংলা বাইবেলে “মনুষ্য” তারই প্রমাণ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নতুন অনুবাদগুলি থেকে মানুষ কথাটি বাদ দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

কিতাবুল মোকাদ্দস ও ইঞ্জিল শরীফের অনুবাদে এই “মানুষ” কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে-নাসরতের ঈসার মধ্য দিয়া খোদা আপনাদের মধ্যে মহৎ ও আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করিয়া আপনাদের নিকট প্রমাণ করিয়াছিলেন যে তিনি ঈসাকে পাঠাইয়াছিলেন।

১১. যবুর/গীত সংহিতা পুস্তকের ৮২ নং অধ্যায়ের ১ নং পদটি বাংলা পবিত্র বাইবেলে এভাবে আছে-ঈশ্বর ঈশ্বরের মন্ডলীতে দন্ডায়মান, তিনি ঈশ্বরদের মধ্যে বিচার করেন আর কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে বলা হয়েছে-আল্লাহ তাঁর বিচার-সভার মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। তিনি শাসনকর্তাদের মাঝখানে থেকে তাদের বিচার করে হুকুম দিচ্ছেন। অথচ প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদেও দ্বিতীয় বাক্যটি এভাবে আছে-

He judgeth among the Gods.

ঠিক একইভাবে উক্ত অধ্যায়ের ৬ নং পদটি বাংলা পবিত্র বাইবেলে আছে-আমিই বলিয়াছি তোমরা ঈশ্বর। আর কিতাবুল মোকাদ্দসে আছে-আমি বলেছিলাম তোমরা যেন আল্লাহ।

এই ৬নং পদটির উদ্ধৃতি ইউহোন্না/যোহন এর ইঞ্জিলেও এসেছে। সেখানেও অনুবাদে একই হেরফের। বাংলা বাইবেলে আছে, আমি বলিলাম, তোমরা ঈশ্বর। ইঞ্জিল শরীফে আছে-আমি বলিলাম তোমরা খোদার মত। আর কিতাবুল মোকাদ্দসে আছে- আমি বললাম তোমরা যেন আল্লাহ।

১২. আদি/পয়দায়েশ পুস্তকের ২নং অধ্যায়ের ২নং পদটি প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে এভাবে আছে-

and on the seventh day God ended his work whice he had made. and he rested on the seventh day from all his work whice he had made.

অর্থাৎ সপ্তম দিনে আল্লাহ তাঁর যা করার ছিল সেই কাজ শেষ করলেন, এবং সপ্তম দিনে তিনি সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। নিউ ওয়ার্ল্ড ট্রান্সলেশনে আছে-

And by the seventh day God came to the completion of his work that he had make and he proceeded to rest on the seventh day from all his work that he had make.

এ দু'টি অনুবাদের কাছাকাছি বাংলা পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে- পরে ইশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। এই rested বা “বিশ্রাম লইলেন” কথাটি প্রমাণ করে যে আল্লাহ তায়ালাও মানুষের মতো কাজ করে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েন, ফলে তাঁর বিশ্রামেরও প্রয়োজন পড়ে।

অথচ আল্লাহর ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করা চরম ভ্রান্তি। ইহুদী ও খৃষ্টানদের এমন অমূলক ধারণা খন্ডন করেই কোরআনে কারীমের সূরা ক্বাফে ইরশাদ হয়েছে- আমি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। আর কোন ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

খৃষ্টানরা হয়তো ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন। তাই তাদের আসমানী কিতাব সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই সংশোধনী কিতাবুল মোকাদ্দসে এভাবে দেয়া হয়েছে- আল্লাহ তাঁর সব সৃষ্টির কাজ ছয়দিনে শেষ করলেন; তিনি সপ্তম দিনে কোন কাজ করলেন না।

উল্লেখ্য, ইঞ্জিলের ইবরানী পুস্তকেও পাক কিতাবের উদ্ধৃতিতে বাংলা ইঞ্জিল শরীফের অনুবাদে বলা হয়েছে, খোদা সপ্তম দিনে তাহার সমস্ত কাজ হইতে বিশ্রাম লইলেন (৪:৪)। কিতাবুল মোকাদ্দসে এখানেও পূর্বের ন্যায় অনুবাদ করা হয়েছে।

১৩. প্রেরিত পুস্তকে ৩ নং অধ্যায়ের ২২ নং পদের অনুবাদ কিতাবুল মোকাদ্দসে এভাবে আছে-মূসা বলেছিলেন, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। বাংলা পবিত্র বাইবেল, উর্দু ও ইংরেজী অনুবাদও অনুরূপ। পক্ষান্তরে ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে-মূসা বলিয়াছিলেন, প্রভু, যিনি

তোমাদের খোদা, তিনি তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্য হইতে আমারই মত একজন নবীকে তোমাদের জন্য ঠিক করিবেন।

উল্লেখ্য, মূসা (আ.) এ কথাগুলি বলেছিলেন বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে। যেন নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি যদি তাদের নিজেদের লোকদের মধ্য থেকে হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি হবেন বনী ইসরাঈল বংশের। আর যদি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে হয়ে থাকেন, তবে তিনি হবেন বনী ইসরাঈলের ভাই বনী ইসমাঈল বংশের।

আর এতে নবী করীম (স.) এর প্রতিই ইংগিত করা উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং দু'টি অনুবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ব্যবধান রয়েছে। স্মর্তব্য যে মূসা (আ.)এর এ বক্তব্য বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণীতে উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে কিন্তু “তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই” বলা হয়েছে (দ্র.১৮:১৮)। জানি না ইঞ্জিল শরীফের অনুবাদকরা কি উদ্দেশ্যে এ বিকৃতি ঘটিয়েছেন!

১৪. মথির ইঞ্জিলে ১৫ নং অধ্যায়ের ৪ নং পদটি বাংলা ইঞ্জিল শরীফে এভাবে আছে-“ যে পিতা-মাতার নিন্দা করে তাহার মৃত্যু হোক”। অথচ বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে- যার কথায় মা-বাবার প্রতি অসম্মান থাকে, তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে।

### ১৫. একদম তাজা একটি বিকৃতি

“গুনাহগারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ” নামে খৃষ্টানদের লেখা একটি পুস্তিকা হাতে পেলাম। পাতা উল্টিয়ে দেখি কুরআন মাজীদ ও নবীজী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খৃষ্টানরা যে বিশ্বাস করে না তার কারণ হিসাবে ইঞ্জিলের প্রকাশিত কালামের দুটি পদ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্ধৃতিটি পড়ে সন্দেহ হলো। বাংলা ইঞ্জিল শরীফ মিলিয়ে দেখলাম আমার সন্দেহ সঠিক। একদম তাজা বিকৃতি।

এখানে উক্ত পুস্তিকা ও ইঞ্জিল শরীফের বক্তব্য উল্লেখ করা যাচ্ছে। পুস্তিকার ৬ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কালামের বক্তব্য এইঃ যে লোক এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম শোনে আমি তার কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কেউ যদি এর সংগে কিছু যোগ করে তবে আল্লাহর ওই কিতাবে লেখা সমস্ত গজব তার জীবনে যোগ করবেন।

আর এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম থেকে যদি কেউ কিছু বাদ দেয় তবে আল্লাহও এই কিতাবে লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তার জীবন থেকে বাদ দেবেন (২২:১৮,১৯)।

এবার ইঞ্জিল শরীফের বক্তব্য শুনুন। সেখানে আছে-যে এই কিতাবে লেখা ভবিষ্যতের কথা শুনে, আমি তাহার নিকট এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, কেহ যদি ইহার সংগে কিছু যোগ করে, তবে খোদাও এই কিতাবে লেখা সমস্ত আঘাত তাহার জীবনে যোগ করিবেন। আর এই কিতাবে লেখা ভবিষ্যতের কথা হইতে যদি কেহ কিছু বাদ দেয়, তবে খোদাও এই কিতাবে লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তাহার জীবন হইতে বাদ দিবেন (প্রকাশিত কালাম, ২২:১-৮, ৯)।

লক্ষ্য করুন, “ভবিষ্যতের কথা” কে বদলিয়ে “সমস্ত কথা”, আবার “অর্থাৎ আল্লাহর কালাম” কথাটিতো তারা যোগ করেছে। ইসলাম ও ইসলামের নবীকে মানলে এটা এই প্রকাশিত কালামে উদ্ধৃত ভবিষ্যতের কথার সংগে কিছু যোগ করা হয়না। বরং ঈসা (আ.)এর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা হয়।

তিনি তো আখেরী নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করার হুকুম দিয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের বাইবেলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীর্ষক আলোচনায় বিস্তারিত তুলে ধরেছি (বি.দ্র. এই লেখাটি শেষ করে কিতাবুল মোকাদ্দস বের করে দেখি এ বিকৃতি সেখানেই ঘটানো হয়েছে।

১৬. ১ করিন্থীয় পত্রে পৌল বলেছেন, কেননা ঈশ্বরের যে মূর্ততা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে দূর্বলতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক সবল (১:২৫-বাংলা বাইবেল)।

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে -

تحامق الله اوفر حكمة من الناس و ضعف الله هو اشد قوة من الناس

১৮১৬ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে -

لأن حماقة الله اعقل من الناس.

১৮১৪ সালের উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে-

خدا کا احکام نہ کام آدمیوں سے عاقل تر اور خدا کا ضعیفانہ کام آدمیوں سے قوی تر.

লন্ডন থেকে মুদ্রিত প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে,

**Because the foolishness of God is wiser than men and the weakness of God is stronger than men.**

এসব অনুবাদ উল্লিখিত বাংলা বাইবেলের অনুবাদের অনুরূপ। এতে আল্লাহর মূর্খতা ও দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা অত্যন্ত জঘন্য। সম্ভবতঃ এ কারনেই বাংলা ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস ও পবিত্র নতুন নিয়মে এর অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে-আল্লাহর মধ্যে যা মূর্খতা বলে মনে হয় তা মানুষের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানপূর্ণ, আর যা দুর্বলতা বলে মনে হয় তা মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী শক্তিপূর্ণ। এখানে “বলে মনে হয়” কথাটি বাড়িয়ে অনুবাদকরা বিষয়টিকে হাক্কা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ বাড়ানোর ক্ষমতা তাদেরকে কে দিয়েছেন তা কেবল তারাই বলতে পারবেন।

১৭. আদি পুস্তকে (৩:৫) ১৬২৫ সালের আরবী অনুবাদ, সকল বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদে আদম ও হাওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে- তোমরা আল্লাহর মত হয়ে যাবে। **تكونان كالله**

কিন্তু ১৮১১ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে -

**تكونان كالملائكة**

অর্থাৎ -তোমরা ফেরেস্টাদের মত হয়ে যাবে।

১৮. আদি পুস্তকে আছে-তখন আল্লাহর সন্তানেরা এই মেয়েদের সুন্দরী দেখে, যার যাকে ইচ্ছা তাকেই বিয়ে করতে লাগল। উপরোক্ত অনুবাদ কিতাবুল মোকাদ্দসের (৬:২) আরবী অনুবাদে (১৬২৫ সালে মুদ্রিত) বলা হয়েছে-

**فراى بنو الله بنات الناس ائمن حسنات اتخذوا لهم نساء**

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তানেরা মানুষের মেয়েদেরকে সুন্দরী দেখে তাদেরকে আপন স্ত্রী বানিয়ে নিল।

১৮২৫ সালের উর্দু অনুবাদ ও ফারসী অনুবাদও কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদের অনুরূপ। ইংরেজী অনুবাদেও বলা হয়েছে -

that the sons of God saw the daughters of men.

কিন্তু ১৮১১ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে -

راى بنو الاشراف بنات العامة حسنا فاتخذوا لهم نساء

অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তানরা সাধারণ লোকদের মেয়েদের সুন্দরী দেখে তাদেরকে আপন আপন স্ত্রী বানিয়ে নিয়েছে।

১৯. আদি পুস্তকের ৬ নং অধ্যায়ের ৬ নং পদে বলা হয়েছে আদম সন্তান সৃষ্টির কারণে আল্লাহ অনুশোচনা করলেন এবং মনঃপীড়া পেলেন।

(বাংলা বাইবেল) কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে- এতে মাবুদ অন্তরে ব্যাথা পেলেন। তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন.....।

১৬২৫ সালের আরবী অনুবাদে আছে -

فندم الله على عمله الانسان على الأرض فتأسف بقلبه داخلا.

১৮২৫ সালের উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে -

تبسوا هوانسان كوزمين پر پيدا کرنے سے مجھتا يا اور دلگیر ہوا

ফারসী অনুবাদও অনুরূপ। কিন্তু ১৮১১ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে

كره الله خلقه وولد آدم على الأرض وكره ما جاء من معصيتهم.

অর্থাৎ আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করাকে অপছন্দ করলেন এবং তাদের নাফরমানীকে অপছন্দ করলেন।

২০. মথি লিখিত ইঞ্জিলের ২৭ নং অধ্যায়ের ৪৫, ৪৬ নং পদের অনুবাদ বাংলা বাইবেলে এভাবে বলা হয়েছে-পরে বেলা ৬ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, এলী এলী লামাশবক্তানী, ইংরেজী বাইবেলে বলা হয়েছে-

Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying Eli Eli lama sabachthani?



এই অনুবাদ বাংলা বাইবেলেরই অনুরূপ। কিন্তু বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দাস, বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও পবিত্র নূতন নিয়মে এর অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে-সেই দিন দুপুর বারোট্টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। প্রায় তিনটার সময় ঈসা জোরে চিৎকার করে বললেন-ইলী ইলী লামা শবক্তানী।

২১. আদি পুস্তকের ১৬ নং অধ্যায়ের ১২ নং পদে হযরত ইসমাইল (আ.) সম্পর্কে খোদার উক্তি বাংলা বাইবেলে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- আর সে বন্যগর্ভ স্বরূপ মনুষ্য হইবে, তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধ হইবে ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধ হইবে। কিতাবুল মোকাদ্দাসে বলা হয়েছে- তবে মানুষ হয়েও সে বুনো গাধার মত হবে। সে সকলকে তার শত্রু করে তুলবে আর অন্যেরাও তাকে শত্রু বলে মনে করবে। কিন্তু ১৬২৫ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে-

هذا سيكون انسانا وحشيا يده ضد الجميع ويد الجميع ضده.

অর্থাৎ সে হবে বন্য মানুষ, তার হাত হবে সকলের বিরুদ্ধে এবং সকলের হাত তার বিরুদ্ধে। উর্দু ও ফারসী অনুবাদও অনুরূপ। ইংরেজী অনুবাদেও “Wild man” অর্থাৎ বুনো মানুষ বলা হয়েছে। বাংলা অনুবাদকরা “বুনো গাধার মত” কথাটি কোথেকে পেলেন তা বোধগম্য নয়। অধিকন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি ১৮১১ সালের আরবী অনুবাদে এভাবে আছে-

يده في الكل و يد الكل فيه.

অর্থাৎ তার হাত সকলের মধ্যে হবে এবং সকলের হাত তার মধ্যে হবে। এ অনুবাদ দ্বারা বোঝা যায় সকলে তার সহযোগী হবে, শত্রু নয়।

২২. উক্ত পুস্তকের একই অধ্যায়ের ১৩ নং পদের অনুবাদ বাংলা বাইবেলে এভাবে করা হয়েছে-পরে হাগার (অর্থাৎ হযরত হাজেরা) যিনি তাহার সহিত কথা কহিলেন সেই সদা প্রভুর এই নাম রাখিল, তুমি দর্শনকারী ঈশ্বর। কেননা সে কহিল যিনি আমাকে দর্শন করেন আমি কি এই স্থানেই তাঁহার অনুদর্শন করিয়াছি? প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদও অনুরূপ।

কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দাসের অনুবাদ নিম্নরূপ: এই কথা শুনে হাজেরা মনে মনে বলল, আমি কি তাহলে সত্যিই তাঁকে দেখলাম, যার চোখের সামনে

আমি আছি? মাবুদ, যিনি হাজেরার সংগে কথা বলছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করে হাজেরা তখন বলল, তুমি আল্লাহ, যাঁর চোখের সামনে আমি আছি। লক্ষ্য করুন, দুই অনুবাদে কত পার্থক্য! আবার বাংলা বাইবেলে অনুদিত উপরোক্ত প্রশ্নবোধক বাক্যটি ১৬২৫ সালের আরবী অনুবাদে এভাবে বলা হয়েছে-

رَأَيْتَ يَقِينًا هَهُنَا قَفَا نَاطِرِي،

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে আমি এই স্থানে আমার দর্শনকারীর মাথার পেছন দিক দেখেছি এবং উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে-

یہاں میں نے اپنے دیکھنے والے کا پیچھا دیکھا

অর্থাৎ- আমি এখানে আমার দর্শনকারীর পেছন দিক দেখেছি। ১৮১১ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে-

رَأَيْتَ هَهُنَا رَحْمَتَكَ بَعْدَ رُؤْيِي الشَّعَاءِ

অর্থাৎ আমি এখানে দুর্ভোগ দেখার পর তোমার রহমত দেখেছি। উল্লেখ্য যে উপরোক্ত অধ্যায়ের ১২ ও ১৩ নং পদ দুটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আল্লাহ স্বয়ং হযরত হাজেরার সংগে কথা বলেছেন। কিন্তু উক্ত অধ্যায়ের ৭ নং পদ থেকে ১১ নং পদ পর্যন্ত সকল স্থানেই খৃষ্টান অনুবাদকরা খোদার দূত বা ফেরেস্টা শব্দটি উল্লেখ করেছেন, যা ১২ ও ১৩ নং পদের সংগে আদৌ খাপ খায়না।

কিন্তু ১২ ও ১৩ নং পদে যেহেতু স্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই এখানে তারা সঠিক অনুবাদ না করে পারেননি। তবে হাঁ, ১৮১১ সালের আরবী অনুবাদক ফাঁকটি বুঝতে পেরে এখানেও অনুবাদে বিকৃতি ঘটিয়ে “তোমার রহমত” কথাটি জুড়ে দিয়েছেন!

২৩. যাত্রা পুস্তকের ৪ নং অধ্যায়ের ১৬ নং পদের অনুবাদ করা হয়েছে- তুমি তার আল্লাহ স্বরূপ হবে। সকল বাংলা অনুবাদ, ইংরেজী, উর্দু অনুবাদও অনুরূপ। কিন্তু ১৮১৬ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে - انت له تكون استاذًا অর্থাৎ তুমি তার উস্তাদ স্বরূপ হবে। বোঝা গেল ওস্তাদ শব্দটিকে আল্লাহ শব্দ দ্বারা বদলানো হয়েছে। এমনিভাবে ঈসা (আ.)এর

ক্ষেত্রে যেসব জায়গায় “খোদা” ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেও হয়তো ওস্তাদ শব্দটিই ছিল। এর একটি প্রমাণ এও যে যাত্রা পুস্তকের ৭নং অধ্যায়ের ১ নং পদের অনুবাদ ১৬২৫ সালের আরবী বাইবেলে এভাবে করা হয়েছে -

قد جعلتك الها لفرعون

আমি তোমাকে ফেরআউনের আল্লাহ স্বরূপ বানালাম। ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু অনুবাদও অনুরূপ।

কিন্তু ১৮১১ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে قد جعلتك استاذا لفرعون  
অর্থাৎ- আমি তোমাকে ফেরআউনের শিক্ষকরূপ করলাম। এখানেও দেখা যাচ্ছে ওস্তাদ শব্দের পরিবর্তে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২৪. যাত্রা পুস্তকের ২১ নং অধ্যায়ের ৩২ নং পদের অনুবাদ বাংলা বাইবেলে এভাবে করা হয়েছে- সে তাহার প্রভূকে ত্রিশ শেকল রৌপ্য দিবে। আর কিতাবুল মোকাদ্দসে অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে-তার মালিককে সেই গরুর মালিক তিনশো ষাট গ্রাম রূপা দেবে। ১৬২৫ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে-

يعطى ثلاثين استارا من الفضة

অর্থাৎ- ত্রিশ আসতার রূপা দেবে। কিন্তু ১৮১১ সালের আরবী অনুবাদে - ثلاثين مثقالا من الفضة বলা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিশ মিছকাল দেবে।

লক্ষ্য করুন, এক অনুবাদে ত্রিশ মেছকাল, অপর অনুবাদে ত্রিশ আসতার। অথচ ১ আসতার সমান সমান চার মেছকালের অধিক হয়ে থাকে। আর চার মাসায় হয় এক মেছকাল।

২৫. যাত্রা পুস্তকের ৩৩ নং অধ্যায়ের ১৮ নং পদের অনুবাদ বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে এভাবে করা হয়েছে-মূসা বললেন, তাহলে তোমার মহিমা আমাকে দেখাও। বাংলা বাইবেল ও ইংরেজী অনুবাদও অনুরূপ।

১৮১১ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে - عرفني طرق مرضاتك

অর্থাৎ - আমাকে তোমার সন্তুষ্টির পথগুলি দেখাও।

১৮২৫ ও ১৮৩৯ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে- ارنى وجهك

অর্থাৎ- তুমি স্বীয় স্বভাৱ আমাকে দেখাও। এই প্রাচীন অনুবাদটি কুরআন মাজীদেৰ বর্ণনার অনুরূপ। বোঝা গেল পরবর্তী অনুবাদগুলো বিকৃত।

২৬. দ্বিতীয় বিবরণ ২০ নং অধ্যায়ের ১১ নং পদের অনুবাদ বাংলা বাইবেলে এরূপ: তবে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া যায়, তাহারা তোমাকে কর দিবে ও তোমার দাস হইবে। ১৮২৫ সালের আরবী অনুবাদও অনুরূপ يكونوا لك عبيدا يعطوك الجزية এখানে যেহেতু দাসপ্রথার স্বীকৃতি ও জিযিয়া কর দেয়ার কথা রয়েছে যা নাকি মুসলমানদের শরীয়ত এর অনুকূল, তাই পরবর্তীতে এর অনুবাদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে- তবে সেখানকার সমস্ত লোকেরা তোমাদের অধীন হবে এবং তোমাদের জন্য কাজ করতে বাধ্য থাকবে। ১৮১১ সালের আরবী অনুবাদও অনুরূপ,

يكونون لك ذمة ويخدمونك

২৭. ইব্রাণী পুস্তকের ৭নং অধ্যায়ের ২১নং পদের শেষ বাক্যের অনুবাদ বাংলা বাইবেলে এইরূপ: প্রভু এই শপথ করিলেন আর তিনি অনুশোচনা করিবেন না। তুমি অনন্তকালীন যাজক। এর দ্বারা বোঝা যায় প্রভু কখনো কখনো অনুশোচনাও করেন, যেমন যাত্রা পুস্তকের (৬:৬-৮) বলা হয়েছে, যেহেতু এতে আল্লাহর অজ্ঞতা ও দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাই বাংলা ইঞ্জিল শরীফ, কিতাবুল মোকাদ্দস ও পবিত্র নতুন নিয়মে এর অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে, মাবুদ কসম খেয়েছেন, তুমি চিরকালের জন্য ইমাম, এই বিষয়ে তিনি তাঁর মন বদলাবেন না।

২৮. যাত্রা পুস্তকের ৩ নং অধ্যায়ের ১৪ নং পদের অনুবাদ বাংলা বাইবেলে এভাবে করা হয়েছে- ইশ্বর মোশিকে কহিলেন, আমি যে আছি সেই আছি (টীকায় লেখা হয়েছে-বা আমি আছি, কারণ আছি। বা আমি আছি, যে

আছি বা আমি যে হইব, সেই হইব।) আরও कहিলেন, ইশ্রায়েল সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও। “আছি” তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইংরেজী বাইবেলে আছে-

And God said unto Moses, I am that I am: and he said thus shall thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you.

কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে- আল্লাহ মূসাকে বললেন : যিনি “আমি আছি” আমিই তিনি। তুমি বণি ইসরাইলদের বলবে যে “আমি আছি” তাদের কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন। লক্ষ্য করুন, কেমন অর্থহীন কথা।

২৯. উক্ত পুস্তকের উল্লিখিত অধ্যায়ের ১৭ নং পদের অনুবাদ বাংলা বাইবেলে এরূপ করা হয়েছে- আর আমি বলিয়াছি আমি মিসরের কষ্ট হইতে তোমাদের উদ্ধার করিয়া কনানীয়দের, হিত্তীয়দের, ইমোরীয়দের, পরিসীয়দের, হিব্বীয়দের দেশে দুগ্ধ মধু প্রবাহী দেশে লইয়া যাইব। উর্দু অনুবাদে আছে-

اور میں نے کہا کہ میں تم کو مصر کے دکھ سے نکال کر کنعانیوں اور حتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور

حویوں اور بیوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے

এর থেকে বোঝা যায় তাদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে দুধ-মধু প্রবাহিত হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু এটা হাস্যকর কথা, দুধ-মধু প্রবাহিত হয় এমন কোন দেশ পৃথিবীতে নেই, তাই কিতাবুল মোকাদ্দসে এর অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে-সেই জন্যই আমি বলছি, মিসরের জুলুম থেকে বের করে আমি তোমাদের কেনানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পরিসীয়, হিব্বীয় ও যিবুষীয়দের দেশে নিয়ে যাব। সেখানে দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব নেই।

৩০. মথি লিখিত ইঞ্জিলে ৬ নং অধ্যায়ের ৭ নং পদের অনুবাদ কিতাবুল মোকাদ্দসে এইরূপ: যখন তোমরা মুন্সাজাত কর তখন অ-ইহুদীদের মত অর্থহীন কথা বার বার বোলো না। বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও পবিত্র নূতন নিয়মের অনুবাদও অনুরূপ। কিন্তু বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে- আর

پارثنا کالہ تومرا انرثک پونرکجی کریو نا، یمن جاتیگن کریرا  
ثاکہ । ۱۷۱۷ سالہ آرہی انوبادہ ہلا ہرہہ -

اذا صلیتم فلا تلغوا کالعوام

ارثا - ناما پڈار سمی ساہارن لاکدہر مٹو انرثک کثا ہا کاج  
کورو نا ।

۱۷۱۱ سالہ آرہی انوبادہ ہلا ہرہہ

اذا صلیتم لا تکرثوا الکلام کالوثنیین.

ارثا ناما پڈا کالہ مڑتی-پوجکدہر مٹ ہشی-ہشی کثا ہولو نا ।  
پراچین ہرہجی انوبادو پرای انورپ سہانہ ہلا ہرہہ-

But when he pray use not vain repetitions, as the  
heathen do:

۷۱. ایڈہولنا/یوہن لیتھ ایڈیلہر ۹ نھ اڈیاہر ۸۰، ۸۱ نھ  
پدہر انوباد کیتاہول ماکادسہ اکرپ: ایسہ کثا ونہ لاکدہر  
مڈی کیکجہن ہلل; "ساتی اینیہ سہی نہی"۔ انیہا ہلل، اینیہ  
مسیہ۔ ہانلا ہاہیل، ہانلا ایڈیل شریف و پہیتر نڑن نیہمہر  
انوبادو انورپ۔ پراچین ہرہجی انوبادو تہمنہ۔ سہانہ ہلا  
ہرہہ،

Many of the people therefore, When they heard this  
saying, said, of a truth this is the prophet

اٹانہو "The prophet" ہلہ اہمن اک نہیہ ہوانو ہرہہ  
ہار کثا پرای سکلہر جانا۔ ۱۷۱۷ سالہ فارسی انوبادو اوہہ

ہرستی کہ ایس ہماں پیغمبر است و بعض گفتند کہ ایس مسیح است.

۱۷۱۸ سالہ اڈر انوبادہ ہلا ہرہہ -

ہیٹوں نے کہا کہ حق ہے یہ وہ نبی ہے اوروں نے کہا کہ یہ مسیح ہے

১৮১৬ সালের আরবী অনুবাদে এটা বিকৃত করে অনুবাদ করা হয়েছে -

هذا الرجل نبي و قال الآخرون هذا هو المسيح

অর্থাৎ ইনি একজন নবী। অন্যেরা বলল, ইনিই মসীহ। এতে আকাশ-পাতাল বেশকম হয়ে গেল। প্রথমটি নির্দৃষ্ট, দ্বিতীয়টি অনির্দৃষ্ট। প্রথমটি আখেরী নবী মুহাম্মদ (স.) সম্বন্ধে, কারণ মসীহ ছাড়া তিনিই ছিলেন একমাত্র নবী। আর দ্বিতীয়টি যে কোন একজন নবীকে বোঝায়। ভবিষ্যতে হয়তো বাংলা অনুবাদেও বদলে ফেলা হবে।

## বাইবেলে স্ববিরোধী বক্তব্য

বাইবেলের স্ববিরোধী বক্তব্যও বিকৃতির একটি অংশ। আসমানী গ্রন্থে স্ববিরোধিতা থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا .

তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না! এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে এর মধ্যে তারা অনেক বিরোধ ও অসঙ্গতি পেত। (নিসা, ৮২)।

বাইবেল থেকে এখানে স্ববিরোধী বক্তব্যের কিছু নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে।

১. গননা পুস্তকের ২৮ ও ২৯ নং অধ্যায়ে এবং হেজকিল পুস্তকের ৪৫ ও ৪৬ নং অধ্যায়ের মধ্যে কোরবানী সম্পর্কে স্ববিরোধী বক্তব্য রয়েছে। যেমন:

ক) গননা পুস্তকে বলা হয়েছে: বছরের প্রথম মাসের ১৪ তারিখে মাবুদের উদ্দেশে উদ্ধার-ঈদ পালন করতে হবে। সেই মাসের ১৫ তারিখে একটা ঈদ করতে হবে। তখন ৭ দিন ধরে খামিহীন রুটি খেতে হবে। প্রথম দিনে একটি পবিত্র মিলন মাহফিল করতে হবে এবং সেই দিন তোমাদের কোন পরিশ্রমের কাজ করা চলবে না। সেই দিন মাবুদের উদ্দেশে আগুনে দেওয়া কোরবানী হিসেবে দুটি ষাঁড়, একটা ভেড়া, এবং ৭টি এক বছরের বাচ্চা ভেড়া দিয়ে পোড়ানো কোরবানী দিতে হবে।

সেগুলোর প্রত্যেকটি নিখুঁত হতে হবে। শস্য কোরবানীর জন্য প্রত্যেকেটা ষাঁড়ের সংগে তেলের ময়ান দেওয়া পাঁচ কেজি চারশত গ্রাম মিহি ময়দা দিতে হবে: ভেড়াটার সংগে দিতে হবে তিন কেজি ছ'শ গ্রাম এবং প্রত্যেকটা বাচ্চা ভেড়ার সংগে দিতে হবে এক কেজি আট'শ গ্রাম। এগুলোর সংগে তোমাদের গুনাহ ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে গুনাহের কোরবানীর জন্য একটি ছাগলও আনতে হবে (২৮:১৬-২৪-কিতাবুল মোকাদ্দস)।

কিন্তু হেজকিল পুস্তকে বলা হয়েছে, প্রথম মাসের ১৪ দিনের দিন (বাংলা বাইবেলে “প্রথম মাসের চতুর্থ দিবসে) তোমরা উদ্ধার ঈদ পালন করবে। এই ঈদটি ৭দিনের, সেই সময় তোমাদের খামিহীন রুটি খেতে হবে।



সেই দিন শাসনকর্তা তার নিজের ও দেশের সব লোকদের জন্য গুনাহের কোরবানী হিসাবে একটা ষাঁড় দেবে। ঈদের ৭ দিনের প্রত্যেক দিন সে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো কোরবানীর জন্য নিখুঁত সাতটা ষাঁড় ও সাতটা ভেড়া দেবে এবং গুনাহের কোরবানীর জন্য একটা ছাগল দেবে। শস্য-কোরবানী হিসেবে তাকে প্রত্যেক ষাঁড় ও ভেড়ার জন্য আঠারো কেজি ময়দা ও পৌনে চার লিটার তেল দিতে হবে (৪৫:২১-২৪ কিতাবুল মোকাদ্দস)।

খ) গননা পুস্তকে আছে: আগুনে দেওয়া কোরবানীর জন্য মাবুদের সামনে প্রত্যেক দিনের নিয়মিত পোড়ানো কোরবানীর জন্য তোমাদের একবছরের দুটো নিখুঁত বাচ্চা-ভেড়া আনতে হবে। তার একটা বাচ্চা সকালে কোরবানী দেবে ও অন্যটা দেবে বেলা ডুবে গেলে পর। এর সংগে থাকবে শস্য কোরবানীর জন্য এক কেজি আট'শ গ্রাম মিহি ময়দা।

এই ময়দার সংগে প্রায় এক লিটার জলপাই ছোঁচা তেল মিশিয়ে আনতে হবে। এটা সেই নিয়মিত পোড়ানো কোরবানী যা তুর পাহাড়ে স্থাপন করা হয়েছিল, এটা মাবুদের উদ্দেশে আগুনে দেওয়া একটা কোরবানী যার খোশবুতে মাবুদ খুশী হন। প্রত্যেকটা ভেড়ার সংগে প্রায় ১ লিটার মদানো রস দিয়ে ঢালন-কোরবানী করতে হবে (২৮:১-৭ কিতাবুল মোকাদ্দস)।

পক্ষান্তরে হেজকিল পুস্তকে আছে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো কোরবানীর জন্য তোমাদের প্রতিদিন একটা করে এক বছরের নিখুঁত বাচ্চা-ভেড়া কোরবানী দিতে হবে। প্রতিদিন সকালে তা তোমাদের করতে হবে। এছাড়া এর সংগে রোজ সকালে তোমাদের শস্য -কোরবানীর জিনিসও দিতে হবে; এতে থাকবে তিন কেজি ময়দা ও তাতে ময়ান দেবার জন্য সোয়া এক লিটার তেল। মাবুদের উদ্দেশে এই শস্য-কোরবানী একটা স্থায়ী নির্দেশ (৪৬:১০-১৪)।

লক্ষ্য করুন, গননা পুস্তকে বলা হয়েছে দু'টি বাচ্চা ভেড়া, এক কেজি ময়দা ও প্রায় এক লিটার তেলের কথা। আর হেজকিল পুস্তকে একটি বাচ্চা ভেড়া, তিন কেজি ময়দা ও সোয়া এক লিটার তেলের কথা !গ) গননা পুস্তকে বলা হয়েছে: বিশ্রাম বারে দু'টা এক বছরের নিখুঁত ভেড়ার বাচ্চা

কোরবানী দিতে হবে। তার সংগে থাকবে তার সংগেকার ঢালন-কোরবানীর জিনিস এবং শস্য- কোরবানীর জন্য তেলের ময়ান দেওয়া তিন কেজি ছ'শ গ্রাম মিহি ময়দা (২৮:৯)।

পক্ষান্তরে হেজকিল পুস্তকে আছে: বিশ্রাম দিনে শাসনকর্তাকে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো কোরবানীর জন্য দু'টা বাচ্চা-ভেড়া ও একটা পুরুষ ভেড়া আনতে হবে। সবগুলোই যেন নিখুঁত হয়। পুরুষ ভেড়ার সংগে শস্য কোরবানীর জন্য আঠারো কেজি ময়দা দিতে হবে আর বাচ্চা ভেড়াগুলোর সংগে যতটা খুশী ততটা ময়দা দিতে হবে। প্রত্যেক আঠারো কেজি ময়দার জন্য পৌনে চার লিটার করে তেল দিতে হবে (৪৬: ৪-৫)।

ঘ) সপ্তম মাসের ১৫ তারিখ থেকে ৭ দিনের উৎসবে নিয়মিত পোড়ানো কোরবানী ছাড়া আগুনে দেওয়া যে কোরবানী করতে হবে গননা পুস্তকের বিবরণ অনুসারে তা নিম্নরূপ: ৭ দিনের প্রথম দিনে ১৩টা ষাঁড়, দু'টা ভেড়া ও ১৪টা এক বছরের বাচ্চা ভেড়া, প্রত্যেক ষাঁড়ের সংগে ৫ কেজি চারশ গ্রাম মিহি ময়দা ও প্রত্যেক ভেড়ার সংগে তিন কেজি ছ'শো গ্রাম এবং প্রত্যেক ভেড়ার বাচ্চার সংগে ১ কেজি আট'শ গ্রাম দিতে হবে।

২য় দিনে ১২টা ষাঁড়, দুটা ভেড়া ও ১৪ টা এক বছরের বাচ্চা ভেড়া। ৩য় দিনে ১১টা ষাঁড়, দুটা ভেড়া ও ১৪টা এক বছরের বাচ্চা ভেড়া। ৪র্থ দিনে ১০টা ষাঁড় ও পূর্বের মত ভেড়া ও বাচ্চা ভেড়া। ৫ম দিনে নয়টা ষাঁড় ও তদসংগে অনুরূপ ভেড়া ও বাচ্চা-ভেড়া। ৬ষ্ঠ দিনে আটটা ষাঁড় ও অনুরূপ ভেড়া ও বাচ্চা ভেড়া। ৭ম দিনে ৭টা ষাঁড় ও অনুরূপ ভেড়া ও বাচ্চা ভেড়া। ৮ম দিনে একটা ষাঁড় একটা ভেড়া ও ৭টা এক বছরের বাচ্চা ভেড়া দিয়ে কোরবানী দিতে হবে (২৯:১২-৩৬)।

অথচ হেজকিল পুস্তকে এধরণের কোন বিবরণ নাই। সেখানে শুধু বলা হয়েছে: সাত মাসের ১৫ দিনের দিন যে সাত দিনের ঈদ শুরু হয় সেই সময় কোরবানীর জন্য শাসনকর্তা গুনাহের কোরবানীর, পোড়ানো কোরবানীর ও শস্য-কোরবানীর জিনিস ও তেল দেবে, (৪৫:২৫ মোকাদ্দস)।

উল্লেখ্য যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ অনুসারে হেজকিলে কোরবানীর জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিমানের কথা বলা হয়নি। কিন্তু বাংলা বাইবেলে বলা

হয়েছে: সপ্তম মাসে, মাসের পঞ্চদশ দিনে, পবের্বর সময় তিনি সাত দিন পর্যন্ত সেইরূপ করিবেন পাপার্থক বলি ও হোমার্থক বলি এবং ভক্ষ্যনৈবেদ্য ও তৈল উৎসর্গ করিবেন। (৪৫:২৫)।

এখান “সেইরূপ করিবেন” কথাটি দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়, ২৫ নং পদের পূর্বে যেভাবে ৭টি ষাঁড় ও ৭টি ভেড়ার কোরবানীর কথা বলা হয়েছে, এখানেও তাই করতে হবে (দ্র.: ৪৫:২৩-২৪)।

২. ইউশা পুস্তকের (১৩:২৪-২৫) অধ্যায় ও দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ২ নং অধ্যায়ের মধ্যে গাদ বংশের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিরোধিতা রয়েছে।

৩. ১ বংশাবলী পুস্তকে বলা হয়েছে বিনয়ামীনের ছেলে হল তিনজন, বেলা, বেখর, ও যিদীয়েল (দ্র. বাংলা বাইবেল, ৭:৬)।

উল্লেখ্য যে ইংরেজী অনুবাদেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে আদি পয়দায়েশ পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিনয়ামীনের ছেলে: বেলা, বেখর, অসবেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপপীম, হুপপীম ও অর্দ (৪৬: ২১ কিতাবুল মোকাদ্দস)।

উল্লেখ্য যে, আদি পুস্তকে মোট ১০ জন ছেলের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও ১ বংশাবলীতে উল্লেখিত যিদীয়েলের নাম নেই। আবার হুপপীম এর নাম আদি পুস্তকে ছেলেদের তালিকায় উল্লেখ করা হলেও ১ বংশাবলীতে তাকে বেলার পৌত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্র. ৭:১২)। অন্যদিকে ১ বংশাবলীতে বলা হয়েছে: বিনইয়ামীনের প্রথম ছেলে হল বেলা ২য় অসবেল, ৩য় অহর্, ৪র্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা (৮:১-২)।

৪. ১বংশাবলী পুস্তকে বিনইয়ামীনের ছেলে বেলা সম্বন্ধে ৭নং অধ্যায়ের ৭নং পদে বলা হয়েছে; বেলার পাঁচজন ছেলে হল ইষবোন, উষি, উষীয়েল, যিরেমোৎ ও ঈরী। আবার ৮নং অধ্যায় ৩-৫ নং পদে বলা হয়েছে: বেলার ছেলেরা হল অদ্রর, গেরা, অবীহুদ, অবীশূয়, নামান, আহোহ, গেরা, শফূফন ও হুরম। পাঠক লক্ষ্য করুন, দুটি অধ্যায়ে নামগুলোর মধ্যে কেমন পার্থক্য! এক অধ্যায়ের নামের সংগে অপর

অধ্যায়ের নামের কোন মিল নেই, অধিকন্তু গেরার নাম দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. ২ শামুয়েলে আছে-গাদ তখন দাউদের কাছে গিয়ে বললেন-আপনার দেশে কি সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে? নাকি আপনি শত্রুদের তাড়া খেয়ে তিন মাস পালিয়ে বেড়াবেন? নাকি তিন দিন ধরে আপনার দেশে মহামারী চলবে? যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে আমি কি জবাব দেব আপনি এখন চিন্তা করে আমাকে বলুন (২৪:১৩)।

অথচ ১বংশাবলীতে আছে-তখন গাদ দাউদের কাছে গিয়ে বললেন, মাবুদ আপনাকে এগুলোর মধ্য থেকে একটা বেছে নিতে বলছেন-তিন বছর ধরে দুর্ভিক্ষ, কিংবা আপনার শত্রুদের কাছে হেরে গিয়ে তাদের সামনে থেকে তিন মাস ধরে পালিয়ে বেড়ানো কিংবা তিন দিন পর্যন্ত মাবুদের তলোয়ার, অর্থাৎ দেশের মধ্যে মহামারী (২১:১১-১২)।

লক্ষ্য করুন, প্রথম স্থানে সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ ও ২য় স্থানে তিন বছর ধরে দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে।

৬. ২ রাজাবলী পুস্তকে বলা হয়েছে-অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন (৮:২৬)।

পক্ষান্তরে ২ বংশাবলী পুস্তকে বলা হয়েছে অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরুশালেমে এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন (২২:২, বাংলা বাইবেল)।

৭. ২ রাজাবলীতে আছে-যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরুশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন (২৪:৮. বাংলা বাইবেল)।

পক্ষান্তরে ২ বংশাবলীতে আছে, যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরুশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন (৩৬:৯)।

৮. ২ শামুয়েল পুস্তকে আছে-দাউদের শক্তিশালী লোকদের নাম এই: তখমোনীয় যোশের-বশেবৎ নাম করা তিনজন বীরের মধ্যে প্রধান ছিলেন; একটা যুদ্ধে তিনি আটশো লোককে হত্যা করেছিলেন; বলে তাঁকে ইসনীয়

আদীনো বলা হত। তাঁর পরের জন ছিলেন ইলিয়াসর। ইনি ছিলেন আহোহীয়ের বংশের দোদার ছেলে। (২৩:৮,৯)।

পক্ষান্তরে ১বংশাবলীতে আছে, সেই শক্তিশালী লোকদের কথা এই: য়াশবিয়াম নামে হকমোনীয়দের একজন ছিলেন ত্রিশ নামে বীর যোদ্ধাদের দলের প্রধান। তিনি বর্শা চালিয়ে একই সময়ে তিনশো লোককে হত্যা করেছিলেন। তাঁর পরের জন ছিলেন ইলিয়াসর। ইনি ছিলেন আহোহীয়ের বংশের দোদার ছেলে (১১:১১-১২)।

উপরোক্ত বক্তব্য দু'টিতে যোদ্ধাদের দলের প্রধানের নাম ও হত্যাকৃত লোকদের সংখ্যা নিয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

৯. ২ শামুয়েল ২৩: ২৪-৩৯ এবং ১ বংশাবলী ১১:২৬-৪৭ এর মধ্যে দাউদ (আ.)এর বীর যোদ্ধাদের নাম নিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

১০. ২ শামুয়েল ৫ও ৬ নং অধ্যায় থেকে সুস্পষ্ট যে দাউদ (আ.) ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পর শাহাদাত সিন্দুকটি নিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে ১ বংশাবলি ১৩ ও ১৪ নং অধ্যায় থেকে সুস্পষ্ট যে, দাউদ (আ.) সেটি যুদ্ধ করার পূর্বে নিয়ে এসেছিলেন। অথচ ঘটনাটি একবারই ঘটেছিল।

১১. ২ শামুয়েল এবং ১ বংশাবলিতে দাউদ (আ.)এর সন্তানদের নাম নিয়ে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। ২ শামুয়েলে আছে, জেরুজালেমে তাঁর যেসব ছেলেমেয়েদের জন্ম হয়েছিল তাদের নাম হল সম্মুয়, শোবর, নাথন, সোলায়মান, যিভর, ইলীশূয়, নেফগ, যাকিয়, ইসীশামা, ইলিয়াদা ও ইলীফেলট (৫:১৪-১৬)।

পক্ষান্তরে ১ বংশাবলিতে আছে-জেরুজালেমে তাঁর যেসব সন্তানের জন্ম হয়েছিল তাদের নাম হল, শনুয়, শোবর, নাথন সোলায়মান, যিভর, ইলীশূয় ইল্লেলট, নোগহ, নেফগ, যাকিয়, ইলীশামা, বীলিয়াদা ও ইলীফেলট (১৪:৪-৭)।

আবার ১ বংশাবলিতে আছে-দাউদ তেত্রিশ বছর জেরুজালেমে রাজত্ব করেছিলেন; আর সেখানে অম্মীয়েলের মেয়ে বংশেবার গর্ভে তার চারজন

ছেলের জন্ম হয়েছিল। তারা হল শিমিয়া, শোবর, নাখন ও সোলায়মান। এরা ছাড়া তাঁর আরও নয়জন ছেলের নাম ছিল যিভর, ইলীশূয়, ইল্লেলট, নোগহ, নেফগ, যাকিয়, ইশীশামা, ইলীয়াদা ও ইলীফেল্ট (৩:৫-৯)।

১২. ১ শামুয়েলে আছে-দাউদের পিতা ইয়াসী, তাঁর আটটি ছেলে ছিল, বড়টির নাম ইলীয়াব। তার ছেলেদের মধ্যে দাউদই ছিলেন সবার ছোট (১৭:১২-১৪)।

অপরদিকে ১বংশাবলিতে আছে, ইয়াসির বড় ছেলে হল ইলীয়াব, দ্বিতীয় অবিনাদব, তৃতীয় শম্ম, চতুর্থ নখনেল, পঞ্চম রদয়, ষষ্ঠ ওৎসম ও সপ্তম দাউদ (২:১৩-১৫)।

১৩. ২ বংশাবলিতে আছে- রহবিয়াম অবশালোমের মেয়ে মাখাকে বিয়ে করেছিলেন তাঁর গর্ভে অবিয়, অন্তয় সীষ ও শলোমীতের জন্ম হয়েছিল (১১:২০)।

পক্ষান্তরে উক্ত পুস্তকের ১৩নং অধ্যায়ের ২নং পদে অবিয় (রহবিয়ামের ছেলে) সম্পর্কে বলা হয়েছে- তাঁর মায়ের নাম ছিল মাখা, তিনি ছিলেন গিরিয়ার উবীয়েলের মেয়ে। অন্যদিকে ২ শামুয়েলে আছে- আবশালোমের তিন ছেলে ও এক মেয়ে জন্মেছিল মেয়েটির নাম ছিল তামর (২৪:২৭)।

১৪. পয়দায়েশ ৬নং অধ্যায় ১৯ ও ২০ নং পদ এবং ৭নং অধ্যায়ের ৮ ও ৯নং পদে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ নূহ (আ.) কে হুকুম দিয়েছিলেন যে তুমি প্রত্যেক জাতের প্রাণী থেকে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে এক এক জোড়া করে জাহাজে তুলে নিবে। প্রত্যেক জাতের পাখি, জীব জন্তু ও বৃকে হাটা প্রাণী এক এক জোড়া করে তোমার কাছে আসবে, যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পার। ৭নং অধ্যায় ১৩ থেকে ১৫নং পদ থেকে বোঝা যায়, নূহ (আ.) হুকুমটি তামিল করেছিলেন। বলা হয়েছে- যেদিন বৃষ্টি পড়তে শুরু করল সেই দিন নূহ তাঁর স্ত্রী, তার ছেলে সাম, হাম, ও ইয়াফস এবং তাঁর তিন ছেলের স্ত্রীরা গিয়ে জাহাজে উঠেছিলেন। তাদের সংগে প্রত্যেক জাতের এক এক জোড়া করে বন্য ও গৃহপালিত পশু, বৃকে হাটা প্রাণী আর সবরকম পাখিও উঠেছিল। পক্ষান্তরে ৭নং অধ্যায়ের ১ থেকে ৩নং পদে বলা হয়েছে, তুমি পাক পশুর প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে

সাত জোড়া করে তোমার সংগে নেবে, আর নাপাক প্রাণীর মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক জোড়া করে নেবে। আকাশে উড়ে বেড়ায় এমন পাক পাখীদের মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত জোড়া করে তোমার সংগে নেবে। লক্ষ্য করুন, দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কত পরস্পর বিরোধিতা!

১৫. ২ শামুয়েল ৮ নং অধ্যায় এবং ১ বংশাবলি ১৮ নং অধ্যায়ের মধ্যে বেশ কিছু পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

২ শামুয়েল ৮ নং অধ্যায়	১ বংশাবলি ১৮ নং অধ্যায়
ক) তিনি ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে মেথেগ আম্মা দখল করে নিলেন (১)	ক) তিনি ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে গাৎ ও তার আশেপাশের গ্রামগুলো দখল করে নিলেন।
খ) দাউদ তার এক হাজার সাত শো ঘোড়া সওয়ার এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য আটক করলেন (৪)।	খ) দাউদ তার এক হাজার রথ, সাত হাজার ঘোড়া সওয়ার এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য আটক করলেন (৪)।
গ) বেটহ ও বেরোথা নামে হদদেশের দু'টা শহর থেকে বাদশাহ দাউদ প্রচুর পরিমাণে ব্রোঞ্জ নিয়ে আসলেন (৮)	গ) টিভৎ ও কূন নামে হদদেশের দু'টা শহর থেকে বাদশাহ দাউদ প্রচুর পরিমাণে ব্রোঞ্জ নিয়ে আসলেন (৮)।
ঘ) তয়ি তাঁর ছেলে যোরামকে দাউদের কাছে পাঠালেন (১০)।	ঘ) তয়ি তাঁর ছেলে হদোরামকে দাউদের কাছে পাঠালেন (১০)।
ঙ) অরিয়থরের ছেলে অহীমেলক ছিলেন ইমাম আর সরায় ছিলেন বাদশাহর লেখক (১৭)।	ঙ) অরিয়থরের ছেলে অবিমালেক ছিলেন ইমাম আর শবশ ছিলেন বাদশাহর লেখক (১৭)।

১৬. ২ শামুয়েল ১০ নং অধ্যায় ও ১ বংশাবলি ১৯ নং অধ্যায়ের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হল-

২ শামুয়েল ১০ নং অধ্যায়	২ বংশাবলি ১৯ নং অধ্যায়
ক. তারা বৈৎ-রহোর ও সোবা থেকে বিশ হাজার সিরীয় পদাতিক সৈন্য, এক হাজার সৈন্যসহ মাখার বাদশাহকে এবং টৌব থেকে বারো হাজার লোককে ভাড়া করল (৬)।	ক. তারা ইরাম-নহরয়িম, ইরামমাখা ও সোবা থেকে বত্রিশ হাজার রথ এবং সৈন্যদলসহ মাখার বাদশাহকে ভাড়া করল (৬,৭,)।
খ. সেনাপতি শোবক তাদের পরিচালনা করে (১৬)।	খ. শোফক তাদের পরিচালনা করে (১৬) (বাংলা বাইবেল)।
গ. দাউদ তাদের সাতশো রথ চালক ও চল্লিশ হাজার ঘোড়া সওয়ারকে হত্যা করলেন (১৮)।	গ. দাউদ তাদের সাতহাজার রথ চালক ও চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য হত্যা করলেন (১৮)।

### ১৭. আল্লাহ না শয়তান?

২ শামুয়েলে আছে-মাবুদ আবার বনি ইসরাঈলদের উপর রাগে জ্বলে উঠলেন। তিনি দাউদকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলে বললেন : তুমি গিয়ে ইসরাইল ও এহুদার লোকদের গণনা কর (২৪:১)।

পক্ষান্তরে ১ বংশাবলি থেকে বোঝা যায়, এই লোক গণনা করার ইচ্ছা শয়তানই দাউদের মনে জাগিয়েছিল (২১:১)।

১৮. ২ শামুয়েলে আছে- এই বলে দাউদ পঞ্চাশ শেখেল রূপা দিয়ে সেই খামারটা এবং ষাঁড়গুলো কিনে নিলেন (২৪:২৪)।

কিন্তু ১ বংশাবলিতে আছে-এই বলে সেই জমির জন্য দাউদ অরোণাকে সাত কেজি আটশো গ্রাম সোনা দিলেন (২১:২৫)।

১৯. ২ শামুয়েল ২১ নং অধ্যায় ও ১ বংশাবলি ২০ নং অধ্যায়ের মধ্যে কিছু বিষয়ে পরস্পর বিরোধিতা আছে নিম্নে তা তুলে ধরা হল।



২ শামুয়েল, ২১ নং অধ্যায়	১ বংশাবলি, ২০ নং অধ্যায়
ক. সফ নামে একজন রফায়ীকে হত্যা করল (১৮)।	ক. সিঙ্গয় নামে একজনকে হত্যা করল (৪)।
খ. যারে-ওরগীমের ছেলে ইল্হানন (১৯)।	খ. যায়ীরের ছেলে ইল্হানন (৫)।
গ. গাতীয় জালুতকে হত্যা করল (১৯)।	গ. গাতীয় জালুতের ভাই লহমিকে হত্যা করল (৫)।

## ২০. কিলাব না দানিয়াল?

২ শামুয়েলে আছে-দাউদ (আ.)এর ২য় ছেলের নাম কিলাব, তার মা ছিলেন কর্মিলের অবীগল (৩:৩)।

কিন্তু ১ বংশাবলিতে আছে দ্বিতীয় ছেলে দানিয়াল, যার মা ছিলেন কর্মিলের অবীগল (৩:১)।

২১. যাত্রা পুস্তকে আছে- মহামারীটা কখন হবে মাবুদ তাও ঠিক করলেন। তিনি বললেন : কালকেই এই দেশের উপর আমি এটা ঘটাব। পরের দিন মাবুদ তাই করলেন। তাতে মিশরীয়দের সব পশু মরে গেল, কিন্তু বনি ইসরাঈলদের পাল থেকে একটা পশুও মরলনা (৯:৫,৬)।

এ থেকে বোঝা যায়, মিসরীয়দের সমস্ত পশুই মরে গিয়েছিল। কিন্তু উক্ত অধ্যায়ের ২০ ও ২১ নং পদে এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। সেখানে আছে- তখন ফেরাউনের কর্মচারীদের মধ্যে যারা মাবুদের কথায় ভয় পেল তারা তাড়াতাড়ি তাদের গোলামদের ও পশুপাল ঘরে নিয়ে আসল। কিন্তু যারা তা অগ্রাহ্য করল তারা তাদের গোলামদেরও পশুপাল মাঠেই রেখে দিল (৯:২০,২১)।

২২. ১ রাজাবলি পুস্তকে আছে- সোলায়মানের রথের ঘোড়াগুলোর জন্য ছিল চল্লিশ হাজার ঘর আর বারো হাজার ঘোড়সওয়ার (৪:২৬)।

এর বিপরীত ২ বংশাবলিতে আছে ঘোড়া ও রথের জন্য সোলায়মানের চার হাজার ঘর ছিল। তাঁর বারো হাজার ঘোড়া সওয়ার ছিল (৯:২৫)।

২৩. ১ রাজাবলিতে আছে, তাদের কাজের দেখাশোনা করার জন্য তিন হাজার তিনশো কর্মচারী ছিল (৫:১৬)।

এর বিপরীত ২ বংশাবলিতে আছে-তাদের তিন হাজার ছ'শো লোককে তাদের তদারক করার জন্য কাজে লাগালেন (২:২,১৮)।

২৪. ১ রাজাবলি ৭ নং অধ্যায় ও ২ বংশাবলি ৩ ও ৪ নং অধ্যায়ের মধ্যে চারটি বিষয়ে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

১ রাজা. অধ্যায় ৭	২ বংশা. অধ্যায় ৩ ও ৪
ক. (খাম দু'টির ) প্রত্যেকটা লম্বা ছিল ১৮ হাত আর বেড়ে ছিল ১২ হাত (১৫)।	ক. সেগুলো ছিল ৩৫ হাত উঁচু (৩:১৫)।
খ. প্রত্যেকটি মাথার চার পাশে শিকলের সংগে সারি সারি করে ব্রোঞ্জের দু'শো ডালিম ফল লাগানো ছিল (২০)।	খ. একশোটা ডালিম তৈরী করে সেই শিকলে জুড়ে দিলেন (৩:১৬)।
গ. পাত্রটার মুখের বাইরের কিনারার নীচে প্রতি হাত জায়গায় দশটা করে দুইসারি ব্রোঞ্জের লতানো গাছের ফল ছিল (২৪)।	গ. পাত্রটার বাইরের দিকের কিনারার নীচে প্রতি হাত জায়গায় দশটা করে দু'ই সারি গরুর আকার ছিল (৪:৫)।
ঘ. তাতে চুয়াল্লিশ হাজার লিটার পানি ধরত (২৬)।	ঘ. তাতে ছেষটি হাজার লিটার পানি ধরত (৪:৫)।

২৫. ১ রাজাবলিতে আছে- ইমামেরা সিন্দুকটি তুলে নিলেন। তাঁরা এবং লেবীয়রা মাবুদের সিন্দুক বয়ে নিলেন (৮:৩,৪)।

এর বিপরীত ২ বংশাবলিতে বলা হয়েছে, লেবীয়রা সিন্দুকটি তুলে নিল। তারা এবং ইমামেরা সিন্দুকটি বয়ে নিলেন (৫:৪,৫)।

২৬. ১ রাজাবলি ৯ নং অধ্যায় ও ২ বংশাবলি ৮ নং অধ্যায়ের মধ্যে চারটি বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

১ রাজা. অধ্যায় ৯	২ বংশা. অধ্যায় ৮
<p>ক. হীরস সোলায়মানের ইচ্ছামত এরসও বেরস কাঠ ও সোনা যুগিয়েছিলেন বলে সোলায়মান গালীল দেশের ২০টি গ্রাম তাকে দান করেছিলেন (১০:১১)।</p> <p>খ. সোলায়মানের সব কাজের দেখা শোনার ভার পাওয়া পাঁচশত পঞ্চাশজন প্রধান কর্মচারী ছিল (২৩)।</p> <p>গ. সোলায়মান ইদোমেয় এলৎ শহরের কাছে ইৎসিয়োন-গেবরে কতগুলো জাহাজ তৈরী করলেন। সোলায়মানের লোকদের সংগে কাজ করবার জন্য হীরম তার কয়েকজন দক্ষ নাবিক পাঠিয়ে দিলেন (২৬)।</p> <p>ঘ. তারা ওফীরে গিয়ে প্রায় সাড়ে ষোল টন সোনা নিয়ে এসে সোলায়মানকে দিল (২৮)।</p>	<p>ক. হীরস যে সব গ্রাম তাঁকে দিয়েছিলেন, সোলায়মান সেই বিশ বছরের শেষে সেগুলো আবার গড়ে তুললেন এবং বনী ইসরাইলদের সেখান বাস করতে দিলেন (২)।</p> <p>খ. সোলায়মানের দু'শো পঞ্চাশ জন প্রধান কর্মচারী ছিল। যারা গোলামদের কাজের তদারকি করত (১০)।</p> <p>গ. সোলায়মান ইদোম দেশের ইৎসিয়োন- গেবরে ও এলতে গেলেন। হীরম তার নিজের লোকদের দিয়ে সোলায়মানকে কয়েকটা জাহাজ ও কয়েকজন দক্ষ নাবিক পাঠিয়ে দিলেন (১৭"১৮)।</p> <p>ঘ. এরা ওফীরে গিয়ে সাড়ে সতেরো টন সোনা নিয়ে এসে সোলায়মানকে দিল (১৮)।</p>

২৭. ১ রাজাবলিতে আছে, পিটানো সোনা দিয়ে তিনি তিনশো ছোট ঢালও তৈরী করিয়েছিলেন। তার প্রত্যেকটিতে সোনা লেগেছিল প্রায় দু'ই কেজি করে (১০:১৭)।

এর বিপরীত ২ বংশাবলিতে আছে, পিটানো সোনা দিয়ে তিনি ৩০০ ছোট ঢালও তৈরী করিয়েছিলেন। তার প্রত্যেকটিতে সোনা লেগেছিল তিন কেজি ন'শ গ্রাম করে (৯:১৬)।

২৮. ২ শামুয়েলে আছে- দাউদ শহরের লোকদের বের করে আনলেন এবং করাত, লোহার খন্তা ও কুড়াল দিয়ে তাদের কাজ করালেন। তিনি তাদের ইট তৈরীর কাজে লাগালেন (১২:৩১)।

এর বিপরীত ১ বংশাবলিতে আছে, দাউদ শহরের লোকদের বের করে আনলেন এবং করাত, লোহার খন্তা ও কুড়াল দিয়ে তাদের কেটে ফেললেন (২০:৩)।

২৯. ১ বংশাবলিতে আছে এহুদার বাদশাহ আসার রাজত্বের তৃতীয় বছরে গোটা ইসরাঈল দেশের উপরে অহিযের ছেলে বাশা তিস্যায় রাজত্ব করতে শুরু করেছিলেন। তিনি চব্বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। (১৫:৩৩)।

অপর দিকে ২ রাজাবলিতে আছে, আসার রাজত্বের ছত্রিশ বছরের সময়ে ইসরাঈলের বাদশাহ বাশা এহুদার লোকদের বিরুদ্ধে গিয়ে রামা শহরটা কেল্লার মত করে গড়ে তুলতে লাগলেন, যাতে কেউ এহুদার বাদশাহ আসার কাছে যাওয়া আসা করতে না পারে (১৬:১)।

৩০. উযায়ের পুস্তকের ২ নং অধ্যায় ও নহিমিয়া পুস্তকের ৭ নং অধ্যায়ে ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা লোকদের তালিকা দেয়া হয়েছে। এতে তাদের নামের ক্ষেত্রে অনেক পরস্পর বিরোধিতা ছাড়াও সংখ্যা নিয়েও যথেষ্ট বিরোধিতা রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

উযায়ের ২নং অধ্যায়	নহিমিয়া ৭নং অধ্যায়
১. আরহের সাতশো পঁচাত্তর জন (৫)	১. আরহের ছ'শো বাহাত্তর জন (১০)।
২. ইউশা ও যোয়াব বংশের দু' হাজার আটশো বারোজন (৬)।	২. ইউশা ও যোয়াব বংশের দু' হাজার আটশো আঠারোজন (১১)।
৩. সন্তর ন'শো পয়তাল্লিশ জন (৮)।	৩. সন্তর আটশো পয়তাল্লিশ জন (১৩)।
৪. বানির ছ'শো বিয়াল্লিশ জন (১০)।	৪. বিনুয়ির ছ'শো আটচাল্লিশ জন

৫. বেবয়ের ছ'শো তেইশ জন (১১)।  
 ৬. অসগদের এক হাজার দু'শো বাইশ জন (১২)।  
 ৭. অদোনীকামের ছশো ছেষট্টি জন (১৩)।  
 ৮. বিগবয়ের দু' হাজার ছাপ্পান্ন জন (১৪)।  
 ৯. আদীনের চারশো চুয়ান্ন জন (১৫)  
 ১০. বেৎসয়ের তিনশো তেইশ জন (১৭)  
 ১১. হশূমের দু'শো তেইশ জন (১৯)  
 ১২. বেথেল ও অয়ের লোক দু'শো তেইশ জন (২৮)।  
 ১৩. লোদ, হাদীদ ও ওনোর লোক সাতশো পঁচিশ জন (২৮)।  
 ১৪. আসফের বংশের একশো আটশ জন (৪২)।  
 ১৫. বায়তুল মোকদাসের রক্ষীদের সংখ্যা মোট একশো উনচল্লিশ জন (৪২)  
 ১৬. দু'শো জন কাওয়াল ছিল (৬৫)  
 ১৭. তারা চারশো পাঁচ কেজি সোনা, তিন হাজার দু'শো পঞ্চাশ কেজি রুপা দিলেন (৬৯)।  
 দ্র. কিতাবুল মোকাদ্দস।

(১৫)।  
 ৫. বেবয়ের ছ'শো আঠাশ জন।  
 ৬. অসগদের দু'হাজার তিনশো বাইশ জন (১৭)।  
 ৭. অদোনীকামের ছশো সাতষট্টিজন (১৮)।  
 ৮. বিগবয়ের দু' হাজার সাতষট্টিজন (১৯)।  
 ৯. আদীনের ছয়শো পঞ্চাশ জন (২০)।  
 ১০. বেৎসয়ের তিনশো চব্বিশ জন (২৩)।  
 ১১. হশূমের তিনশো আঠাশ জন (২২)।  
 ১২. বেথেল ও অয়ের লোক একশো তেইশ জন (৩২)।  
 ১৩. লোদ, হাদীদ ও ওনোর লোক সাতশো একুশ জন (৩৭)।  
 ১৪. আসফের বংশের একশো আটচল্লিশ জন (৪৪)।  
 ১৫. বায়তুল মোকদাসের রক্ষীদের সংখ্যা মোট একশো আটত্রিশ জন (৪৫)।  
 ১৬. দু'শো পয়তাল্লিশ জন কাওয়াল (৬৭)।  
 ১৭. শাসন কর্তা দিলেন ছয় কেজি সোনা, প্রধান লোকদের

	কেউ কেউ একশো ত্রিশ কেজি সোনা ও একহাজার চারশো ত্রিশ কেজি রূপা দিলেন। বাকী লোকেরা দিল মোট একশো ত্রিশ কেজি সোনা, এক হাজার তিনশো কেজি রূপা (অর্থাৎ সর্বমোট ২৬০ কেজি সোনা ও ২৭৩০ কেজি রূপা) (৭০-৭২)।
--	---

উল্লেখ্য যে, সংখ্যার এত বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় পুস্তকে মোট ফেরত আসা বন্দীদের সংখ্যা “বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো ষাট” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ উভয় পুস্তকে সংখ্যার যে বিবরণ আছে সে হিসাবে কোনটি চল্লিশ হাজার পর্যন্তও পৌঁছোনা।

স্মর্তব্য যে, হেনরী ও স্কটের ভাষ্যগ্রন্থ দ্বয়ের সমন্বয়কারীরা উভয় পুস্তকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে, এই অধ্যায় ও নহিমিয়া পুস্তকের ৭ নং অধ্যায়ে অনুলিপিকদের ভুলের কারণে অনেক গরমিল সৃষ্টি হয়েছে। যখন ইংরেজী অনুবাদের সম্পাদনার কাজ করা হয় তখন অন্যান্য পাণ্ডুলিপির আলোকে এর অনেকাংশই সংশোধন করা হয়।

পাঠক চিন্তা করুন, সংশোধনীর পরেও যখন এতটা ভুল-ভ্রান্তি ও পরস্পর বিরোধিতা রয়ে গেছে, তখন মূলে কি পরিমান ভুল ছিলো? এ কেমন এলহামী কিতাব! কেমন ঐশী গ্রন্থ?

৩১. ১ রাজাবলিতে আছে, দাউদ চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন- ৭ বছর হেবরনে আর ৩৩ বছর জেরুজালেমে (২:১১)।

১ বংশাবলিতেও অনুরূপ বলা হয়েছে- কিন্তু ১ বংশাবলিতেই বলা হয়েছে, দাউদ হেবরনে সাড়ে সাত বছর রাজত্ব করেছিলেন, ৩৩ বছর জেরুজালেমে (৩:৪,৫)।

৩২. গণনা পুস্তকে বলা হয়েছে- আল্লাহ মানুষের সন্তান নন যে অনুশোচনা করবেন (২৩:১৯-বাংলা বাইবেল)। একই কথা ১ শামুয়েলেও বলা হয়েছে (১৫:২৯)।

এর বিপরীত আদি পুস্তকে বলা হয়েছে-মানুষ সৃষ্টির দরুণ আল্লাহ মন:পীড়া পেলেন এবং অনুশোচনা করলেন (৬:৬-৮)। এমনভাবে তালুতকে রাজা বানানোর কারণে তিনি অনুশোচনা করলেন (১ শামুয়েল, ১৫,১০,৩৫)।

উল্লেখ্য যে, বাংলা বাইবেলে এভাবেই আছে। অবশ্য কিতাবুল মোকাদ্দসে গণনা ও ১ শামুয়েল পুস্তকের উক্ত পদের অনুবাদ ঘুরিয়ে ফেলা হয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহ মানুষ নন যে মন বদলাবেন। আর আদি পুস্তকের অনুবাদে বলা হয়েছে-এতে মাবুদ অন্তরে ব্যাথা পেলেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন বলে দুঃখিত হয়ে বললেন....।

আর ১ শামুয়েলের অনুবাদে বলা হয়েছে-আল্লাহ বলেছেন, তালুতকে বাদশাহ করাটা আমার দুঃখের কারণ হয়েছে (১০)।, মাবুদের দুঃখের কারণ হয়েছে (৩৫)।

৩৩. যাত্রা পুস্তকে আছে, আল্লাহ মূসা (আ.) কে বলেছিলেন, তুমি আমার মুখ দেখতে পাবেনা। কারণ আমাকে দেখবার পর কেউ বেঁচে থাকতে পারেনা, (৩৩:২০)। এমনভাবে ইউহোন্নার প্রথম পত্রে আছে -কেউ কখনো আল্লাহ কে দেখেনি (৪:১২)। এমনভাবে ১ তীমথিয়তে বলা হয়েছে-কোন মানুষ কোনদিন তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহকে) দেখেওনি; দেখতে পায়ও না। (৬:১৬)।

এর বিপরীত আদি পুস্তকে আছে, হযরত ইয়াকুব বলেছেন- আমি আল্লাহকে সামনা-সামনি দেখেও বেঁচে আছি (৩২:৩০)।

শুধু তাই নয় তিনি সারারাত আল্লাহর সংগে কুস্তি লড়েছিলেন (আদি, ৩২:২২-২৯)।

এমনভাবে যাত্রা পুস্তকে আছে-এর পর মূসা, হারুন, নাদব, অবীহু এবং বনি ইসরাইলদের সত্তুরজন বৃদ্ধ নেতা পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে বনি-ইসরাইলদের আল্লাহকে দেখলেন। তাঁর পায়ের তলায় ছিল পরিষ্কার আকাশের মত নীলকান্তমণি দিয়ে তৈরী মেঝের মত একটা কিছু। বনি ইসরাইলদের এইসব নেতারা যদিও আল্লাহকে দেখলেন, তবু তিনি তাদের

মেরে ফেললেন না। তারা তাঁকে দেখলেন এবং খাওয়া দাওয়া করলেন (২৪:৯-১১)।

এমনিভাবে প্রকাশিত কালাম পুস্তকে আছে- ইউহোন্না আল্লাহ কে সিংহাসনে বসা দেখেছেন, দেখেছেন তাঁর চেহারা হীরা ও সাদীয়া মণির মত (৪:২-৪)।

### ৩৪. ডানে না সামনে?

মার্ক লিখেছেন, ঈসাকে আকাশে তুলে নেওয়ার পর তিনি সেখানে খোদার ডান দিকে বসলেন (১৬:১৯)।

প্রেরিত পুস্তকেও বলা হয়েছে-আমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা সেই ঈসাকেই মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন। আর খোদা তাঁকে নিজের ডান পাশে বসবার গৌরব দান করেছেন (৫:৩০)।

এর বিপরীত ইব্রাণী পুস্তকে আছে-তিনি বেহেস্তে গিয়া এখন খোদার সামনে আছেন (৪:১৪)।

### ৩৫. ঈসা (আ.)এর বংশ তালিকা সম্বন্ধে মারাত্মক বিরোধিতা

উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরিয়ম আজীবন কুমারী ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) পিতা ছাড়া আল্লাহ তাঁয়ালার বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি হয়েছেন। সেমতে হযরত ঈসা (আ.)এর বংশ লতিকা বর্ণনা করা হলে মায়ের দিক থেকেই করা উচিত। বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফের বক্তব্য অনুসারে হযরত মরিয়মের বিবাহ হয়েছিল ইউসুফ নামে জনৈক ব্যক্তির সাথে। ইঞ্জিল এ কথাও স্বীকার করে যে হযরত ঈসা (আ.) সেই ইউসুফের ঔরষজাত নন। কিন্তু তথাপি মথি ও লূক রচিত ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ.)এর বংশ লতিকা বর্ণনা করতে গিয়ে সেই সৎ পিতা ইউসুফের বংশ লতিকাই উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হল- সেই বংশ লতিকার মধ্যেও যে ছয়টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে তা তুলে ধরা।

ক. মথির ইঞ্জিল থেকে বোঝা যায়, ইউসুফ এর পিতার নাম ইয়াকুব (১:১৬)। এর বিপরীত লূকের ইঞ্জিলে আছে ইউসুফ এলির ছেলে (৩:২৪)।

খ. মথির ইঞ্জিল থেকে বোঝা যায়, হযরত ঈসা (আ.) হযরত সুলায়মান ইবনে দাউদের (আ.) বংশধর (১:৬)।



এর বিপরীত লুক এর ইঞ্জিল থেকে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন দাউদ (আ.)এর ছেলে নাথন এর বংশধর (৩:৩১)।

গ. মথি লিখিত ইঞ্জিল থেকে বোঝা যায়, হযরত ঈসা (আ.)এর পূর্বপুরুষগণ দাউদ (আ.) থেকে শুরু করে ব্যাবীলনের নির্বাসন কাল পর্যন্ত সকলেই খ্যাতিমান রাজা বাদশাহ ছিলেন। এর বিপরীত লুক এর ইঞ্জিল থেকে বোঝা যায়, তাঁরা (দাউদ আ. ও নাথন ব্যতীত) কেউই রাজা বাদশাহও ছিলেন না, কোন খ্যাতিমান ব্যক্তিও ছিলেন না।

ঘ. মথির বর্ণনায় এসেছে শল্টিয়েল যিকনিয়ের ছেলে (১:১২)।

এর বিপরীত লুকের বর্ণনায় এসেছে শলটিয়েল ছিলেন নেরীর ছেলে (৩:২৭)।

ঙ. মথি বলছেন, সরুঝাবিলের ছেলের নাম অবীহুদ (১:১৩)। এর বিপরীত লুক বলেছেন, সরুঝাবিলের ছেলের নাম রীষা (৩:২৭)।

মজার ব্যাপার হল সরুঝাবিলের ছেলেদের নাম ১ বংশাবলি পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সেখানে না অবীহুদের নাম আছে! না রীষার নাম! বরং সেখানে বলা হয়েছে- সরুঝাবিলের ছেলেরা হল মশল্লুম ও হনানিয়। তাদের বোনের নাম ছিল শলোমীৎ। এছাড়া সরুঝাবিলের আরও পাঁচটি ছেলে ছিল; তারা হল হশুবা, ওহেল, বেরিখিয়, হসদিয় ও যুশব হেমদ (১ বংশাবলি ৩: ১৯,২০)।

চ. মথির বর্ণনানুযায়ী দাউদ (আ.) থেকে ঈসা (আ.) পর্যন্ত ২৬ প্রজন্ম রয়েছে, এর বিপরীত লুক এর বর্ণনায় রয়েছে ৪১ প্রজন্ম।

পাঠকদের জ্ঞতার্থে এখানে উভয় গ্রন্থ থেকে নাম গুলো তুলে ধরা হচ্ছে। মথির ইঞ্জিলে আছে, দাউদের ছেলে সোলায়মান, সোলায়মানের ছেলে রহবিয়াম। রহবিয়ামের ছেলে অবিয়। অবিয়ের ছেলে আসা। আসার ছেলে যিহোশাফট, যিহোশাফটের ছেলে যোরাম। যোরামের ছেলে উষিয়।

উষিয়ের ছেলে যোথম। যোথমের ছেলে আহস। আহসের ছেলে হিক্রিয়। হিক্রিয়ের ছেলে মন:শি। মন:শির ছেলে আমোন। আমোনের ছেলে যোশিয়। যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তাহার ভাইয়েরা ইসরাঈল জাতিকে বাবিল দেশে বন্দী হিসেবে লইয়া যাইবার সময় জীবিত ছিলেন।

যিকনিয়ের ছেলে শলটিয়েল। শলটিয়েলের ছেলে সরুঝাবিল। সরুঝাবিলের ছেলে অবীহুদ। অবীহুদের ছেলে ইলীয়াকীম। ইলীয়াকীমের ছেলে আসোর। আসোরের ছেলে সাদোক। সাদোকের ছেলে আখীম। আখীমের ছেলে ইলীহুদ। ইলীহুদ এর ছেলে ইলিয়াসর। ইলিয়াসরের ছেলে মন্তন। মন্তনের ছেলে ইয়াকুব। ইয়াকুবের ছেলে ইউসুফ ইনি মরিয়মের স্বামী। এই মরিয়মের গর্ভে ঈসা যাহাকে খ্রীষ্ট অর্থাৎ মসীহ বলা হয়, তাঁহার জন্ম হইয়াছিল (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১:৬-১৬)।

লূকের ইঞ্জিলে বর্ণিত নাম গুলি এই : লোকে মনে করিত তিনি (অর্থাৎ ঈসা আ.) ইউসুফের ছেলে। ইউসুফ এলির ছেলে, এলি মওতের ছেলে, মওত লেবির ছেলে, লেবি মক্ষির ছেলে, মক্ষি যান্নায়ের ছেলে। যান্নায় ইউসুফের ছেলে। ইউসুফ মওথিয়ের ছেলে। মওথিয় আমোসের ছেলে। আমোস নহুমের ছেলে, নহুম ইষলির ছেলে ইষলি নগির ছেলে। নগি মাটের ছেলে, মাট মওথিয়ের ছেলে। মওথিয় শিমিয়ির ছেলে, শিমিয়ি যোষেখের ছেলে, যোষেখ যুদার ছেলে, যুদা যোহান্নার ছেলে, যোহানা রীষার ছেলে, রীষা সরুঝাবিলের ছেলে, সরুঝাবিল শলটিয়েলের ছেলে, শলটিয়েল নেরির ছেলে, নেরি মক্ষির ছেলে, মক্ষি আদীর ছেলে, আদী কোষমের ছেলে, কোষম ইলমাদমের ছেলে, ইলমাদম এরের ছেলে, এর ইউসার ছেলে, ইউসা ইলীয়েষরের ছেলে, ইলীয়েষর যোরীমের ছেলে, যোরীম মওতের ছেলে, মওত লেবির ছেলে, লেবি শামাউনের ছেলে, শামাউন যুদার ছেলে, যুদা ইউসুফের ছেলে, ইউসুফ যোনমের ছেলে, যোনম ইলিয়াকীমের ছেলে, ইলিয়াকীমের মিলেয়ার ছেলে মিলেয়া মিন্নার ছেলে, মিন্না মওথের ছেলে, মথম নাথনের ছেলে, নাথন দাউদের ছেলে (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ৩:২৩-৩১)।

উল্লেখ্য যে, দাউদ (আ.) ও ঈসা (আ.)এর মধ্যে এক হাজার বছরের ব্যবধান। সে হিসেবে মথির বর্ণনা অনুসারে প্রত্যেক প্রজন্মের গড় আয়ু দাঁড়ায় চল্লিশ বছর। আর লূকের বর্ণনা অনুসারে প্রত্যেকের গড় আয়ু হয় মাত্র ২৫ বছর। অথচ এর কোনটিই বাস্তব সম্মত নয়। তাই এ বিষয়টি দীর্ঘকাল যাবত খৃষ্টান জগতকে ভাবিয়ে রেখেছে। ইকহোর্ণ

( Eichhorn ) জার্মানীর প্রসিদ্ধ প্রটেস্ট্যান্ট গবেষকসহ অনেকেই এই পরস্পর বিরোধিতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন ।

এ ছাড়াও উক্ত বংশ লতিকায় পুরাতন নিয়মে মথি ও লূকের মধ্যে ত্রিমুখী মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । যেমন: -

ক. রূত পুস্তক ১ বংশাবলি ও মথি থেকে বোঝা যায়, ইয়াকুব (আ.)এর ছেলে এহুদা, তার ছেলে পেরস, পেরসের ছেলে হিশ্রোন, তার ছেলে রাম, রামের ছেলে অম্মীনাদর, তার ছেলে নহশোন (রূত , ৪:১৮-২০; ১ বংশাবলি ২:১-১১; মথি, ১:২-৪) ।

এর বিপরীত লূক থেকে বোঝা যায়, হিশ্রোনের ছেলে অর্গি, অর্গির ছেলে আদমান, অদমানের ছেলে হল অম্মীনাদব (৩:৩২-৩৩) ।

খ. ১ বংশাবলিতে উল্লেখ আছে- সোলায়মানের ছেলে রহবিয়াম, তার ছেলে আসা, আসার ছেলে যিহোশাফট, তার ছেলে যিহোরাম, তার ছেলে অহসিয়, তার ছেলে যোয়াশ, তার ছেলে অমথসিয়, তার ছেলে অসরিয়, তার ছেলে যোথম, যোথমের ছেলে আহস, তার ছেলে হিক্কিয়, হিক্কিয়ের ছেলে মানশা, তার ছেলে আমোন, আমোনের ছেলে ইউসিয়া, তার ছেলে যিহোয়াকীম, তার ছেলে যিকনিয় (৩:১০-১৬) ।

অথচ মথি বর্ণনা করেছেন- যিহোশাফটের ছেলে যোরাম, তার ছেলে উষিয়, উষিয়ের ছেলে যোথম, যোথমের ছেলে আহস, তার ছেলে হিক্কিয়, তার ছেলে মন:শি, তার ছেলে আমোন, আমোনের ছেলে যোশিয়, তার ছেলে যিকনিয় (১:৭-১১) ।

এ থেকে অনুমিত হয় যে, মথির ইঞ্জিলটি লূকের আমলে প্রসিদ্ধও ছিলনা, নির্ভরযোগ্যও ছিলনা । অন্যথায় এমন কঠিন পার্থক্য হয় কি করে!

৩৬. মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, জন্মের পর হযরত ঈসা (আ.) ও তার মা মরিয়মকে নিয়ে ইউসুফ মিসর চলে গিয়েছিলেন, কারণ জেরুজালেমের বাদশাহ হেরোদ ঈসা (আ.) কে হত্যা করার জন্য খুঁজছিল । তাই স্বপ্নে এক ফেরেস্তা তাঁদেরকে মিসর নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন । ইউসুফ তাই করলেন ।

হেরোদ মারা যাওয়ার পর স্বপ্নে ফেরেস্টার আদেশ পেয়ে ইউসুফ তাঁদেরকে নিয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসেন ও নাসরত গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। এর বিপরীত লুক এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.) নাসরত গ্রামেই লালিত পালিত হতে থাকেন। ২ নং অধ্যায় ৩৯ নং পদে লুক বলছেন- প্রভুর শরীয়ত মতে সমস্ত কিছু শেষ করিয়া মরিয়ম ও ইউসুফ গালীলে তাহাদের নিজেদের গ্রাম নাসরতে ফিরিয়া গেলেন। শিশু ঈসা বয়সে বাড়িয়া শক্তিমান হইয়া উঠিলেন এবং জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন।

৩৭. মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, হেরোদ রাজা ঈসা (আ.)এর শত্রু ছিলেন। কারণ পূর্ব দিক থেকে কিছু পণ্ডিত এসে তাকে বলেছিল ইহুদীদের যে রাজা জন্মিয়াছেন তিনি কোথায়? পূর্ব দিকের আসমানে আমরা তাঁহার তারা দেখিয়া তাঁহাকে সিজদা করিতে আসিয়াছি (২:১,২)।

এর বিপরীত লুকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, হেরোদ তাঁর শত্রু ছিলেন না। কারণ ঈসা (আ.) কে খৎনা করানোর পর মুসা (আ.)এর শরীয়ত মত কোরবানীর নিয়ম পালনের জন্য ইউসুফ ও মরিয়ম তাঁকে জেরুজালেমের এবাদতখানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সামাউন নামে জনৈক ধার্মিক ও খোদাভক্ত ব্যক্তি যিনি পাক রুহ দ্বারা পূর্ণ ছিলেন এবং পাক রুহের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে মসীহকে না দেখা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না- ঈসা (আ.)কে কোলে নিলেন এবং খোদার গৌরব করে ঈসা (আ.)এর গুনাবলী মানুষের সামনে তুলে ধরলেন।

এমনিভাবে জেরুজালেমের এবাদত খানার (বায়তুল মোকাদসের) একজন সেবিকা ও মহিলা নবী হান্নাও এগিয়ে এসে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন, এবং খোদা জেরুজালেমকে মুক্ত করবেন বলে যারা অপেক্ষা করছিল তাদের কাছে শিশু ঈসা (আ.)এর কথা বলতে লাগলেন (লুক, ২ নং অধ্যায়)।

যদি হেরোদ ও জেরুজালেমের লোকেরা শিশু ঈসা (আ.)এর শত্রু হতেন, তাহলে শামাউন বা হান্না কারো পক্ষে বায়তুল মোকাদসের মত জনপূর্ণ স্থানে মানুষের সামনে ঈসা (আ.) সম্বন্ধে ঐ প্রশংসা গাঁথা কথা-বার্তা বলা সম্ভব ছিল না।

অধিকন্তু মথির বর্ণনানুযায়ী হেরোদ শিশু ঈসা (আ.) এর এত বড় শত্রু ছিল যে, তার ভয়ে ইউসুফকে ফেরেস্টা কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মিসর চলে যেতে হয়েছিল। এমনকি শিশু ঈসা (আ.) এর জন্য হেরোদ বেষ্টেলহাম ও তার আশে-পাশের দু'বছর ও তার কিছু কম বয়সী সকল শিশুকে হত্যা করেছিল। মথির এ বর্ণনা সঠিক হলে এসব তো কোন গুপ্ত ঘটনা নয়, যা লুকের পক্ষে অজানা থাকা সম্ভব। তাহলে তিনি তাঁর ইঞ্জিলে এসব উল্লেখ করলেন না কেন।

এ কারণে নুরটন, যিনি সর্বদা ইঞ্জিলের পক্ষ নিয়ে কথা বলে থাকেন- এই স্থানে উপরোল্লিখিত বক্তব্য দু'টিতে বাস্তবেই পরস্পর বিরোধিতা আছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি এও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এখানে লুকের বক্তব্যই সঠিক, মথির বর্ণনা সঠিক নয়।

### ৩৮. ইল্য়া বা ইলিয়াস কে ছিলেন?

ইহুদী নেতারা জেরুজালেম থেকে কয়েকজন ইমাম ও লেবীয়কে ইয়াহিয়া (আ.) এর কাছে পাঠালেন তার পরিচয় নেয়ার জন্য। তারা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন, আমি মসীহ নই। তারা বলল তবে কে? আপনি কি নবী ইলিয়াস? তিনি বললেন : না আমি ইলিয়াস নই (ইউহোন্না, ১:১৯-২১)।

এর বিপরীত মথির ইঞ্জিলে আছে- ঈসা (আ.) বলেছেন- যদি আপনারা এই কথা বিশ্বাস করতে রাজী থাকেন তবে শুনুন- যাঁর আসবার কথা ছিল এই ইয়াহিয়াই সেই নবী ইলিয়াস (১১:১৪)।

অন্যত্র মথি বলছেন- উম্মতেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আলেমরা কেন বলেন যে, প্রথমে ইলিয়াস নবীর আসা দরকার? ঈসা তাদের জবাব দিলেন, সত্যিই ইলিয়াস আসবেন এবং সব কিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, ইলিয়াস এসেছিলেন আর লোকে তাকে চিনতে পারেনি। লোকেরা তাঁর উপর যাচ্ছেতাই করেছে। এইভাবে ইবনে আদমকেও লোকদের হাতে কষ্ট ভোগ করতে হবে। তখন উম্মতেরা বুঝতে পারলেন যে তিনি তাদের কাছে তরিকা-বন্দীদাতা- (বাণ্ডিস্মদাতা)। ইয়াহিয়ার বিষয় বলছেন (১৭:১০-১৩ বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস)। মথির

উক্ত দু'টি বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, ইয়াহিয়াই ছিলেন প্রতীক্ষিত ও প্রতিশ্রুত ইলিয়াস। আথচ ইউহোন্নার বর্ণনায় ইয়াহিয়া (আ.) নিজেই তা অস্বীকার করেছেন। এর ফলে ইয়াহিয়া ও ঈসা (আ.)এর কথা পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল।

### ৩৯. ইয়াহিয়া কখন মসীহকে চিনলেন?

মথির ইঞ্জিলে আছে- ঈসা (আ.) যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য ইয়াহিয়ার নিকট আসলেন। ইয়াহিয়া তাঁকে এই বলে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, আমারই বরং আপনার নিকট হইতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা দরকার; আর আপনি কিনা আসছেন আমার নিকটে! পরে ঈসা (আ.) তাঁর থেকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর ঈসা (আ.) পানি থেকে উঠে আসার সংগে সংগেই আসমান খুলে গেল। তিনি খোদার রূহকে কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপর নেমে আসতে দেখলেন (৩:১৩-১৬)।

মার্কও এমনই বর্ণনা করেছেন (দ্র.১:৯-১১)।

লুকের ইঞ্জিলে বলা হয়েছে বাপ্তিস্মের পরে ঈসা যখন মুনাযাত করছিলেন তখন আসমান খুলে গেল এবং পাক রূহ কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপর নেমে আসলেন (৩:২১,২২)।

ইউহোন্নার ইঞ্জিলে বলা হয়েছে- ইয়াহিয়া এই সাক্ষ্য দিলেন, আমি পাক রূহকে কবুতরের মত হয়ে বেহেস্ত থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকতে দেখেছি। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে পানিতে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে বলে দিয়েছিলেন, যার উপর পাক-রূহকে নেমে আসতে দেখবে, তিনিই সেইজন যিনি পাক রূহে বাপ্তিস্ম দিবেন (১:৩২,৩৩)।

আবার মথি স্বীয় ইঞ্জিলের ১১ নং অধ্যায়ে লিখেছেন ইয়াহিয়া জেলখানায় থেকে যখন মসীহের কাজের কথা শুনলেন তখন তাঁর সাহাবীদের দিয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, যাঁর আসবার কথা আছে আপনি কি তিনি? না আমরা আর কারও জন্য অপেক্ষা করব? (১১:২,৩)।

পাঠক লক্ষ্য করুন! প্রথম বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, হযরত ইয়াহিয়া পাক রূহ নেমে আসার পূর্ব থেকেই ঈসা (আ.) কে চিনতেন, জানতেন। তাই

তো তিনি তাঁকে বাপ্তিস্ম দিতে চাচ্ছিলেন না। আবার দ্বিতীয় বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায়, পাক রুহ নেমে আসার পূর্বে তিনি তাঁকে চিনতেন না। আর তৃতীয় বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, রুহ নেমে আসার পরও তাঁকে তিনি চিনতে পারেন নি, তাই তো সাহাবীদের কে পাঠিয়ে দিলেন বিষয়টি জানবার ও তাঁকে চিনবার জন্য।

### ৪০. শিষ্য গ্রহণ প্রসঙ্গে

হযরত ঈসা (আ.)এর শিষ্য গ্রহণ প্রসঙ্গে চার ইঞ্জিলের মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়, নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

ক. মথি ও মার্ক এর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ.) শিষ্য গ্রহণ শুরু করেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)এর জেলে বন্দী হবার পর (মথি, ৪:১২-২২মার্ক ১:১৪-২০)।

এর বিপরীত ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যেদিন ইয়াহিয়া (আ.) ঈসা (আ.) কে বাপ্তিস্ম দেন তার একদিন বা দু'দিন পর শিষ্য গ্রহণ শুরু হয় (১:৩২-৫০)।

খ. মথি ও লুক বর্ণনা করছেন, হযরত ঈসা (আ.) বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর চল্লিশ দিন মরু এলাকায় কাটান, এবং সেখানে শয়তানের দ্বারা নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সেখান থেকে ফেরার পর তিনি ক্রমান্বয়ে দ্বীনের প্রচার ও শিষ্য গ্রহণের কাজ শুরু করেন (মথি, ৪ নং অধ্যায় ও লুক, ৪ নং অধ্যায়)। অথচ ইউহান্না বলছে একাজ তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণের একদিন বা দু'দিন পরেই শুরু করেন।

গ. মথি ও মার্ক বলছেন, ঈসা (আ.) গালীল সাগরের পারে শিমোন, পিতর, আন্দ্রিয়, ইয়াকুব ও ইউহোন্নাকে মাছ ধরতে দেখেন। তখন তিনি তাদেরকে দাওয়াত দেন। তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন, (মথি, ৪ নং অধ্যায়)।

পক্ষান্তরে ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ইয়াকুব ছাড়া বাকীদের সাথে তার দেখা হয় জর্ডান নদীর পাড়ে।

ঘ. মথি ও মার্ক বলছেন- শিমোন পিতর ও আন্দ্রিয়ের সংগে ঈসা আ. এর প্রথমে সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর ইয়াকুব ও ইউহোন্নার সাথে সাক্ষাৎ হয়।

পক্ষান্তরে ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, প্রথমে ইউহোন্না ও আন্দ্রিয়ের সঙ্গে জর্ডানে দেখা হয় নদীর অপর পাড়ে। পরে আন্দ্রিয় তার ভাই শিমোন পিতরকে ডেকে আনেন। পরের দিন ঈসা (আ.) যখন গালীল প্রদেশে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন ফিলিপ এসে তাঁর সংগে দেখা করেন। পরে পিলিপ তার ভাই নথনেলকে খুঁজে বের করে আনেন (দ্র, ১ নং অধ্যায়)।

ইউহোন্নার উক্ত বর্ণনায় ইয়াকুব এর কোন উল্লেখ নেই।

ঙ. মথি ও মার্ক উভয়ে বলছেন- পিতর ও অন্দ্রিয়ের সংগে ঈসা (আ.)এর সাক্ষাৎ হয় এমন সময় যখন তারা সাগরে জাল ফেলছিলেন। আর ইয়াকুব ও ইউহোন্নার সাথে সাক্ষাৎ হয় যখন তারা নৌকায় বসে জাল ঠিক করছিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেন। তাঁরা সব কিছু ফেলে তাঁর সংগে রওয়ানা হয়ে যান।

কিন্তু লূক বলছেন, এক সময় ঈসা গিনেসের সাগরের পারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লোকেরা খোদার কালাম শুনবার জন্য তাঁর চারপাশে ঠেলাঠেলি করছিল। এমন সময় তিনি সাগরের পারে দু'টি নৌকা দেখতে পেলেন। জেলেরা সেই নৌকা দু'টি থেকে নেমে তাদের জাল ধুচ্ছিল। তখন ঈসা (আ.) শিমোনের নৌকায় উঠলেন এবং তাকে পার থেকে একটু দূরে নৌকাটি নিয়ে যেতে বললেন। তিনি নৌকায় বসে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। কথা শেষ হলে পর ঈসা শিমোনকে বললেন : গভীর পানিতে মাছ ধরার জন্য তোমরা জাল ফেল। শিমোন বললেন হুজুর, সারা রাত্রি খুব পরিশ্রম করেও কিছুই ধরতে পারিনি; তবুও আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।

জাল ফেললে পর তাতে এত মাছ পড়ল যে, তাদের জাল ছিড়বার মত হল। তখন তারা সাহায্যের জন্য ইশারা করে অন্য নৌকার সংগীদের ডাকলেন। তারা এসে দু'টো নৌকায় এত মাছ বোঝাই করলেন যে সেগুলো ডুবে যাবার মত হল।

এত মাছ ধরা পড়েছে দেখে শিমোন পিতর ও তার সংগীরা সকলে আশ্চর্য হলেন। শিমোনের ব্যবসার ভাগীদার ইয়াকুব ও ইউহোন্নাও আশ্চর্য হলেন- তখন ঈসা শিমোনকে বললেন : ভয় করো না এখন থেকে তুমি খোদার



জন্য মানুষ ধরবে। তারপর তারা নৌকাগুলো পারে আনলেন এবং সবকিছু ফেলে রেখে ঈসার সংগে চললেন (লূক, ৫ নং অধ্যায়)।

ইউহোন্না এইসবের বিপরীত অন্য কথা বলছেন, তিনি বলছেন, জর্ডান নদীর অন্য পারে যেদিন ইয়াহিয়া বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন তার পরের দিন ইয়াহিয়া ও তার দু'জন সাহাবী সেখানে ছিলেন এমন সময় ঈসাকে হেঁটে যেতে দেখে ইয়াহিয়া বললেন : ঐ দেখ, খোদার মেস শিশু। ইয়াহিয়াকে এই কথা বলতে শুনে সেই দু'জন সাহাবী ঈসার পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। ঈসা তাদের বললেন : তোমরা কিসের খোঁজ করছ।

তারা বললেন : আপনি কোথায় থাকবেন? তিনি বললেন : এসে দেখ, তারা গিয়ে তিনি যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটি দেখলেন এবং সেইদিন তার সংগেই রইলেন। যে দু'জন ঈসার পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন তাদের একজনের নাম আন্দ্রিয়।

তিনি প্রথমে তার ভাই শিমোনকে খুঁজে বের করলেন এবং তাকে ঈসার কাছে নিয়ে আসলেন। পরে ঈসা ঠিক করলেন যে তিনি গালীল প্রদেশে যাবেন। তখন ফিলিপের সংগে তার দেখা হল। তিনি তাকে তাঁর পথে চলার জন্য দাওয়াত দিলেন। পরে ফিলিপ তার ভাই নথনেলকে খুঁজে বের করে দাওয়াত দিলেন, নথনেলও ঈসা (আ.)এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। (দ্র, ইউহোন্না, ১ অধ্যায়)।

৪১. মথি বর্ণনা করছেন, ইয়াহিয়া (আ.) পানাহার করতেন না (১১:১৮)। কিন্তু মার্ক বর্ণনা করছেন, তিনি ফড়িং আর বনমধু খেতেন (১:৬)।

৪২. মথি বলছেন, ঈসা (আ.) একবার তাঁর দু'ই শিষ্যকে পার্শ্বের গ্রাম থেকে একটা গাধা ও তার বাচ্চা নিয়ে আসতে বলেছেন। তাঁরা সে দু'টি আনলে পর তিনি উভয়টির উপর সওয়ার হলেন (২১:১-৭)।

পক্ষান্তরে মার্ক ও লূকের ইঞ্জিলে আছে, তিনি তাদেরকে একটা গাধার বাচ্চা আনতে বললেন : তার উপর কেউ কখনো চড়েনি। তারা সেটা নিয়ে আসলে তিনি তার উপর সওয়ার হলেন (মার্ক, ১১:১-৭; লূক, ১৯:২৮-৩৫)।

আবার ইউহোনার ইঞ্জিলে আছে, পাক কিতাবের কথামত ঈসা একটা গাধা দেখতে পেয়ে তার উপর বসেছিলেন (১২:১৪)।

৪৩. মার্ক এর আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.)এর ঝড় থামানোর ঘটনাটি ঘটেছিলো গল্লের দ্বারা উপদেশ প্রদানের পর (৪নং অধ্যায়)।

এর বিপরীত মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, পাহাড়ী ওয়াজের পর তা ঘটেছিল। কারণ মথি ৮ নং অধ্যায়ে পাহাড়ী ওয়াজের পর লিখেছেন, পরে ঈসা নৌকাতে উঠলেন এবং সাহাবীরা তার সংগে গেলেন। হঠাৎ সাগরে ভীষণ ঝড় উঠল... (৮:২৩)। এর পর মথি ১৩ নং অধ্যায়ে গল্লের দ্বারা উপদেশ প্রদানের বিষয় উল্লেখ করেছেন। যদ্বারা বোঝা যায়, এ উপদেশের ঘটনা পাহাড়ী ওয়াজ ও ঝড় থামানোর অনেক পরে সংঘটিত হয়েছিল।

৪৪. মার্ক লিখছেন, মাসীহ (আ.) ও ইহুদীদের মধ্যকার প্রসিদ্ধ বিতর্কের ঘটনাটি ঘটেছিল, তিনি জেরুজালেমে পৌঁছার তিন দিন পর (১১:২৭)।

এর বিপরীত মথি বলছেন, তা ঘটেছিল ২য় দিনে (২১:২৩-২৭)।

৪৫. মথি (১১:১০) মার্ক (১:২) ও লূক (৭:২৭) লিখছেন, (ঈসা বলেছেন) ইয়াহিয়াই সেই লোক যার বিষয়ে কিতাবে লেখা আছে-দেখ আমি তোমার আগে আমার সংবাদদাতাকে পাঠাচ্ছি সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে। মার্ক বলেছেন- নবী ইশায়া'র কিতাবে ঐ কথা লেখা আছে। কিন্তু মথি ও লূক কোন উদ্ধৃতি ছাড়াই তা উল্লেখ করেছেন। ইশায়া পুস্তকে উক্ত বক্তব্যটি নাই, বিধায় মার্ক এর উদ্ধৃতি ভূয়া প্রমানিত হল।

বাইবেল ভাষ্যকারদের দাবী হল উক্ত বক্তব্যটি মালাখী (৩:১) থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে বলা হয়েছে দেখ; আমি আমার সংবাদদাতাকে পাঠাচ্ছি, সে আমার আগে গিয়ে পথ প্রস্তুত করবে। এখানে-

প্রথমতঃ “তোমার আগে” কথাটি ইঞ্জিল সমূহে বাড়ানো হয়েছে, যা মালাখীতে নেই।

দ্বিতীয়তঃ মালাখীর কথায় আছে “সে আমার আগে” অথচ ইঞ্জিলসমূহে তোমার আগে” উল্লেখ করা হয়েছে। হোর্ণ স্বীয় ভাষ্য গ্রন্থের ২য় খণ্ডে রেডলিফ এর কথা উল্লেখ পূর্বক বলেন, “এ পরস্পর বিরোধিতার কারণ

নির্ণয় করা সহজ নয়। একটি কথাই বলা যেতে পারে যে প্রাচীন কপিগুলোতে কিছুটা বিকৃতি সাধিত হয়ে গিয়েছিল।” অধিকন্তু মালাখীর উক্ত বক্তব্যকে হযরত ঈসা (আ.)এর উপর ফিট করাও কঠিন। কারণ এরপর সেখানে বলা হয়েছে-তিনি উপস্থিত হলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেনা।

কারণ তিনি হবেন রূপা যাচাই করার আগুন অথবা ধোপার সাবানের মত। যে লোক রূপা গালিয়ে খাঁটি করে তিনি তার মত হয়ে বসবেন। তিনি লেবীয়দের পাক-সাফ করবেন এবং সোনা ও রূপার মত করে তাদের খাঁটি করবেন (৩:২,৩)।

উল্লেখ্য যে, ঈসার (আ.) আগমনের পর “কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে না পারা” তো দূরের কথা! স্বয়ং তিনিই দাঁড়াতে পারেননি। খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইহুদীরা তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছে। একইভাবে লেবীয়দেরকে খাঁটি করা তো দূরের কথা, তারাই বেশী তার বিরোধিতা করেছে। বিভিন্ন সময় তাঁর সংগে তর্কে লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে।

৪৬. মথির ইঞ্জিলে বলা হয়েছে, পরে ঈসা সাগরের অন্য পারে গাদারীয়দের এলাকায় গেলেন। তখন ভূতে পাওয়া দু’জন লোক কবরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর কাছে আসল। পরে তিনি তাদের ভূত তাড়িয়ে দিলেন (৮:২৮-৩৪)এর বিপরীত মার্ক (৫:১-২০ ও লুক ৮:২৬-৩৯) বলেছেন, ভূতে পাওয়া একজন লোক তাঁর কাছে আসল। তিনি তার ভূত তাড়িয়ে দিলেন। এছাড়াও তিনটি ইঞ্জিলে উক্ত ঘটনার বর্ণনায় আরো কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন. —

ক. গাদারীয়দের এলাকায় গেলেন (মথি, ৮:২৮) গেরাসেনীদের এলাকায় গেলেন (মার্ক ও লুক)।

খ. তাহারা চিৎকার করে বলল (মথি) সে চিৎকার করে উঠল (মার্ক ও লুক)

গ. সে দৌড়ে এসে তাঁর পায়ের উপর উবুড় হয়ে পড়ল (মার্ক), তাঁর সামনে মাটিতে পড়ে জোরে জোরে বলল (লুক)

ঘ. “আমাদের সংগে আপনার কি দরকার? সময় না হতেই কি আপনি আমাদের যন্ত্রনা দিতে এসছেন? (মথি) “আমার সংগে আপনার কি দরকার? আমি আপনাকে খোদার কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে যন্ত্রনা দিবেন না।” (মার্ক)

“আমার সংগে আপনার কি দরকার? দয়া করে আপনি আমাকে যন্ত্রনা দিবেন না” (লূক)।

ঙ. “বাড়িতে না থেকে কবরস্থানে থাকত” (লূক) রাত্রিদিন কবরে কবরে ও পাহাড়ে পাহাড়ে চীৎকার করে বেড়াত (মার্ক)।

চ. সে ঈসাকে বারবার কাকুতি মিনতি করে বলল, যেন তিনি সেই এলাকা থেকে তাদের বের করে না দেন (মার্ক) তখন সেই ভুতগুলি ঈসাকে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, যেন তিনি তাদের অতল গর্তে না পাঠান (লূক)।

ছ. কিছু দূরে খুব বড় একপাল শুকর চড়ে বেড়াচ্ছিল (মথি) “পাহাড়ের গায়ে খুব বড় এক পাল শুকর চরছিল (মার্ক)।

সেখানে পাহাড়ের ধারে খুব বড় একপাল শুকর চরছিল (লূক)।

জ. যারা সেই পাল চরাচ্ছিল, তারা তখন দৌড়ে গিয়ে সমস্ত খবর জানাল (মথি) তারা গিয়ে গ্রামে ও তার আশেপাশের সমস্ত জায়গায় এই খবর দিল (মার্ক ও লূক)।

এতদভিন্ন মার্ক ও লূক বলছেন, ঈসা (আ.) ভুতকে তার নাম জিঞ্জাসা করেছেন। মথি এ ব্যাপারে কিছুই বলছেন না। লূক বলছেন-সেই পালের মধ্যে প্রায় দু’হাজার শুকর ছিল, কিন্তু মথি ও লূক সংখ্যা সম্বন্ধে চুপ। মার্ক বলছেন, সে বলল “আমার নাম বাহিনী” কারণ আমরা অনেকে আছি। কিন্তু লূক বলছেন সে বলল, “বাহিনী” কারণ অনেকগুলি ভূত তার ভিতরে ঢুকেছিল।

৪৭. শেষ ঈদুল ফেসাখের ভোজ কোথায়?

মথি বলছেন- ঈসা বললেন ঃ শহরের মধ্যে গিয়ে আমার ঐ বন্ধুকে বল, ওস্তাদ বলছেন, আমার সময় নিকটে এসেছে। আমার সাহাবীদের সংগে আমি তোমার বাড়ীতেই ঈদুল ফেসাখ পালন করব (২৬:১৮)।

কিন্তু মার্ক (১৪:১৩)ও লূক (২২:১০-১২) বলছেন-

ঈসা বললেন : দেখ তোমরা যখন শহরে ঢুকবে, তখন একজন পুরুষ লোককে এক কলসী পানি নিয়ে যেতে দেখবে। তার পেছনে পেছনে গিয়ে সে যে ঘরে ঢুকবে সেই ঘরের মালিককে বলবে, ওস্তাদ জানতে চাচ্ছেন, তিনি সাহাবীদের সংগে যেখানে ঈদুল ফেসাখের ভোজ খেতে পারেন, সেই মেহমানখানা কোথায়?

তখন সে তোমাদের উপরতলার একটা সাজান বড় ঘর দেখিয়ে দেবে; সেখানেই সব কিছু প্রস্তুত করো। উল্লেখ্য যে, মথি বলছেন : সাহাবীদেরকে পাঠানোর কথা। আর মার্ক বলছেন : সাহাবীদের থেকে দু'জনকে পাঠানোর কথা। আর লূক বলছেন, পিতর ও ইউহোন্নাহকে পাঠানোর কথা।

**৪৮. মেয়েটিকে জীবিত করেছেন না শেফা দিয়েছেন?**

মথি বর্ণনা করছেন, একদিন জনৈক ইহুদী নেতা এসে ঈসা (আ.) কে বললেন : আমার মেয়েটি এই মাত্র মারা গেছে। কিন্তু আপনি এসে তার উপর হাত রাখুন তাতে সে বেঁচে উঠবে (৯:১৮)।

কিন্তু মার্ক বর্ণনা করছেন, ইহুদী নেতা এসে বললেন : আমার মেয়েটি মারা যাওয়ার মত হয়েছে। আপনি এসে তার উপর আপনার হাত রাখুন, তাতে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। পরে রাস্তায় ইহুদী নেতার বাড়ী থেকে লোকজন এসে বলে, আপনার মেয়েটি মারা গেছে (৫:২২, ৩৫)।

লূক এর বর্ণনাও মার্কের ন্যায়। তবে সেখানে ইহুদী নেতার বাড়ী থেকে এসে সংবাদ প্রদানকারী ছিলেন একজন (৮:৪৯)।

**৪৯. ঈসা (আ.) কতজনকে আরোগ্য দান করেছেন?**

মার্ক বলছেন, ঈসা (আ.) গালীল সাগরের নিকটে পৌঁছলে কয়েকজন লোক একজন কালা (বধির) ও তোতলা লোককে তার নিকট নিয়ে আসে, পরে তিনি তাকে শেফা দেন (৭:৩১-৩৫)।

এর বিপরীত মথি বলছেন, তখন লোকেরা খোঁড়া, অন্ধ, লুলা, বোবা এবং আরও অনেককে সংগে নিয়ে তাঁর কাছে আসল। আর তিনি তাদের সুস্থ

করলেন (১৫:৩০)। উল্লেখ্য যে, এখানে ঘটনা কিন্তু একই। তাই “একজন” ও কয়েকজনের” উক্ত পার্থক্য বড়ই আশ্চর্যের।

৫০. শত সেনাপতির গোলামকে শেফা দানের ঘটনা।

মথি বলছেন, ঈসা যখন কফরনাহুম শহরে ঢুকলেন। তখন একজন রোমীয় শত সেনাপতি তাঁর নিকট এসে অনুরোধ করে বললেন : যে আমার গোলাম ঘরে বিছানায় পড়ে আছে।

সে অবশ্য রোগে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।

ঈসা তাকে বললেন : আমি গিয়ে তাকে ভাল করব। সেনাপতি তখন বললেন : আপনি যে আমার বাড়ীতে ঢুকেন এমন যোগ্য আমি নই। কেবল মুখে বলুন তাতেই আমার গোলাম ভাল হয়ে যাবে।

পরে ঈসা (আ.) সেনাপতিকে বললেন, আপনি যান, আপনি যেমন বিশ্বাস করেছেন তেমনই হোক, ঠিক তখনই তার গোলাম ভাল হয়ে গেল।

এর বিপরীত লুক বলছেন, তিনি কফর নাহুম শহরে গেলেন। সেখানে একজন রোমীয় শত সেনাপতির গোলাম অসুস্থ হয়ে মরার মত হয়েছিল। তিনি ঈসার বিষয়ে শুনে ইহুদীদের কয়েকজন বৃদ্ধ নেতাকে ঈসার নিকট পাঠালেন। যেন তিনি এসে তার গোলামকে সুস্থ করেন। তারা এসে তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলে তিনি তাদের সংগে চললেন।

বাড়ীর কাছে আসলে সেনাপতি তার বন্ধুদের দিয়ে বলে পাঠালেন, প্রভু আর কষ্ট করবেন না, কারণ আপনি যে আমার বাড়ীতে ঢুকেন তার যোগ্য আমি নই। সেই জন্য আপনার নিকট যাবার উপযুক্ত আমি নিজেকে মনে করিনি। আপনি কেবল মুখে বলুন তাতেই আমার গোলাম ভাল হয়ে যাবে। সেনাপতি যাদের পাঠিয়েছিলেন, তারা তাঁর ঘরে ফিরে গিয়ে গোলামকে সুস্থ দেখতে পেল (৭:১-১০)।

দেখুন মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে সেনাপতি নিজেই হাজির হয়ে অনুরোধ জানান। আর শেষে ঈসা (আ.) তাকে বললেন : আপনি যান আপনি যেমন বিশ্বাস করেছেন তেমনই হোক। কিন্তু লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সেনাপতি নিজে হাজির হননি, এমনকি হাজির হওয়ার উপযুক্তও নিজেকে মনে করেননি। তাই তিনি লোকদের পাঠিয়ে দিয়ে এই অনুরোধ করেছেন। কি আশ্চর্য গরমিল!

৫১. ঈসা (আ.) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা।

ইঞ্জিল সমূহ থেকে বোঝা যায় যে ঈসা (আ.) আসমানে আরোহনের পূর্বে তিনজন মৃতকে জীবিত করেছিলেন। ১ম হল সেনাপতির মেয়ে (মথি, মার্ক, লূক) ২য় বিধবার ছেলে (লূক, ৭:১১-১৫)। ৩য় মরিয়ম ও মার্থার ভাই লাসার (ইউহোন্না, ১১:৪১-৪৪)।

কিছু প্রেরিত (২৬:২৩) পুস্তকে বলা হয়েছে, মাসীহকে কষ্ট ভোগ করতে হবে, এবং তাঁকেই মৃত্যু থেকে প্রথম জীবিত হয়ে উঠে তাঁর নিজের জাতির লোকদের ও অ-ইহুদীদের কাছে পাপ থেকে উদ্ধারের বিষয়ে নূর দান করতে হবে। এমনিভাবে ১ করিন্থীয় (১৫:২০)তে বলা হয়েছে- মৃত্যু থেকে যাদের জীবিত করা হবে তাদের মধ্যে তিনিই প্রথম জীবিত হয়েছেন।

আবার কলসীয়তে বলা হয়েছে, তিনিই প্রথম আর তিনিই মৃত্যু থেকে প্রথম জীবিত হয়েছিলেন (১:১৮)। এমনিভাবে প্রকাশিত কালামে আছে- ঈসাই বিশ্বস্ত সাক্ষী, এবং মৃত্যু থেকে তিনিই প্রথম জীবিত হয়ে উঠেছিলেন (১:৫)।

এসব থেকে প্রতীয়মান হয় যে ঈসা (আ.)এর পূর্বে কেউই জীবিত হয়নি। পরস্পরবিরোধী ঐ দু'ই বক্তব্যের কোন একটি অবশ্যই ভুল।

৫২. মথি বলছেন, সিবদিয়ের দু'ই ছেলেকে তাদের মা সংগে করে নিয়ে ঈসার নিকট আসলেন এবং তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর পায়ের উপর উবুড় হয়ে পড়লেন। ঈসা তাঁকে বললেন : আপনি কি চান? তিনি বললেন : আপনি এই আদেশ দিন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে আর একজন বাম পাশে বসতে পারে (২০:২০,২১)।

এর বিপরীত মার্ক বলছেন, পরে সিবদিয়ের ছেলে ইয়াকুব ও ইউহোন্না ঈসার কাছে এসে বললেন : হজুর আমাদের ইচ্ছা এই যে, আমরা যা চাব আমাদের জন্য আপনি তাই করবেন। ঈসা বললেন : তোমাদের জন্য আমি কি করব? তোমরা কি চাও? তারা বললেন : আপনি যখন মহিমার

সাথে রাজত্ব করবেন, তখন যেন আমাদের একজন আপনার ডানপাশে ও অন্যজন বামপাশে বসতে পারে (১০:৩৫-৩৭)।

দেখুন, একজন বলছেন মায়ের অনুরোধের কথা, অন্যজন বলছেন, তাদের নিজেদের অনুরোধের কথা।

### ৫৩. ডুমুর গাছ সম্বন্ধে।

মথি বলছেন, পরের দিন সকালে শহরে ফিরে আসবার সময় ঈসার ক্ষুধা পেল। পথের পাশে একটা ডুমুর গাছ দেখে তিনি গাছটার কাছে গেলেন, কিন্তু তাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটাকে বললেন : আর কখনো তোমার ফল না ধরুক। আর তখনই ডুমুর গাছটা শুকিয়ে গেল। সাহাবী তা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন! ডুমুর গাছটা এত তাড়াতাড়ি কেমন করে শুকিয়ে গেল! (২১:১৮,২০)।

এর বিপরীত মার্ক বলছেন, পরের দিন যখন তারা বেথানিয়া ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন ঈসার ক্ষুধা পেল। তিনি দূর থেকে পাতায় ঢাকা একটা ডুমুর গাছ দেখে তাতে কোন ফল আছে কিনা তা দেখতে গেলেন। কাছে গিয়ে তিনি তাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। কারণ তখন ডুমুর ফলের সময় নয়।

ঈসা সেই গাছটাকে বললেন : আর কখনো কেউ যেন তোমার ফল না খায়। সাহাবীরা ঈসার এই কথা শুনতে পেলেন। সকাল বেলা সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় সাহাবীরা দেখলেন, সেই ডুমুর গাছটা শিকড় শুদ্ধ শুকিয়ে গেছে। ঈসার কথা মনে করে পিতর ঈসাকে বললেন : হুজুর দেখুন, যে ডুমুর গাছটাকে আপনি অভিষাপ দিয়ে ছিলেন সেটা শুকিয়ে গেছে (১১:১২-১৪,২০,২১)।

দেখুন, মথি বলছেন, ঈসা (আ.) এই বলে অভিষাপ দিয়েছেন যে আর কখনো তোমার ফল না ধরুক। কিন্তু মার্ক বলছেন, তিনি অভিষাপ দিয়েছেন এই বলে যে আর কখনো কেউ যেন তোমার ফল না খায়।



মথি বলছেন, ডুমুর গাছটা তৎক্ষণাত শুকিয়ে গেল। আর মার্ক বলছেন, পরের দিন সকালে সাহাবী দেখলেন গাছটা শুকিয়ে গেছে। পরে সেই খবর সাহাবীরা ঈসা (আ.) কে দিয়েছেন। এসব পরস্পর বিরোধিতা ছাড়া আরো একটি বিষয় এখানে লক্ষ্যনীয় যে মালিকের অনুমতি ছাড়া গাছটির ফল খাওয়ার অধিকার ঈসা (আ.)এর ছিল কিনা।

অধিকন্তু অভিশাপ দিয়ে গাছটিকে মেরে ফেলা, যাতে কিনা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হন, এটা কোনভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আবার মৌসুম ছাড়া ফলের আশা করাটাও অযৌক্তিক বলে মনে হয়। এমন অযৌক্তিক কাজ ঈসা (আ.) করতে পারেন বলে আমরা মনে করিনা।

হাঁ, তার অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর দাবী ছিল যে মৌসুম ছাড়াই তিনি ফল ধরায়ে নিজেও খেতেন, এবং মালিককেও উপকৃত করতেন। এতে একথাও প্রমানিত হয় যে, ঈসা (আ.) খোদা ছিলেন না। কারণ খোদা হলে একতো তাঁর ক্ষুধাই পেত না। আবার খোদা হলে গাছের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। আগে থেকেই জানতেন গাছে ফল নেই। অভিশাপ দেয়ারও সুযোগ হতো না। আবার ইচ্ছা হলে মৌসুম ছাড়াই ফল এনে দিতে পারতেন।

#### ৫৪. ইসা (আ.) এর মাথায় আতর লাগানোর ঘটনা

ইঞ্জিলের বর্ণনা অনুসারে মরিয়ম নাম্নী এক মহিলা ঈসা (আ.)এর মাথায় আতর ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ঘটনা নিয়ে ইঞ্জিলসমূহে অনেক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। সেগুলো তুলে ধরার পূর্বে তাঁদের মূল বক্তব্যগুলো শুনুন।

মথি বলছেন : ঈসা যখন বেথানিয়াতে কুষ্ঠ রোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, তখন একজন স্ত্রীলোক তার নিকট আসল। সেই স্ত্রীলোকটি একটি সাদা পাথরের পাত্রে করে খুব দামী আতর এনেছিল। ঈসা যখন খেতে বসলেন তখন সে তাঁর মাথায় সেই আতর ঢেলে দিল।

সাহাবীরা তা দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন : এই দামী জিনিষটা কেন নষ্ট করা হচ্ছে? এটাতো অনেক দামে বিক্রয় করে টাকাটা গরীবদের দেয়া যেত। ঈসা একথা বুঝতে পেরে সাহাবীদের বললেন : তোমরা এই

স্ত্রীলোকটিকে দুঃখ দিচ্ছ কেন? সে তো আমার প্রতি ভাল কাজই করেছে। গরীবেরা তো সব সময় তোমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমাকে তোমরা সব সময় পাবে না। সে আমার দেহের উপর এই আতর ঢেলে দিয়ে আমাকে কবরের জন্য প্রস্তুত করেছে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, দুনিয়ার যে কোন জায়গায় সুখবর প্রচার করা হবে সেখানে এই স্ত্রী লোকটির কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য তার এই কাজের কথাও বলা হবে (২৬:৬-১৩)।

প্রায় অনুরূপ কথা মার্কও উল্লেখ করেছেন, (১৪:১-৯)।

পার্থক্য হল এই, পাত্রটা ভেঙ্গে সে ঈসার মাথায় সেই আতর ঢেলে দিল। সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন বিরক্ত হয়ে একজন অন্যজনকে বলতে লাগলেন, এভাবে এ আতর নষ্ট করা হল কেন? এটা বিক্রয় করলে তো তিনশো দীনারেরও বেশী হত এবং তা গরীবদের দেওয়া যেত (৩-৫)।

ইউহোন্না বলছেন- ঈদুল ফেসাখের ছয়দিন পূর্বে ঈসা বেথানিয়াতে গেলেন। যাকে তিনি মৃত থেকে জীবিত করেছিলেন সেই লাসার বেথানিয়াতে বাস করতেন। সেখানে তারা ঈসার জন্য খাওয়ার আয়োজন করলেন। মার্থা পরিবেশন করছিলেন। যাঁরা ঈসার সংগে খেতে বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে লাসারও ছিলেন।

এমন সময় মরিয়ম আধ সের খুব দামী খাঁটি আতর নিয়ে আসলেন, এবং ঈসার পায়ে তা ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিলেন। সেই আতরের সুগন্ধে সমস্ত ঘর ভরে গেল।

ঈসার সাহাবীদের মধ্যে একজন যে তাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে, সেই এহুদা ইষ্কারিয়াৎ বলল, এই আতর ৩০০ দীনারে বিক্রী করে গরীব দুঃখীদের দেওয়া যেত, কেন তা করা হল না? এহুদা যে গরীবদের বিষয়ে চিন্তা করে এই কথা বলেছিল তা নয়। আসলে সে ছিল চোর। টাকার বাস্তব তার নিকট থাকত বলে যা কিছু জমা রাখা হত তা থেকে সে চুরি করত। ঈসা বললেন : তোমরা তার মনে কষ্ট দিও না, আমাকে দাফন করার সময়ে সাজাবার জন্যই সে এটা রেখেছিল। গরীবেরা তো সব সময় তোমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমাকে তোমরা সব সময় পাবেনা (১২:১-৮)। লক্ষ্য করে দেখুন, একই ঘটনার বর্ণনায় কত পরিষ্কার বৈপরিত্য!

আবার প্রত্যেকের বর্ণনাই খোদার কালাম! কি আশ্চর্য! খোদার কালাম কি এমন স্ববিরোধী হতে পারে?

ক. ইউহোন্না বলছেন, ঘটনা ঘটেছে ঈদুল ফেসাখের ৬ দিন পূর্বে। আর মথি (২৬:২) ও মার্ক (১৪:১) বলছেন, ২ দিন পূর্বে।

খ. মথি ও মার্ক উভয়েই বলছেন 'ঘটনা' কুষ্ঠ রোগী শিমোনের বাড়িতে ঘটেছে। আর ইউহোন্না বলছেন, মরিয়ম বা মার্থার ভাই লাসারের বাড়িতে। সেখানে মার্থা ছিল পরিবেশনকারি। এই মার্থার পরিবেশন সম্পর্কে লুকও কিন্তু আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি মরিয়মের আতর ঢালার কথা বিলকুল এড়িয়ে গেছেন।

তিনি বলছেন, এরপর ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা পথ চলতে চলতে কোন একটা গ্রামে গেলেন। সেখানে মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক আনন্দিত হয়ে তার ঘরে ঈসাকে গ্রহণ করলেন। মরিয়ম নামে মার্থার এক বোন ছিলেন। তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনতেছিলেন। মার্থা কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি এসে বললেন : প্রভু আপনি কি দেখেন না, আমার বোন সমস্ত কাজ একা আমার উপর ফেলে দিয়েছে? আপনি তাকে বলুন সে যেন আমাকে সাহায্য করে (১০:৩৮-৪০)।

আবার শিমোনের বাড়িতে ঈসা (আ.)এর ভোজে অংশ নেয়ার কথা লুক উল্লেখ করলেও সেখানে বলা হয়েছে- সেই গ্রামে একজন খারাপ স্ত্রীলোক ছিল। সে একটা সাদা পাথরের পাত্রে করে আতর নিয়ে আসলো। পরে সে ঈসার পেছনে পায়ের নিকটে গিয়ে দাঁড়াল এবং কেঁদে কেঁদে চোখের পানিতে তাঁর পা ভেজাতে লাগল। তারপর সে তার মাথার চুল দিয়ে তার পা মুছে দিল এবং তাঁর পায়ের উপর চুমু দিয়ে সেই আতর ঢেলে দিল। পরে শিমোনের আপত্তি ও ঈসা (আ.)এর জবাব উল্লেখ করা হয়েছে (৭:৩৬-৫০)।

গ. মথি ও মার্ক বলছেন আতর মাথায় ঢালার কথা। আর ইউহোন্না বলছেন, পায়ের উপর ঢালার কথা।

ঘ. মার্ক বলছেন, আতর ঢালার বিষয়ে আপত্তি করেছেন খোদ তাঁর শিষ্যরা। আর ইউহোন্না বলছেন, আপত্তি করেছেন কেবল এহুদা ইষ্কারিয়োৎ। লূক বলছেন আপত্তি করেছেন স্বয়ং শিমোন।

ঙ. ইউহোন্না আতরের দাম বলছেন ৩০০ দীনার। মার্ক বলছেন ৩০০ দীনারেরও বেশীর কথা। আর মথি দামের বিষয় এড়িয়ে বলছেন, “এটা তো অনেক দামে বিক্রয় করে গরীবদের দেয়া যেত”।

চ. আপত্তি করার জবাবে ঈসা (আ.)এর উক্তিও তারা নানা রকম উল্লেখ করেছেন।

ছ. একজন বেগানা মহিলার বা বেশ্যার চুল দ্বারা নিজের পা মুছিয়ে নেয়া নিঃসন্দেহে নবীর শানের পরিপন্থী। এধরনের কাজ মাসীহ (আ.) করবেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। উপরে উল্লেখিত পরস্পর বিরোধিতাকে খতম করার জন্য একথা বলাও বেশ কঠিন যে এগুলো বিভিন্ন সময়ের একাধিক ঘটনা হয়ে থাকবে। কারণ এটা হতেই পারেনা যে, প্রত্যেকবার মহিলাই আতর লাগাবে, তাও আবার সব সময় আহরকালে। আবার প্রত্যেক বারই লোকেরা বিশেষ করে সাহাবীরা আপত্তি উঠাবে, এবং প্রত্যেক বারের আতর সাদা পাত্রেই আনা হবে ও সেটার মূল্য ৩০০ দীনার হবে।

৫৫. মথি স্বীয় ইঞ্জিলের ৫ নং অধ্যায় ৯ নং পদে লিখছেন, ঈসা (আ.) বলেছেন, লোকদের জীবনে শান্তি আনার জন্য যারা পরিশ্রম করে তারা ধন্য, কারণ খোদা তাদের নিজের সন্তান বলে ডাকেন। এর বিপরীত ১০ অধ্যায়ে ৩৪ নং পদে মথি লিখছেন, (ঈসা (আ.) বলেন) আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি এ কথা মনে করোনা। আমি শান্তি দিতে আসিনি। বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। লূকও একই কথা উল্লেখ করেছেন (১২:৫১,৫২)।

৫৬. ইউহোন্নার ইঞ্জিলে (৫:৩১) ঈসা (আ.)এর একটি উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে “আমিই যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দেই তবে আমার সেই সাক্ষ্য সত্য নয়। এর বিপরীত উক্ত ইঞ্জিলেরই ৮ নং অধ্যায় ১৪ নং পদে বলা হয়েছে- ঈসা তাদের বললেন : যদিও আমি নিজের পক্ষে নিজে সাক্ষ্য দেই তবুও আমার সাক্ষ্য সত্য, কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি।

৫৭. মথির ১৫ নং অধ্যায় ২২ নং পদ থেকে বোঝা যায়, যে মহিলা তাঁর মেয়ের শেফার জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি ছিলেন কেপানীয় (কেনানের অধিবাসী)।

এর বিপরীত মার্ক (৭:২৬)। বলছেন, স্ত্রীলোকটি গ্রীক, জাতিতে সুর ফৈনিকী (বাংলা বাইবেল)।

৫৮. লূক (৯:৫৪,৫৫) উল্লেখ করেছেন যে ইয়াকুব ও ইউহোন্না হযরত ঈসা (আ.) কে বলেছিলেন, প্রভু, এদের (শমরীয়দের) ধ্বংস করবার জন্য আকাশ থেকে আগুন নেমে আসতে বলব কি? এর উত্তরে ঈসা (আ.) বলেন, তোমরা কেমন আত্মার লোক, তা জান না। কারণ মনুষ্য পুত্র মানুষের প্রাণনাশ করতে আসেন নি। কিন্তু রক্ষা করতে এসেছেন, (বাংলা বাইবেল)

এর বিপরীত ১২ নং অধ্যায়ে লূক ঈসা (আ.) এই উক্তি উল্লেখ করেছেন যে আমি দুনিয়াতে আগুন জালাতে এসেছি। যদি তা আগেই জ্বলে উঠত তবে কতই না ভাল হত (১২:৪৯)।

৫৯. চিহ্ন দেখা সম্বন্ধে

মথি (১২:৩৯, ১৬:৪) ঈসা (আ.)এর এই উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, একালের দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু ইউনুসের চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখান হবেনা।

এর বিপরীত মার্ক উল্লেখ করেছেন যে একালের লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে কেন? আমি আপনাদের সত্যিই বলছি কোন চিহ্নই এদের দেখান হবেনা (৮:১২)।

৬০. মথি বলছেন, নাসরত গ্রামে ঈসা (আ.)এর শিক্ষা ও কথা শুনে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, “একি সেই ছুতার মিস্ত্রির ছেলে নয়? তার ভাইয়েরা কি ইয়াকুব, শিমোন ও এহুদা নয়? (১৩:৫৫)।

এর বিপরীত মার্ক তাদের উক্তি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, একি সেই ছুতার মিস্ত্রি নয়? ইয়াকুব, যোশী, এহুদা ও শিমোনের ভাই নয়? (৫:৩, বাংলা ইঞ্জিল শরীফ)।

## ৬১. সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য না শয়তান?

মথি ১৬ নং অধ্যায়ে শিমোন-পিতর সম্পর্কে ঈসা (আ.)এর এই উক্তি উল্লেখ করেছেন যে তুমি পিতর, (পিতর অর্থ পাথর। ইউহোন্না ১:৪২)। আর এই পাথরের উপরই আমি আমার মন্ডলী তৈরী করব। শয়তানের কোন শক্তিই তার উপর জয়লাভ করতে পারবেনা। আমি তোমাকে বেহেস্তী রাজ্যের চাবি দেব (১৬:১৮)।

এর থেকে বোঝা যায়, পিতর ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য। রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাসও তাই।

কিন্তু উক্ত অধ্যায়েই একটু পরে মথি পিতর সম্পর্কে এই উক্তিও উল্লেখ করেছেন যে তিনি বলেছেন-আমার নিকট থেকে দূর হও শয়তান। তুমি আমার পথের বাধা (১৬:২৩)।

আর এ কারনে প্রটেস্ট্যান্টরা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য মানা তো দূরের কথা, তাকে সাচ্চা মুমিন বলেই স্বীকার করে না। অগাষ্টাইন তো বলেই ফেলেছেন, এই লোক ঈমানে অটল ছিলেন না। কখনো বিশ্বাস করতেন কখনো সন্দেহ পোষন করতেন।

## ৬২. হযরত ইয়াহিয়ার ঋণতরীর কারণ।

মার্ক এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় হেরোদ রাজা হযরত ইয়াহিয়ার খোদা ভক্তি ও সততার কারণে তাঁর অনুরক্ত ছিলেন, এবং তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতেন। কিন্তু হেরোদ তার স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য তাঁকে হত্যা করেছিলেন (৬:১৬-১৯)।

কিন্তু লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, হেরোদ শুধু স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, বরং তার অনেক অপকর্মের কথাও ইয়াহিয়া (আ.) বলতেন বিধায় তাঁকে হত্যা করেছেন (৩:১৯,২০)।

## ৬৩. শিষ্যদের নাম প্রসঙ্গে

মথি, (১০:১-৫) মার্ক ও লূক তিনজনই ঈসা (আ.)এর ১২জন শাগরেদের মধ্যে ১১ জনের নামের ব্যাপারে একমত তবে দ্বাদশ জনের নাম নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিমত পাওয়া যায়। মার্ক এর বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন থম্মেও। লূক তার ইঞ্জিলে ও প্রেরিত পুস্তকে (১:১৪) তার নাম বলেন

ইয়াকূরের ছেলে এহুদা। লূকের এ কথাও বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও কিতাবুল মোকাদ্দস অনুসারে, কিন্তু বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে ইয়াকূবের ভ্রাতা এহুদা (যিহুদা) আরবী অনুবাদেও তাই। ইংরেজী অনুবাদে আছে-

“And judas the brother of james”

এই দ্বাদশ জনের নাম মথি কি বলেছেন তা নিয়েও দ্বিমত রয়েছে। বাংলা সব অনুবাদেই থদ্দেয় বলা হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে- Lebbaeus আরবী অনুবাদেও তাই আছে।

উল্লেখ্য যে, শিমোন (যিনি বারজনের একজন) সম্পর্কে বাংলা ইঞ্জিলে বলা হয়েছে দেশভক্ত শিমোন, কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে, মৌলবাদী শিমোন, আর বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে উদযোগী শিমোন।

৬৪. প্রথম তিনটি ইঞ্জিলেই কর আদায় করার ঘরে একজন কর আদায়কারী সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঈসা (আ.) তাঁকে বলেছিলেন- আস আমার পথে চল। কিন্তু তাঁর নাম নিয়ে ইঞ্জিল সমূহে মতভেদ দেখা যায়। ১ম ইঞ্জিলে (৯:৯) তাঁর নাম মথি বলা হয়েছে। ২য় ইঞ্জিলে (২:১৪) “আলফেয়ের ছেলে লেবি” বলা হয়েছে। আর ৩য় ইঞ্জিলে (৫:২৭) শুধু লেবি বলা হয়েছে। এরপর ইঞ্জিল সমূহে যেখানে ১২ জন শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে সবাই মথির নাম উল্লেখ করেছেন এবং আলফেয়ের ছেলের নাম বলেছেন ইয়াকূব।

৬৫. লাঠি সংগে না নেয়া সম্পর্কে

মথি (১০:১০) ও লূক (৯:৩) উভয়ের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.) শিষ্যদেরকে প্রচার কালে লাঠিও সংগে নিতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মার্ক (৬:৮) এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তিনি লাঠি নেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে- যাত্রাপথের জন্য একটা লাঠি ছাড়া আর কিছুই তিনি সাহাবীদের নিতে দিলেন না।

৬৬. ১ করিন্থীয়তে (১০:৮) আছে- তাদের মধ্যে অনেকে ব্যভিচার করার ফলে একই দিনে তেইশ হাজার লোক মরে গিয়েছিল। ইঞ্জিলের

ব্যাক্যাকাররা সকলে একমত যে, এখানে গননা পুস্তকে মৃতের সংখ্যা বলা হয়েছে চব্বিশ হাজার।

### ৬৭. হযরত ইউসুফ (আ.)এর বংশের লোক সংখ্যা

প্রেরিত পুস্তকে (৭:১৪) বলা হয়েছে- এর পরে ইউসুফ তাঁর পিতা ইয়াকুব ও পরিবারের অন্য সকলকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা সংখ্যায় মোট পঁচাত্তরজন ছিলেন। উক্ত কথা থেকে বোঝা যায়, হযরত ইউসুফ ও তাঁর সন্তানরা যারা মিসরেই ছিলেন-তাঁরা এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নন। বরং ইয়াকুব (আ.)এর বংশধর যাঁরা কেনান থেকে মিসরে গিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা পঁচাত্তর ছিল। এর বিপরীত আদি পুস্তকে বলা হয়েছে- ইয়াকুবের পরিবারের যারা মিসরে গিয়েছিল তারা ছিল মোট সত্তরজন (৪৬:২৭)।

### ৬৮. সেন্ট পল বা পৌলের খৃষ্টান হওয়া

প্রেরিত পুস্তকের ৯, ২২ ও ২৬ নং অধ্যায়ে পৌলের ঈমান আনার অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত তিনটি অধ্যায়ে বেশ কিছু বৈপরিত্য লক্ষ্য করা গেছে। এখানে তার তিনটি তুলে ধরা হল।

ক. ৯ নং অধ্যায়ে আছে, যে লোকেরা শৌলের (পৌলের আরেক নাম) সংগে যাচ্ছিল তারা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা কথা শুনেছিল, কিন্তু কাউকেও দেখতে পায়নি (৯:৭)।

এর বিপরীত ২২ অধ্যায়ে আছে, যারা আমার সংগে ছিল তারা সেই আলো দেখল, কিন্তু যিনি আমার সংগে কথা বলেছিলেন তাঁর কথা তারা শুনতে পেলনা (২২:৯)।

দেখুন, ৯ নং অধ্যায়ে বলা হচ্ছে তারা কথা শুনেছিল। আর ২২ নং অধ্যায়ে বলা হচ্ছে কথা শুনতে পেল না।

উল্লেখ্য যে ২২নং অধ্যায়ের অনুবাদ আমি নিয়েছি বাংলা বাইবেল থেকে। আরবী ও উর্দুতেও অনুরূপ অনুবাদ করা হয়েছে।

ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে -

but they heard not the voice of him that spake to me.



কিন্তু পাঠক অবশ্যই আশ্চর্য হবেন যে বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও কিতাবুল মোকাদ্দেসের অনুবাদকরা উক্ত বৈপরিত্য টের পেয়েই হয়ত পদটির অর্থ পরিবর্তন করে ফেলেছেন। তারা ২২ নং পদের অর্থ করেছেন, কিন্তু যিনি আমার সাথে কথা বলছিলেন তার কথা তাঁরা বুঝলনা। জানি না এ পরিবর্তন করার অধিকার তাদের কে দিয়েছে?

খ. ৯ নং অধ্যায়ে আছে, ঈসা (আ.) পৌলকে বললেন : তুমি উঠে শহরে যাও। কি করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে (৯:৬) অনুরূপভাবে ২২ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ওঠো, দামেস্কে যাও। তোমার জন্য যা ঠিক করে রাখা হয়েছে তা সেখানেই তোমাকে বলা হবে (২২:১০)।

কিন্তু ২৬ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এখন ওঠো, তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। সেবাকারী ও সাক্ষী হিসেবে তোমাকে নিযুক্ত করবার জন্য আমি তোমাকে দেখা দিলাম। তুমি আমাকে যেভাবে দেখলে এবং আমি তোমাকে যা দেখাব তা তুমি অন্যদের কাছে বলবে। তোমার নিজের লোকদের ও অ-ইহুদীদের হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব। তাদের চোখ খুলে দেবার জন্য ও অন্ধকার থেকে আলোতে এবং শয়তানের শক্তির হাত থেকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাচ্ছি।

যেন আমার উপর ঈমানের ফলে তারা গুনাহের মাফ পায়। এবং যাদের পবিত্র করা হয়েছে তাদের মধ্যে স্থান পায় (২৬:১৬-১৮)।

লক্ষ্য করুন, প্রথম দু'ই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, পৌলের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাকে জানিয়ে দেয়া দামেস্কে পৌছার উপর মওকুফ রাখা হয়েছে। অথচ ২৬ নং অধ্যায়ের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কথা শোনার সময়ই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

গ. ৯ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সংগীরা অবাধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর ২৬ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে- আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম (২৬:১৪)।

### ৬৯. ঈসা (আ.)এর দাউদ (আ.)এর বংশধর হওয়া সম্পর্কে

মথি, মার্ক ও লূক তিন জনই একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যেখানে হয়রত ঈসা (আ.) ইহুদী আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কার বংশধর? উক্ত ঘটনার বর্ণনায় ইঞ্জিল ত্রয়ে কয়েকটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।

ক. মথি লিখছেন, ফরীশীরা তখনও একসঙ্গে ছিলেন, এমন সময় ঈসা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা মসীহের বিষয়ে কি মনে করেন? তিনি কার বংশধর? তারা ঈসাকে বললেন : দাউদের বংশধর (২২:৪১,৪২)।

মার্ক লিখছেন, ঈসা এবাদত খানায় শিক্ষা দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, আলেমরা কেমন করে বলেন, মসীহ দাউদের বংশধর! (১২:৩৫)। আর লূক বলছেন-ঈসা সেই আলেমদের বললেন : লোকে কেমন করে বলে যে মসীহ দাউদের বংশধর! (২০:৪১,৪২)।

খ. মথি পূর্বোক্ত কথার পর লিখছেন-তখন ঈসা তাদের বললেন : তবে দাউদ কেমন করে মসীহকে পাক রুহের পরিচালনায় প্রভু বলে ডেকেছিলেন? তিনি বলেছিলেন- প্রভু আমার প্রভুকে বললেন : যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততক্ষণ তুমি আমার ডানদিকে বস। তাহলে দাউদ যখন মসীহকে প্রভু বলে ডেকেছেন, তখন মসীহ কেমন করে দাউদের বংশধর হতে পারেন? (৪৩-৪৫)।

মার্ক লিখছেন, দাউদ তো পাক রুহের পরিচালনায় বলে ছিলেন.....দাউদ নিজেই তো তাকে প্রভু বলেছেন, তবে কেমন করে মসীহ তার বংশধর হতে পারেন? (৩৬,৩৭)।

লূক লিখছেন, জবুর নামে কিতাব খানাতে দাউদ তো নিজেই এই কথা বলেছেন,.....(৪৩,৪৪)।

এ থেকে বোঝা যায়, মসীহ (আ.) নিজেকে দাউদ (আ.)এর বংশের বলে মানছেন না। অথচ মথি ও লূক দু'জনই বংশ লতিকা উল্লেখ কালে তাঁকে দাউদ (আ.)এর বংশধর সাব্যস্ত করছেন,

গ. মথি ঘটনাটি এই বলে শেষ করেন যে, এর উত্তরে কেউ এক কথাও তাঁকে বলতে পারলনা এবং সেদিন থেকে তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস করল না।

মার্ক শেষ করছেন এই বলে যে “আনেক লোক খুশী মনে ঈসার কথা শুনছিল” লুক কিন্তু এই দুই কথার কোনটি উল্লেখ করেননি।

#### ৭০. খোদাকে পিতা বলা সম্পর্কে

ইউহোন্না লিখছেন, ঈসার এ কথার জন্য ইহুদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন, কারণ তিনি যে কেবল বিশ্রামবারের নিয়ম ভাঙছেন তা নয়, খোদাকে নিজের পিতা বলে ডেকে নিজেকে খোদার সমানও করছিলেন (৫:১৮)।

এর থেকে বোঝা যায় ইহুদীরা মনে করত খোদাকে পিতা বলে ডাকা নিজেকে খোদার সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর নামান্তর। অথচ এই ইউহোন্নাই উল্লেখ করছেন, তাঁরা (ইহুদীরা) ঈসাকে বললেন : আমরা জারজ নই। আমাদের একজনই পিতা আছেন, খোদাই সেই পিতা (৮:৪১)।

#### ৭১. ঈসা (আ.)এর উজ্জ্বল চেহারা সম্বন্ধে

মথি লিখছেন, এর ৬ দিন পর পিতর, ইয়াকুব ও তার ভাই ইউহোন্নাকে নিয়ে ঈসা (আ.) একটি উঁচু পাহাড়ে গেলেন। তাদের সামনে ঈসার চেহারা বদলে গেল। তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর কাপড় আলোর মত সাদা হয়ে গেল। তাঁরা মূসা ও ইলিয়াসকে ঈসার সংগে কথা বলতে দেখলেন।

তখন পিতর ঈসাকে বললেন : প্রভু ভালই হয়েছে যে আমরা এখানে আছি। আপনি যদি চান তবে আমি এখানে তিনটি কুঁড়ে ঘর তৈরী করব। একটা আপনার, একটা মূসার ও একটা ইলিয়াসের জন্য। পিতর যখন কথা বলছিলেন তখন একখন্ড উজ্জ্বল মেঘ তাদের ঢেকে ফেলল। আর সেই মেঘ থেকে এই কথা শোনা গেল ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা তাঁর কথা শোন। এ কথা শুনে সাহাবীরা খুব ভয় পেয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন। তখন ঈসা এসে তাদের ছুঁয়ে বললেন : উঠ, ভয় করো না। তখন তারা উপরের দিকে তাকিয়ে কেবল ঈসা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না (১৭:১-৮)।

কিন্তু ওই ঘটনার বর্ণনায় মার্ক লিখছেন, এর ৬ দিন পর ঈসা কেবল পিতর, ইয়াকুব ও ইউহোন্না কে সংগে নিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে গেলেন। এই সাহাবীদের সামনে তাঁর চেহারা বদলে গেল। তাঁর কাপড় চোপড় এমন চোখ ঝলসানো সাদা হল যে দু'নিয়ার কোন লোকের পক্ষে তেমন করে কাপড় কাঁচা সম্ভব নয়। সাহাবীরা সেখানে ইলিয়াস ও মূসাকে দেখতে পেলেন।

তারা ঈসার সংগে কথা বলছিলেন। তখন পিতর ঈসাকে বললেন : হুজুর ভালই হয়েছে যে আমরা এখানে তিনটি কুঁড়ে ঘর তৈরী করি। একটি আপনার, একটি মূসার ও একটি ইলিয়াসের। কি যে বলা উচিত তা পিতর বুঝলেন না, কারণ তাদের খুব ভয় পেয়েছিল, আর এ সময় এক খন্ড মেঘ এসে তাদের ঢেকে ফেলল, আর সেই মেঘ থেকে একথা শোনা গেল, ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা তাঁর কথা শোন। সাহাবীরা তখন চারদিকে তাকালেন কিন্তু ঈসা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না (৯:২-৮)। লুক লিখেছেন- এ সমস্ত কথা বলবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে ঈসা মুনাজাত করবার জন্য পিতর, ইউহোন্না ও ইয়াকুবকে নিয়ে একটা পাহাড়ে গেলেন। মুনাজাত করার সময় ঈসার মুখের চেহারা বদলে গেল এবং তাঁর কাপড়-চোপড় বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল সাদা হয়ে গেল, আর দু'জন লোককে তার সংগে কথা বলতে দেখা গেল। সেই দু'জন ছিলেন মূসা ও ইলিয়াস। তারা মহিমার সাথে দেখা দিলেন। জেরুজালেমে যে মৃত্যুর সামনে ঈসা উপস্থিত হতে যাচ্ছিলেন তাঁরা সেই বিষয়েই কথা বলছিলেন। পিতর ও তাঁর সংগীরা সেই সময় অঘোরে ঘুমাচ্ছিলেন তারা জেগে উঠে ঈসার মহিমা দেখতে পেলেন এবং তার সংগে দাঁড়ান সেই দু'জন লোককেও দেখলেন।

সেই দু'জন যখন ঈসার নিকট হতে চলে যাচ্ছিলেন, তখন পিতর ঈসাকে বললেন : প্রভু, ভালই হয়েছে যে আমরা এখানে আছি। আমরা এখানে তিনটি কুঁড়ে ঘর তৈরী করি- একটি আপনার, একটি মূসার ও একটি ইলিয়াসের জন্য। তিনি যে কি বলছিলেন, তা নিজেই বুঝলেন না। পিতর যখন কথা বলছিলেন, তখন একটা মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে ফেলল তারা সেই মেঘের মধ্যে ঢাকা পড়লে পর সাহাবীরা ভয় পেলেন। আর সেই মেঘ থেকে এ কথা শোনা গেল, ইনিই আমার পুত্র, যাঁকে আমি বেছে নিয়েছি। তোমরা তাঁর কথা শোন (৯:২৮-৩৫)।

ইউহোন্না কিন্তু এমন একটি উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখই করেননি। উল্লেখ্য যে লূকের বর্ণনায় “প্রায় এক সপ্তাহ পর” কথাটি বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও কিতাবুল মোকাদসের অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে অনুবাদ করা হয়েছে-অনুমান আট দিন গত হইলে.....।

উর্দু অনুবাদে - "ان ہاتوں کے آئندہ دن بعد ایسا ہوا" - বলা হয়েছে।

ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে -

And it come to pass about an eight days after these.....

অর্থাৎ উর্দু ও ইংরেজী অনুবাদেও আট দিন পর বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ মথি ও মার্কের ৬ দিন ও লূকের ৮ দিনের মধ্যে ব্যবধান কমানোর জন্যই ইঞ্জিল শরীফ ও কিতাবুল মোকাদসের অনুবাদকরা এই বিকৃতি ঘটিয়েছে।

৭২. হযরত ঈসা (আ.) কে কেবল ইসরাঈল জাতির নিকট পাঠানো হয়েছে। কুরআন কারীমে স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলা হয়েছে। মথিও লিখছেন, ঈসা সেই বার জনকে এই সমস্ত আদেশ দিয়ে পাঠালেন, তোমরা অ-ইহুদীদের নিকটে বা শমরীয়দের কোন গ্রামে যেয়োনা, বরং ইসরাঈল জাতির হারান মেম্বদের নিকট যেয়ো (১০:৫,৬)।

অন্যত্র মথি লিখছেন, উত্তরে ঈসা বললেন : আমাকে কেবল ইস্রায়েল বংশের হারান মেম্বদের নিকটেই পাঠান হয়েছে, (১৫:২৪)।

এর বিপরীত মথি ও মার্ক ঈসা (আ.)এর কথিত কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠার পর সবার নিকট খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার করার আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন। শেষ হুকুম শিরোনামে মথি বলেন, (ঈসা বলেছেন) তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উন্মত কর। পিতা, পুত্র ও পাক-রূহের নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও (২৮:১৯)।

মার্কও শেষ হুকুম শিরোনামে লিখছেন, ঈসা সেই সাহাবীদের বললেন : তোমরা দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় যাও এবং সমস্ত লোকের কাছে খোদার দেয়া সুখবর প্রচার কর (১৬:১৫)।

দেখুন কি আশ্চর্য বৈপরিত্য! সারা জীবন যিনি বললেন : আমাকে কেবল ইসরাঈলীয়দের কাছে পাঠান হয়েছে, এবং সেমতে তার সাহাবীদেরকে শুধু ইসরাইল বংশের লোকদের কাছেই ধর্ম প্রচারের হুকুম দিলেন, তিনি নাকি কবর থেকে উঠে এসে সমস্ত লোকদের কাছে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন। শেষ হুকুম হিসেবে ঈসা (আ.) কি বলেছেন খোদ সেটা নিয়েও মথি ও মার্কের বর্ণনায় পার্থক্য রয়েছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হল, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শেষ হুকুম লুক ও ইউহোন্না কেউই উল্লেখ করেননি।

### ৭৩. ঈসার (আ.) মা ও ভাই কারা?

মথি বর্ণনা করছেন, ঈসা যখন লোকদের সংগে কথা বলছেন, তখন তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সংগে কথা বলার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোন একজন লোক তাঁকে বলল, দেখুন আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সংগে কথা বলার জন্য বহিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন ঈসা তাকে বললেন : কে আমার মা ? আমার ভাইয়েরাই বা কারা? পরে তিনি তার সাহাবীদের দেখিয়ে বললেন : এই দেখ, আমার মা ও ভাইয়েরা, কারণ যারা আমার বেহেশ্তী পিতার ইচ্ছা পালন করে তারাই আমার ভাই বোন আর মা (১২:৪৬-৫০)।

মার্ক ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, এর পর ঈসার মা ও ভাইয়েরা সেখানে আসলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ঈসাকে ডেকে পাঠালেন। ঈসার চারদিকে তখন অনেক লোক বসা ছিল। তারা ঈসাকে বলল, আপনার মা ও ভাইয়েরা বাইরে আপনার খোঁজ করছেন। ঈসা বললেন। কে আমার মা, আর কারা আমার ভাই? যারা তাঁকে ঘিরে বসে ছিল তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : এইতো আমার মা ও ভাইয়েরা। খোদার ইচ্ছা যারা পালন করে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা (৩:৩১-৩৫)।

লুক লিখছেন, এই সময় ঈসার মা ও ভাইয়েরা তাঁর নিকট আসলেন, কিন্তু ভীড়ের জন্য তাঁর সংগে দেখা করতে পারলেন না। তখন একজন লোক তাঁকে বলল, আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সংগে দেখা করবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এতে ঈসা লোকদের বললেন : যারা খোদার কালাম শুনে সেই মত কাজ করে তারাই আমার মা ও আমার ভাই (৮:১৯-২১)।

চিন্তা করুন, একটাই ঘটনা। তাহলে ঈসা (আ.) কোন কথাটি বলেছিলেন? তাঁর মা কি খোদার ইচ্ছামত চলতেন না। ঈসা (আ.) কি তাঁকে মা হিসাবে স্বীকার করতে চাচ্ছেন না? মথি, মার্ক ও লূকের কেউই এর পর ঈসা (আ.) বের হয়ে তাঁর মার সংগে দেখা করেছেন এমন কথা উল্লেখ করেননি। ঈসা (আ.) মায়ের সংগে এমন ব্যবহার করবেন তা আমরা ভাবতেও পারি না। এটা খৃষ্টান জগতই কেবল ভাবতে পারে। তাইতো আমরা দেখি হযরত মরিয়ম সম্বন্ধে কোন আলোচনা ইঞ্জিলসমূহে স্থান পায়নি। অথচ কুরআন মাজীদে একজন শ্রেষ্ঠ ও মহিয়সী নারী রূপে তিনি ভাস্বর হয়ে আছেন।

৭৪. মথি (১২:২২-৩২) মার্ক (৩:২০-৩০) ও লূক (১১:১৪-২৮) তিনজনই ঈসা (আ.)এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সেই বর্ণনায় বেশ কিছু বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

ক. মার্ক ঘটনাটি ঈসা (আ.)এর ঘরে ঘটেছে বলে বলছেন। কিন্তু মথি ও লূক বলছেন ঘটনাটি অন্য কোন স্থানে ঘটেছে।

খ. মথি ও লূক ঘটনাটিতে একটি ভূত ছাড়ানোর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মার্ক ভূত ছাড়ানোর কোন কথাই উল্লেখ করেননি।

গ. মথি বলছেন, ভূতে পাওয়া লোকটি ছিল অন্ধ ও বোবা, আর লূক বলছেন, সে ছিল বোবা।

ঘ. মথি বলছেন, ঈসা তাকে ভাল করলেন। লোকটি কথা বলতে লাগল ও দেখতে পেল। তখন সমস্ত লোক আশ্চর্য হয়ে বলল, ইনি কি দাউদের সেই বংশধর? ফরীশীরা এই কথা শুনে বললেন : সে তো কেবল ভূতের রাজা বেল্সবুলের সাহায্যে ভূত ছাড়ায়। লূক লিখছেন, ভূত দূর হয়ে গেলে পর বোবা লোকটি কথা বলতে লাগল। এতে লোকেরা আশ্চর্য হল। কিন্তু কয়েকজন লোক বলল, ভূতদের রাজা বেল্সবুলের সাহায্যে সে ভূত ছাড়ায়। মার্ক লিখছেন, জেরুজালেম থেকে যে আলেমরা এসেছিলেন তাঁরা বললেন : তাঁকে বেল্সবুলে পেয়েছে। ভূতদের রাজার সাহায্যেই সে ভূত ছাড়ায়।

ঙ. তাদের ঐসব মন্তব্যের জবাবে ঈসা (আ.) যা বলেছেন তা নিয়েও বেশ বৈপরিত্য দেখা যায়। যেমন: মথি লিখছেন, যে লোকের দেহে বল আছে

তাকে প্রথম বেঁধে না রাখলে কেউ কি তারঘরে ঢুকে জিনিষপত্র চুরি করতে পারে? বাঁধলে পরেই সে তা পারবে (১২:২৯)। মার্কও অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন (৩:২৭)।

কিন্তু লুক ঈসা (আ.)এর উক্তিটি এভাবে উল্লেখ করছেন-একজন বলবান লোক সমস্ত রকম অস্ত্রসম্পদ নিয়ে যখন নিজের ঘর পাহারা দেয়, তখন তার জিনিষপত্র নিরাপদে থাকে। কিন্তু তার চেয়ে বলবান কেউ এসে যদি তাকে আক্রমণ করে হারিয়ে দেয় তবে যে অস্ত্রশস্ত্রের উপর সে নির্ভর করেছিল, অন্য লোকটি সেইগুলি কেড়ে নেয় আর লুট করা জিনিষগুলো ভাগ করে নেয় (১১:২১,২২)।

ইজ্রীল সমূহে বর্ণিত হযরত ঈসা (আ.)এর মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, অতঃপর তাঁকে গ্রেফতার করা, শূলে চড়ানো ও কবর দেওয়া, তারপর কবর থেকে উঠে শিষ্যদের দেখা দেওয়া

মুসলমানদের বিশ্বাস, ঈসা (আ.) কে ইহুদীরা যখন হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তা'য়ালা তখন তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছিলেন, আখেরী যুগে তিনি আবার তাশরীফ আনবেন, এবং তার স্বাভাবিক হায়াত পূর্ণ করে মৃত্যু বরণ করবেন। খৃষ্টান জগত মনে করে তাঁকে তাঁরই দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গ্রেফতার করে শূলিবিদ্ধ করা হয়। পরে কবর দেয়ার পর তিন দিনের দিন তিনি কবর থেকে উঠে শাগরিদদের সংগে কথাবার্তা বলে অবশেষে আসমানে চলে যান।

কুরআন ও হাদীস দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের এ বিশ্বাসকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-তারা (ইহুদীরা) তাঁকে হত্যাও করেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি। বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল। নিশ্চয়ই মতভেদ কারীরা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল।

এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না, কল্পনার অনুসরণ করা ছাড়া। অবশ্যই তারা তাঁকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা (সূরা নিসা, আয়াত ১৫৭,১৫৮)।



খৃষ্টান জগত তাদের কল্পিত বিশ্বাস অনুসারে ইঞ্জিল শরীফে ঘটনার যে বর্ণনা দিয়েছে, বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতায় ভরা সেই বর্ণনা ঘটনাটির বানোয়াট হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। সেই সাথে বর্তমান ইঞ্জিলসমূহ যে ভিত্তিহীন তাও পরিষ্কার হয়ে যায়,

নিম্নে বিভিন্ন শিরোনামে এর বৈপরিত্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তার আগে একটি কথা বলতে চাই, তা হল, এত কিছু পরও বর্তমানের ইঞ্জিল শরীফেও এমন কিছু কথা পাওয়া যায়, যার দ্বারা কুরআন কারীমের সত্যতা আরও প্রকট হয়ে উঠে। যেমন ইউহোন্নার ইঞ্জিলে আছে- (ঈসা (আ.) বলেছেন) আমি আর বেশীদিন আপনাদের মধ্যে নেই। তারপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি তাঁর নিকট চলে যাব। আপনারা আমাকে খুঁজবেন, কিন্তু পাবেন না। আর আমি যেখানে থাকব সেখানে আপনারা আসতেও পারবেন না। ঈসার এই কথায় ইহুদী নেতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন যে এই লোকটা কোথায় যাবে, যে আমরা তাকে খুঁজে পাবনা? (৭:৩৩-৩৫)।

ইউহোন্না আরও বর্ণনা করেন-ঈসা আবার ফরীসীদের বললেন : আমি চলে যাচ্ছি, আপনারা আমাকে খুঁজবেন, কিন্তু আপনারা আপনাদের পাপের মধ্যে মরবেন। আমি যেখানে যাচ্ছি আপনারা সেখানে আসতে পারবেন না (৮:২১)।

ইউহোন্না অন্যত্র শাগরেদদের উদ্দেশ্যে ঈসা (আ.)এর এই উক্তি লিখেছেন, সম্ভানেরা! আর অল্প সময় আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি। তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু আমি ইহুদী নেতাদের যেমন বলেছিলাম, আমি যেখানে যাচ্ছি, আপনারা সেখানে আসতে পারেন না; তেমনই তোমাদেরও এখন তা-ই বলছি (১৩:৩৩)।

তিনি আরও লিখেছেন, তোমাদের মন যেন অস্থির না হয়, এবং মনে ভয়ও না থাকে। তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলেছি, আমি চলে যাচ্ছি, এবং আবার তোমাদের নিকট আসব। তোমরা যদি আমাকে মহৎ করতে, তবে আমি আমার পিতার নিকট যাচ্ছি বলে আনন্দ করতে, কারণ পিতা আমার চেয়েও মহান। এই সমস্ত ঘটবার আগেই আমি তোমাদের বলে

রাখলাম, যেন ঘটার পর তোমরা তা বিশ্বাস করতে পার। আমি তোমাদের সংগে আর বেশীক্ষণ কথা বলব না, কারণ দুনিয়ার কর্তা আসছেন (১৪:২৮-৩০)।

ইউহোন্না আরও লিখেছেন, (ঈসা বললেন) আমি প্রথম থেকে এ সমস্ত কথা তোমাদের বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সংগেই ছিলাম। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি এখন তাঁর কাছে যাচ্ছি, আর তোমাদের কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করছে না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি তোমাদের এই সমস্ত বলেছি বলে বরং তোমাদের মন দুঃখে পূর্ণ হয়েছে। তবুও আমি তোমাদের সত্য কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না (১৬:৪-৭)।

ঈসা (আ.) আরও বললেন : “কিছু কাল পরে আর তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, আবার কিছুকাল পর তোমরা আমাকে দেখতে পাবে” একথা শুনে সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজন বলাবলি করতে লাগলেন যে “ইনি আমাদের এটা কি বলছেন? কিছু কাল পরে তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবেনা। আবার কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে? আবার তিনি বলছেন, “ আমি পিতার নিকট যাচ্ছি”।

যে কিছুকালের কথা ইনি বলছেন, তা কি? আমরা বুঝতে পারছিনা, তিনি কি বলছেন”। ঈসা (আ.) তাদের কথা শুনে আবার বললেন : আমি তোমাদের সত্যই বলছি তোমরা কাঁদবে আর দুঃখে ভেংগে পড়বে, কিন্তু দুনিয়া আনন্দ করবে। তোমরা দুঃখ পাবে কিন্তু পরে তোমাদের সেই দুঃখ আর থাকবেনা। তার বদলে তোমরা আনন্দিত হবে” (১৬:১৬-২০)।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ভালভাবে পাঠ করলে যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারবেন যে এখানে জীবিত অবস্থায় ঈসা (আ.) কে আসমানে তুলে নেয়ার কথাই বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি যেহেতু সাধারণভাবে বোধগম্যের বাইরে, তাই ইহুদীরাও ঐ কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। শিষ্যরাও বুঝতে সক্ষম হননি তাই তো ঈসা (আ.) বিষয়টি বারবার শাগরেদদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল এমন একটি সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী মথি, মার্ক ও লুক তিনজনের কেউই

উল্লেখ করেননি। আবার তাঁরা মৃত্যু সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন, ইউহোনা তার খুব কমই উল্লেখ করেছেন। যতটুকু সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা গীর্য়া সংস্থা কর্তৃক প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। এবার দেখা যাক সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা কতটুকু।

৭৫. ঈসা (আ.)এর নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

ক. মথি সর্বপ্রথম মৃত্যু সম্পর্কে ঈসা (আ.)এর যে ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন, তা হল, তিনি বলেছেন, এই কালের দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু নবী ইউনুসের চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখান হবে না। ইউনুস যেমন সেই মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত ছিলেন, মনুষ্যপুত্রও তেমনই তিন দিন তিন রাত মাটির নিচে থাকবেন (১২:৩৯,৪০)।

মথি অন্যত্র সংক্ষেপে এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে ঈসা (আ.) বলেছেন, এই কালের দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু নবী ইউনুসের চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখান হবে না (১৬:৪)। লূক তৃতীয় পর্যায়ে ভবিষ্যৎ বাণীটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, এই কালের লোকেরা খারাপ, তারা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু নবী ইউনুসের চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন তাদের দেখানো হবে না। নীনবী শহরের লোকদের জন্য ইউনুস যেমন নিজেই চিহ্ন হয়েছিলেন, এই কালের লোকদের জন্য ঠিক তেমনই মনুষ্যপুত্র চিহ্ন হবেন (১১:২৯,৩০)।

মথি ও লূকের বর্ণনায় কিছু গরমিল থাকলেও মূল বক্তব্য এক। কিন্তু মার্ক বলছেন সম্পূর্ণ উল্টো। তিনি ঈসা (আ.)এর কথা এভাবে তুলে ধরছেন- এই কালের লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে কেন? আমি আপনাদের সত্যিই বলছি কোন চিহ্নই এদের দেখানো হবে না (৮:১২)।

মার্ক এর বর্ণনা দ্বারা মথি ও লূকের বর্ণনা সম্পূর্ণ উল্টে যায়। এমনকি ঈসা (আ.) ইউনুস (আ.)এর মত চিহ্ন দেখাবেন- এমন কথা আর মোটেও টিকেনা। অধিকন্তু ইঞ্জিল সমূহের বর্ণনা মতে ঈসা (আ.) কবরে ছিলেন মাত্র একদিন দুই রাত। সুতরাং তিন দিন তিন রাতের এ ভবিষ্যদ্বাণীটি মোটেও সত্য হতে পারেনা। তাছাড়া কবর থেকে জীবিত হওয়ার বিষয়টি

কেউ দেখেনি, দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত লোকদেরকেও দেখানো হয়নি। শুধু খৃষ্টানরাই এ দাবী করে থাকেন। সুতরাং এ কথা কিভাবে সত্য হয় যে তাদেরকে শুধু ইউনুসের চিহ্ন দেখানো হবে? ঈসা (আ.) অন্ধকে ভাল করেছেন, মৃতকে জীবিত করেছেন সেগুলো কি চিহ্ন নয়? এসব থেকে প্রতীয়মান হয় যে ঈসা (আ.) আসলে এমন কথা বলেনই নি।

খ. মথি দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন ঈসা (আ.) তা কৈসারিয়া-ফিলিপী এলাকায় প্রচার করতে থাকেন বলে বলা হয়। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈসা (আ.) বলেছেন, তাঁকে জেরুজালেমে যেতে হবে এবং বৃদ্ধ নেতাদের, প্রধান ইমামদের ও আলেমদের হাতে দুঃখ ভোগ করতে হবে। পরে তাঁকে মেরে ফেলা হবে এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে (১৬:২১)।

মার্ক ও লূক প্রথম পর্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এটি উল্লেখ করেছেন (মার্ক, ৮:৩১ ; লূক, ৯:২২)।

তবে তিনজনের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য হল, শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। মথি ও মার্ক ঐ কথার পর পিতরের অনুযোগ ও ঈসা (আ.) তাঁকে শয়তান বলার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, শিষ্যরা সবাই চুপ ছিলেন।

এমন একটি হৃদয়বিদারক ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তাদের চুপ থাকা যেমন আশ্চর্যজনক। তেমনি ভক্তি ও মহব্বত মিশ্রিত অনুযোগের কারণে শয়তান বলাও বিস্ময়কর। তাছাড়া এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরা কিছুই বুঝতে পারেননি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কিনা ঈসা (আ.) এমন ভবিষ্যদ্বাণী আদৌ করেছেন কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি করে। অধিকন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী যদি তিনি করেই থাকতেন তাহলে ইউহোন্নার পক্ষে সেটা না জানার কোন কারণ নেই। অথচ তাঁর ইঞ্জিলে এর কোন উল্লেখ নেই।

গ. তৃতীয় পর্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে মথি উল্লেখ করেছেন, হযরত ঈসা (আ.) এর সেই উক্তি যা তিনি গালীলে যাওয়ার সময় শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন- মনুষ্যপুত্রকে লোকদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে।

লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলবে, আর তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন (১৭:২২,২৩)।

মার্ক (৯: ৩০-৩২) ও লূক (৯:৪৪,৪৫) দু'জনও উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন। পার্থক্য হল, মার্ক মথির মতো বক্তব্য তুলে ধরেছেন, আর লূক শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে মনুষ্যপুত্রকে লোকদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে।

আরেকটি বড় পার্থক্য এই যে, মথি উক্ত বাণীর পর শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন-এতে সাহাবীরা খুব দুঃখিত হলেন। আর মার্ক বলেছেন, সাহাবীরা কিন্তু ঈসার কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না, এবং তাদের জিজ্ঞাসা করতেও তাদের ভয় হল। আবার লূক লিখছেন-সাহাবীরা কিন্তু সেই কথা বুঝলেন না। খোদা তাদের নিকট তা গোপন রেখেছিলেন, যেন তারা বুঝতে না পারেন। এ সম্পর্কে কোন কথা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহাবীদের ভয় হল। প্রশ্ন হল আমরা কোন কথা বিশ্বাস করব? তারা দুঃখিত হয়েছিল সে কথা, না তারা তাঁর কথা বুঝতে পারেননি সেটা। দু'জনই বলছেন তারা বুঝতে পারেননি। অথচ এর আগেও তিনি এ কথাগুলো তাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

এমন পরিষ্কার কথা না বোঝার কারণ কি? আবার এমন একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী ইউহোন্নাই বা কেমন করে এড়িয়ে গেলেন। এতে কি এই কথা প্রমাণিত হয় না যে ঈসা (আ.) আসলে তাঁকে জীবিত আকাশে তুলে নেয়ার কথাই বলেছিলেন, যেমন ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়! কিন্তু জীবিত অবস্থায় আকাশে ওঠা যেহেতু সাধারণভাবে অবোধগম্য, তাই তারা তা বুঝতে পারেননি।

ঘ. মথি চতুর্থ পর্যায়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন, তা হল- পরে ঈসা জেরুজালেম যাওয়ার পথে তাঁর বার জন সাহাবীকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন : দেখ, আমরা জেরুজালেম যাচ্ছি। সেখানে মনুষ্যপুত্রকে প্রধান ইমামদের ও আলেমদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে। তারা তাঁর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুব্র উপযুক্ত বলে স্থির করবে। তারা তাঁকে ঠাট্টা করবার জন্য এবং চাবুক মারবার ও ক্রুশের উপর মেরে ফেলবার জন্য অ-ইহুদীদের

হাতে দিবে। আর তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন (২০:১৭-১৯)।

সামান্য শব্দের ব্যবধানে মার্ক (১০: ৩২-৩৪) ও লুক (১৮:৩১-৩৪) একই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তবে তিনজনের বর্ণনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল, শাগরেদগণের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তারা নিশ্চুপ ছিলেন। আর লুক লিখছেন, সাহাবীরা কিন্তু এই সমস্ত বিষয় কিছুই বুঝলেন না। সেই কথার অর্থ তাঁদের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল বলে ঈসা যে কি বলেছিলেন তা তারা বুঝলেন না।

কি আশ্চর্য! হযরত ঈসা (আ.) একই ধরনের স্পষ্ট বক্তব্য বারবার উচ্চারণ করছেন। আর প্রতিবারই তারা কেউ বুঝতে পারছেন না। কিংবা চুপ থাকছেন। আবার এত গুরুত্বপূর্ণ ও বেদনাদায়ক দুঃখের সংবাদ ইউহোন্নাই বা কেন উল্লেখ করেছেন না! আসলে এসব কিছু ঈসা (আ.) আদৌ বলেনই নি। পেছনে আমরা ইউহোন্নার ইঞ্জিল থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছি সেসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি এগুলোতে জীবিত অবস্থায় আকাশে চলে যাওয়ার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

ঙ. মথি পঞ্চম পর্যায়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন তা হল, ঈসা তার সাহাবীদের বললেন : তোমরা তো জান, আর দু'দিন পরেই ঈদুল ফেসাখ, আর মনুষ্যপুত্রকে ক্রশের উপর মেরে ফেলার জন্য ধরিয়ে দেয়া হবে (২৬:১,২)। এর থেকে বোঝা যায়, শিষ্যরা বিষয়টি যানতেন। আর এও বোঝা যায় যে, ঘটনাটি ঘটবে ঈদুল ফেসাখে। কিন্তু ঈদুল ফেসাখে তা ঘটেনি। আর শিষ্যরা যদি জানতেন তাহলে প্রিয়জনকে হারাবার আশংকায় অস্থির ও বিচলিত না হয়ে চুপ রইলেন কিভাবে! আবার ইতিপূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখের সময় তারা বুঝতে পারেননি সে কথাই বা সত্য হয় কিভাবে? ঈদুল ফেসাখের দুদিন পূর্বে এমন দুঃখের খবর দিয়ে থাকলে সে ঘটনা মার্ক, লুক ও ইউহোন্না কেউই উল্লেখ করলেন না, তার কারণই বা কি?

চ. মথি ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে উল্লেখ করেছেন, সন্ধ্যার পর ঈদুল ফেসাখের ভোজে ১২জন সাহাবীকে নিয়ে ঈসা (আ.) বলেছিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুদের হাতে

ধরিয়ে দেবে, (২৬:২০,১১)। মার্ক (১৪:১৮) ও ইউহোন্নাও অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন (১৩:২১)।

তবে মার্ক একটি কথা অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, “আর সে আমার সংগে খাচ্ছে” ইউহোন্না ঘটনাটি ঈদুল ফেসাখের পূর্বের বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কিন্তু সন্ধ্যার সময়ের কথা বলেননি, বরং শুধু বলেছেন তখন ছিল খাওয়ার সময়। আবার লূকের বর্ণনা তাদের তিনজন থেকে ভিন্ন। তিনি শুধু লিখেছেন- দেখ, যে আমাকে ধরিয়ে দেবে তার হাত আমার হাতের সংগে এই টেবিলের উপরেই আছে (২২:২১)।

উপরোক্ত পার্থক্য ছাড়া চারজনের বর্ণনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল, এর পর ঈসা (আ.)এর উক্তি ও শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। মথি লিখছেন-এতে সাহাবীরা খুব দুঃখিত হয়ে একজনের পর একজন ঈসাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, সে কি আমি প্রভু, উত্তরে তিনি তাদের বললেন : যে আমার সংগে গামলাতে হাত দিচ্ছে, সেই আমাকে ধরিয়ে দেবে। মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে পাক কিতাবে যেভাবে লেখা আছে, ঠিক সেভাবেই তিনি মারা যাবেন বটে, কিন্তু হয়, সেই লোক, যে মনুষ্যপুত্রকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেয়! সেই মানুষের জন্ম না হলেই বরং তার পক্ষে ভাল হত। যে ঈসাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, সেই এহুদা বলল, হুজুর সেকি আমি? ঈসা তাকে বললেন : তুমি ঠিক কথাই বললে (২৬ঃ২২-২৫)।

মার্ক লিখছেন, সাহাবীরা দুঃখিত হলেন এবং একজনের পর আরেকজন বলতে লাগলেন, সে কি আমি প্রভু? ঈসা তাদের বললেন : সে এই বারজনের মধ্যে একজন, যে আমার সংগে গামলার মধ্যে রুটি ডুবাচ্ছে। মনুষ্যপুত্রের মৃত্যুর বিষয়ে পাক কিতাবে যা লেখা আছে, তিনি সেভাবেই মারা যাবেন বটে, কিন্তু হয়, সেই লোক, যে তাকে ধরিয়ে দেয়; সেই লোকের জন্ম না হলেই বরং তার পক্ষে ভাল হত (১৪:১৯-২১)।

লূক লিখছেন-খোদা যা ঠিক করে রেখেছেন সেভাবেই মনুষ্যপুত্র মারা যাবেন বটে, কিন্তু হয় সেই লোক, যে তাঁকে ধরিয়ে দেয়। সাহাবীরা একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে তাদের মধ্যে কে এমন কাজ করবেন? (২২:২২,২৩)।

ইউহোন্না লিখেছেন-ঈসা কার কথা বলছেন, তা বুঝতে না পেরে সাহাবীরা একজন অন্যজনের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাদের মধ্যে ঈসা যাকে মহব্বত করতেন, তিনি ঈসার পাশেই ছিলেন। শিমোন পিতর তাকে ইশারা করে বললেন : উনি কার কথা বলছেন জিজ্ঞাসা কর। সেই সাহাবী তখন ঈসার দিকে ঝুঁকে বললেন : প্রভু, সে কে?

ঈসা উত্তর দিলেন এই রুটির টুকরাটা গামলায় ডুবিয়ে যাকে দিব সে-ই সেই লোক। আর তিনি রুটির টুকরাটা গামলায় ডুবিয়ে শিমোন ইষ্কারিয়োটের ছেলে এহুদাকে দিলেন। রুটির টুকরাটা লইবার পরেই শয়তান এহুদার মধ্যে ঢুকল।

ঈসা তাকে বললেন : যা করবে তাড়াতাড়ি কর। যারা ঈসার সাথে খেতে বসেছিলেন, তারা কেউই বুঝলেন না, কেন ঈসা এহুদাকে এই কথা বললেন। কেউ কেউ ভাবলেন, ঈদের জন্য যা দরকার ঈসা এহুদাকে তা কিনে আনতে বললেন : কিংবা গরীবদের কিছু দিতে বললেন : কারণ তাদের টাকার বাস্তু এহুদার কাছেই থাকত। রুটির টুকরাটা নেওয়ার সংগে সংগে এহুদা বাইরে চলে গেল। তখন রাত হয়েছে (১৩:২২-৩০)।

চিন্তা করুন, মথি ও মার্ক বলছেন-সাহাবীরা একজনের পর আর একজন ঈসাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। লূক বলছেন, একজন আন্যজনকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ঈসাকে নয়।

ইউহোন্না বলছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন একজন, যাকে ঈসা মহব্বত করতেন। আর তাকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য ইশারা করেছিলেন পিতর। আবার লূকের বর্ণনায় এ জিজ্ঞাসার কোন জবাব উল্লেখ করা হয় নাই। যদিও এর পূর্বে বলা হয়েছে, “যে আমাকে ধরিয়ে দেবে তার হাত আমার হাতের সংগে এই টেবিলের উপরেই আছে” কিন্তু শিষ্যরা সেই কথা থেকে নির্দৃষ্ট কাউকে বুঝতে পারেননি, তাইতো তারা একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন।

মথি বলছেন, যে আমার সংগে গামলাতে হাত দিচ্ছে। মার্ক বলছেন, আমার রুটির টুকরাটা গামলায় ডুবিয়ে যাকে দেব সেই সে লোক। মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, এহুদা নিজেই নিজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে কি আমি? উত্তরে ঈসা (আ.) বলেছেন তুমি ঠিকই বললে।



কিন্তু মার্ক ও লুক এহুদার প্রশ্ন ও ঈসা (আ.)এর উত্তর কিছুই উল্লেখ করছেন না। ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.) শুধু রুটির টুকরা তার হাতে দিয়ে তাকে চিহ্নিত করেছেন, মৌখিকভাবে কিছুই বলেননি। শুধু বলেছেন যা করবার তাড়াতাড়ি কর। কিন্তু শিষ্যরা সে কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেননি।

ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, এহুদা রুটির টুকরাটা নিয়েই বের হয়ে গেছে। আর মথি, মার্ক ও লুকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ভোজের শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন।

বিশ্বাসের ব্যাপার হল, নাম বলে বা রুটির টুকরা হাতে তুলে দিয়ে চিহ্নিত করবার পরও “যা করবে তাড়াতাড়ি কর”এ কথাটির অর্থ শিষ্যরা বুঝতে পারলেন না! রুটির টুকরা নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পরও তারা এহুদার পিছনে কেউ গেলেনও না, বরং সেটাই ছিল ঈসা (আ.)এর দুনিয়ার শেষ ভোজ। একথা জেনেও তারা যথারীতি পানাহারে মত্ত রইলেন। কেউ কল্পনা করতে পারে নিজেদের সবচেয়ে কল্যানকামীকে আজকেই তাদের একজন ধরিয়ে দেবে, আর লোকেরা তাকে হত্যা করবে, এমন হৃদয় বিদারক খবর শুনেও তারা সেই ব্যক্তির প্রতি কোন রাগারাগি করবেন না, তার চলাফেরা ও কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন না, এবং ভোজের মজলিসও ভেঙ্গে যাবে না, বরং যে মজলিসে তারা শেষ পর্যন্ত তাকে খানাদানায় মশগুল থাকবেন? আর এও কম আশ্চর্যের নয় যে, যে ঈসা (আ.)এর সামান্য ছোঁয়ায় অন্ধ ও বোবা ভাল হয়ে যেত, যাকে শুধু ছুয়ে ১২ বছরের অসুস্থ রোগী আরোগ্য লাভ করত, আজ কিনা তারই পবিত্র হাতে তুলে দেয়া রুটির টুকরা যাকে খাওয়ানো হল তার ভেতর শয়তান ঢুকে গেল! শুধু তাই নয় লুকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ভোজের পর ঈসা (আ.) ১২ জন সাহাবীর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তারা সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের ১২টি বংশের বিচার করবে (লুক, ২২:৩০)।

এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হল, এমন একটি মহা দুঃসংবাদ শোনার পর শিষ্যদের এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়া যে, কাকে সবচে বড় বলা হবে, (দেখুন, লুক, ২২:২৪)।

এবং হযরত ঈসার লুকুমকে উপেক্ষা করে তাঁর করুন মুনাজাতের সময় তাঁদের তিন তিনবার ঘুমিয়ে পড়া। এসব থেকেই বোঝা যায়, আসলে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা ও বানোয়াট। এর বানোয়াট হওয়ার আরও একটি প্রমাণ হল, ইউহোন্না উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করার পর ১৬ নং অধ্যায়ে ঈসা (আ.)এর এই উক্তি উল্লেখ করেছেন, কিছু কাল পর তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবেনা, আবার কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। এই কথা শুনে সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজন বলাবলি করতে লাগলেন, ইনি আমাদের এটা কি বলছেন, আবার তিনি বলছেন, আমি পিতার নিকট যাচ্ছি। আমরা বুঝতে পারছিনা তিনি কি বলছেন? (১৬:১৬-১৮)।

প্রশ্ন হল ইতিপূর্বের ঐ সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কেন তাঁর কথা বুঝতে পারছেন না? এতেই তো বোঝা যায়, ঐ কথা তিনি আদৌ বলেননি।

ছ. নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে সর্বশেষ যে সংবাদ ঈসা (আ.) দিয়েছেন তা হল যখন তিনি গেথশিমানী নামে একটা জায়গায় মুনাজাত করবার জন্য শিষ্যদের নিয়ে গিয়েছিলেন। মথি লিখছেন- ঈসা তাদের বললেন : দেখ, সময় এসে পড়েছে মনুষ্যপুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে। উঠ, চল, আমরা যাই। দেখ, যে আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে সে এসে পড়েছে (২৬:৪৫,৪৬)। মার্কও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য তুলে ধরেছেন (১৪:৪১,৪২)। কিন্তু লুক ও ইউহোন্নার কেউই এই কথাটি উল্লেখ করেননি।

#### ৭৬. “কে বড়” সম্পর্কে

মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনায় এ ব্যাপারে দুটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।

ক. প্রশ্নটি করার স্থান সম্পর্কে: লুক এটাকে জেরুজালেম শহরে ঈদুল ফেসাখের ভোজের পরবর্তী ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (২২:২৪-২৭)।

আর মথি ও মার্ক এটাকে এর অনেক পূর্বে কফরনাহুম শহরে পৌঁছার পরের ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (মথি, ১৮:১-৫; মার্ক, ৯:৩৩-৩৭)।

খ. ঈসা (আ.)এর উত্তর সম্পর্কে, মথি লিখছেন, সেই সময় সাহাবীরা ঈসার নিকট এসে বললেন : বেহেস্তী রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে? তখন ঈসা একটি শিশুকে ডেকে তাদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে বললেন : আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি তোমরা মন ফিরিয়ে শিশুদের মত না হও তবে কোন মতেই বেহেস্তী রাজ্যে ঢুকতে পারবে না। যে কেউ এই শিশুর মত নিজেকে নম্র করে, সেই বেহেস্তী রাজ্যের মধ্যে সব-চেয়ে বড়। আর যে কেউ এর মত শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে।

মার্ক লিখছেন- তারপর ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা কফরনাহুম গেলেন, ঈসা ঘরের মধ্যে গিয়ে সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা পথে কি নিয়ে তর্ক করছিলে? সাহাবীরা চুপ করে রইলেন, কারণ কে সবচেয়ে বড় তা নিয়ে পথে তারা তর্ক বিতর্ক করছিলেন। ঈসা সেই বারজন সাহাবীকে নিজের কাছে ডেকে বললেন : কেউ যদি প্রধান হতে চায় তবে তাকে সকলের শেষে থাকতে হবে এবং সকলের সেবাকারী হতে হবে। পরে তিনি একটি শিশুকে নিয়ে সাহাবীদের সামনে দাঁড় করালেন, তাকে কোলে নিয়ে তিনি বললেন : যে কেউ আমার নামে এর মত কোন শিশুকে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে সে কেবল আমাকে গ্রহণ করে না, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই গ্রহণ করে। লুক লিখেছেন, কাকে সবচেয়ে বড় বলা হবে তা নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল।

ঈসা তাদের বললেন : অ-ইহুদীদের মধ্যেই রাজারা প্রভুত্ব করেন আর তাদের শাসনকর্তাদের উপকারী নেতা বলা হয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন হওয়া উচিত নয়। তোমাদের যে সবচেয়ে বড়, সে বরং সবচেয়ে যে ছোট তারই মত হোক। আর যে নেতা, সে সেবা দানকারীর মত হোক। কে বড়, যে খেতে বসে, না যে চাকর পরিবেশন করে? যে খেতে বসে, সে নয় কি? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সেবাকারীর মত হয়েছি। লুক অন্যত্র লিখছেন-সাহাবীদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় সে বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল। ঈসা তাদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে একটি শিশুকে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করালেন।

তারপর তিনি তাদের বললেন : যে কেউ আমার নামে এই শিশুকে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে। যে আমাকে গ্রহণ করে, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন সে তাঁকেই গ্রহণ করে। তোমাদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট, সেই বড় (৯:৪৬-৪৮)।

লক্ষ্য করুন, জবাবের মধ্যে পার্থক্য ছাড়াও একজন বলছেন, একটি শিশুকে তাদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে। অন্যজন বলছেন, নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে, একজন বলছেন-কোলে তুলে নিয়ে। এমনভাবে একজন বলছেন, সাহাবীরা নিজেরাই এসে জিজ্ঞাসা করেছেন, একজন বলছেন, ঈসা (আ.) তাদের মনোভাব বুঝে তাদেরকে উক্ত জবাব দিয়েছেন। একজন বলছেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা রাস্তায় কি নিয়ে তর্কাতর্কি করেছিলে, তারা এর উত্তরে চুপ থাকেন, পরে তিনি উক্ত জবাব প্রদান করেন।

## ৭৭. প্রথম প্রভুর ভোজ

মথি, মার্ক ও লুকের বর্ণনায় এখানে দুটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।

ক. লূকের বর্ণনায় আছে-ঈসা (আ.) শিষ্যদেরকে দু'বার পেয়ালা দিয়েছেন। একবার খাবার শুরুতে, আরেকবার শেষে, (২২:১৭-২০)।

এর বিপরীত মথি (২৬:২৭) ও মার্কের (১৪:২৩) বর্ণনা প্রমাণ করে যে পেয়ালা মাত্র একবার খাবার শেষেই দিয়েছিলেন।

খ. মথি লিখছেন- ঈসা বলেছেন, এই রক্ত অনেকের পাপের ক্ষমার জন্য দেয়া হবে। মার্ক লিখছেন-এই রক্ত অনেকের জন্য দেয়া হবে। আর লূক লিখেছেন-আমার এই রক্ত তোমাদেরই (শিষ্যদের) জন্য দেয়া হবে।

তৃতীয় আরেকটি বিষয়ও এখানে লক্ষণীয় যে, পেয়ালা দিয়ে ঈসা (আ.) তাঁদেরকে কি বলেছিলেন? মথি লিখছেন-পেয়ালাতে এই আংগুর রস তোমরা সকলে খাও, কারণ এটা আমার রক্ত। মানুষের জন্য খোদার যে নতুন ব্যবস্থা তা আমার রক্ত দ্বারাই বহাল করা হবে। মার্কও অনুরূপ লিখেছেন।

বেশকম হল মার্কের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.) “এটা আমার রক্ত” কথাটি বলেছিলেন শিষ্যদের পেয়ালা থেকে খাওয়ার পরে, যা হোক মার্ক ও মথির বর্ণনায় মূল বক্তব্য একই। কিন্তু লূক লিখছেন-আমার রক্ত দ্বারা মানুষের জন্য খোদার যে নতুন ব্যবস্থা বহাল করা হবে এই পেয়ালা তার চিহ্ন। উল্লেখ্য, লূকের এই বর্ণনা বাংলা ইঞ্জিল শরীফ থেকে গৃহীত বাংলা বাইবেলে লেখা হয়েছে এরকম- এই পান পাত্র আমার রক্তে নতুন নিয়মে যে রক্ত তোমাদের নিমিত্ত পতিত হয়। ইংরেজী অনুবাদে আছে-

This cup is the new testaments is my blood.

আরো উল্লেখ্য যে এ ঘটনা ইউহোন্না তার ইঞ্জিলে উল্লেখ করেননি।

## ৭৮. পিতর সম্পর্কে

মথি লিখছেন-ঈসা সাহাবীদের বললেন : আজ রাত্রে আমাকে নিয়ে তোমাদের সকলের মনে বাধা আসবে কিন্তু আমাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হলে পর আমি তোমাদের আগেই গালীলে যাব। তখন পিতর তাঁকে বললেন : আপনাকে নিয়ে সকলের মনে বাধা আসলেও আমার মনে কখনো আসবেনা। ঈসা তাঁকে বললেন : কিন্তু আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ ভোর রাত্রে মোরগ ডাকবার আগেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করে বলবে, তুমি আমাকে চিন না। পিতর ঈসাকে বললেন : আমাকে যদি আপনার সাথে মরতেও হয় তবু আমি কখনো বলবনা, আমি আপনাকে চিনি না। অন্য সাহাবীরা সকলে সেই একই কথা বললেন (২৬:৩১-৩৫)। মার্কও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য হল-পিতরের জবাবে ঈসা (আ.) বলেছেন-আজ ভোর রাতে মোরগ দু'বার ডাকবার আগেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করে বলবে, যে তুমি আমাকে চিন না (১৪:২৭-৩১)।

কিন্তু লূক লিখছেন, ঈসা (আ.) পিতরকে বললেন : শিমোন, শিমোন, দেখ শয়তান তোমাদের গমের মত চালনি দিয়ে চলে দেখবার অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আমি তোমার জন্য মুনাজাত করেছি, যেন তোমার ঈমানে ভাংগন না ধরে। তুমি যখন আমার কাছে ফিরে আসবে তখন তোমার এই ভাইদের শক্তিশালী করে তুলো।

পিতর ঈসাকে বললেন : প্রভু! আপনার সংগে আমি জেলে যেতে এবং মরতেও প্রস্তুত আছি। উত্তরে ঈসা বললেন : পিতর আমি তোমাকে বলছি, মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করে বলবে যে তুমি আমাকে চিন না (২২:৩১-৩৪)।

ইউহোন্না ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন অন্যভাবে। হযরত ঈসা (আ.) ইতিপূর্বে সাহাবীদের বলেছিলেন, সন্তানেরা আর অল্প সময় আমি তোমাদের সংগে আছি। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই ইউহোন্না বলছেন-শিমোন-পিতর ঈসাকে বললেন : প্রভু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ঈসা উত্তর দিলেন, যেখানে যাচ্ছি, তোমরা এখন আমার সঙ্গে সেখানে আসতে পারবে না কিন্তু পরে তোমরা আসবে। পিতর তাকে বললেন : প্রভু, কেন এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারি না? আপনার জন্য আমি আমার প্রাণও দেব। তখন ঈসা বললেন : সত্যিই কি আমার জন্য তুমি তোমার প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, মোরগ ডাকবার আগেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করে বলবে যে তুমি আমাকে চিন না (১৩:৩৩-৩৮)।

পাঠক! পড়ুন আর ভাবুন, চার বর্ণনায় কী বৈপরিত্য! মথি ও মার্ক পিতরের কথার প্রেক্ষাপট বলছেন একভাবে, লূক বলছেন অন্যভাবে, আর ইউহোন্না তো সবার থেকে ভিন্ন ভাবে। লূক ও ইউহোন্না লিখছেন মোরগ ডাকার আগেই তিনবার অস্বীকার করা। এখানে ভোর রাতের কোন কথা নেই।

মথি ও মার্ক ভোর রাতের কথা বললেও মথি লিখছেন, ‘তিনবার মোরগ ডাকার আগেই তিনবার অস্বীকার করা’। আর মার্ক লিখছেন, ‘দু’বার মোরগ ডাকার পূর্বে তিনবার অস্বীকার করবে’! মথি ও মার্ক, পিতর তার কথা পুণর্ব্যক্ত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লূক ও ইউহোন্নার বর্ণনায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

## ৭৯. ঈসার (আ.) আখেরী মুনাচ্ছাত

এ প্রসঙ্গেও ইঞ্জিল সমূহে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। যেমন:

ক. মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মুনাজাতের জন্য ঈসা (আ.) গেথশিমানী নামক একটি জায়গায় গেছেন। আর লূকের বর্ণনায় আছে, তিনি জৈতুন পাহাড়ে গেছেন।

খ. মথি ও মার্ক বলছেন, ঈসা সাহাবীদের এক জায়গায় রেখে একটু অগ্রসর হয়ে মুনাজাত করতে যাওয়ার সময় তাদেরকে জেগে থাকতে বলেছেন। আর লূক বলছেন, মুনাজাত করতে বলেছেন।

গ. মথি ও মার্ক বলছেন, কিছুদূর গিয়ে ঈসা (আ.) মাটিতে উবুড় হয়ে মুনাজাত করলেন। লূক বলছেন, কিছুদূর গিয়ে হাঁটু পেতে মুনাজাত করতে লাগলেন।

ঘ. মথি ও মার্কের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, তিনি তিনবার মুনাজাত করেছেন আর তিন বারই ফিরে এসে দেখেছেন শিষ্যরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু লূকের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একবারই মুনাজাত করেছেন এবং একবারই তাদেরকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছেন। উল্লেখ্য যে, ইউহেন্না এই মুনাজাতের কথা উল্লেখই করেননি। অথচ মথি ও মার্ক লিখছেন শিষ্যদের এক জায়গায় বসিয়ে ঈসা (আ.) পিতর, ইউহেন্না ও ইয়াকুবকে সংগে নিয়ে একটু সামনে অগ্রসর হলেন ও মুনাজাত করতে লাগলেন (দ্র. মথি, ২৬:৩৬-৪৬; মার্ক, ১৪:৩২-৪২; লূক, ২২:৩৯-৪৬)

## ৮০. এহুদা প্রসঙ্গে

এহুদা সম্পর্কে ইঞ্জিল সমূহে ৪ টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আছে।

ক. মথি লিখছেন, ঈসাকে ধরিয়ে দেবার জন্য প্রধান ইমামেরা এহুদাকে তিরিশটা রূপার টাকা গুনে দিয়েছে (২৬:১৪-১৬)। কিন্তু মার্ক বলছেন টাকা দিবেন বলে কথা দিয়েছেন (১৪:১০,১১)। লূক বলছেন, তারা টাকা দিবে স্বীকার করলেন (২২:৩-৬)। ইউহেন্না এটি উল্লেখই করেননি।



খ. মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, এহুদা দুগ্ধিত হয়ে রূপার টাকাগুলো এবাদত খানার মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। প্রধান ইমামরা সেই রূপার টাকাগুলো নিয়ে পরামর্শক্রমে তা দিয়ে বিদেশীদের একটা কবরস্থানের জন্য কুম্ভকারের জমি কিনলেন। সেই জমিকে আজও রক্তের জমি বলা হয় (২৭:৩-৮)।

এর বিপরীত প্রেরিত পুস্তকে বলা হয়েছে- খারাপ কাজ দ্বারা এহুদা যে টাকা পেয়েছিল তা দিয়ে সে একখন্ড জমি কিনল। ঐ জমিকে তারা রক্তের ক্ষেত বলে (১:১৮,১৯)।

গ. মথি বলছেন এহুদা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। এর বিপরীত লুক প্রেরিত পুস্তকে বলেন, যে জামি সে কিনল, সেখানেই পড়ে তার পেট ফেটে গেল এবং নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে পড়ল। জেরুজালেমের সকলে সেই কথা শুনেছিল।

ঘ. মথি ও মার্ক উভয়েই ঈসা (আ.)এর এই উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, হায় সেই লোক, যে মনুষ্যপুত্রকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেয়! সেই মানুষের জন্ম না হলেই বরং তার পক্ষে ভাল হত (মথি,২৬:২৪;মার্ক,১৪:২১)।

ইউহোন্না লিখছেন, কে কে ঈসার উপর ঈমান আনে নি, আর কেই বা তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে ঈসা প্রথম থেকেই তা জানতেন (৬:৬৪)।

এর বিপরীত মথি লিখছেন- ঈসা তাদের বললেন : আমি তোমাদের সত্যই বলছি তোমরা যারা আমার সাহাবী হয়েছ, নতুন সৃষ্টিতে যখন মনুষ্যপুত্র মহিমার সংগে তাঁর সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও বারটি সিংহাসনে বসবে এবং ইস্রায়েলের বার বংশের বিচার করবে (১৯:২৮)।

এতে ঈসা (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে ১২ জন প্রেরিতের মধ্যে এহুদাও একটি সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের শাসনকাজ চালাবে। লুকের বর্ণনা অনুসারে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ঈসা দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তেও বলেছিলেন। তিনি বলেছেন-“আমার কষ্টের সময় তোমরা আমাকে ছেড়ে

যাওনি। আমার পিতা যেমন আমাকে শাসন ক্ষমতা দান করেছেন, তেমনই আমিও তোমাদের ক্ষমতা দান করছি। এতে আমার রাজ্যে তোমরা আমার সংগে খাওয়া-দাওয়া করবে এবং সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারটি বংশের বিচার করবে (লূক, ২২:২৮-৩০)।

শুধু তাই নয়, ইউহোন্না তার প্রকাশিত কালামে লিখছেন-সেই শহরের দেয়ালের বারটি ভিত্তি ছিল এবং সেগুলির উপর মেস শিশুর (ঈসা (আ.)এর) বারজন প্রেরিতের বারটি নাম লেখা ছিল (২১:১৪)।

এসব থেকে বোঝা যায়, এহুদা শেষ পর্যন্ত নির্দোষ ও খাঁটি ছিলেন। ঈসা তাকে ১২ জনের একজন হিসেবে বেছে নিয়ে প্রেরিত পদ দান করেছেন এবং বলেছেন-তোমরাই যে বলবে তা নয়, বরং তোমাদের পিতা খোদার রূহ তোমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন (মথি;১০:২০)।

ঈসা (আ.) আরো বলেছেন, আমি তোমাদের শত্রু শয়তানের সমস্ত শক্তির উপরও ক্ষমতা দিয়েছি। কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না। কিন্তু ভূতেরা তোমাদের কথা শোনে বলে আনন্দিত হয়ো না, বরং বেহেস্তে তোমাদের নাম লেখা হয়েছে বলে আনন্দিত হয়ো (লূক, ১০:১৯,২০)।

ঈসা (আ.) যদি সত্যিই প্রথম থেকেই জানতেন যে এহুদা তাকে ধরিয়ে দিবেন-তবে কেন তাঁকে প্রেরিত পদ দেয়ার জন্য বেছে নিলেন? আর কেনই বা তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে তিনি পুনর্বীর আগমন করলে এহুদাও বারটি সিংহাসনের একটিতে বসে ইস্রায়েলের এক বংশের বিচার করবে?

### ৮১. ঈসা (আ.) কে গ্রেফতারের স্থান প্রসঙ্গে

মার্ক ও মথি লিখছেন, গেৎশিমাণী নামে একটা জায়গায় মুন্সাজাতের পর ঈসা (আ.) কে গ্রেফতার করা হয়। আর লূক বলেছেন, জৈতুন পাহাড় থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, কিদ্রোণ নামের একটা খালের অপর পারের একটি বাগান থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

## ৮২. থ্রেফতারির দৃশ্য

ক. মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, এহুদা ঈসা (আ.)এর শত্রুদের কে চিহ্ন হিসাবে বলেছিলেন যাকে আমি চুমু দেব সেই, সেই লোক। তোমরা তাকেই ধরবে। পরে এহুদা এসে তাকে চুমু দিল আর লোকেরা ঈসা (আ.) কে ধরে ফেলল। লুকও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর বিপরীত ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সেখানে চুমু দেয়ার কোন বিষয়ই ঘটেনি।

বরং শত্রুরা উপস্থিত হলে ঈসা (আ.) নিজেই বের হয়ে তাদের বললেন : আপনারা কাকে খুঁজছেন? তারা বলল, নাসরতের ঈসাকে। ঈসা তাদের বললেন : আমিই তিনি। তখন তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ঈসা (আ.) পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কাকে খুঁজছেন? তারা বলল, নাসরতের ঈসাকে।

ঈসা (আ.) তখন বললেন : আমি তো আপনাদের বলেছি আমিই তিনি। যদি আপনারা আমারই খোঁজে এসে থাকেন তবে এদের চলে যেতে দিন (ইউহোন্না, ১৮:৩-৮)।

কোনটি বিশ্বাস করব? চুমু দিয়ে চিনিয়ে দেয়ার কথা! না ঈসা (আ.) নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দেয়ার কথা? আর চিনিয়ে দিতে হবেই বা কেন? যিনি হর হামেশা তাদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করছেন। এবাদত খানায় শিক্ষা দিয়েছেন, লোকেরা কি তাকে চেনে না? বিশেষ করে লুক যেখানে বলছেন- যে সমস্ত প্রধান ইমাম, এবাদত খানার কর্মচারী এবং বৃদ্ধ নেতারা ঈসাকে ধরতে এসেছিলেন ঈসা তাদের বললেন : আমি কি ডাকাত যে আপনারা ছোরা ও লাঠি নিয়ে এসেছেন? এবাদত খানায় দিনের পর দিন আমি আপনাদের সামনে ছিলাম, কিন্তু তখন তো আপনারা আমাকে ধরেননি (২২:৫২,৫৩)।

মথি ও মার্কও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাহলে তাঁকে চেনাতে হবে কেন? এতে কি কুরআনের ঐ কথার সমর্থন হয় না যে “ব্যাপারটি তাদের কাছে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল?”

খ. মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.) এহুদাকে তার কাজ সমাধা করতে উৎসাহিত করেছেন, কারণ সেখানে ঈসা (আ.)এর এই উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে- বন্ধু যা করতে এসেছ কর (২৬:৫০)।

এর বিপরীত লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তিনি তাকে তিরস্কার করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে- তখন ঈসা তাকে বললেন : এহুদা চুমু দিয়ে কি মনুষ্যপুত্রকে ধরিয়ে দিচ্ছ? (২২:৪৮)।

গ. শিমোন-পিতর ছোরার আঘাতে প্রধান ইমামের গোলামের ডান কান কেটে ফেলল। ইউহোন্নার বর্ণনা মতে ঈসা (আ.) পিতর কে বলেছেন- তোমার ছোরা খাপে রাখ। পিতা আমাকে যে দুঃখের পেয়ালা দিয়েছেন, তা কি আমি গ্রহণ করব না? (১৮:১১)।

লূকের বর্ণনামতে তিনি বলেছেন, থাক আর নয়। এই বলে তিনি লোকটির কান ছুঁয়ে তাকে ভাল করলেন (২২:৫১)। আর মথির বর্ণনা মতে তিনি তাকে বললেন : তোমার ছোরা খাপে রাখ। ছোরা যারা ধরে তারা ছোরার আঘাতেই মরে। তুমি কি মনে কর যে আমি আমার পিতা কে ডাকলে তিনি এখনই আমাকে হাজার হাজার ফেরেস্তা পাঠিয়ে দিবেন না? কিন্তু তা হলে পাক কিতাবের কথা কিভাবে পূর্ণ হবে? কিতাবে তো লেখা আছে, এই সমস্ত এভাবেই ঘটবে (২৬:৫৪)।

ঘ. মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, গ্রেফতারের সময় শিমুরা নিজেরাই পালিয়ে গিয়েছিল। মথি লিখছেন-সাহাবীরা সকলে তখন ঈসাকে ফেলে পালিয়ে গেলেন (২৬:৫৬)।

মার্ক লিখছেন- সেই সময় সাহাবীরা সকলে তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। একজন যুবক খালি গায়ে চাদর জড়িয়ে ঈসার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। লোকেরা যখন তাকে ধরল তখন সে কাপড় খানা ছেড়ে দিয়ে খালি গায়েই পালিয়ে গেল (১৪:৫০-৫২)।

এর বিপরীত ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা নিজেই সুপারিশ করেছেন তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। সেখানে আছে, যদি আপনারা আমারই খোঁজে এসে থাকেন তবে এঁদের চলে যেতে দিন। এটা ঘটল

যাতে ঈসার বলা কথাটি পূর্ণতা পায়, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদের একজনকেও আমি হারাইনি (১৮:৮,৯)।

### ৮৩. গ্রেফতারীর পরের অবস্থা

এখানেও ইঞ্জিল সমূহে বেশকিছু পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।  
যেমন:

ক. মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে লোকেরা প্রথমে ঈসা (আ.) কে মহা-ইমাম কাইয়াফার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এর বিপরীত ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তারা প্রথমে মহা-ইমাম কাইয়াফার শগুর হাননের কাছে নিয়ে গিয়েছিল হানন পরে তাঁকে মহা-ঈমামের কাছে পাঠিয়ে দেন।

খ. প্রথম তিন ইঞ্জিল থেকে প্রতীয়মান হয় যে ঈসা (আ.) কে যখন মহা-ইমামের কাছে নেয়া হয়, তখন মহা-ইমাম তার সংগে জেরা করেন। এর বিপরীত ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, হাননের কাছেই মহা-ইমাম জেরা শুরু করেন।

গ. মথি, মার্ক ও ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রাতেই মহা-ইমাম জেরার কাজ শেষ করে, তাঁকে মৃত্যুর উপযুক্ত বলে রায় দেন। পরের দিন সকালে তাকে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এর বিপরীত লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রাতে নয় বরং সকাল বেলা তাঁকে মহা-সভার সামনে পেশ করা হয়। সেখানে জেরা করার পর তাকে পীলাতের কাছে নেয়া হয়।

ঘ. মথি, মার্ক ও ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, জেরা করেছেন মহা-ইমাম। কিন্তু লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বৃদ্ধ নেতারা, প্রধান ইমামেরা ও আলেমরা সকলে মিলে জেরা করেছেন।

ঙ. ইউহোন্নার বর্ণনামতে হাননের কাছে নেয়ার পর মহা-ইমাম জেরা করেন। কিন্তু পরে বলা হয়েছে-হানন তখন তাঁকে বাঁধা অবস্থায় মহা-ইমামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

চ. মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মহা ইমামের কাছে নেয়ার পর প্রধান ইমামেরা এবং মহাসভার সমস্ত লোক মিথ্যা সাক্ষীর খোঁজ করছিল। অনেক মিথ্যা সাক্ষী তারা পেয়েও গিয়েছিল। কিন্তু লুক ৩ ইউহোন্না সাক্ষীর খোঁজ করা ও পেয়ে যাওয়া কিছুই উল্লেখ করেননি।

ছ. মথি বলছেন, শেষে দু'ইজন লোক এগিয়ে এসে বলল, এই লোকটা বলেছিল, সে খোদার এবাদত খানাটি ভেঙ্গে ফেলে তিন দিনের মধ্যে আবার তা তৈরী করে দিতে পারবে। কিন্তু মার্ক দু'জন লোকের পরিবর্তে “কয়েকজন লোক” এর কথা উল্লেখ করেছেন।

জ. মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মহা সভার সামনে ঈসা (আ.) প্রথম থেকেই নিশ্চুপ ছিলেন, কোন কথারই উত্তর দিচ্ছিলেন না। পরে যখন তারা জীবন্ত খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি সেই মসীহ কিনা? এর উত্তরে তিনি-মথির বর্ণনামতে-বলেছেন, হ্যাঁ আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তবে আমি আপনাকে এ-ও বলছি, এরপর আপনারা মনুষ্য পুত্রকে সর্বশক্তিমান খোদার ডানপাশে বসে থাকতে এবং আসমানের মেঘে করে আসতে দেখবেন।

মার্কও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি “আপনারা ঠিক কথাই বলেছেন” স্থলে লিখেছেন-আমিই তিনি। কিন্তু লুকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.) নিশ্চুপ থাকেননি বরং তাদের কথার উত্তর দিয়ে গেছেন। তবে লুক উক্ত প্রশ্নের জবাবে ঈসা (আ.)এর উক্তি এভাবে উল্লেখ করেছেন আমি যদি বলি তবুও আপনারা কোনটাতেই ঈমান আনবেন না এবং আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিবেন না। কিন্তু মনুষ্যপুত্র এখন থেকে সর্বশক্তিমান খোদার ডানপাশে বসে থাকবেন। তখন সকলে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তুমি কি খোদার পুত্র? তিনি তাদের বললেন : আপনারা ঠিকই বলেছেন যে আমিই তিনি (২২:৬৬-৭০)।

একইভাবে ইউহোন্নার বর্ণনা থেকেও বোঝা যায়, ঈসা (আ.) চুপ না থেকে তাদের কথার জবাব দিয়েছেন।

ঝ. মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মহা-ইমাম প্রথমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে ঈসা (আ.)এর মতামত জানতে চান, পরে জানতে চান তিনি মসীহ কিনা। কিন্তু লুকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তাঁর প্রতি প্রথম প্রশ্ন

ছিল তুমি যদি মসীহ হও তবে আমাদের বল। পরের প্রশ্ন ছিল তুমি কি খোদার পুত্র? আর ইউহোন্না বলছেন ভিন্ন কথা। তিনি লিখছেন মহা-ইমাম তখন ঈসাকে তার সাহাবীদের বিষয়ে আর তাঁর শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঈসা উত্তরে বললেন : আমি দুনিয়ার কাছে খোলাখুলি ভাবেই কথা বলেছি। যেখানে ইহুদীরা সকলে এক সংগে মিলিত হয় সেই মজলিস খানায় ও এবাদত খানায় আমি সব সময় শিক্ষা দিয়েছি। আমি তো গোপনে কিছু বলিনি। তবে কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন। আমার কথা যারা শুনেছে তাদেরই জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাদের কি বলেছি। আমি যা বলেছি তা তাদের অজানা নয়।

ঈসা যখন এই কথা বললেন : তখন যে কর্মচারীরা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে একজন তাঁকে চড় মেরে বলল, তুমি মহা-ইমামকে এভাবে উত্তর দিচ্ছ? ঈসা তাকে বললেন : আমি যদি খারাপ কিছু বলে থাকি তবে তা দেখিয়ে দিন। কিন্তু যদি ভাল বলে থাকি তবে কেন আমাকে মারছেন? মথি, মার্ক ও লূক কেউ কিন্তু উল্লিখিত বর্ণনা উল্লেখ করেননি।

এ. মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মহা-ইমামের জেরার পর সকলে যখন ঈসা (আ.) কে মৃত্যুর শাস্তি পাবার উপযুক্ত স্থির করল, তখন লোকেরা তাঁর মুখে থুথু দিল এবং তাঁকে চড় ঘুসি মারল। কিন্তু লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মহাসভায় পেশের আগেই পাহারাদাররা তাকে ঠাট্টা করে ও মারতে থাকে। রায় ঘোষনার পর মারার কোন কথা উল্লেখ নাই। আর ইউহোন্না লিখছেন-মহা-ইমামের কথার উত্তর ঠিকভাবে না দেয়ার কারণে একজন সৈন্য তাঁকে প্রহার করে।

## ৮৪. পিতরের অস্বীকার প্রসঙ্গে

মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.) গ্রেফতারের পর শুধু পিতরই তাঁর পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইউহোন্না বলছেন, পিতর এবং আর একজন সাহাবী পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন। সেই সাহাবীকে মহা-ইমাম চিনতেন।

খ. মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, পিতর নিজেই গিয়ে মহা-ইমামের বাড়ির উঠানে বসে আগুন পোহাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন চাকরাণী এসে তাঁকে দেখে বলল, এ-ও তো তাঁর সাহাবী। আর ইউহোন্না বলছেন, সেই সাহাবী ঈসার সংগে সংগে মহা-ইমামের উঠানে ঢুকলেন, কিন্তু পিতর বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন মহা ইমামের পরিচিত সেই সাহাবী বাইরে গিয়ে দরজার পাহারাদার মেয়েটিকে বলে পিতরকে ভিতরে আনলেন। সেই মেয়েটি পিতরকে বলল, তুমিও কি এই লোকটার সাহাবীদের মধ্যে একজন?

গ. মথি বলছেন, পিতরকে প্রথমবার জিজ্ঞাসা করেছিল একজন চাকরানী। আর মার্ক বলছেন, একই চাকরানী দু'বার জিজ্ঞাসা করেছিল, লূক বলছেন, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করেছিল আর একজন লোক। ইউহোন্না দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে লিখছেন যখন শিমোন পিতর দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন তখন লোকেরা তাঁকে বলল, তুমিও কি তার সাহাবীদের মধ্যে একজন?

ঘ. মথি ও মার্কের বর্ণনানুসারে ৩য় বার পিতরকে জিজ্ঞাসা করেছিল সেই লোকেরা যারা সেখানে কাছে দাঁড়িয়েছিল। আর লূক লিখছেন-একঘন্টা পরে, আর একজন জোর দিয়ে বলল....।

ইউহোন্না বলছেন পিতর যার কান কেটে ফেলেছিল তার এক আত্মীয় মহা-ইমামের গোলাম ছিল সে বলল.....।

ঙ. মথি বলছেন প্রথমবার পিতরকে চাকরানী বলেছিল, গালীলের ঈসার সংগে তো আপনিও ছিলেন। পিতর সকলের সামনে অস্বীকার করে বললেন : তুমি কি বলছ তা আমি জানি না। মার্ক লিখছেন, চাকরানী প্রথমে তাঁকে বলেছিল-আপনিও তো ঐ নাসরতের ঈসার সংগে ছিলেন। পিতর অস্বীকার করে বললেন : তুমি কি বলছ তা আমি জানিও না, বুঝিও না।

লূক বলছেন, চাকরানী বলল, এই লোকটাও ওর সংগে ছিল। পিতর অস্বীকার করে বলল, আমি ওকে চিনি না। ইউহোন্না লিখছেন, পাহারাদার মেয়েটি পিতরকে বলল, তুমিও তো ঐ লোকটার সাহাবীদের মধ্যে একজন? পিতর বললেন : না আমি নই।



চ. ২য় বার জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে মথি লিখছেন-এর পর পিতর বাইরে দরজার কাছে গেলেন, তাঁকে দেখে আর একজন চাকরানী সেখানকার লোকদের বলল, এই লোকটা নাসরতের ঈসার সংগে ছিল। তখন পিতর কসম খেয়ে আবার অস্বীকার করে বললেন : আমি ঐ লোকটাকে চিনি না। মার্ক লিখছেন-এই বলে পিতর বাইরের দরজার কাছে গেলেন আর তখনই একটা মোরগ ডেকে উঠল। চাকরানীটি পিতরকে সেখানে দেখে যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের আবার বলল, এই লোকটা ওদের একজন। পিতর আবার অস্বীকার করলেন।

লূক লিখছেন, কিছুক্ষণ পর আর একজন লোক তাঁকে দেখে বলল, তুমিও তো ওদের একজন। পিতর বললেন : না আমি নই। ইউহোন্না লিখছেন, লোকেরা তাঁকে বলল, তুমিও কি ওর সাহাবীদের মধ্যে একজন? পিতর অস্বীকার করে বললেন : না, আমি নই।

ছ. তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে মথি লিখছেন-যে লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা কিছুক্ষণ পরে পিতরকে এসে বলল, নিশ্চয়ই তুমি ওদের একজন। তোমার ভাষাই তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। তখন পিতর নিজেকে অভিশাপ দিলেন এবং কসম খেয়ে বলতে লাগলেন, আমি ঐ লোকটাকে মোটেই চিনি না, মার্ক লিখছেন-যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল তারাও কিছুক্ষণ পর পিতরকে বলল, নিশ্চয়ই তুমি ওদের একজন, কারণ তুমি তো গালীলের লোক।

লূক লিখছেন- একঘন্টা পর আর একজন লোক জোর দিয়ে বলল, এই লোকটা নিশ্চয়ই ওর সংগে ছিল, কারণ এতো গালীল প্রদেশের লোক। পিতর বললেন : দেখ তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না। ইউহোন্না লিখছেন-মহা ইমামের গোলাম বলল, আমি কি তোমাকে বাগানে তার সংগে দেখি নি? পিতর আবার অস্বীকার করলেন।

জ. মথি, লূক ও ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, পিতর তিনবার অস্বীকার করার পর মোরগ ডেকে উঠল। আর মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ২য় বার অস্বীকার করার পর একটা মোরগ ডেকে উঠল, এবং তৃতীয়বার অস্বীকার করার পর ২য় বার মোরগ ডেকে উঠল।

ঝ. মথি, মার্ক ও ইউহোনার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মোরগ ডাকার পর আপনা-আপনি পিতরের মনে পড়ে যায় ঈসার (আ.) সেই উক্তি যেখনে তিনি পিতরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন-মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে। আর লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মোরগ ডাকার পর ঈসা (আ.) পিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন। এতেই তার উক্ত কথা মনে পড়ে গেল। এছাড়া মথি আগুন পোহানোর কথা উল্লেখ করেননি, অপর তিন ইঞ্জিল তা উল্লেখ করলেও মার্ক ও লূক বলছেন, প্রথম থেকে আগুন পোহাচ্ছিলেন, আর ইউহোনা বলছেন প্রথমবার জিজ্ঞাসা করার পর আগুন পোহাতে থাকেন। এমনিভাবে মথি ও লূক বলছেন-ঈসা (আ.)এর কথা মনে পড়ার পর পিতর বাইরে গিয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু মার্ক বাইরে যাওয়ার কথা বলছেন না শুধু বলছেন, তাতে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, আর ইউহোনা কান্নার কোন কথাই উল্লেখ করেননি।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় মথি ও মার্কের বর্ণনানুসারে পিতর বাইরের দরজার কাছে গেছেন, এবং সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়। লূকের বর্ণনা থেকেও তা বোঝা যায়।

এমনিভাবে মথি ও মার্ক তৃতীয়বার জিজ্ঞাসার জবাবে অভিশাপ দেয়া ও শপথ করে অস্বীকার করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লূক ও ইউহোনা অভিশাপ ও শপথ কোনটার কথাই উল্লেখ করেননি।

উল্লেখ্য যে, বাংলা ইঞ্জিল শরীফে মথি ও মার্কের উক্ত কথার অনুবাদে বলা হয়েছে-পিতর তখন নিজেকে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু এই “নিজেকে” শব্দটি অনুবাদকরা নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করেছেন। কিতাবুল মোকাদ্দসেও অনুরূপ অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে-পিতর অভিশাপ পূর্বক শপথ করে বললেন--- ইংরেজী অনুবাদে আছে-

Then began he to curse and to swear, saying.....

উর্দু অনুবাদে আছে- مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا

এসব থেকে এটাই বোঝা যায় যে, পিতর তখন ঈসা (আ.)কে অভিশাপ দিয়েছেন। বিকৃতির বড় দলিল। কারণ পিতরের মত একজন নিষ্ঠাবান

শাগরেদ বিপদের মুহূর্তে তাকে চিনেন না তো বলতে পারেন কিন্তু লা'নত ও অভিষাপ কোন ভাবেই করতে পারেন না। আর এজন্যই এটাকে তরজমার বিকৃতি ঘটিয়ে শুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরেকটি আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, ইউহোন্নার বর্ণনামতে পিতরের সংগে আর একজন সাহাবীও ছিলেন। তিনি ছিলেন মহা-ইমামের পরিচিত ব্যক্তি। ইউহোন্নার বর্ণনানুসারে তিনিই দরজার পাহারাদার মহিলার মাধ্যমে পিতরকে ভেতরে ডেকে নিয়েছিলেন। এত সুপরিচিত একজন সাহাবীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে না। অথচ পিতরকে সাহাবী হওয়ার সন্দেহে বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

#### ৮৫. পীলাতের দরবারে ঈসা (আ.)

এখানেও কয়েকটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।

ক. মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, পীলাতের কাছে ঈসা (আ.) কে বন্দী করে নেয়ার পর সকলের সামনেই পীলাত ঈসা কে জেরা করেন। লূক বর্ণনা করেছেন- পীলাত প্রধান ইমামদের নেতাদের ও সাধারণ লোকদের ডেকে বললেন-আমি আপনাদের সমনেই তাকে জেরা করেছি (২৩:১৩,১৪)। কিন্তু এর বিপরীত ইউহোন্না বর্ণনা করেছেন-ইহুদী নেতারা তাঁকে পীলাতের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তারা বাড়ির ভেতর ঢুকলেন না। পীলাত বাইরে এসে ইহুদী নেতাদের সংগে কথা বললেন : পরে ভিতরে গিয়ে ঈসা (আ.) কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন (১৮:৩৩)।

খ. মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.) পীলাতের সামনে কোন কথাই বলেননি। কোন অভিযোগেরই জবাব দেন নি। এর বিপরীত ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি পীলাতের সব কথারই জবাব দিয়েছেন।

গ. মথি মার্ক ও ইউহোন্নার বর্ণনা প্রমাণ করে যে পীলাত উভয় পক্ষের কথা শুনে শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের দাবী ও চাপের মুখে ঈসাকে ক্রুশের উপর মেরে ফেলবার হুকুম দেন। এর বিপরীত লূক বর্ণনা করেছেন-পীলাত প্রথমে ঈসা (আ.) কে জেরুজালেমের শাসনকর্তা হেরোদের কাছে পাঠান। হেরোদ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে তিনি নিরবতা অবলম্বন করেন

পরে হেরোদ তাঁকে পুনরায় পীলাতের কাছে পাঠান। শেষে পীলাত ইহুদীদের চাপে ক্রুশের হুকুম দেন।

ঘ. মথি ও মার্কের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঘোষণার পর সৈন্যরা ঈসা (আ.) কে পুনরায় পীলাতের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল, কিন্তু লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বাড়ির ভেতরে নয় বরং আদালত থেকেই তাকে ক্রুশের স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

আর ইউহোন্নার বর্ণনানুসারে তো তিনি প্রথম থেকে ভেতরেই ছিলেন সেখান থেকেই পীলাত ক্রুশে দেবার জন্য তাঁকে লোকদের হাতে তুলে দেন। তারা তাঁকে ক্রুশের জায়গার দিকে নিয়ে যায়।

ঙ. মথি বর্ণনা করছেন- সৈন্যরা তার সংগে ঠাট্টা করে এবং তার কাপড় চোপড় খুলে লাল রংগের জুব্বা তাকে পরিয়ে দেয়। কিন্তু মার্ক ও ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে লাল রঙের নয় বরং বেগুনী রঙের কাপড় পরিয়ে দেয়। লুক এ ব্যাপারে কিছুই বলছেন না।

চ. মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনায় আছে-পীলাত ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইহুদীদের রাজা? উত্তরে ঈসা বললেন : আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ইউহোন্না ঈসা (আ.)এর উত্তর এভাবে উল্লেখ করেছেন- আপনি কি নিজ থেকেই এই কথা বলছেন, না অন্যরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?

ছ. মথি ও মার্কের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পীলাত মাত্র একবার ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন, সে কি দোষ করেছে? আর লূকের বর্ণনায় স্পষ্ট যে তিনবার ঐ কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইউহোন্না এমন কোন জিজ্ঞাসার কথা উল্লেখই করেননি।

জ. মথির বর্ণনায় আছে, এক পর্যায়ে পীলাত তাদেরকে বললেন : তাহলে যাকে মসীহ বলা হয় সেই ঈসাকে নিয়ে আমি কি করব? তারা সকলে বলল, ওকে ক্রুশে দেয়া হোক (২৭:২২)।

আর মার্কের বর্ণনায় আছে, পীলাত বলেছেন, তাহলে তোমরা যাকে ইহুদীদের রাজা বল তাকে নিয়ে আমি কি করব? লোকেরা চেষ্টা করে বলল, ওকে ক্রুশে দিন (১৫:২২,১৩)।

ঝ. রোমীয় শাসনকর্তার রীতি ছিল প্রত্যেক ঈদুল ফেসাথে লোকদের চাহিদামত একজন বন্দীকে মুক্তি দেয়া। ঈসা (আ.) কে বন্দী করার পূর্বে বারাব্বা নামক এক ডাকাত ও খুনীকে বন্দী করা হয়েছিল। তাকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে ইঞ্জিল সমূহে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। মার্ক লিখছেন-লোকেরা পীলাতের কাছে এসে বলল, তোমরা কি চাও যে আমি ইহুদীদের রাজাকে ছেড়ে দেই?

কিন্তু প্রধান ইমামেরা লোকদের উসকিয়ে দিয়েছিলেন যেন তারা ঈসার বদলে বারাব্বাকে চেয়ে নেয় (১৫:৮-১১)।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে লোকেরা আবেদন জানানোর জন্য হাজির হয়েছিল। তাদের আবেদনের পর পীলাত জিজ্ঞাসা করেছিল, সে কাকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু মথি লিখছেন-লোকেরা এক সংগে জড় হলে পর পীলাত তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি চাও? তোমাদের নিকট আমি কাকে ছেড়ে দেব বারাব্বাকে, না যাকে মসীহ বলা হয় সেই ঈসাকে (২৭:১৭)।

আর লুক লিখছেন-পীলাত তখন প্রধান ইমামদের, নেতাদের এবং সাধারণ লোকদের ডেকে একসঙ্গে জড় করে বললেন : আপনারা এই লোকটিকে এই দোষ দিয়ে আমার কাছে এনেছেন যে লোকদের সে সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তাকে আপনাদের সামনেই জেরা করেছি। আপনারা তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত দোষ দিচ্ছেন তার একটাতেও সে দোষী বলে প্রমাণ পাইনি। হেরোদও নিশ্চয় তার কোন দোষ পাননি, কারণ তিনি তাকে আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠিয়েছেন।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মেরে ফেলবার মত এমন কোন অন্যায় কাজও সে করেনি। তাই আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব। তিনি এই কথা বলেছিলেন, কারণ ঈদুল ফেসাথের সময় প্রত্যেকবারই তাঁকে একজন কয়েদীকে ছেড়ে দিতে হত। কিন্তু লোকেরা এক সংগে চেষ্টা করে বলতে লাগল, ওকে দূর করুন আর বারাব্বাকে আমাদের নিকট ছেড়ে দিন (২৩:১৩-১৮)।

ইউহোন্না লিখছেন- (ঈসার কথা-বার্তা বলার পর) পীলাত আবার বাইরে এসে ইহুদী নেতাদের কাছে গিয়ে বললেন : আমি এর কোনই দোষ দেখতে পাচ্ছি না। তবে তোমাদের একটা নিয়ম আছে, ঈদুল ফেসাখের সময়ে আমি তোমাদের একজন কয়েদীকে ছেড়ে দিই। তোমরা কি চাও যে, আমি ইহুদীদের রাজাকে ছেড়ে দেই? এতে সকলে চোঁচিয়ে বলল, ওকে নয় বারাব্বাকে। লক্ষ্য করুন, মার্ক বলছেন, লোকেরা এসে আবেদন করার পর পীলাত ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছে। আর মথি বলছেন, লোকদের কে জড় করে পীলাত ঐ কথা বলেছে।

লূক বলছেন পীলাত লোকদের জড় করে শুধু ঈসাকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছে, বারাব্বার কথা বলেননি। আর ইউহোন্না লিখছেন পীলাত তার বাড়ির বাইরে অপেক্ষমান ইহুদীদের কাছে এসে ইহুদীদের রাজাকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে তাদের মতামত জানতে চায়।

উল্লেখ্য যে ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, উক্ত জিজ্ঞাসাবাদের পরেই পীলাত ঈসাকে ভীষণভাবে চাবুক মারবার হুকুম দেন। অথচ মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় পীলাত এর পরও আরও কয়েকবার আপত্তি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর চাবুক মারবার হুকুম দেন। এছাড়াও চার ইঞ্জিলে পীলাতের দরবারের ঘটনার উপস্থাপনায় অনেক পার্থক্য রয়েছে।

## ৮৬. ক্রুশের উপর ঈসা (আ.)

এখানেও কয়েকটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।

ক. মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনায় আছে- সৈন্যরা কুলীনী শহরের শিমোন নামক জনৈক ব্যক্তিকে ঈসার ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করে। লোকটি তা বহন করে ক্রুশের স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়। এর বিপরীত ইউহোন্না লিখছেন- ঈসা নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে “মাথার খুলির স্থান” নামে একটা জায়গায় গেলেন। সেখানে তারা ঈসাকে ক্রুশে দিল।

খ. মথি ও মার্কের বর্ণনায় আছে-ঈসা (আ.)এর ডান ও বামে যে দু'জন ডাকাতকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল, অন্যান্য লোকদের মত তারা দুজনও ঈসা (আ.) কে বিদ্রূপ করেছে। এর বিপরীত লূক লিখছেন, যে দু'জন দোষী লোককে সেখানে ক্রুশে টাঙান হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ঈসাকে

টিটকারী দিয়ে বলল, তুমি নাকি মসীহ? তাহলে নিজেকে, ও আমাদের রক্ষা কর। তখন অন্য লোকটি তার প্রতি অনুযোগ করে বলল, তুমি কি খোদাকে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তাই পাচ্ছি। কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করেনি। তারপর সে বলল, ঈসা আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন। উত্তরে ঈসা তাকে বললেন : আমি তোমাকে সত্য বলছি তুমি আজকেই আমার সংগে পরম দেশে উপস্থিত হবে (২৩:৩৯-৪৩)।

ইউহোন্না কিন্তু এই টিটকারী প্রসঙ্গে কোন কথাই উল্লেখ করেননি। এখানে আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ত্রুশের উপর যে ব্যক্তির উভয় হাত পেরেক মেরে আটকিয়ে দেয়া হয়েছে, সে ব্যক্তির পক্ষে এমন টিটকারী বা খোশালাপের সুযোগ কোথায়? তখন সে আর্তনাদ ও উহ্ আহ্ ছাড়া আর কী করতে পারে?

গ. মথি মার্ক ও লূকের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ত্রুশে দেয়ার পর সৈন্যরা পরীক্ষা করে ঈসা (আ.)এর কাপড় চোপড় ভাগ করে নিল। এর বিপরীত ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তারা তাঁর কাপড় চোপড় ভাগ্য পরীক্ষা ছাড়াই নিজেদের মধ্যে চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। তাঁর কোর্তাটির ব্যাপারে তারা ভাগ্য-পরীক্ষা করেছিল।

উল্লেখ্য যে বাংলা ইঞ্জিল শরীফে ইউহোন্নার উক্ত কথা বলা হয়েছে, এভাবে-ত্রুশে দেবার পর সৈন্যরা তার কাপড় চোপড় নিয়ে নিজেদের মধ্যে চার ভাগে ভাগ করল। আর বাংলা বাইবেলে আছে, এভাবে যীশুকে ত্রুশে দেয়ার পর সেনারা তাহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে এক এক অংশ দিল।

ঘ. মথি মার্ক ও লূকের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে মহিলারা ঈসা (আ.)এর সংগে এসেছিলেন তারা ত্রুশ থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। এর বিপরীত ইউহোন্না বলছেন-তারা ত্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন (১৯:২৫)।

এ ছাড়া মহিলাদের মধ্যে সেখানে কে কে ছিলেন তা নিয়েও মথি, মার্ক, লূক ও ইউহোন্নার বর্ণনায় যথেষ্ট গরমিল রয়েছে।

ইউহোন্না বলছেন তারা হলেন-ঈসার মা, তার মায়ের বোন, ফ্রোপার স্ত্রী আর মগদলীনী মরিয়ম। মথি বলছেন-তাদের মধ্যে ছিলেন মগদলীনী মরিয়ম, ইয়াকুব ও ইউসুফের মা এবং সিবিদিয়ের ছেলে ইয়াকুব ও ইউহোন্নার মা। মার্ক বলছেন-তাদের মধ্যে ছিলেন মগদলীনী মরিয়ম দুই ইয়াকুবের মধ্যে ছোট ইয়াকুব ও যোশির মা মরিয়ম আর শালোমী। আর লূক এদের কারও নামই উল্লেখ করেননি।

৩. ঈসা (আ.) কে যে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল সেই ক্রুশের ফলকে ঈসা (আ.)এর মাথার উপর একটি কথা লেখা ছিল। মথি বলছেন তা ছিল “এ ঈসা ইহুদীদের রাজা”। মার্ক বলছেন, ইহুদীদের রাজা, লুব বলছেন, এ ইহুদীদের রাজা, আর ইউহোন্না বলছেন, তা ছিল “নাসরতের ঈসা ইহুদীদের রাজা”।

ইউহোন্না আরও লিখেছেন-সেটা ইব্রাণী, রোমীয় আর গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল। তখন ইহুদীদের প্রধান ইমামেরা পীলাতকে বললেন : “ইহুদীদের রাজা” এই কথা লিখবেন না, বরং লিখুন, এ বলত আমি ইহুদীদের রাজা। পীলাত বললেন : আমি যা লিখেছি তা লিখেছি। একথাগুলো কিন্তু মথি, মার্ক ও লূকের কেউই লিখছেন না।

এমনিভাবে উক্ত তিন জনই ক্রুশে দেয়ার পর ইহুদী নেতাদের সৈন্যদের ঠাট্টার কথা লিখেছেন। কিন্তু ইউহোন্না কোন ঠাট্টার কথা উল্লেখ না করে শুধু লিখেছেন- যেখানে ঈসাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল সেই জায়গাটা শহরের কাছে ছিল বলে ইহুদীদের অনেকেই সেই দোষনামা পড়ল। এছাড়া লূক লিখছেন-

তখন (অর্থাৎ ক্রুশে দেয়ার পর ইহুদীদের জন্য দোয়া করে) ঈসা বললেন : পিতা এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করেছে তা জানে না। এমনিভাবে লূক বলছেন ক্রুশের কাছে যে মহিলারা ঈসার জন্য কাঁদছিল তিনি তাদের কে শান্তনা দিয়ে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু মথি, মার্ক ও ইউহোন্না এসব কথা আদৌ উল্লেখ করেননি।

আবার ক্রুশে দেয়ার পর ইউহোন্না লিখেছেন ঈসা তার মাকে এবং যে সাহাবীকে মহব্বত করতেন তাঁকে দাড়িয়ে থাকতে দেখলেন, প্রথমে তিনি মাকে বললেন : মা, ঐ দেখ তোমার ছেলে। তার পর সেই সাহাবী



বললেন : ঐ দেখ তোমার মা । তখন থেকে সেই সাহাবী ঈসার মাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন ।

এই কথাটিও মথি, মার্ক ও লূক, তিনজনের কেউই উল্লেখ করেননি ।

উল্লেখ্য যে “মা” ঐ দেখ, তোমার ছেলে! কথাটি বাংলা ইঞ্জিল শরীফে আছে । এখানে “মা” শব্দ অনুবাদকের নিজস্ব । বাংলা বাইবেলে আছে হে নারী, ঐ দেখ তোমার পুত্র! ইংরেজী অনুবাদে আছে-

**Woman, behold thy son!**

যেহেতু মাকে “নারী” বলে সম্বোধন করা শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং এটাও ইঞ্জিলের বিকৃত হওয়ার একটি প্রমাণ । তাই বাংলা ইঞ্জিলে “মা” শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে । আর কিতাবুল মোকাদ্দসে মা ও নারী কোনটি উল্লেখ না করে বলা হয়েছে, ঐ দেখ, তোমার ছেলে!

**৮৭. ঈসার (আ.) এর মৃত্যু প্রসঙ্গে**

এ ক্ষেত্রেও কয়েকটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায় ।

ক. লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসার (আ.) মৃত্যুর পূর্বে দুপুর থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সূর্য আলো দেওয়া বন্ধ করল এবং সারা দেশ অন্ধকার হয়ে গেল । জেরুজালেমের এবাদত খানার পর্দা চিরে দু’ভাগ হয়ে গেল ।

কিন্তু মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মৃত্যুর পূর্বে ১২ টা থেকে তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে যায় । অবশ্য মথি ও মার্ক সূর্যের আলো দেওয়া বন্ধ করার কথা বলেননি ।

তবে মথি পর্দা চিরে যাওয়ার কথা বলার পাশাপাশি আরও উল্লেখ করেন যে, আর ভূমিকম্প হল ও বড় বড় পাথর ফেটে গেল । কতগুলো কবর খুলে গেল এবং খোদার যে লোকেরা মারা গিয়েছিলেন তাদের অনেকের দেহ জীবিত হয়ে উঠল । তারা কবর থেকে বের হয়ে আসলেন এবং ঈসা মৃত্যু হতে জীবিত হয়ে উঠার পর পবিত্র শহরের মধ্যে গেলেন । তারা সেখানে অনেককে দেখা দিলেন!!

এই কথাগুলো কিন্তু মার্ক, লূক ও ইউহোনা কেউই উল্লেখ করছেন না । এমনকি ইউহোনা পর্দা চিরার কথাটিও উল্লেখ করছেন না । এত আশ্চর্য

ব্যাপার ঘটে যাবে আর তাঁরা তাদের বর্ণনায় তা উল্লেখ করবে না এটা কি কল্পনা করা যায়, বিশেষ করে ইউহোন্না যখন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবী করা হচ্ছে? এমনটি ঘটে থাকলে তো দলে দলে লোকদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার কথা। কিন্তু ইতিহাসে তো তেমন কিছু পাওয়া যায়না।

খ. মথি লিখছেন, শত সেনাপতি ও তাঁর সংগে যারা ঈসাকে পাহারা দিচ্ছিল, তাঁরা ভূমিকম্প ও অন্যসমস্ত ঘটনা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, সত্যিই উনি খোদার পুত্র ছিলেন (২৭:৫৪)।

বোঝা গেল, সেনাপতি ও তার সঙ্গীরা উক্ত মন্তব্য করেছিলেন মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাসমূহ দেখে। কিন্তু মার্ক লিখছেন, যে শত সেনাপতি ঈসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ঈসাকে এভাবে মারা যেতে দেখে বলল, সত্যিই ইনি খোদার পুত্র! (১৫:৩৯)।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, শুধু শত সেনাপতি ঈসা (আ.)এর মৃত্যুবরণের অবস্থা দেখে-ঘটনাগুলো দেখে নয়, উক্ত মন্তব্য করেছেন। আর লুক লিখছেন-এই সমস্ত দেখে রোমীয় শত সেনাপতি খোদার গৌরব করে বললেন : সত্যিই লোকটি নির্দোষ ছিল (২৩:৪৭)।

গ. ঈসা (আ.)এর মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে মথি লিখছেন-প্রায় তিনটার সময় ঈসা জোরে চিৎকার করে বললেন : এলী এলী লামাশবক্তানী? অর্থাৎ খোদা আমার, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেছ? যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন এই কথা শুনে বলল, সে ইলিয়াসকে ডাকছে। তাদের মধ্যে একজন তখনই দৌড়ে গিয়ে সিরকায় পূর্ণ একটা স্পঞ্জ নিল এবং একটা লাঠির মাথায় সেটা লাগিয়ে ঈসাকে খেতে দিল। অন্যেরা বলল, থাক দেখি ইলিয়াস তাকে রক্ষা করতে আসেন কিনা। ঈসা আবার জোরে চিৎকার করার পর প্রাণ ত্যাগ করলেন।

মার্ক লিখছেন-বেলা তিনটার সময় ঈসা জোরে চিৎকার করে বললেন : এলোই এলোই, লামা শবক্তানী? অর্থাৎ খোদা আমার, খোদা আমার, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেছ?

যারা নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের কয়েকজন এই কথা শুনে বললেন : শুন, শুন, সে ইলিয়াসকে ডাকছে। তখন একজন লোক দৌড়ে গিয়ে একটা

স্পঞ্জ সিরকায় ভেজাল এবং একটা লাঠির মাথায় লাগিয়ে ঈসাকে খেতে দিল। সে বলল, থাক, দেখি ইলিয়াস তাকে নামিয়ে নিতে আসেন কিনা। এর পর ঈসা জোরে চীৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। লূক লিখছেন-ঈসা চিৎকার করে বললেন : পিতা, আমি তোমার হাতে আমার রূহ তুলে দিলাম! এই কথা বলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন। ইউহোন্না বর্ণনা করছেন-এর পর সমস্ত কিছু শেষ হয়েছে জেনে পাক কিতাবের কথা যাতে পূর্ণ হয় সেই জন্য ঈসা বললেন : আমার পিপাসা পেয়েছে। সেই জায়গায় সিরকায় পূর্ণ একটা পাত্র ছিল। তখন তারা একটা স্পঞ্জ সেই সিরকায় ভিজাল এবং হিস্যোপ গাছের ডালের মাথায় তা লাগিয়ে ঈসার মুখের কাছে ধরল।

ঈসা সেই সিরকা খাওয়ার পর বললেন : শেষ হয়েছে। তারপর মাথা নীচু করে তিনি তাঁর রূহ বের করে দিলেন। লক্ষ্য করুন, একজন বলছে, পিতা! তোমার হাতে আমি আমার রূহ তুলে দিলাম- বলে প্রাণ ত্যাগের কথা, অন্যজন বলছে, সিরকা খাওয়ার পর শেষ হয়েছে বলে মাথা নিচু করে প্রাণ ত্যাগের কথা।

প্রথম দু'জনের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এছাড়া ইউহোন্না আরও একটি কথা লিখছেন যা অন্য কেউ উল্লেখ করছেন না। তাহল- সেই দিনটি ছিল ঈদের আয়োজনের দিন। পরের দিন ছিল বিশ্রামবার, আর সেই বিশ্রামবারটি একটি বিশেষ দিন ছিল বলে ইহুদী নেতারা চেয়েছিলেন, যেন সেই দিনে লাশগুলি ক্রুশের উপর না থাকে।

এজন্য তারা পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন, যেন ক্রুশে যারা আছে তাদের পা ভেঙে ক্রুশ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। তখন সৈন্যরা এসে ঈসার সংগে যাদের ক্রুশে দেয়া হয়েছিল তাদের দু'জনের পা ভেঙে দিল। পরে ঈসার কাছে এসে সৈন্যরা তাঁকে মৃত দেখে তাঁর পা ভাঙল না। কিন্তু একজন সৈন্য তাঁর পাজরে বল্লম দিয়ে খোঁচা মারল, আর তখনই সেই জায়গা থেকে রক্ত আর পানি বের হয়ে আসল।

### ৮৮. ঈসার কবর প্রসঙ্গে

কবর প্রসঙ্গে ৫ টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।

ক. ইঞ্জিল চতুর্থ রচয়িতাদের সকলে একই কথা বলেছেন যে ঈসা (আ.)কে কবর দিয়েছিল ইউসুফ নামে জনৈক ব্যক্তি। কিন্তু তার পরিচয় নিয়ে চার ইঞ্জিলে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। মথি বলছেন, তিনি ঈসার উম্মত হয়েছিলেন।

মার্ক বলছেন, তিনি মহা সভার একজন নামকরা সভ্য ছিলেন এবং তিনি নিজে খোদার রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। লুক বলছেন, ইউসুফ নামে একজন সৎ ও ধার্মিক লোক ধর্ম সভার সভ্য ছিলেন। তিনি অরিমাথিয়া নামে ইহুদীদের একটা গ্রামের লোক। ঈসার বিষয়ে সভার লোকদের সংগে তিনি একমত হতে পারেননি। তিনি খোদার রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ইউহোন্না বলছেন, ইউসুফ ছিলেন ঈসার গুপ্ত উম্মত, কারণ তিনি ইহুদী নেতাদের ভয় করতেন।

খ. কবরের স্থান সম্পর্কেঃ এ সম্পর্কে মথি লিখছেন- যে নতুন কবর তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের মধ্যে কেটে রেখেছিলেন, সেখানে সেই লাশটি দাফন করলেন। মার্ক লিখছেন- আর পাহাড় কেটে তৈরী করা একটা কবরে লাশটি দাফন করলেন।

লুক লিখছেন- পাথর কেটে তৈরী করা একটা কবরের মধ্যে দাফন করলেন। সেই কবরে আর কখনো কাউকেও দাফন করা হয়নি। ইউহোন্না লিখছেন-ঈসাকে যেখানে ক্রুশের উপর মেরে ফেলা হয়েছিল সেই জায়গায় একটা বাগান ছিল আর সেখানে একটা নতুন কবর ছিল। সেই কবরের মধ্যে কাউকে কখনো দাফন করা হয়নি। সেই দিনটি ছিলো ইহুদীদের ঈদের আয়োজনের দিন, আর কবরটাও কাছে ছিল বলে তাঁরা ঈসাকে সেই কবরেই দাফন করলেন।

গ. মথি লিখছেন-পরে সেই কবরের মুখে বড় একটা পাথর গড়িয়ে দিয়ে তিনি (ইউসুফ) চলে গেলেন। কিন্তু মগদলীনী মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম সেখানে সেই কবরের সামনে বসে রইলেন। মার্ক লিখছেন-তার পর কবরের মুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন। ঈসার লাশটি কোথায় দাফন

করা হল তা মগদলীনী মরিয়ম ও যোশির মা মরিয়ম দেখলেন। লূক লিখছেন-যে স্ত্রীলোকেরা ঈসার সংগে গালীল থেকে এসেছিলেন তাঁরা ইউসুফের পেছনে পেছনে গিয়ে কবরটা দেখলেন এবং ঈসার লাশ কিভাবে দাফন করা হল তাও দেখলেন। তারপর তাঁরা ফিরে গিয়ে তাঁর লাশের জন্য সুগন্ধি মশলা এবং মলম তৈরী করলেন। ইউহোন্না এসবের কিছুই উল্লেখ করেননি।

উল্লেখ্য যে, ইউহোন্নার বর্ণনা মতে নীকদীম প্রায় একমন দশ সের গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে এনেছিলেন এবং সেই সমস্ত সুগন্ধি জিনিসের সংগে ঈসা (আ.)এর লাশটি কাফন জড়ানো হয়। তাহলে দাফনের পর নতুন করে আবার মহিলাদের সুগন্ধি তৈরীর প্রয়োজন দেখা দিল কেন? যদি সুগন্ধি তৈরী করে থাকেন তবে মথি, মার্ক ও ইউহোন্না তা উল্লেখ করছেন না কেন?

ইউহোন্না তো তাদের সেই সময় কবরের কাছে যাওয়ার কথাও উল্লেখ করছেন না। আবার একদিকে মথি বলছেন, মরিয়মেরা কবরের কাছে বসে রইলেন। মার্ক বলছেন, তারা কবর দেখলেন। আর লূক বলতে চাইছেন শুধু মরিয়মেরা নয় অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা কবর ও দাফন করার অবস্থা দেখলেন, এবং সুগন্ধি তৈরী করে রাখলেন।

### ৮৯. মৃত্যুর উপর জয়লাভ

এ প্রসঙ্গে অনেক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।

ক. মথি, লূক বলছেন; সপ্তাহের প্রথম দিন (অর্থাৎ রবিবার) খুব সকালে মহিলারা কবরের কাছে গেল। ইউহোন্না বলছেন খুব সকালে অন্ধকার থাকতে গেল। আর মার্ক বলছেন, খুব সকালে সূর্য উঠবার সংগে সংগে গেল।

খ. ইউহোন্না বলছেন, শুধু মরিয়ম মগদলীনী গেছে। মথি বলছেন, মরিয়ম মগদলীনী ও সেই অন্য মরিয়ম গেছে। মার্ক বলছেন, মগদলীনী মরিয়ম, ইয়াকুবের মা মরিয়ম এবং শালোমী তিনজন গেছে। আর লূক বলছেন, মগদলীনী মরিয়ম, যোহানা ও ইয়াকুবের মা মরিয়ম ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা গেছে।

গ. লুক বলছেন, তারা সুগন্ধি মশলা নিয়ে গেছে। মার্ক বলছেন, লাশে মাখাবার জন্য সুগন্ধি মলম নিয়ে গেছে। মথি বলছেন, দেখতে গেছে। আর ইউহোন্না বলছেন, কবরের কাছে গেছে।

ঘ. মথি বলছেন, তারা গিয়ে দেখলেন কবরের মুখে পাথরখানা সরিয়ে একজন ফেরেস্টা সেটার উপর বসে আছেন। মার্ক বলছেন, কবরের গুহার ভিতর ঢুকে একজন যুবককে দেখলেন। লুক বলছেন, “তারা দেখলেন, কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কবরের ভিতর গিয়ে তারা ঈসার লাশ দেখতে পেলেন না। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে সেই বিষয়ে ভাবছিলেন, এমন সময় বিদ্যুতের মত ঝকঝকে কাপড় পরা দু’জন লোক তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন” আর ইউহোন্নার বর্ণনামতে শুধু মরিয়ম মগদলীনী দেখলেন, কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরান হয়েছে। পরে তিনি এসে পিতর ও ইউহোন্নাকে খবর দিলেন। তারা গিয়ে অবস্থা তাই দেখলেন। ভিতরে ঢুকে কবরে কাউকে দেখতে পাননি। পরে তারা ফিরে আসলে মরিয়ম মগদলীনী কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় তিনি উঁকি দিয়ে দেখেন কবরে দু’জন ফেরেস্টা। একজন মাথার দিকে, অপর জন পায়ের দিকে বসে আছেন। লক্ষ্য করুন, মথি ও মার্ক দু’জনই বলছেন একজন ফেরেস্টাকে দেখার কথা।

মথি বলছেন কবরের বাইরে পাথরের উপরে দেখার কথা, আর মার্ক বলছেন কবরের ভিতরে বসে থাকতে দেখার কথা।

আর লুক ও ইউহোন্না দু’জন বলছেন দু’জন ফেরেস্টাকে দেখার কথা। লুক বলছেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার কথা, ইউহোন্না বলছেন বসে থাকতে দেখার কথা। লুক বলছেন, স্ত্রীলোকদের চিন্তা ভাবনার সময় তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর কথা আর ইউহোন্না বলছেন, তার অনেক পরে উঁকি মেরে কবরে বসে থাকতে দেখার কথা!! মথি লিখছেন, ফেরেস্টা স্ত্রীলোকদের বললেন : তোমরা ভয় কোরো না, কারণ আমি জানি, যাকে ত্রুশের উপর মেরে ফেলা হয়েছিল তোমরা সেই ঈসাকে খুঁজছো। তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনভাবেই জীবিত হয়ে উঠেছেন। আস, তিনি যেখানে শুয়েছিলেন সেই জায়গাটা দেখ। তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর

সাহাবীদের বল, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তারা সেখানেই তাঁকে দেখতে পাবে। দেখ, কথাটা আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম (২৮:৫-৭)।

মার্ক লিখছেন, কবরের গুহায় ঢুকে তারা দেখলেন, সাদা কাপড় পরা একজন যুবক ডান দিকে বসে আছেন। এতে তারা খুব আশ্চর্য হলেন। সেই যুবকটি বললেন : আশ্চর্য হয়োনা।

নাসরত গ্রামের ঈসা, যাঁকে ক্রুশের উপর মেরে ফেলা হয়েছিল তাঁকেই তোমরা খুঁজছো তো? তিনি এখানে নেই। তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। যেখানে তারা তাঁকে দাফন করেছিলেন সেই জায়গা দেখ। তারপর তোমরা গিয়ে তাঁর সাহাবীদের ও পিতরকে এই কথা বল, তিনি তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনই তারা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।

লুক লিখছেন, লোক দু'জন তাঁদের বললেন : যিনি জীবিত তাঁকে মৃতদের মধ্যে খোঁজ করছেন কেন? তিনি এখানে নেই। তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি যখন গালীলে ছিলেন তখন তিনি তোমাদের নিকট যা বলেছিলেন তা মনে করে দেখ। তিনি বলেছিলেন, মনুষ্য পুত্রকে পাপী লোকদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে।

তারপর তাঁকে ক্রুশের উপর মেরে ফেলা হবে এবং তৃতীয় দিনে তাঁকে আবার জীবিত হয়ে উঠতে হবে। তখন তাঁদের সেই কথা মনে পড়ল। ইউহোন্না লিখছেন, ফেরেস্টা দু'জন মরিয়মকে বললেন : নারী, কাঁদছো কেন? মরিয়ম তাঁদের বললেন : লোকেরা আমার প্রভূকে নিয়ে গেছে এবং তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না।

চ. ইউহোন্নার বর্ণনামতে উক্ত কথা বলে মরিয়ম পেছনে ফিরে দেখলেন, ঈসা তাঁকে বললেন : কাঁদছো কেন? কাকে খুঁজছো? ঈসাকে বাগানের মালি ভেবে মরিয়ম বললেন : জনাব আপনি যদি তাকে নিয়ে গিয়ে থাকেন তবে বলুন কোথায় রেখেছেন। আমিই তাকে নিয়ে যাব। ঈসা তাঁকে বললেন : মরিয়ম। তাতে মরিয়ম ফিরে দাঁড়িয়ে ইব্রাণী ভাষায় ঈসাকে বললেন : রব্বুনি! রব্বুনি শব্দের অর্থ গুস্তাদ। ঈসা মরিয়মকে বললেন : আমাকে

ধরে রেখে না, কারণ আমি এখনো উপরে পিতার কাছে যাইনি। তুমি বরং ভাইদের কাছে গিয়ে বল, যিনি আমার ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ও তোমাদের খোদা আমি উপরে তাঁর কাছে যাচ্ছি।

ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা গেল, কবরের কাছেই ঈসার সংগে মরিয়মের দেখা হয়। এবং প্রথমে মরিয়ম তাকে চিনতে পারেননি। কিন্তু এইসব কথা অন্য কোন ইঞ্জিল রচয়িতা উল্লেখ করেননি।

লুক তো ঈসার সঙ্গে মরিয়মের দেখা সাক্ষাতের কথা আদৌ উল্লেখ করেননি। আর মার্ক যদিও উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি কবরের কাছে বা রাস্তায় এই সাক্ষাত হয়েছে বলে বলেননি বরং তিনি লিখেছেন- (ফেরেস্তার সংগে কথা বলার পর) সেই স্ত্রীলোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে কবরের গুহা থেকে বের হয়ে আসলেন এবং সেই জায়গা থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তারা এত ভয় পেয়েছিলেন যে কাউকে কিছু বললেন না।

সপ্তাহের প্রথম দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর ঈসা প্রথমে মগদলীনী মরিয়মকে দেখা দিলেন। ঈসাকে দেখবার পর মরিয়ম গিয়ে য়াঁরা ঈসার সঙ্গে থাকতেন তাদের কাছে খবর দিলেন। সেই সময় তারা দুঃখ করছিলেন ও কাঁদছিলেন। মথিও এই সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে তাঁর বর্ণনা মতে সেটা কবরের কাছেও ছিল না, শুধু মরিয়মের সংগেও ছিল না। বরং তা হয়েছে রাস্তায় অনেক মহিলার সংগে, মথি লিখছেন-সেই স্ত্রীলোকেরা অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু ভবুও আনন্দের সাথে তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন।

ঈসার সাহাবীদের এই খবর দেওয়ার জন্য দৌড়াতে লাগলেন। আর ঈসা হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকদের সামনে এসে বললেন : সালাম! তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পা ধরে তাঁকে সেজদা করলেন। ঈসা তাদের বললেন : ভয় কোরো না। তোমরা গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল। তারা সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে। দেখুন, সাক্ষাতের স্থান, কাল, পাত্র ও সাক্ষাতের পর ঈসা (আ.)এর বক্তব্য নিয়ে মথি, মার্ক ও ইউহোন্নার বর্ণনায় কত পার্থক্য। কেউ বলেছেন, দেখা করেছেন একজনের



সঙ্গে, কেউ বলছেন, দেখা করেছেন একাধিক জনের সংগে। কেউ বলেছেন দেখা হয়েছে রাস্তায়। কেউ বলেছেন, দেখা হয়েছে কবরের কাছে। কেউ বলছেন, ফেরেস্‌তাদের কথা শুনে খ্রীলোকদের ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল কাউকে কিছু বলল না।

কেউ বলছেন তারা গিয়ে সাহাবীদের খবর দিল। কেউ বলছেন, মরিয়ম শুধু পিতর ও ইউহোন্না কে খবর দিয়েছে। কেউ বলছেন, দেখেই তারা ঈসাকে চিনে ফেলেছেন এবং তার পা ধরে সেজদা করেছেন। কেউ বলছেন, প্রথমে চিনেননি, বরং মালি মনে করে তাকেই লাশ চোর বলে সন্দেহ করেছেন। কেউ বলছেন, ঈসা মরিয়মকে বলেছিলেন, তুমি গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল, সেখানে তাদের সংগে দেখা হবে। কেউ বলছেন, তিনি বলেছিলেন, তুমি গিয়ে ভাইদের বল আমি উপরে খোদার কাছে যাচ্ছি।

ছ. শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেঃ মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, শিষ্যরা মহিলাদের খবরকে বিশ্বাস করে গালীলে পৌঁছে গিয়েছিলেন (২৮:১০,১৬)।

কিন্তু মার্ক বলছেন, ঈসা জীবিত হয়েছেন এবং মরিয়ম তাঁকে দেখেছেন এই কথা শুনে তাঁরা বিশ্বাস করলেন না (১৬:১১)।

এমনিভাবে লূক লিখছেন, তারা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগার জন সাহাবী এবং অন্য সকলকে এই সমস্ত কথা জানিয়ে দিল। কিন্তু সেই সমস্ত কথা তাঁদের কাছে বাজে কথার মতই মনে হল। সেই জন্য সেই খ্রীলোকদের কথা তারা বিশ্বাস করলেন না। পিতর কিন্তু উঠে দৌড়ে কবরের কাছে গেলেন এবং নীচু হয়ে কেবল কাফন গুলিই দেখতে পেলেন। যা ঘটেছে তাতে আশ্চর্য হয়ে তিনি ফিরে আসলেন (২৪:৮-১২)।

ইউহোন্না শিষ্যদের কথা অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেননি। শুধু লিখেছেন, তখন মরিয়ম মগদলীনী সাহাবীদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন, তিনি প্রভুকে দেখেছেন আর প্রভুই তাকে এই সমস্ত কথা বলেছেন (২০:১৮)।

বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার, ইজি়িল সমূহের বর্ণনায় যেখানে বারবার ঈসা (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে আমাকে মেরে ফেলা হবে এবং আমি পরে জীবিত হব। এমনকি গ্রেফতারীর একদিন পূর্বেও মথি (২৬:৩২) ও মার্ক (১৪:২৮) এর বর্ণনা মতে তিনি বলেছেন, আমাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হলে পর আমি তোমাদের আগেই গালীলে যাব।

এতসব কিছু পর তো উচিৎ ছিল শিষ্যদের সোজা গালীল শহরে চলে যাওয়া। কিন্তু সেখানে খ্রীলোকদের খবরকে বাজে কথা কেন মনে করা হচ্ছে? কেনই বা তাদের সংবাদকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে? তবে কি পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সর্বৈব মিথ্যা ছিল? নাকি ব্যাপারটিতে পুরো তাল-গোল পাকিয়ে ফেলার কারণে পূর্বাপরের মধ্যে এমন অমিল ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে?

### ৯০. শিষ্যদের সংগে দেখা সাক্ষাত

হযরত ঈসা (আ.) জীবিত হয়ে কতবার কোথায় কোথায় শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন তা নিয়েও অনেক রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে তা তুলে ধরা হল। উল্লেখ্য যে খ্রীলোকদের সংগে দেখা দেয়া এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ক. মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, একবার দেখা হয়েছে, আর তা হয়েছে গালীলের পাহাড়ে। সেখানে এগারজন সাহাবী ছিলেন। সেখানে ঈসা (আ.) কে দেখে তাঁরা তাকে সেজদা করেন, কিন্তু কয়েকজন সন্দেহ করলেন (২৮:১৬,১৭)।

এর বিপরীত মার্ক ও লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, দেখা হয়েছিল দু'বার। প্রথমবার দেখা হয়েছিল দু'জনের সংগে, তখন তারা গ্রামে যাচ্ছিলেন। লূক সেই গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন ইম্মায়ু। এ ঘটনার বিবরণ নিয়েও মার্ক ও লূকের বর্ণনায় বেশ গরমিল রয়েছে। আর দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছে ১১ জনের সংগে।

ইউহোন্নার বর্ণনা মতে দেখা হয়েছিল তিন বার। প্রথমবার দেখা হয়েছিল রবিবার সন্ধ্যা য়, যখন শিষ্যরা ইহুদীদের ভয়ে ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে এক জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন।

ঈসা (আ.) তখন তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন : তোমাদের উপর শান্তি হোক। এই কথা বলে তিনি তার দুই হাত ও পাজরের দিকটা তাঁদের দেখালেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁরা খুব খুশী হলেন। এসময় থোমা নামক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন না। ২য় বার দেখা হয়েছিল, যখন থোমা অন্যদের কাছে খবর শুনেও সন্দেহ করলেন এবং বললেন : আমি তাঁর দু'ই হাতে যদি পেরেকের চিহ্ন না দেখি, সেই চিহ্নের মধ্যে যদি আংগুল না দেই এবং তাঁর পাজরে হাত না দেই, তবে কোন মতেই আমি বিশ্বাস করব না। তাই প্রথম দেখা দেওয়ার এক সপ্তাহ পর ২য় বার তিনি দেখা দিলেন।

তখনও শিষ্যরা ঘরের মধ্যে মিলিত হয়েছিলেন। থোমাও তাদের সংগে ছিলেন। ঈসা (আ.) থোমাকে বললেন : তোমার আংগুল এখানে দিয়ে আমার হাত দু'টো দেখ এবং তোমার হাত বাড়িয়ে আমার পাজরে রাখ। অবিশ্বাস কোরোনা বরং বিশ্বাস কর।

৩য় বার দেখা দিয়েছিলেন পিতরসহ সাতজন সাহাবীর সংগে, তিবিরিয়া সাগরের পাড়ে, যখন তারা সেখানে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। এ সময়ও তারা প্রথমে তাকে চিনতে পারেননি।

খ. মার্কের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, প্রথমবার যে দু'জনের সংগে দেখা হয়েছিল, তারা এসে শিষ্যদেরকে সংবাদ দিলে তারা তা বিশ্বাস করল না। এর পরে তিনি তাঁদের সকলের সংগে দেখা দেন। তখন তারা খাচ্ছিলেন। বিশ্বাসের অভাব ও অন্তরের কঠিনতার জন্য তিনি তাঁদের প্রতি অনুযোগ করলেন। কারণ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর যারা তাঁকে দেখেছিলেন তাদের কথা তাঁরা বিশ্বাস করেননি (১৬:১৩,১৪)।

এর বিপরীত লূকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তারা দু'জন এসে যখন সংবাদ দিলেন, আর অন্য শিষ্যরা সে সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, তখনই ঈসা (আ.) এসে তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে সকলকে বললেন : “তোমাদের শান্তি হোক”। এ ঘটনা ঘটেছে জেরুজালেমে (২৪:৩৩-৩৬)।

লুক আরও বলছেন, তারা ভূত দেখছেন ভেবে খুব ভয় পেলেন। ঈসা তাদের বললেন : কেন তোমরা অস্থির হচ্ছে। আর কেনই বা তোমাদের মনে সন্দেহ জাগছে? আমার হাত ও পা দেখ। দেখ, এ আমি। আমাকে ছুঁয়া দেখ, কারণ ভূতের তো আমার মত হাড় মাংস নেই (২৪:৩৭,৩৮)। পরে তিনি তাদের সংগে এক টুকরা ভাজা মাছ খেলেন এবং অনেক কথাবার্তার পর তাদেরকে নিয়ে বেথানিয়া পর্যন্ত গেলেন। আর হাত তুলে তাদের দোয়া করতে করতে উপরে চলে গেলেন।

গ. ইঞ্জিল চতুষ্ঠয়ের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, অল্প কালের মধ্যে ঈসা (আ.) শিষ্যদের সংগে এক বা একাধিকবার দেখা করে আকাশে চলে যান। এর বিপরীত লুক, প্রেরিত পুস্তকে বলছেন, চল্লিশদিন পর্যন্ত তিনি সাহাবীদের দেখা দিয়ে খোদার রাজ্যের বিষয়ে বলেছিলেন (১:৩)।

ঘ. শিষ্যদের সংগে দেখা করার পর ঈসা (আ.) যে সমস্ত কথা বলেছেন, তা নিয়েও ইঞ্জিল সমুহে ও প্রেরিত পুস্তকে অনেক পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়। মথি এক রকম বলছেন, মার্ক অন্য রকম বলছেন। লুক তাঁর ইঞ্জিলে এবং প্রেরিত পুস্তকে নিজেই দু'রকম বর্ণনা তুলে ধরেছেন আর ইউহোন্নাও তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

ঙ. মথির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.) গালীল পাহাড়ে শিষ্যদের সংগে দেখা দিয়েছেন। এর বিপরীত লুক ও ইউহোন্নার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, জেরুজালেমেই তিনি তাদের সংগে দেখা দিয়েছেন। ইউহোন্নার বর্ণনা মতে তৃতীয়বার তিবিরিয়া সাগরের পাড়ে তিনি দেখা দিয়েছিলেন। এ সব বৈপরিত্য ও পরস্পর বিরোধিতা পুরো বিষয়টার বানোয়াট ও মনগড়া হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

বার্ণাবাসের বর্ণনা এর চেয়ে অনেকটা সামাজ্যস্বপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ ও কুরআনের বর্ণনার কাছাকাছি। বার্ণাবাসের বর্ণনাতে বলা হয়েছে, এহুদা বিশ্বাস ঘাতকতা করে ঈসাকে ধরিয়ে দিতে আসে। সাহাবীরা তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ঈসা সৈন্যদের আগমন টের পেয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। তখনি ফেরেশ্তারা তাঁকে আকাশে তুলে নেন।

এহুদা তার তালাশে ঘরে ঢুকতেই খোদার অসীম কুদরতে তার কণ্ঠ ও চেহারা অবিকল ঈসার মত হয়ে যায়। এহুদা ঘুমন্ত সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করে ঈসা কোথায়? তারা উঠে তাকে দেখে বলল, প্রভু আপনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? এহুদা নিজের পরিচয় দিতে থাকে এর মধ্যেই সৈন্যরা ঘরে ঢুকে পড়ে। সাহাবীরা তখন পালিয়ে যায়। সৈন্যরা এহুদাকেই ঈসা ভেবে গ্রেফতার করে এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে করতে ইহুদীদের কাছে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে পীলাতের কাছে। পীলাত এহুদার কথাবার্তা শুনে নিজেকে এড়ানোর জন্য হেরোদের কাছে পাঠান। হেরোদ তার কথা-বার্তা শুনে পুণরায় পীলাতের কাছে পাঠান। পরে ইহুদীদের চাপে তাকে ক্রুশে দেয়া হয়।

পরে তাকে কবর দেয়া হলে কিছু লোক তার লাশ চুরি করে গুজব রটিয়ে দেয় যে ঈসা কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। এরপর ঈসা ফেরেস্তুদের সংগে নেমে আসেন এবং তাঁর মা, সাহাবীদের সংগে দেখা দিয়ে বলেন আমি মরিনি, জীবিত আছি। পরে তিনি আবার আকাশে ফিরে যান। এতো গেল বার্মাবাসের ইঞ্জিলের উদ্ধৃতি।

এ ইঞ্জিল সম্পর্কে অবশ্য খৃষ্ট সমাজে খামখা সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে আরেকটি ইঞ্জিল আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি সেন্ট পিটার/পিতর এর লেখা বলে দাবী করা হয়েছে। উক্ত ইঞ্জিলে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে-হযরত ঈসা (আ.)কে শূলে চড়ানোর কিছু সময় পূর্বে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছিল। পিতরের ইঞ্জিল থেকে উক্ত বাক্যটি হেলমেন স্ট্রীটর স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইঞ্জিল চতুষ্টয়ে (The Four gospels) উদ্ধৃত করেছেন।

এ গ্রন্থটি ১৯৬১ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। স্ট্রীটর যদিও কথাটির এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে ঈসাকে তুলে নেয়া মানে তাঁর মধ্যে খোদায়ী যে সত্তা বিদ্যমান ছিল তা তুলে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু পিতরের

ইঞ্জিলে এ ব্যাখ্যার কোন প্রমাণ নেই। বরং এর বিপরীত কথারই প্রমাণ আছে। আর তা হলো আকাশে তুলে নেয়া সম্পর্কে সেখানে কর্মবাচ্য পদ -

( Passive Voice ) ব্যবহার করা হয়েছে।

ষ্ট্রীটর নিজেই এই শব্দগুলি উদ্ধৃত করেছেন-

“He WAS TAKEN ”

তাকে উপরে তুলে নেয়া হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে অন্য কেউ তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন। “ঈসাকে” বলে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান খোদায়ী সত্ত্বাকে বোঝানো হয়ে থাকলে বলা হতো “তিনি উপরে চলে গেছেন- কারণ খোদাকে কেউ তুলে নিতে পারে না।

## বাইবেলের ভুল-ভ্রান্তি

পেছনে বাইবেলের স্ববিরোধিতা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে অবশ্যই একটি ভুল অপরটি সঠিক অথবা উভয়টিই ভুল। আলোচ্য অধ্যায়ে সেইসব ভুল-ভ্রান্তি ছাড়া অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরা হচ্ছে। এমন ভুলের সংখ্যাও বাইবেলে অনেক।

### ১. ঘরের চেয়ে বারান্দা উঁচু

২ বংশাবলিতে আছে-ঘরের সামনের বারান্দা ঘরের চওড়ার মাপ অনুসারে বিশ হাত চওড়া ও তার ছাদ একশো বিশ হাত উঁচু করে দেওয়া হল (৩:৪)।

এখানে “একশো বিশ হাত” কথাটা ভুল। কারণ মূল ঘরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। দেখুন ১.রাজাবলি ৬:২। সুতরাং বারান্দার উচ্চতা ১২০ হাত হতে পারে না। আমাদের উভয় বাংলা অনুবাদে ও ইংরেজী অনুবাদে এখনো এ ভুল রয়ে গেছে। যদিও সুরয়ানী ও আরবী অনুবাদকরা এটা বিকৃত করে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়েছেন, তারা এখানে “একশো” কথাটি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন-এর উচ্চতা ছিল বিশ হাত।

### ২. বিনয়ামীন গোষ্ঠীর ভাগের জমি প্রসঙ্গে

বিনয়ামীন গোষ্ঠীর এলাকার সীমা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইউশা পুস্তকের আরবী ও প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে- “নদীর কিনারা থেকে মোড় দিয়ে...” (১৮:১৪)। এখানে “এই নদীর কিনারা ” কথাটি ভুল। কারণ সেখানে এমনকি তার আশে-পাশে কোন নদী ছিল না। বাইবেল ভাষ্যকার ডি, আই, লী ও রিচার্ডমেন্ট এই ভুলের কথা স্বীকার করে বলেছেন, হিব্রু যে শব্দের ঐ অর্থ করা হয়েছে আসলে সেটার অর্থ হলো পশ্চিম। উল্লেখ্য যে আমাদের বাংলা উভয় অনুবাদে এখানে নদীর কিনারা শব্দটি বাদ দিয়ে “পশ্চিম” শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ অনুবাদকরা রিচার্ডমেন্ট প্রমুখের মন্তব্য জেনে ফেলেছেন। কিন্তু প্রাচীন ইংরেজী বাইবেলে এখনো

“the corner of the sea” কথাটি রয়ে গেছে। আগামী সংস্করণে হয়ত “Sea” কথাটি “West” দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

৩. ২ বংশাবলিতে আছে- কেননা ইস্রায়েল রাজ আহসের জন্য সদা-প্রভু যিহ্দাকে নত করিলেন (বাংলা বাইবেল, ২৮:১৯)। এখানে “ইস্রায়েল-রাজ” কথাটি ভুল। কারণ আহস ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন না। ছিলেন এহ্দার/যিহ্দার রাজা (দ্র.২ বংশা; ২৮:১,২)। গ্রীক ও ল্যাটিন অনুবাদকরা সেজন্যই “ইস্রায়েল” শব্দটির স্থানে এহ্দা শব্দটি উল্লেখ করেছেন। বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা হয়ত এই ভুল টের পেয়ে গেছেন, তাই “ইস্রায়েল-রাজ” কথাটি বাদ দিয়ে অনুবাদ করেছেন-বাদশাহ আহসের জন্য মাবুদ এহ্দাকে নীচু করেছিলেন, কিন্তু বাংলা বাইবেলের ইস্রায়েল-রাজ ও ইংরেজী বাইবেলের “king of israel” এখনো ঐ ভুলের জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে আছে।

৪. ২ বংশাবলি পুস্তকে আছে, যিহ্দা ও যিকৃশালেমের উপরে তাহার ভ্রাতা সিদিকিয়কে রাজা করিলেন (বাংলা বাইবেল, ৩৬:১০)।

এখানে তাহার ভ্রাতা বলতে যিহোয়াখীনের ভ্রাতা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই ভ্রাতা কথাটি ভুল। কারণ সিদিকিয় যিহোয়াখীনের ভাই ছিলেন না, বরং চাচা ছিলেন (দ্র.২ রাজাবলি, ৪:১৭)।

কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা এই ভুল বুঝতে পেরে উক্ত বাক্যের অনুবাদ এইরূপ করেছেন, আর যিহোয়াখীনের চাচা সিদিকিয়কে এহ্দা ও জিরুজালেমের বাদশাহ করলেন। কিন্তু বাংলা বাইবেলের “ভ্রাতা” ও ইংরেজী বাইবেলের “his brother” শব্দটি এখনো সেই ভুলের উজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে আছে।

৫. আদি পুস্তকে আছে-তাদের (মানুষের) সময় একশত বিংশতি বৎসর হইবে (বাংলা বাইবেল, ৬:৩)। এখানে মানুষের আয়ু “একশত বিশ বছর” কথাটি মোটেও ঠিক নয়। কারণ পূর্বকালে লোকদের বয়স ছিল অনেক। নূহ (আ.) ৯৫০ বছর, তাঁর ছেলে হাম ৬০০ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আর বর্তমান কালে ৭০,৮০ বছর হায়াত পাওয়াও কঠিন। তাই একশো বিশ বছর কোন ভাবেই সঠিক হতে পারে না। উল্লেখ্য যে ৩ নং পদটির অনুবাদে বেশ গরমিল পাওয়া যায়।



বাংলা বাইবেলে এর অনুবাদ করা হয়েছে-তাহাতে সদা-প্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবেন না, তাহাদের বিপদ গমনে তাহারা মাংস মাত্র; পরন্তু তাহাদের সময় একশত বিংশতি বৎসর হইবে। আর কিতাবুল মোকাদ্দসে অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে-এই অবস্থা দেখে মাবুদ বললেন : আমার রূহ চিরকাল ধরে মানুষকে চেতনা দিতে থাকবেন না, কারণ মানুষ মৃত্যুর অধীন। আমি তাদের আরও একশো বিশ বছর সময় দিচ্ছি। খুব সম্ভব এই অনুবাদকরা ভুলটি টের পেয়ে গেছেন। তাই নীচে দাগ দেয়া বাক্যটির অনুরূপ অনুবাদ করেছেন। উর্দু ও ইংরেজী কোন অনুবাদেই এমন বলা হয়নি। উর্দুতে বলা হয়েছে-

تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی  
تو بشر ہے اور اسکی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی

অর্থাৎ তখন খোদা বললেন : আমার রূহ মানুষের সংগে সবসময় থাকবেনা। কারণ তারাও তো মানুষ। তাদের আয়ু একশো বিশ বছর হবে। এ অনুবাদও শেষ বাক্যটির ক্ষেত্রে বাংলা বাইবেলের অনুবাদের অনুরূপ। যদিও অন্যান্য বাক্যের অনুবাদে গরমিল আছে। এবার লক্ষ্য করুণ ইংরেজী অনুবাদ-

And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh; yet his days shall be an hundred and twenty years.

বাংলা বাইবেলের অনুবাদ মনে হচ্ছে এই ইংরেজী অনুবাদ থেকেই করা হয়েছে।

৬,৭. ইয়ারমিয়া পুস্তকে বলা হয়েছে-বোখতে নাসার যে লোকদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা হল এই: সপ্তম বছরে তিন হাজার তেইশ জন ইহুদী, বোখতে নাসারের রাজত্বের আঠারো বছরের সময় জেরুজালেম থেকে আটশো বত্রিশ জন ইহুদী, আর তাঁর রাজত্বের তেইশ বছরের সময় বাদশাহর রক্ষীদলের সেনাপতি নব্ব্বরদন সাতশো পঁয়তাল্লিশ

জন ইহুদীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এদের সংখ্যা ছিল মোট চার হাজার ছ'শো (৫২:২৮-৩০)। এখানে দু'টি ভুল খুবই সুস্পষ্ট।

এক, এখানে তিনবারের হামলায় মোট বন্দী সংখ্যা বলা হয়েছে চার হাজার ছ'শো। এ সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ ২ রাজাবলি পুস্তকে একবারের হামলার বন্দী সংখ্যাই বলা হয়েছে দশ হাজার (দ্র. ২৪:১৪)।

দুই, উক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, তৃতীয় বারের হামলাটি হয়েছিল বোখতে নাসারের রাজত্বের তেইশতম বছরে। এটাও ভুল। কারণ ২ রাজাবলিতে এ হামলা ১৯তম বছরে হয়েছে বলে বলা হয়েছে। (দ্র. ২ রাজা.২৫:৮,৯)।

#### ৮. দানিয়াল পুস্তকের একটি ভুল ভবিষ্যদ্বাণী

দানিয়াল পুস্তকে আছে-তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরের সম্বন্ধে সত্তর সপ্তাহ নিরুপিত হইয়াছে-অধর্ম সমাপ্ত করিবার জন্য, পাপ শেষ করবার জন্য, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, দর্শন ও ভাববাণী মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য, এবং মহা পবিত্রকে অভিষেক করিবার জন্য (বাংলা বাইবেল, দানিয়েল, ৯:২৫)।

আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে, -

سبعون اسبوعا قضيت على شعبك و على مدينتك المقدسة

উর্দু অনুবাদে আছে,

تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لئے سترہ سب سے مقرر کئے گئے

ব্রিটিশ বাইবেল সেসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে,

Seventy weeks are determined upon they people and upon they holy city.

নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড নিউ ট্রান্সলেশনে আছে-

There are seventy weeks that have been determined upon your people and upon your holy city .

বাইবেলের খৃষ্টান ভাষ্যকারদের মতে উক্ত উদ্ধৃতিতে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অথচ এটা একান্তই ভুল, কারণ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত “সত্তর সপ্তাহ” পরে ঈসা (আ.) দুনিয়াতে তাশরীফ আনেন নি। অধিকন্তু উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে দর্শণ ( আরবী ও উর্দু অনুবাদে دُرى শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে) তথা স্বপ্ন ও খাবেরও পরিসমাপ্তি ঘটান কথা বলা হয়েছে, অথচ সত্য স্বপ্ন সকলের মতে আজ পর্যন্ত বাকি আছে।

উল্লেখ্য যে, বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা এখানে অনুবাদে চরম বিকৃতি ঘটিয়েছেন। সেখানে অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে-তোমার লোকদের ও তোমার পবিত্র শহরের জন্য সত্তর গুন সাত বছর ঠিক করা হয়েছে।

লক্ষ্য করুন, পূর্বের সকল অনুবাদে সত্তর সপ্তাহ তথা ৪৯০ দিনের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিতাবুল মোকাদ্দসে তা সত্তর গুন সাত বছর তথা ৪৯০ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তো আসমানী কিতাব! কিন্তু তারপরও সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ ঐতিহাসিকদের মতে এ ভবিষ্যদ্বাণীর কমপক্ষে ৫৩৬ বছর পর ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমন করেছেন।

৯. সেন্ট পল ফেরেশতাদের উপর ঈসা (আ.) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য ইব্রানীয়দের কাছে লেখা পত্রে আল্লাহর নিম্নোক্ত উক্তিটি উল্লেখ করেছেনঃ “আমি তার পিতা হব, আর সে আমার পুত্র হবে” (ইব্রাণী, ১:৬) খৃষ্টান পণ্ডিতদের ধারণা, উক্ত উক্তিটিতে ২ শামুয়েল পুস্তকের ৭ নং অধ্যায়ের ১৪ নং পদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু এটি একান্তই ভুল। ভুল হওয়ার বহু কারণ রয়েছে। যেমন, এক. ১ বংশাবলি পুস্তকে (২২: ৯) স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে তাঁর নাম হবে সুলায়মান।

দুই. ১ বংশাবলি ও ২ শামুয়েল পুস্তকে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে “সে আমার নামে একটি ঘর (বাইতুল মোকাদ্দস) তৈরী করবে” আর একথাটি সুলায়মান (আ.) ছাড়া অন্য কারও ব্যাপারে খাটে না। কারণ

তিনিই উক্ত ঘর নির্মাণ করেছিলেন। ঈসা (আ.) করেননি। তিনি বরং ঘর নির্মাণের এক হাজার তিন বছর পর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তিন. উভয় পুস্তকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে “তিনি রাজা হবেন” ঈসা (আ.) তো রাজা ছিলেন না। বরং রাজত্ব থেকে তিনি সর্বদা পলায়নপন্ন ছিলেন (দ্র. ইউহোন্না ৬:১৫)। রাজত্ব তো দূরের কথা, তিনি এমনই অসহায় ছিলেন যে নিজেই নিজের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে “শিয়ালের গর্ত আছে এবং পাখীর বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখবার জায়গা কোথাও নেই”

চার. ১ বংশাবলিতে বলা হয়েছে-“আমি তাকে চাপাশের শত্রুদের হাত থেকে নিরাপদে রাখব” অথচ ঈসা (আ.) জন্মলগ্ন থেকে (তাদের মতে) নিহত হওয়া পর্যন্ত কখনো শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারেননি। বরং শত্রুদের ভয়ে অনেক সময় তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

পাঁচ. উক্ত পুস্তকে আরো বলা হয়েছে যে “আমি তার রাজত্বের সময়ে ইস্রাইলকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করব”। একথাটিও হযরত ঈসার উপর খাটে না। কারণ তার আমলে ইহুদীরা রোমকদের অধীনে ছিল, এবং উৎপীড়নের শিকার ছিল।

ছয়. সুলায়মান (আ.) নিজেই দাবী করেছেন যে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর সম্পর্কেই করা হয়েছে। দ্র. ২ বংশাবলি, ৬:৯,১০)। সুতরাং বলতে হবে পলের দাবীটি ভুল।

## ১০. কাক না আরব?

১ রাজাবলি (বাদশাহনামা) পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে- পরে মা'বুদ ইলিয়াসকে বললেন : তুমি এই জায়গা ছেড়ে পূর্ব দিকে যাও এবং জর্ডানের পূর্ব দিকে করীৎ শ্রোতের (বর্ণার) ধারে লুকিয়ে থাক। তুমি সেই শ্রোতের পানি খাবে আর সেখানে তোমাকে খাবার দেবার জন্য আমি দাঁড় কাকদের ঠিক করে রেখেছি। কাজেই মা'বুদ ইলিয়াসকে যা বললেন : তিনি তাই করলেন। তিনি জর্ডানের পূর্ব দিকে করীৎ শ্রোতের ধারে গিয়ে থাকতে লাগলেন। দাঁড় কাকেরা সকালে ও বিকালে তাঁর জন্য রুটি ও গোশত আনত এবং তিনি সেই শ্রোতের পানি খেতেন (১৭:২-৬)।

জেরুম ছাড়া সকল ভাষ্যকার যে শব্দটির অর্থ এখানে “কাক বা দাঁড় কাক” করেছেন, হিব্রু ভাষায় শব্দটি হল “אור” জেরুম এর অর্থ করেছেন আরব। যেহেতু তাঁর মতকে দুর্বল মনে করা হত তাই তাঁর অনুসারীরাও তাঁর ল্যাটিন অনুবাদে বিকৃতি ঘটিয়ে আরব শব্দের জায়গায় “কাক” শব্দটি বসিয়ে দিয়েছে। তাদের এ আচরণ বিরোধীদের হাতে বিদ্রূপ ও উপহাসের বিরাট হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। প্রটেস্ট্যান্টদের খ্যাতনামা পণ্ডিত হোর্ণ এ আচরণে অবাক হয়েছেন। তিনি নিজেও জেরুমের মতকে সমর্থন করেছেন। তাঁর প্রবল ধারণা এই যে “אור” শব্দটির অর্থ কাক নয়, বরং আরব। শুধু তা-ই নয়, এ ব্যাপারে তিনি ভাষ্যকার ও অনুবাদকদেরকে আহ্বানক সাব্যস্ত করেছেন। স্বীয় ভাষ্যগ্রন্থের ১ম খন্ডের ৬৩৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন “বিরুদ্ধবাদীদের কেউ কেউ অভিযোগ ও ভর্ৎসনা করছেন যে অপবিত্র পাখিরা নবীর জন্য খাবার এনে দেবে এটা কি করে সম্ভব! কিন্তু তারা যদি এখানে মূল শব্দটি লক্ষ্য করত তাহলে এমন অভিযোগ করত না। কারণ এখানে মূল শব্দ হল “אור” যার মানে আরব। শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ২ বংশাবলি ২১ নং অধ্যায়ে (১৬ নং পদে) এবং নহিমিয়া পুস্তকের ৪ নং অধ্যায়ের ৭ নং পদে। জেরুম বলেন, “אור” ঐ বস্তীকে বলা হয় যা আরব সীমান্তে অবস্থিত। সেই এলাকার লোকেরা উক্ত নবীকে খাবার সরবরাহ করত। জেরুমের এই সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান। আরবী অনুবাদ থেকেও বোঝা যায়, ঐ শব্দের অর্থ মানুষ, কাক নয়। ইহুদী ভাষ্যকার জর্জীও অনুরূপ অনুবাদ করেছেন। একজন পূত পবিত্র নবীকে যিনি কঠোরভাবে শরীয়তের বিধান পালন করতেন-অপবিত্র পাখির দ্বারা গোশত ও রুটি সরবরাহ করা আদৌ সমীচীন হতে পারে না, আসার পূর্বে পাখীরা যে কোন মৃত জন্তুতে মুখ দিত না তারই বা গ্যারান্টি কি? অধিকন্তু দীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত খাবার সরবরাহ করার কাজটিকে কাকদের সাথে সম্পৃক্ত করা কোন ভাবেই যুক্তি-গ্রাহ্য নয়।

১১. মথি লিখেছেন, “এই ভাবে ইব্রাহীম থেকে দাউদ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ। দাউদ থেকে বাবিলে বন্দি করে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ, বাবিলে বন্দি হওয়ার পর থেকে মসীহ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ (১:১৭)।

এর থেকে বোঝা গেল ঈসা (আ.) এর বংশ লতিকা তিন ভাবে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক ভাগেই চৌদ্দজন করে পুরুষ আছেন কিন্তু এটা একেবারেই ভুল। কারণ প্রথম ভাগ দাউদ (আ.) পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়েছে। যদি দাউদ (আ.) কে এই ভাগে গন্য করা হয় তবে দ্বিতীয় ভাগে তিনি গন্য হবেন না। বরং দ্বিতীয় ভাগ শুরু হবে সুলায়মান (আ.) থেকে। আর এ ভাগ সমাপ্ত হবে যিকনিয় পর্যন্ত গিয়ে। যিকনিয় এই ২য় ভাগে গন্য হলে স্বাভাবিক ভাবে ৩য় ভাগে গন্য হবেন না। বরং ৩য় ভাগ শুরু হবে শলটীয়েল থেকে আর মাসীহতে গিয়ে তা সমাপ্ত হবে। এমতাবস্থায় তৃতীয় ভাগে চৌদ্দ পুরুষের পরিবর্তে তের পুরুষ হবে। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে মথির বর্ণনা মতে মসীহ থেকে ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত  $18 \times 3 = 54$  পুরুষ হয়। অথচ মথি যে নামের তালিকা দিয়েছেন তাতে ৪১ পুরুষ হয়।

১২-১৫. মথির ইঞ্জিলে বলা হয়েছে-যোশিয়ার সন্তান যিকনিয় ও তাঁহার ভাতৃগন বাবিলে নির্বাসন কালে জাত (অর্থাৎ জন্ম লাভ করিয়াছেন) (বাংলা বাইবেল, মথি, ১:১১)। উল্লেখ্য যে ১৮৪৪ সনের আরবী অনুবাদ ও সকল উর্দু অনুবাদও অনুরূপ। উপরোক্ত বক্তব্যে চারটি ভুল রয়েছে।

এক. উক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, যোশিয় (ইউসিয়া) তখনও জীবিত ছিলেন। অথচ তিনি ঐ নির্বাসনের প্রায় বার বছর পূর্বে মারা যান। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ছেলে যিহোয়াহস তিন মাস রাজত্ব করেন। এরপর অপর ছেলে যিহোয়াকীম এগার বছর রাজত্ব করেন। তারপর যিহোয়াকীমের ছেলে যিকনিয় (যার অপর নাম যিহোয়াখীন) তিন মাস রাজত্ব করেন। তাঁর সময়েই বোখতে নাসারের হামলা হয় এবং তাঁকে অন্যান্য বণী ইস্রাইলের সংগে বাবিলে নির্বাসিত করা হয়।

(দ্র. ২ বংশা. ৩৫:২৩; ৩৬:১, ২, ৫, ৯; ২ রাজা. ২৩:৩০, ৩১, ৩৬; ২৪:৮)।

দুই. যিকনিয় যোশিয়ার ছেলে ছিল না, নাতী ছিল। উপরের আলোচনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

তিন. যিকনিয় (অপর নাম যিহোয়াখীন) এর জন্ম ব্যাবিলনের নির্বাসন কালে নয়; বরং তার অনেক আগে। নির্বাসনকালে তার বয়স ছিল আঠার বছর (দ্র. ২ রাজা, ২৪:৮)।

চার. যিকনিয়ের কোন ভাই ছিলে না। তবে হাঁ তাঁর পিতার তিনজন ভাই ছিল। এ বিষয়গুলো খৃষ্টান জগতকে যে ঝাকুনি দেয়নি তা নয়। A.clarke স্বীয় ভাষ্য গ্রন্থে লিখেছেন- কাম্থ বলেছেন, ১১ নং পদকে এভাবে পড়া চাই “যোশিয় এর ঔরসে যিহোয়াকীম ও তাঁর ভাই জন্মগ্রহণ করেন, এবং যিহোয়াকীম এর ঘরে তার পুত্র যিকনিয় বাবিলে নির্বাসন কালে জন্মগ্রহণ করেন”। লক্ষ্য করুন, কিভাবে বক্তব্যটি পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং প্রশ্ন ও আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য “যিহোয়াকীম” কে বাড়িয়ে বলার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এর পরও তৃতীয় ভুলটি রয়েই যাচ্ছে। কাম্থ সাহেবের পরামর্শ ও নির্দেশকে কাজে লাগিয়ে, এমনকি আরও একধাপ আগে বেড়ে খৃষ্টানজগত উক্ত ১১ নং পদ থেকে আপত্তির বোঝাকে সরানোর উদ্দেশ্যে এর অনুবাদে যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন বিকৃতির ইতিহাসে তা এক লজ্জাকর দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে-

And josiah beget jechoniahs and his brethren, about the time they were carried away to babylon;

অর্থাৎ যোশিয়ের ঘরে যিকনিয় ও তার ভাইয়েরা সেই সময়ের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন, যে সময় তাদেরকে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে “কাছাকাছি” কথাটি বাড়িয়ে দিয়ে অনুবাদকরা বাইবেলের কত মহান! খেদমত আঞ্জাম দিতে চেয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাতেও বাঁচা যায়নি। ১ম ২য় ও ৪র্থ আপত্তি ও ভুল রয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আঠার বছরের দীর্ঘ সময়কে “কাছাকাছি” বলে চালিয়ে দেয়াও বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। এসব কারণে ১৯৬১ সালে সমগ্র যুক্তরাজ্যের গীর্জা সংস্থার প্রতিনিধিরা যে নতুন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন, তাতে আরও একধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে-

‘And josiah was the father of jeconiah and his brethren at the time of the deportation to babylon’

অর্থাৎ আর যোশিয় বাবিলে নির্বাসনকালে যিকনিয় ও তার ভাইদের পিতা ছিলেন। এই অনুবাদকরা যিকনিয় কখন জন্ম গ্রহণ করেছেন সে বিতর্কই উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এখানেও যে ১ম, ২য় ও ৪র্থ ভুল রয়েছে গেল তা হয়ত তাঁরা আঁচ করতে পারেননি। এতো গেল ইংরেজী অনুবাদের খেলা। এবার বাংলা অনুবাদ লক্ষ্য করুন। আলোচনার শুরুতে আমরা যে অনুবাদ পেশ করেছি তা ছিল বাংলা পবিত্র বাইবেল থেকে নেয়া। বাংলা ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে- যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তাঁহার ভাইয়েরা ইস্রায়েল জাতিকে বাবিল দেশে বন্দী হিসাবে লইয়া যাইবার সময়ে ইহারা জীবিত ছিলেন। আর বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে-যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তাঁর ভাইয়েরা ইস্রাইল জাতিকে ব্যাবিলন দেশে বন্দী হিসাবে নিয়ে যাবার সময় এঁরা ছিলেন। চিন্তা করুন, এটাই সেই কিতাব যার ব্যাপারে বলা হচ্ছে এর প্রত্যেকটি কথাতে সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা অপরিহার্য!

১৬. মথি স্বীয় ইঞ্জিলে মসীহ (আ.) এর বংশলতিকা উল্লেখ করেছেন তার ২য় ভাগে পুরুষের সঠিক সংখ্যা হল ১৮, চৌদ্দ নয় (দ্র. ১ বংশাবলি ২:১০-১৬)। এ কারণেই খৃষ্টান পণ্ডিত নেভসন অত্যন্ত আক্ষেপের সংগে বলেছেন-এতকাল তো খৃষ্ট ধর্মে মনে করা হত এক ও তিন একই জিনিষ। এখন এটাও মনে করতে হবে যে, আঠার ও চৌদ্দও এক। কারণ এশী গ্রন্থে তো আর ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে না!

১৭. মথি লিখেছেন- যোরামের ছেলে উষিয় (১:৮)।

এটা ভুল। উষিয় যোরামের ছেলে নয়। বরং যোরাম ও উষিয়ের মাঝে তিন পুরুষ রয়েছে। তাঁরা সকলে প্রসিদ্ধ রাজা-বাদশাহ ছিলেন। তাঁদের জীবনী ২ রাজাবলি ৮, ১২ ও ১৪ নং অধ্যায় এবং ২ বংশাবলি ২২, ২৪ ও ২৫ নং অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ১ বংশা. (৩:১২, ১৩)। পুস্তকেও সুলায়মান (আ.) এর বংশ তালিকায় এঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮. মথির ইঞ্জিলে বলা হয়েছে-শলটীয়েলের ছেলে সরুবাবিল (১:১২)।



এ কথাও ভুল। কারণ সরুকাবিল ছিল পদায়ের ছেলে। আর পদায় ছিল যিকনিয়ের ছেলে। তবে হাঁ, সরুকাবিল শলটীয়েলের ভাতিজা ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ১ বংশাবলি, ৩ নং অধ্যায় ১৯ ও ২০ নং পদ।

১৯. মথি আরও লিখেছেন- সরুকাবিলের ছেলে অবীহুদ (১:১৩)। এটাও ভুল। কারণ ১ বংশাবলিতে (৩:২০) সরুকাবিলের সাতজন ছেলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে অবীহুদ নামে কাউকে উল্লেখ করা হয়নি।

২০. মথি লিখেছেন- এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়; একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে, তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল (১:২২,২৩)। যে নবীর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে খৃষ্টানদের মতে তিনি হলেন ইশাইয়া (আ.)। কারণ তিনি স্বীয় পুস্তকে (ইশাইয়া, ৭:১৪,১৪) কথাটি এভাবে বলেছেন, কাজেই দ্বীন দুনিয়ার মালিক নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল। মথির সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং খৃষ্টান পণ্ডিতদের ধারণা হল, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী ঈসা (আ.) কে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। কিন্তু এটা একান্তই ভুল। কারণ

এক. যে শব্দটির অর্থ তারা এখানে “অবিবাহিতা সতী মেয়ে” বা “কুমারী মাতা” করেছেন সে শব্দটির সঠিক অর্থ ইহুদী পণ্ডিতদের কাছে “যুবতী, কুমারী হোক বা বিবাহিতা। শব্দটি হিতোপদেশ/মেসাল (৩০:১৯) পুস্তকেও এমন যুবতীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার স্বামী রয়েছে। হযরত ইশাইয়া/যিশাইয় (আ.) এর বাক্যে ব্যবহৃত শব্দটির অর্থ বাইবেলের প্রাচীন তিনটি গ্রীক অনুবাদেই “যুবতী” করা হয়েছে। সুতরাং কুমারী বা অবিবাহিতা সতী মেয়ে অর্থ নেয়া ঠিক নয়। খোদ বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে- দেখ এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে”। যদিও টীকায় বলা হয়েছে, বা এক কুমারী।

দু'ই. ঈসা (আ.) কে কেউ কখনো ইম্মানুয়েল বলে ডাকে নি। না তাঁর কথিত পিতা এই নাম রেখেছেন, না তাঁর মাতা। বরং মথির ইঞ্জিলে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে ফেরেস্তা তাঁর পিতা ইউসুফকে স্বপ্নে বলেছিলেন যে তাঁর নাম ঈসা রাখবে (১:২১)। জিবরাইলও (আ.) তাঁর মাতাকে বলেছিলেন যে তাঁর নাম ঈসা রাখবে (লুক,১:৩১)। কেউ তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখতে বলেননি এবং রাখেননি। ঈসাও (আ.) কখনো দাবী করেননি যে আমার নাম ইম্মানুয়েল।

তিন. যে ঘটনার বর্ণনায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা'ও ঈসা (আ.) উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। ঘটনাটি হল- সিরিয়ার বাদশাহ রৎসীন, ইসইলের বাদশাহ পেকহ উভয়ে মিলে এহুদার বাদশাহ যোথমের ছেলে আহসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জেরুজালেমে পৌঁছেন। এহুদার বাদশাহ তাঁদের দু'জনের ঐক্যে ভীত হয়ে পড়েন। পরে আল্লাহ তা'য়ালা ইশাইয়া (আ.) এর কাছে ওহী পাঠালেন যে তুমি গিয়ে আহসকে সান্ত্বনা দাও এবং তাঁকে ভীত- সন্ত্রস্ত হতে মানা কর। তারা দু'জন মিলেও তোমার উপর জয়লাভ করতে পারবে না। বরং অল্পকালের মধ্যেই তাদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে। তাঁদের রাজত্ব খতম হয়ে যাওয়ার চিহ্ন হিসাবে বলেছেন যে এক যুবতী গর্ভবতী হবে এবং একটি ছেলে জন্ম দেবে। আর সেই ছেলের মধ্যে ভাল মন্দের পার্থক্য জ্ঞান আসার পূর্বেই তাদের উভয়ের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে পিকহের রাজত্ব উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ঠিক একুশ বছর পরই খতম হয়ে গিয়েছিল। তাই উক্ত সময়ের মধ্যেই সেই ছেলের জন্মগ্রহণ এবং ভাল মন্দের পার্থক্য জ্ঞান লাভ অনিবার্য ছিল। অথচ ঈসা (আ.) তার রাজত্ব খতম হওয়ার ৭২১ বছর পর জন্মলাভ করেছেন। সুতরাং কোনভাবেই তিনি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য

হতে পারেন না। ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিতরা ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য নিয়ে একমত্রে পৌছতে পারেননি। ডঃ বেনসন সহ অনেকের মতে যুবতী বলতে হযরত ইশাইয়ার স্ত্রীকেই বোঝানো হয়েছে। তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন অল্পকালের মধ্যেই সে গর্ভবতী হবে এবং একটি ছেলে জন্ম দেবে। আর ঐ দু'ই বাদশাহ যাদের কারণে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত তাদের উভয়ের রাজত্ব উক্ত ছেলের ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান লাভের পূর্বেই খতম হয়ে যাবে। এ মতটি যেমন গ্রহণযোগ্য, তেমন যুক্তি সঙ্গতও বটে।

২১. মথি লিখেছেন- তখন ইউসুফ উঠে সেই ছেলে ও তাঁর মাকে নিয়ে সেই রাতেই মিসরে রওয়ানা হলেন এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই রইলেন। এটা ঘটল যাতে নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়: আমি মিসর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে এনেছিলাম (২:১৪,১৫)। এখানে নবী বলতে হোসিয়া/হোশেয় (আ.)। কে বোঝানো হয়েছে। মথি এখানে হোসিয়া পুস্তকের এগার নং অধ্যায়ের দিকে ইংগিত করেছেন। অথচ এই ইংগিত একান্তই ভুল। কারণ ১১ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে-ইশ্রাইলের ছেলেবেলায় আমি তাকে মহাবত করতাম এবং তার সন্তানদের মিসর থেকে ডেকে এনেছিলাম (১৮১১ সনের মুদ্রিত আরবী অনুবাদ থেকে গৃহিত) এ কথাটি ঈসা (আ.) এর উপর কোনভাবেই ফিট খায় না। বরং এখানে সেই অনুগ্রহের কথা বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহ তা'য়ালা মুসা (আ.) এর আমলে বনী-ইসরাইলের উপর করেছিলেন। মথি এখানে বহুবচনের শব্দ (সন্তানদের) কে এক বচনে (পুত্রকে) এবং নাম পুরুষ (তার) কে উত্তম পুরুষ (আমার) দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বর্তমানের সমস্ত অনুবাদে মথির উদ্ধৃতির সংগে মিল সৃষ্টির জন্য হোশিয়া পুস্তকের উক্ত পদের অনুবাদে “আমি আমার পুত্রকে

মিসর থেকে ডেকে আনলাম” করা হয়েছে! কিন্তু হোসিয়া পুস্তকে উক্ত পদের পরবর্তী কথাগুলি তাদের বিকৃতি ও খেয়ানতের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। কারণ সেখানে এর পর বলা হয়েছে-আমি যতই তাদের কে ডাকলাম তারা ততই দূরে সরে গেল। তারা বা'ল দেবতার কাছে পশু উৎসর্গ করতে থাকল এবং মূর্তিগুলোর কাছে ধূপ জ্বালাতে লাগল (১১:২)। এ কথাগুলো ঈসা (আ.) বা তাঁর সময়কার ইহুদীদের উপর কোন ভাবেই ফিট খায় না তাই তিনি উক্ত কথার লক্ষ্য হতে পারেন না।

২২. মথি লিখেছেন-তাতে নবী আরমিয়ার মধ্য দিয়ে এই কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হল-

রামায় ভীষণ কান্নাকাটির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে,

রাহেল তাঁন সন্তানদের জন্য কাঁদছেন,

কিছুতেই শান্ত হচ্ছেন না,

কারণ তারা আর নেই (২:১৭,১৮)।

মথির বর্ণনামতে আরমিয়া (আ.) এর এই কথাগুলি হেরোদ রাজার ব্যাপক শিশু হত্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ঈসা (আ.) এর আবির্ভাবের খবর পেয়ে হেরোদ বেথেলহাম ও তার আশেপাশের এলাকার ছোট ছোট শিশুদেরকে হত্যা করেছিল। কিন্তু আরমিয়া (আ.) এর উক্তিকে হেরোদের ঘটনার সংগে জুড়ে দেয়া নিতান্তই ভুল। মথি নিজেই এই ভুলের স্বীকার হয়েছেন। কারণ এই কথাগুলো ইয়ারমিয়া (যিরমিয়া) পুস্তকের ৩১ নং অধ্যায়ের ১৫ নং পদে উল্লেখিত হয়েছে। এর পূর্বাপর কথাগুলো পড়লে একজন পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে এর সংগে হেরোদের ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এর সম্পর্ক রয়েছে আরমিয়া (আ.) এর যুগে সংঘটিত বোখতে নাসারের ঘটনার সংগে' উক্ত ঘটনায় হাজার হাজার ইসরাইলী নিহত ও হাজার হাজার বন্দী হয়ে ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়েছিল। যেহেতু তাদের মধ্যে অসংখ্য লোক রাহিলের বংশেরও ছিল, তাই তাঁর আত্মা কবরে থেকে আহত ও ব্যথিত হয়েছিল। সে কারণে আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা করেছিলেন যে তার সন্তানদেরকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে তাদের নিজ আবাস ভূমিতে ফিরিয়ে দিবেন।

২৩. মথি লিখেছেন-আর নাসরত নামে একটা গ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এটা ঘটল যাতে নবীদের মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়-“তাকৈ নাসরতীয় বলে ডাকা হবে” (২:২৩) এটাও নিশ্চিত ভুল। এমন কথা কোন নবীই কোন কিতাবে বলেননি। ইহুদীরাও এই খবরকে অস্বীকার করে আসছে। তাদের মতে এটা একেবারে মিথ্যা ও বানোয়াট। খৃষ্টান জগত আজ পর্যন্ত এর পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। বরং নিকট অতীতের ভাষ্যকারদের মধ্যে আর, এ নাক্স অকপটে স্বীকার করেছেন যে বাস্তব সত্য হল, পুরাতন নিয়মে এমন কোন কথা নেই, যাতে মাসীহের নাসেরী হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। Commentary on new testament p.4.v.1, 1958

২৪. সেই সময়ে যোহন (ইয়াহিয়া আ.) বাগ্‌তাইজক উপস্থিত হয়ে এহুদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করতে লাগলেন, তিনি বললেন :.... (বাংলা বাইবেল, মথি, ৩:১)।

১৬৭১, ১৮২১, ১৮২৯, ১৮৫৪, ও ১৮৮০ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এবং ১৮১৬, ১৮২৮, ১৮৪১ ও ১৮৪২ সালে মুদ্রিত ফারসী অনুবাদেও অনুরূপ তরজমা করা হয়েছে। এমনকি প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদেও আছে-

In those days come john the baptist...

যেহেতু এর পূর্বে ২ নং অধ্যায়ের ২২ নং পদে বলা হয়েছে-হেরোদের মৃত্যুর পর তার ছেলে আর্থিলায় এহুদিয়ার বাদশাহ হয়েছেন। সেই খবর শুনে ইউসুফ মিসর থেকে মরিয়ম ও ঈসা (আ.) কে সংগে নিয়ে গালীলে চলে আসেন এবং নাসরত গ্রামে বাস করতে থাকেন, সেহেতু উপরোল্লিখিত বক্তব্যে “সেই সময়ে ইয়াহিয়া প্রচার করতে লাগলেন” বাক্য দ্বারা এই সময়কেই বোঝান হয়েছে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে আর্থিলায় এর শাসনামলে ইউসুফ যখন নাসরত গ্রামে বাস করতে লাগলেন তখন ইয়াহিয়া এসে প্রচার শুরু করলেন। অথচ এটা ভুল। কারণ ইয়াহিয়া (আ.) এর প্রচার আরো ২৮/২৯ বছর পর শুরু হয়েছিল। লূকের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইয়াহিয়া (আ.) প্রচার শুরু করেন তখন, যখন এহুদিয়া প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন পন্তীয় পীলাত এবং সে সময়টি

ছিল রোম সম্রাট তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পনেরতম বছর (লুক, ৩:১-৩) অন্যদিকে তিবিরিয় ঈসা (আ.) এর জন্মের চৌদ্দ বছর পর সিংহাসনে আরোহন করেন (ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ বৃটানিকা, ২২খ. ১৭৬ পৃ.)।

এ হিসাবে ঈসা (আ.) এর জন্মের উনত্রিশ বছর পর ইয়াহিয়া (আ.) প্রচার শুরু করেন। এদিকে আর্থিলায় ঈসা (আ.) এর জন্মের সপ্তম বছরে পদচ্যুত হন (বৃটানিকা, ২খ, ২৪৬ পৃ.)। তবে এ ভুলটি খৃষ্টানজগত টের পেয়ে গেছে। তাই তারা অনুবাদে হেরফের শুরু করে দিয়েছে। বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা এখানে “সেই সময়” কথাটি বাদ দিয়ে এভাবে অনুবাদ করেছেন- পরে.....ইয়াহিয়া.....প্রচার করতে লাগলেন!!

২৫. মথি লিখেছেন-এতে নবী আরমিয়ার মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হল-তারা তিরিশটা রূপার টাকা নিল। এই টাকা তাঁর দাম (২৭:৯)। এখানে “আরমিয়া” নামটি মথির প্রসিদ্ধ ভুলগুলির একটি। কারণ আরমিয়া (ইয়ারমিয়া/ যিরমিয়) পুস্তকে ঐ কথার নাম নিশানা পর্যন্ত নেই। খৃষ্টান ভাষ্যকাররাও একথা স্বীকার করেছেন।

২৬. মথি লিখেছেন-ঈসা তাদের বললেন : এই কালের দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু নবী ইউনুসের চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখানো হবে না। ইউনুস যেমন সেই মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত ছিলেন, মনুষ্যপুত্রও তেমনই তিন দিন ও তিন রাত মাটির নীচে থাকবেন (১২:৩৯,৪০)। এটা হযরত ‘ঈসা (আ.) এর নামে চালিয়ে দেওয়া একটি বানোয়াট কথা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা তিনি ‘তিন দিন তিন রাত’ কবরে থাকেননি। ইঞ্জিল সমূহের বর্ণনা অনুযায়ী জুমআর দিন দুপুরের দিকে তাঁকে শূলে দেয়া হয় (ইউহোন্না/যোহন, ১৯:১৪)। সন্ধ্যার সময় ইউসুফ নামে জনৈক লোক পিলাতের কাছে গিয়ে লাশটি দাফন করার অনুমতি চায়। অনুমতি পাওয়ার পর কাফন দিয়ে রাতেই তিনি তাঁকে দাফন করেন (মার্ক, ১৫:৪৩-৪৬)। সার কথা জুমআর দিন দিবাগত রাতে তাঁকে দাফন করা হয়। আর রবিবার সকালে বেলা ওঠার পূর্বেই তাঁর লাশ গায়েব হয়ে যায় (ইউহোন্না যোহন ২০:১)। রাত্রে কখন তা গায়েব হয় কেউ বলতে পারে না। এ হিসাবে খুব

বেশী হলে মাত্র একদিন ও দুই রাত তিনি কবরে ছিলেন। তিন দিন তিন রাত নয়।

২৭. মথি লিখেছেন- (ঈসা আ. বলেছেন) আমি তোমাদের সত্যই বলছি এখানে এমন কয়েকজন আছে যাদের নিকট মনুষ্যপুত্র (অর্থাৎ ঈসা আ.) রাজা হিসাবে দেখা না দেয়া পর্যন্ত তারা মারা যাবে না (১৬:২৮)।

ইতিহাস প্রমাণ করে সেখানে উপস্থিত লোকদের সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রায় দুই হাজার বছর তাদের লাশের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু তারা কেউ ঈসা (আ.) কে রাজা হিসাবে আসতে দেখেনি। সুতরাং এটিও তাঁর বাণী হতে পারে না।

২৮. মথি লিখেছেন (ঈসা আ. বলেছেন) কোন গ্রামের লোকেরা যখন তোমাদের উপর অত্যাচার করে তখন অন্য গ্রামে পালিয়ে যেও। আমি তোমাদের সত্যই বলছি, ইস্রায়েল দেশের সমস্ত গ্রামে তোমাদের যাওয়া শেষ হওয়ার আগেই মনুষ্যপুত্র আসবেন (১০:২৩)।

এ ভবিষ্যদ্বাণীটিও সত্য প্রমাণিত হয়নি। কারণ এই সময়ের মধ্যে ঈসা (আ.) আসেননি। এমনকি তাদের সেই দাওআতের কাজ শেষ হবার পর প্রায় ১৯ শতক পার হয়ে গেছে তথাপি তার আগমন ঘটেনি।

২৯. ইউহেন্না লিখেছেন-পরে ঈসা বললেন : আমি তোমাদের সত্যই বলছি, তোমরা বেহেস্ত খোলা দেখবে, আর দেখবে খোদার ফেরেস্তার মনুষ্যপুত্রের কাছ থেকে উঠছেন এবং তাঁর কাছে নামছেন (১:৫১)। এটাও একটি ভুল। কারণ এই কথা ঈসা (আ.) বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার এবং পাক-রুহ তার উপর নেমে আসার একদিন পর বলেছিলেন। অথচ ঐ দুটি ঘটনার পর কেউ বেহেস্তকে খোলাও দেখেনি, কেউ ঈসা (আ.) এর উপর ফেরেস্তাদের উঠতে নামতেও দেখেনি।

৩০-৩২. মথি তাঁর ইঞ্জিলের চব্বিশ নং অধ্যায়ে লিখেছেন যে, ঈসা (আ.) একদা জৈতুন পাহাড়ে বসেছিলেন, এমন সময় তার শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সেই সময়ের চিহ্ন কী হবে যখন বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ঈসা (আ.) আসমান থেকে নেমে আসবেন, আর কিয়ামত সংঘটিত হবে? উত্তরে ঈসা (আ.) সমস্ত চিহ্নের কথা তুলে

ধরলেন। প্রথমে সেই সময়ের কথা বললেন : যখন বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস হবে। অতঃপর বললেন-তার পর পরই একই যুগে তার নেমে আসার বিষয়টি ঘটবে, এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ হিসাবে উক্ত অধ্যায়ের ২৮ নং পদ পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দসের ধ্বংসের কথা এবং ২৯ নং পদ থেকে শেষ পর্যন্ত ঈসা (আ.) এর আগমন ও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ এ মতটিই পছন্দ করেছেন। মার্ক, ১৩ নং অধ্যায় এবং লুক, ২৪ নং অধ্যায়ও এই মতকেই সমর্থন করে। ২৯, ৩০ নং পদে বলা হয়েছে, সেই সময়কার কষ্টের ঠিক পরেই কিতাবের কথামত সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চন্দ্র আর আলো দেবে না, তারাগুলো আসমান থেকে খসে পড়ে যাবে এবং সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি আর স্থির থাকবে না। এমন সময় আসমানে মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন দেখা দেবে। তখন দুনিয়ার সমস্ত লোক দুঃখে বুক চাপড়াবে। তারা মনুষ্যপুত্রকে শক্তি ও মহিমার সংগে মেঘে করে আসতে দেখবে।

এরপর ৩৪ নং পদে ঈসা (আ.) এর উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে-“আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যখন এইসব হবে তখনও এই কালের কিছু লোক বেঁচে থাকবে”।

উল্লেখ্য যে, ৩৪ নং পদের এই অনুবাদ আমরা বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে নিয়েছি। বাংলা বাইবেলে অনুবাদ করা হয়েছে-“আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের (টীকায়:বা এই বংশের) লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়”। ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদও অনুরূপ। ১৮১৬, ১৮২৮, ১৮৪১ ও ১৮৪২ সালের ফারসী অনুবাদে বলা হয়েছে

بد رستی که بشما میگویم که تا جمیع این چیزها کامل نگردد این طبقه منقرض نخواهد گشت.

উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে -

میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ باتیں نہ ہوں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی

আর ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে-

Verily i say unto you, this generation shall not pass,  
till all these things be fulfilled.



এসব ফারসী, উর্দু ও ইংরেজী অনুবাদও কিতাবুল মোকাদ্দস ও বাংলা বাইবেলের অনুবাদের অনুরূপ। এর থেকে একথা অনিবার্য হয়ে পড়ে যে ঈসা (আ.) এর আসা এবং কিয়ামত ঘটা সেই সময়েই হবে যে সময় বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস হবে। এমনিভাবে ঈসা (আ.) এর সমকালীন লোকেরা উক্ত তিনটি ঘটনাই প্রত্যক্ষ করবে। ঈসা (আ.) এর শিষ্যরা এবং তাদের সময়কার খৃষ্টানরাও এমন বিশ্বাস পোষন করতেন। কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল ঈসা (আ.) এর কথা নড়চড় হতে পারে না। তিনি নিজেই (উপরোক্ত ৩৪ নং পদের পর) বলেছেন-আসমান যমীন টলতে পারে কিন্তু আমার কথা টলবে না (মথি ২৪:৩৫)।

কিন্তু এসবই যে গলদ তার বড় প্রমাণ হল আজ পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দসও ধ্বংস হয়নি। আসমান থেকে ঈসা (আ.) ও আসেননি। কিয়ামতও সংঘটিত হয়নি। অথচ সেই কালের লোকেরা প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। সুতরাং আসমান যমীন টলেনি কিন্তু ঈসা (আ.) এর কথা টলে গেছে। এ থেকেই বোঝা যায় তিনি আসলে এসব কথা বলেনইনি। উল্লেখ্য যে বাংলা ইঞ্জিল শরীফের অনুবাদক হয়তো উক্ত গলদের কথা টের পেয়ে গেছে, তাই সেখানে ৩৪, ৩৫ নং পদের অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে-আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, যখন এই সমস্ত হবে তখনও এই জাতি টিকিয়া থাকিবে। আসমান ও জমীন শেষ হইবে কিন্তু আমার কথা চিরকাল থাকিবে!!

আরো উল্লেখ্য যে মার্ক তাঁর ইঞ্জিলের ১৩ নং অধ্যায়ে এবং লূক ২১ নং অধ্যায়ে প্রায় মথির অনুরূপ আলোচনা তুলে ধরেছেন। একই বিষয়ে তাদের তিন জনের ঐকমত্যের কারণে ভুলের সংখ্যাও হবে তিন।

৩৩-৩৪. মথির ইঞ্জিলে আছে-ঈসা তাঁদের বললেন-আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যারা আমার সাহাবী হয়েছ, নতুন সৃষ্টিতে যখন মনুষ্যপুত্র মহিমার সংগে তাঁর সিংহাসনে বসবেন, তোমরাও বারটি সিংহাসনে বসবে, এবং ইস্রায়েলের ১২ বংশের বিচার করবে (১৯:২৮)।

এখানে দু'টি অসংগতি রয়েছে।

এক. উক্ত কথা দ্বারা বোঝা যায় ঈসা (আ.) তাঁর বারজন খাস শিষ্য সম্পর্কে সাফল্য, মুক্তি ও বারটি সিংহাসনে বসার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর এটা একান্তই ভুল। কারণ বারজন শিষ্যের একজন এহুদা এক্সারিয়তি। খৃষ্টানদের মতে তিনি মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং তাঁর জন্য বারতম সিংহাসনে বসা সম্ভব নয়।

দু'ই. বারজন শিষ্যের সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং ঈসা (আ.) এর পুনরাবির্ভাবের পর তাঁদের পক্ষে বারটি সিংহাসনে বসাও অসম্ভব ব্যাপার।

৩৫. মসীহ (আ.) ছাড়া কেউ আসমানে উঠেননি?

ইউহোন্না লিখেছেন- যিনি বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছেন সেই মনুষ্যপুত্র ছাড়া আর কেউই বেহেস্তে ওঠেনি (৩:১৩)। এটিও একটি ভুল কথা। কারণ হনোক/ইদ্রিস (আ.) এবং ইলিয়াস (আ.) উভয়েই বেহেস্তে উঠেছিলেন। দেখুন, আদি পুস্তক, ৫:২৪; ২ রাজাবলি, ২:১১)।

৩৬. লূক লিখেছেন-“শালেখ কীনানের ছেলে, কীনান আরফাখশাদের ছেলে” এটাও ভুল, শালেখ আরফাখশাদের নাতি নয়, বরং ছেলে। আদি পুস্তক, (১১:১২,১৩) ও ১ বংশাবলি, (১:১৮, ২৪) থেকে এটাই সুস্পষ্ট।

এমনিভাবে এখানে আরেকটি ভুল হল কীনান আরফাখশাদের ছেলে নয়, বরং হামের ছেলে, আরফাখশাদের চাচাত ভাই (দ্র. আদি, ১০:৬; ১ বংশাবলি, ১:৮)।

৩৭-৩৯. লূক লিখেছেন-সেই সময়ে সশ্রাট অগাষ্টাস সিজার (আগন্ত কৈসর) তাঁর রাজ্যের সব লোকদের নাম লেখাবার হুকুম দিলেন, সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীনিয়ের সময়ে এই প্রথমবার আদম শুমারীর জন্য নাম লেখানো হয় (২:১,২-কিতাবুল মোকাদ্দস)

এখানে তিনটি বড় ধরনের ভুল রয়েছে।

এক. বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে-“সমুদয় পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়ে দিবে” ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে-

That all the World should be laxed. অর্থাৎ সারা পৃথিবীর লোক গণনা করা হবে।

উর্দু অনুবাদেও “সমস্ত পৃথিবীর” কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একান্তই ভুল। কারণ রোম সম্রাট তার দেশের লোক গণনার আদেশ দিতে পারেন, সারা পৃথিবীর লোক গণনার আদেশ দিতে পারেন না। খৃষ্টনরা এ ভুলের কথা বুঝতে পেরেছে। তাই কিতাবুল মোকাদ্দসে ঐ অনুবাদ করা হয়েছে যা আমরা শুরুতে উল্লেখ করেছি। বাংলা ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে-তাঁহার রাজ্যের সমস্ত জায়গায় লোক গণনার হুকুম দিলেন” এটা স্পষ্ট বিকৃতি।

দুই. যদি কিতাবুল মোকাদ্দস বা ইঞ্জিল শরীফের অনুবাদকে সঠিক বলে ধরা হয় তবে তার বাহ্যিক অর্থ দাঁড়ায় “সমস্ত রোম সম্রাজ্যের লোক গণনার হুকুম দিলেন” এটাও ভুল। কারণ লূকের সমকালীন বা তাঁর পূর্বকার কোন গ্রীক ঐতিহাসিক এ আদম শুমারীর কথা উল্লেখ করেননি, যা ঈসা (আ.) এর জন্মের পূর্বে করা হয়েছিল।

তিন. সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীনি ঈসা (আ.) এর জন্মের পনের বছর পর শাসনভার গ্রহণ করেন। সুতরাং তার আমলে ঐ আদম শুমারী হওয়া অসম্ভব, যা ঈসার (আ.) জন্মের পূর্বে করা হয়েছিল। এমনিভাবে কুরীনি এর আমলে ঈসা (আ.)এর জন্ম লাভ করাও অসম্ভব। কারণ হযরত যাকারিয়া (আ.) এর স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছিলেন হেরোদের শাসনামলে। আর মরিয়ম (আ.) গর্ভবতী হয়েছিলেন তার মাত্র ছয় মাস পরে (দ্র.লূক,১:২৬-৩৩)। অপরদিকে হেরোদ কুরীনি এর পনের বছর পূর্বে এহুদিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাহলে কুরীনির আমলে এই আদমশুমারী হওয়া এবং ঈসা (আ.) জন্মলাভ করার অর্থ দাঁড়ায় হযরত ঈসা (আ.) পনের বছর মায়ের পেটেই ছিলেন!!

খৃষ্টানদের কেউ কেউ যখন দেখল কথাটি কোনভাবেই সঠিক হচ্ছে না, তখন তারা বলে ফেললো যে “২নং পদটি পরবর্তী কালের সংযোজন! লূক নিজে এটা লেখেননি”!!

## ৪০-৪২. হেরোদিয়ার স্বামীর নাম

মথির ইঞ্জিলে বলা হয়েছে-হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার কারণে ইয়াহিয়াকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে জেলখানায় রেখেছিলেন (১৪:৩)।

এমনিভাবে লূকের ইঞ্জিলে আছে-শাসনকর্তা হেরোদ তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিবাহ করেছিলেন (৩:১৯)। এখানে মথি ও লূকের দু'টি ভুল হয়েছে। হেরোদিয়া ফিলিপের স্ত্রী নয়। তার স্বামীর নামও ছিল হেরোদ। খৃষ্টান ভাষ্যকাররাও এ ভুলের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ঐতিহাসিক যোশেফও স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ৮ নং অধ্যায়ের ৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে হেরোদিয়ার স্বামী ছিলেন হেরোদ, ফিলিপ নয়। উল্লেখ্য যে, মার্কও তাঁর ইঞ্জিলে (৬:১৭) মথি ও লূকের অনুরূপ কথা লিখেছেন। তাই ধরা চলে এখানে তিনটি ভুল।

৪৩. মার্ক লিখেছেন- ঈসা তাদের বললেন : অবিয়াথর যখন মহা ইমাম ছিলেন সেই সময় দাউদ ও তাঁর সংগীদের একবার ক্ষুধা পেয়েছিল কিন্তু তাঁদের সংগে কোন খাবার ছিল না (২:২৫,২৬)। এখানে “অবিয়াথর যখন মহা ইমাম ছিলেন” কথাটি ভুল। কারণ তখন মহা-ইমাম ছিলেন অবিয়াথরের পিতা অহিমেলক। দেখুন ১ শামুয়েল পুস্তক (২১:১-৬; ২২:৯)।

৪৪. মার্ক তাঁর ইঞ্জিলে লিখেছেন- তখন ঈসা তাদের বললেন : খোদার উপর বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি কেউ অন্তরে কোন সন্দেহ না রেখে এই পাহাড়টাকে বলে, উঠে সাগরে গিয়ে পড়, আর বিশ্বাস করে যে সে যা বলল তা-ই হবে, তবে তার জন্য তা-ই করা হবে (১১:২২,২৩)। মার্ক আরো লিখেছেন- (ঈসা বলেছেন) যারা ঈমান আনে তাদের মধ্যে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে- আমার নামে তারা ভূত ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলে ধরবে, যদি তারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু খায় তবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না, আর তারা রোগীদের গায়ে হাত দিলে রোগীরা ভাল হবে” (১৬:১৭,১৮)। এমনিভাবে ইউহোন্না স্বীয় ইঞ্জিলে ঈসা (আ.) এর একটি উক্তি এভাবে উল্লেখ করেছেন-আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি কেউ আমার উপর

ঈমান আনে তবে আমি যে সমস্ত কাজ করি সেও তা করবে। আর আমি পিতার কাছে যাচ্ছি বলে সে এগুলোর চেয়েও আরো বড় কাজ করবে (১৪:১২)।

প্রথম উদ্ধৃতিতে “যদি কেউ পাহাড়কে বলে” কথাটি ব্যাপক। এটা কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা বিশেষ যুগের ক্ষেত্রে বলা হয়নি। এমনকি ঈসার (আ.) উপর ঈমান আনয়নকারীর সংগেও এটা খাস নয়।

একইভাবে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে “যারা ঈমান আনবে” কথাটিও কোন ব্যক্তি বা যুগের সংগে সম্পৃক্ত নয়। যদি কেউ দাবী করে যে এসব কথা ঈসা (আ.) এর যুগের শিষ্যদের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে” তবে তা হবে অযৌক্তিক। সুতরাং বর্তমানেও কেউ যদি বিশ্বাস রেখে পাহাড়কে স্থানচ্যুত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়তে বলে তাহলে তেমনই হয়ে যাওয়া উচিত।

তাছাড়া আজকাল ঈসা (আ.) এর উপর যারা ঈমান আনবে তাদের কেরামতি বা চিহ্ন কাজ তাই হওয়া উচিত, যা তিনি উল্লেখ করে গেছেন। তাদেরকে তাঁর মত বরং তাঁর চেয়েও বড় বড় কাজ করে দেখাতে সক্ষম হওয়া উচিত। অথচ বাস্তব অবস্থা হলো এর বিপরীত। আমাদের জানা মতে একজন খৃষ্টানও এমন পাওয়া যায় না যিনি ঈসা (আ.) এর চেয়ে বড় বড় কাজ করে দেখিয়েছেন। প্রথম যুগেও না, পরবর্তী কালেও না।

সুতরাং একথা ভুল প্রমাণিত হলো যে “তাঁর চেয়েও বড় বড় কাজ করবে”। তাঁর চেয়ে বড় বড় কাজ তো দূরের কথা তাঁর মত কাজও আজ পর্যন্ত কোন খৃষ্টান করে দেখাতে পারেনি। প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রীরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে “হযরত ঈসার (আ.) শিষ্যদের পর কারো থেকে কোন কেরামতি কাজ প্রকাশ পাওয়া মজবুত দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়।”

বহুরের পর বছর উর্দু ও বাংলা শেখার চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও দেখা গেছে ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্টদের কেউই সঠিকভাবে উর্দু ও বাংলা উচ্চারণ করতে পারে না। ভূত তাড়ানো, সাপ হাতে তুলে নেয়া, বিষ পান করা এবং রোগীদের গায়ে হাত দিয়েই তাদেরকে সুস্থ করা তো দূরের কথা!

৪৫. সেন্ট পল করিন্থীয়দের নামে লেখা চিঠিতে বলেছেন-“আর তিনি (ঈসা (আ.) কৈফাকে (পিতরকে, পরে সেই বারজনকে দেখা দিলেন (১৫:৫-অনুবাদ:বাংলা বাইবেল) এটা চরম ভুল। কারণ ঈসা (আ.) এর কথিত মৃত্যুর পর ১২ জন শিষ্যের ১১ জন বেঁচে ছিলেন। ১২ তম জন অর্থাৎ এহুদা এক্সারিয়তি ইতিপূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং বারজনের সংগে দেখা দেওয়া অসম্ভব। এই কারণে মার্ক তার ইঞ্জিলে লিখেছেন-তারপর ঈসা তাঁর এগারজন শাগরিদকে দেখা দিলেন। তখন তাঁরা খাচ্ছিলেন (১৬:১৪)।

উল্লেখ্য যে, ১ করিন্থীয়ে উল্লিখিত ১২ জনকে দেখা দেয়ার কথা যেমন আমরা বাংলা বাইবেল থেকে উল্লেখ করেছি, আরবী ও উর্দু অনুবাদেও এমনই আছে। এমনকি লন্ডন থেকে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদেও আছে-

Then of the twelve.

অর্থাৎ পরে বার জনের সংগে দেখা দিলেন। কিন্তু বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা এ ভুলের কথা বুঝতে পেরে অনুবাদে বিকৃতি ঘটিয়েছেন। ইঞ্জিল শরীফে অনুবাদ করা হয়েছে- আর তিনি পিতরকে ও পরে তাঁহার প্রেরিতদের দেখা দিয়েছিলেন। আর কিতাবুল মোকাদ্দসে অনুবাদ করা হয়েছে-আর তিনি পিতরকে ও পরে তার সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন। অংকের কথা গায়েব!

৪৬-৪৮. শিষ্যরা ভুল করতে পারেন না ?

মথি লিখেছেন- (ঈসা বলেছেন) লোকেরা যখন তোমাদের ধরিয়ে দেবে তখন কিভাবে এবং কি বলতে হবে তা ভেবো না। কি বলতে হবে তা তোমাদের সে সময়ই বলে দেয়া হবে। তোমরাই যে বলবে তা নয়, বরং তোমাদের পিতার রূহ তোমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন (১০:১৯,২০)।

এমনিভাবে লুক লিখেছেন-লোকে যখন তোমাদের মজলিস-খানায় এবং শাসনকর্তা ও ক্ষমতামণ্ডলী লোকদের সামনে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে নিজের পক্ষে কথা বলবে বা কি জবাব দিবে সেই বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না। কি বলতে হবে পাক-রুহই সেই মুহূর্তে তা তোমাদের শিখিয়ে দেবেন (১২:১১,১২)।

মার্কও তাঁর ইঞ্জিলে (১৩:১১) লূকের অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন। এসব থেকে বোঝা যায় যে উল্লিখিত সময়ে শাগরেনদের থেকে কোন ভুল হবে না। কারণ খোদার রূহ স্বয়ং তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন। অথচ আমরা দেখছি এটা আদৌ বাস্তবসম্মত নয়। কারণ প্রেরিত পুস্তকে বলা হয়েছে: পৌল সোজা মহাসভার লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন : আমার ভাইয়েরা, আমি আজ পর্যন্ত পরিস্কার বিবেকে আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্য পালন করছি; এই কথা শুনে মহা-ইমাম অননিয় পৌলের কাছে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের তাঁর মুখের উপর আঘাত করতে হুকুম দিলেন। তখন পৌল অননিয়কে বললেন : ভদ্দ, আল্লাহ আপনাকেও আঘাত করবেন। আইন মত আমার বিচার করবার জন্য আপনি ওখানে বসেছেন, কিন্তু আমাকে মারতে হুকুম দিয়ে তো আপনি নিজেই আইন ভাঙছেন। যারা পৌলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারা তাঁকে বলল, তুমি আল্লাহর মহা-ইমামকে অপমান করেছ! তখন পৌল বললেন : ভাইয়েরা, আমি জানতাম না যে উনি মহা-ইমাম। যদি জানতাম তাহলে ঐ কথা বলতাম না। কারণ পাক কিতাবে লেখা আছে, তোমার জাতির নেতাকে অসম্মান কোরো না (২৩:১-৫)।

এখানে দেখা যাচ্ছে পৌল ভুল করেছেন এবং স্বীকারও করেছেন। অথচ খৃষ্টানদের ধারণামতে এই পৌল ছিলেন ঈসা (আ.) এর রূহানী শিষ্য। প্রোটেস্ট্যান্টদের বিশ্বাসমতে তিনি পিতরের সমমর্যাদার বা তাঁর চেয়েও অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। স্বয়ং পৌলও দাবী করেছেন যে তিনি ঐ বিশেষ প্রেরিতদের চেয়ে কোনমতেই ছোট নন (২ করিন্থীয় ১২:১১)।

যদি মথি, মার্ক ও লূকের কথা সত্য হতো তবে এমন মর্যাদার অধিকারী পৌল মহা-ইমামের সামনে ভুল করতে পারতেন না। কারণ খোদার রূহ ভুল করতে পারেন না। বোঝা গেল আসলে ঐ কথাটিই ভুল। তিনটি ইঞ্জিলেই এই ভুল কথাটি থাকার কারণে বলা চলে এখানে তিনটি ভুল হয়েছে।

৪৯-৫০. লূক তাঁর ইঞ্জিলে (৪:২৫) ও ইয়াকুব তাঁর পত্রে (৫:১৭) উল্লেখ করেছেন যে ইলিয়াসের (আ.) আমলে সাড়ে তিন বছর বৃষ্টি

হয়নি। এখানে “সাড়ে তিন বছর” কথাটা ভুল। কারণ ১ রাজাবলি পুস্তক থেকে বোঝা যায় তৃতীয় বছর বৃষ্টি হয়েছিল। যেহেতু এই ভুলটি লূকের ইঞ্জিলে ঈসা (আ.) এর কথায় এবং ইয়াকুবের পত্রে ইয়াকুবের কথায় বিদ্যমান, তাই প্রকৃতপক্ষে এখানে দুটি ভুল হয়েছে।

#### ৫১. ঈসা (আ.) দাউদ (আ.) এর সিংহাসনে বসবেন

লূকের ইঞ্জিলে আছে-জিবরাইল (আ.) হযরত মরিয়মকে ঈসা (আ.) এর জন্মের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন যে প্রভু খোদা তাঁর পূর্ব পুরুষ রাজা দাউদের সিংহাসন তাঁকে দিবেন। তিনি ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব করা কখনো শেষ হবে না (১:৩২,৩৩)। উপরোক্ত কথাগুলি দুই দিক থেকে ভুল।

এক. ঈসা (আ.) ছিলেন যিকনিয়ের পিতা যিহোয়াকীমের বংশের। পেছনে আমরা এই কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। অন্যদিকে আরমিয়া (ইয়ারমিয়া) পুস্তকের (৩৬:৩০) সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যিহোয়াকীমের বংশের কেউ দাউদ (আ.) এর সিংহাসনে বসতে পারবে না।

দুই. এক মুহূর্তের জন্যও ঈসা (আ.) দাউদ (আ.) এর সিংহাসনে বসতে পারেননি। বনী ইসরাইলের উপর তিনি রাজত্ব করতে পারেননি। বরং তারা তাঁকে খেফতার করে শাসক পিলাতের হাতে তুলে দিয়েছে। অবশেষে (খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের ধারণামতে) তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ঈসা (আ.) কখনো রাজত্ব লাভ করতে চাননি বরং সর্বদা এর থেকে দূরে সরে থেকেছেন। ইউহোন্নার ইঞ্জিলে আছে-এতে ঈসা বুঝলেন লোকেরা তাঁকে জোর করে তাদের রাজা করবার জন্য ধরতে আসছে। সেইজন্য তিনি একাই আবার সেই পাহাড়ে চলে গেলেন (৬:১৫)।

৫২. মথির ইঞ্জিলে আছে, ঈসা (আ.) ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন-এরপর আপনারা মনুষ্যপুত্রকে সর্বমক্তিমান খোদার ডানপাশে বসে থাকতে এবং আসমানের মেঘে করে আসতে দেখবেন (২৬:৬৪)। এ কথাটিও ভুল। ইহুদীরা কখনো ঈসা (আ.) কে খোদার ডানপাশে বসে থাকতে দেখেনি। মেঘে করে আসতেও দেখেননি।



৫৩-৫৫. ইব্রানীতে বলা হয়েছে- সব লোকদের কাছে শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুম ঘোষণা করবার পর মূসা বাছুর ও ছাগলের রক্ত নিলেন এবং তার সংগে পানি মিশিয়ে লাল রঙে রাঙান ভেড়ার লোম আর এসোব গাছের ডাল দিয়ে তা শরীয়তের কিতাবের উপরে ও লোকদের উপরে ছিটিয়ে দিলেন। তা করবার সময় তিনি বলেছিলেন, এই সেই ব্যবস্থার রক্ত, যে ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করতে আল্লাহ তোমাদের হুকুম দিয়েছেন। এবাদত-তাম্বু এবং এবাদতের কাজে ব্যবহার করবার সব জিনিষের উপরেও মূসা ঐ একইভাবে রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিলেন (৯:১৯-২১)। অনু. কিতাবুল মোকাদ্দস। এখানে তিনটি ভুল রয়েছে।

এক. এই রক্ত বাছুর ও ছাগলের ছিল না, ছিল শুধু বলদ গরুর। দেখুন যাত্রাপুস্তক/হিজরত, ২৪:৫ অনুবাদ-পবিত্র বাইবেল)।

উল্লেখ্য যে, এখানে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে পরিকল্পিত ভাবে কিছুটা হেরফের করা হয়েছে।

দুই. ঐ সময় রক্তের সংগে পানি, লাল-বর্ণের লোম এবং এসোব মেশানো হয়নি। বরং শুধু রক্তই ছিটানো হয়েছিল (দ্র. পবিত্র বাইবেল, আদি পুস্তক, ২৪:৬)।

তিন. ঐ রক্ত মূসা (আ.) কিতাবের উপর ছিটাননি, বরং অর্ধেক ছিটিয়েছিলেন কোরবানীর থামের উপর আর অর্ধেক ছিটিয়েছেন মানুষের উপর (দ্র. যাত্রাপুস্তক, ২৪: ৬-৮)।

৫৬. ২ বংশাবলিতে আছে কনিষ্ঠ পুত্র যিহোয়াহস ব্যতীত তাঁহার একটি পুত্রও অবশিষ্ট থাকিল না (২১:১৭-বাংলা বাইবেল)। এখানে “যিহোয়াহস” নামটি ভুল। সঠিক নাম হল অহসিয় (দ্র. ২২:১,২)।

উল্লেখ্য যে আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা পবিত্র বাইবেলের সকল অনুবাদক এখানে “যিহোয়াহস” লিখে গেছেন। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসে অহসিয় লিখে বন্ধনীর মধ্যে যিহোয়াহস লেখা হয়েছে! তাঁরা যেন আসমানী কিতাব গুহা করার দায়িত্ব পেয়েছেন।

## ৫৭. যিহোয়াকীম নিহত হয়েছেন না বন্দী?

২ বংশাবলিতে যিহোয়াকীম সম্বন্ধে বলা হয়েছে-বাবিলনের বাদশাহ বোখতে নাসার তাঁকে আক্রমণ করে বাবিলনে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে ব্রোঞ্জের শিকল দিয়ে বাঁধলেন (৩৬:৬)। এখানে “বাবিলনে নিয়ে যাবার জন্য” কথাটি ভুল। কারণ বোখতে নাসার তাঁকে বন্দী করে বাবিলনে নিয়ে যাননি। বরং জেরুজালেমেই তাঁকে হত্যা করেছেন। তিনি তার লাশ নগর প্রাচীরের বাইরে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন এবং কবরে দাফন করতে মানা করেন। ঐতিহাসিক যোসেফও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ১০ নং অধ্যায় ৬ নং অনুচ্ছেদে এই সঠিক কথাটি তুলে ধরেছেন।

৫৮. ১ শামুয়েল পুস্তকের ১০ নং অধ্যায়ে ১৬ ও ১৯ নং পদে তিন জায়গায়, এমনিভাবে ১ বংশাবলি পুস্তকের ১৮ নং অধ্যায়ে ৩,৫ ও ১০ নং পদে সাত জায়গায় “হদদেষর” নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ভুল। সঠিক নাম হল হদদেষর। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদ, আরবী, উর্দু ও পবিত্র বাইবেল বংগানুবাদে ভুল নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে আসমানী এই কিতাবকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে সব জায়গায় হদদেষর উল্লেখ করা হয়েছে!!

৫৯. ২ শামুয়েল পুস্তকের ১৫নং অধ্যায়ে ৭নং পদে ৪০ (চল্লিশ) বছর পর কথাটি ভুল। সঠিক হল চার বছর পর। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে এখনো “After forty years” কথাটি রয়ে গেছে। আসমানী কিতাবকে সংশোধিত করার প্রয়াস হিসাবে পরবর্তী কালে আরবী, বাংলা অনুবাদকরা “চল্লিশ” এর পরিবর্তে চার শব্দটি উল্লেখ করে দিয়েছেন।

৬০. ১ বংশাবলিতে আছে- দাউদ তেত্রিশ বছর জেরুজালেমে রাজত্ব করেছিলেন। সেখানে অশ্মীয়েলের মেয়ে বৎ-সুয়ার গর্ভে তাঁর চারজন ছেলের জন্ম হয়েছিল (৩:৫)।

এখানে “অশ্মীয়েলের মেয়ে বৎ-সুয়ার” কথাটি ভুল। সঠিক হল ইলিয়ামের মেয়ে বৎশেবা। দেখুন, ২ শামুয়েল, ১১:৩। উল্লেখ্য যে আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা বাইবেলের অনুবাদে ভুল কথাটি এখনো বিদ্যমান আছে। কিন্তু বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে অর্ধেক সংশোধন করে বলা হয়েছে- “আশ্মীয়েলের মেয়ে বৎসেবা”!!

৬১. ইউসা পুস্তকের ৭ নং অধ্যায়ের ১৮ নং পদে “আখন” শব্দটি ভুল। সঠিক শব্দ হল আখর (দেখুন, ১ বংশাবলি, ২:৭)।

উল্লেখ্য যে, আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা বাইবেলে সব অনুবাদেই ইউসা পুস্তকে আখন ও ১ বংশাবলিতে আখর লেখা আছে। শুধু বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে ২য় জায়গায় বলা হয়েছে-আখন, যার আর এক নাম ছিল আখর।

৬২. ২ রাজাবলিতে বলা হয়েছে-অমৎসিয়ের ছেলে অসরিয় (১৪:২১)। এখানে “অসরিয়” কথাটি ভুল। সঠিক হল উষিয়। দেখুন, ২ বংশাবলি, ২৬: ১,৩,৪,৮,৯; ২ রাজাবলি, ১৫: ১৩,৩০,৩২,৩৪।

উল্লেখ্য যে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা এখানেও কিছু চালাকি করেছেন। বাংলা বাইবেলের সংগে মিলিয়ে দেখলে পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

৬৩. প্রেরিত পুস্তকে বলা হয়েছে-এখন তো মাত্র সকাল ন’টা (২:১৬, ইঞ্জিল শরীফ)। এটা ভুল। বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে-এখন বেলা তিন ঘটিকা। ইংরেজী অনুবাদেও বলা হয়েছে-

### Third hour of the day

৬৪-৬৫. বাংলা ইঞ্জিল শরীফে প্রেরিত পুস্তকে বলা হয়েছে-মূসা বলিয়াছেন, প্রভু, যিনি তোমাদের খোদা, তিনি তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্য হইতে আমারই মত একজন নবীকে তোমাদের জন্য ঠিক করিবেন (৩:২২)। এখানে “তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্য হইতে” কথাটি ভুল। একই ভুল হয়েছে ৭নং অধ্যায়ের ৩৭নং পদে। সঠিক হলো, “তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে”। বাংলা বাইবেল, কিতাবু মোকাদ্দস ও ইংরেজী অনুবাদে সঠিক কথাটিই বিদ্যমান আছে।

৬৬. হযরত যাকারিয়ার হত্যাও ইঞ্জিলে ভুল ও বিকৃতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মথি লিখেছেন, (ঈসা (আ.) ভন্ড ইহুদী আলেম ও ফরীশীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন) এই জন্য নির্দোষ হাবিলের খুন থেকে শুরু করে আপনারা যে বরখিয়ার ছেলে জাকারিয়াকে পবিত্র স্থান আর কোরবানগাহের মাঝখানে খুন করেছিলেন, সেই জাকারিয়ার খুন পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নির্দোষ লোক খুন হয়েছে আপনারা সেই সমস্ত রক্তের দায়ী হবেন (২৩:৩৫)।

পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই যে যাকারিয়া ইবনে বরখিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। তবে হাঁ, ২ বংশাবলি পুস্তকে আছে, যিহোয়াদা যাজকের ছেলে জাকারিয়াকে খোদার ঘরের উঠানে বাদশাহ যোয়াশের হুকুমে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়েছে (২৪:২০-২২)। মথি তাঁর ইঞ্জিলে যিহোয়াদার স্থানে বরখিয়া উল্লেখ করে বিকৃতি ঘটিয়েছেন। এক কথায় যিহোয়াদার ছেলে যাকারিয়ার ঘটনাকে মথি বরখিয়ার ছেলে নবী যাকারিয়ার ক্ষেত্রে লাগিয়ে দিয়েছেন। লুক কিন্তু শুধু যাকারিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। পিতার নাম উল্লেখ করেননি (১১:৫১)। খৃষ্টান ভাষ্যকারদের মধ্যে খ্যাতনামা আর,এ,নাক্স তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে কখনো এটাকে অনুলিখকের ভ্রান্তি বলতে চেয়েছেন, কখনো বলেছেন হয়রত ঈসার পর ৮৬ সালের দিকে যাকারিয়া ইবন বারুখ নামক এক ব্যক্তি উজ্জভাবে নিহত হয়েছিলেন হয়তো তাকেই জাকারিয়া ইবন বরখিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কখনো মথির কথাকে ঠিক রাখবার জন্য বলেছেন যে হতে পারে বরখিয়া যিহোয়াদারই কোন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। প্রসিদ্ধ নবী যাকারিয়ার পিতা বরখিয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়।

## বাইবেল বিকৃতি : আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায় বক্তব্য

মহান আল্লাহ তায়ালা নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, তাঁর পূত-পবিত্র সত্তা সমস্ত উত্তম গুণাবলীর আধার। সকল দোষ-ত্রুটি, অক্ষমতা, অপারগতা ও দুর্বলতার উর্ধ্বে তিনি। কিন্তু বাইবেল অধ্যয়ন করলে আমরা আল্লাহ তায়ালায় এই ছবি দেখতে পাই না। তাঁর সম্পর্কে সেখানে অনেক অশালীন ও তাঁর শানের পরিপন্থী বক্তব্য পাওয়া যায়। আর এটাও প্রমাণ করে যে বর্তমান বাইবেল বিকৃত। নিম্নে আমরা এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরি।

### ১. আল্লাহ ক্লান্ত হন।

মালাখী পুস্তকে বলা হয়েছে-তোমরা নিজেদের কথার দ্বারা মা'বুদকে ক্লান্ত করে তুলেছ (২:১৭)।

### ২. মানুষ আল্লাহ কে ঠকাতে পারে।

মালাখী পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ বলেছেন, তোমরা বদ দোয়ার তলায় রয়েছ, তবুও তোমাদের গোটা জাতি আমাকে ঠকাচ্ছে (৩:৯)।

### ৩. আল্লাহতে মূর্খতা ও দুর্বলতা আছে!

১ করিন্থীয়তে আছে-ইশ্বরের যে মূর্খতা তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ইশ্বরের যে দুর্বলতা তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক সবল (দ্র,বাংলা বাইবেল, ১:২৫)।

### ৩. আল্লাহ কুস্তি লড়ে হেরে যান।

আদি/পয়দায়েশ পুস্তকের ৩২ নং অধ্যায়ে ইয়াকুব (আ.) এর রাতব্যাপী আল্লাহর সংগে কুস্তি লড়ার কথা বলা হয়েছে। ২৮নং পদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকটি বললেন : তুমি আল্লাহ ও মানুষের সংগে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছে...। ২১৮ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

### ৫. আল্লাহ হাঁপিয়ে পড়েন।

ইশাইয়া পুস্তকে ৪২ নং অধ্যায়ে ১৪ নং পদে উল্লেখ আছে-আমি মা'বুদ অনেক দিন চুপ করে ছিলাম; আমি শান্ত থেকে নিজেকে দমন করে

রেখেছিলাম। কিন্তু এখন প্রসবকারিণী স্ত্রীলোকের মত আমি চিৎকার করছি, শ্বাস টানছি ও হাঁপাচ্ছি।

### ৬. আল্লাহ বিশ্রাম করেন

আদি পুস্তকে বলা হয়েছে-পরে ইশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমাপ্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন (২:২) বাংলা পবিত্র বাইবেল।

### ৭. আল্লাহ অনুশোচনা করেন।

আদি পুস্তকে আছে, তাই সদা প্রভু পৃথিবীতে মানুষের নির্মান প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন ও মনঃপীড়া পাইলেন (৬:৬) অথচ গননা পুস্তকে বলা হয়েছে যে ইশ্বর মনুষ্য সন্তান নহেন যে অনুশোচনা করিবেন (২৩:১৯)।

### ৮. আল্লাহ তায়ালারও আল্লাহ আছে!

ইজ্রিলের ইবরানী পুস্তকে বলা হয়েছে; কিন্তু পুত্রের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন, হে আল্লাহ! তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী। কিতাবুল মোকাদ্দস (১:৮)।

৯. হেজকিল কিতাবে আছে-এইসব করবার পরে আমার রাগ শেষ হবে, তাদের উপর আমার গজব সম্পূর্ণভাবে ঢেলে দেবার পর আমি শান্ত হব। তখন তারা জানতে পারবে যে আমার দিলের জ্বালায় আমি মাবুদ এই কথা বলেছি (৫:১৩)।

১০. প্রভু সিয়োনের কন্যাগণের মস্তক টাক পড়া করিবেন ও সদা প্রভু তাহাদের গুর্য্যস্থান অনাবৃত করিবেন (ইশাইয়া, ৩:১৭)।

কথাটি যেহেতু লজ্জাকর ও আল্লাহর শানের পরিপন্থী তাই কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে সংশোধনী এনে এভাবে বলা হয়েছে-সেইজন্য মাবুদ সিয়োনের স্ত্রীলোকদের মাথায় ঘা হতে দেবেন আর তাতে টাক পড়াবেন।

১১. হোসিয়া পুস্তকে বলা হয়েছে- আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের মাকে বকুনি দাও, বকুনি দাও তাকে, কারণ সে আমার স্ত্রী নয়, এবং আমিও তার স্বামী নই। সে তার চোখের চাহনি থেকে বেশ্যাগিরি ও তার স্তন-যুগলের

মধ্য থেকে আপন ব্যাভিচার দূর করুক। তা না হলে আমি তাকে উলংগ করে দেব (দ্র. ২:২,৩)।

১২. উক্ত গ্রন্থেই আছে- আল্লাহ হোসিয়া নবীকে বলেছেন, তুমি গিয়ে একজন জেনাকারিণী স্ত্রীলোককে বিয়ে কর। তার জেনার সন্তানদের গ্রহণ কর (দ্র,১:২)।

১৩. ইশাইয়া পুস্তকে আছে-আল্লাহ বললেন : আমার গোলাম ইশাইয়া যেমন মিসর ও ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে একটা চিহ্ন ও ভবিষ্যতের লক্ষণ হিসেবে তিন বছর ধরে উলংগ হয়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে আশোরিয়ার বাদশাহ মিসরকে লজ্জা দেবার জন্য মিসরীয় ও ইথিওপীয় বন্দীদের ছেলে-বুড়ো সবাইকে উলংগ অবস্থায় খালি পায়ে ও পেছনে খোলা অবস্থায় নিয়ে যাবে (দ্র. ২০:৩,৪)।

১৪. আদি পুস্তকে আছে- আল্লাহ আদমকে ডেকে বললেন : তুমি কোথায়? তিনি বললেন : বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়ায শুনেছি, কিন্তু আমি উলংগ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি (দ্র.৩:৯, ১০)।

১৫. উক্ত পুস্তকেই আছে, মানুষ যে শহর ও উঁচু ঘর তৈরী করছিল, তা দেখবার জন্য আল্লাহ নীচে নেমে আসলেন (দ্র.১১:৫)।

১৬. উক্ত পুস্তকে আরো আছে- আল্লাহ বললেন : সাদুম ও আমূরার বিরুদ্ধে ভীষণ হৈ চৈ চলছে, আর তাদের গুনাহও জঘন্য ধরণের। সেই জন্য এখন আমি নীচে গিয়ে দেখতে চাই যে তারা যা করেছে বলে আমি শুনছি তা সত্যিই অতটা খারাপ কিনা। আর যদি তা না হয় তা-ও আমি জানতে পারব (দ্র.১৮:২০,২১)।

১৭. ইয়োব/আইযুব পুস্তকে আছে জীবন্ত আল্লাহর কসম, যিনি আমার বিচার অগ্রাহ্য করেছেন, সর্বশক্তিমানের কসম, যিনি আমার প্রাণ তিক্ত করেছেন। যতদিন আল্লাহর নিঃশ্বাস আমার নাকের মধ্যে আছে ততদিন আমার মুখ অন্যায় কথা বলবে না (২৭:২-৪)।

১৮. ২ শামুয়েলে দাউদ (আ.) আল্লাহ সম্পর্কে বলেছেন-তাঁর নাক থেকে ধোঁয়া উপরে উঠল, তাঁর মুখ থেকে ধ্বংসকারী আগুন বেরিয়ে আসল, তাঁর

মুখের আগুনে কয়লা জ্বলে উঠল। মাবুদের ধমকে আর নিঃশ্বাসের ঝাপটায় সাগরের তলা দেখা গেল, দুনিয়ার ভিতরটা বেরিয়ে পড়ল (২২:৯-১৬)।

## ১৯. আল্লাহ মিথ্যা বলতে শেখান।

১ শামুয়েল পুস্তকে আল্লাহ তায়ালা শামুয়েল নবীকে হুকুম দেন দাউদ (আ.) কে বাদশাহ হিসেবে অভিষেক করতে যাওয়ার জন্য। যখন শামুয়েল (আ.) বললেন : তালুত একথা শুনলে তো আমাকে মেরে ফেলবে। তখন আল্লাহ তাঁকে এই মিথ্যা শেখালেন (নাউযুবিল্লাহ) যে একটি বাছুর সাথে নিয়ে যাবে এবং তাঁদেরকে বলবে যে আমি কোরবানী করতে এসেছি। আর গোপনে তুমি তোমার কাজ সেরে ফেলবে (দ্র. ১ শামুয়েল, ১৬:১-৪)।

এমনিভাবে মূসা ও হারুন (আ.) কে আল্লাহ যখন মিসর থেকে বনি ইসরাইলকে নিয়ে চলে আসতে বললেন : তখন শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে ফেরআউনকে বলবে আমরা তিন দিনের জন্য ময়দানে মেলা করতে যাব বা কুরবানী দেব (যাত্রা পুস্তক, ৩:১৭)। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) কে বলেছিলেন, তুমি বনী ইসরাইলদের বলবে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যেন, তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সোনা ও রূপার জিনিষ চেয়ে নেয় (যাত্রা, ১১:২)। বনি ইসরাইলরা মূসার কথামত মিসরীয়দের কাছ থেকে সোনা-রূপার জিনিস এবং কাপড়-চোপড় চেয়ে নিল (যাত্রা, ১২:৩৫)। এভাবে প্রতিবেশীদের জিনিষপত্র নিয়ে কেটে পড়ার হুকুমকে আল্লাহর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হচ্ছে। আল্লাহই নাকি এভাবে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে বলেছিলেন!

২০. আল্লাহ তায়ালা পরম দয়ালু অত্যন্ত মেহেরবান। জেহাদের ময়দানেও তিনি নারী-শিশু ও বৃদ্ধদেরকে এমনকি দুনিয়া বিরাগী পাদ্রীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু বাইবেল অধ্যয়ন করলে এমনটা মনে হয় না। বাইবেলের খোদাকে অত্যন্ত নির্মম, নিষ্ঠুরপ্রকৃতির মনে হয়। এর কয়েকটি নজির তুলে ধরা হলো।

ক. হোসিয়া পুস্তকে আছে-শমরিয়া দণ্ড পাইবে, কারণ সে আপন ইশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে। তাহারা খড়্গে পতিত হইবে। তাহাদের



শিশুগুলোকে আছাড়িয়া খন্ড খন্ড করা যাইবে। তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা যাইবে (দ্র.১৩:১৬)।

খ. ১ শামুয়েল পুস্তকে বলা হয়েছে-আল্লাহ বলছেন বনি ইসরাইলরা মিসর থেকে চলে আসবার পথে আমালেকীয়রা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে আমি তাদের শাস্তি দেব। এখন তুমি গিয়ে আমালেকীয়দের আক্রমণ করবে; এবং তাদের যা কিছু আছে সব ধ্বংস করে ফেলবে; তাদের প্রতি কোন দয়া করবে না। তাদের স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, দুধ খাওয়া শিশু, গরু-ভেড়া, উট গাধা সব মেরে ফেলবে (১৫:২,৩)।

লক্ষ্য করণ, আমালেকীয়রা অন্যায় করেছিল মূসা (আ.) এর আমলে, আর এর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে দাউদ (আ.) এর আমলে, তাও তাদের দুধের শিশু, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে। অথচ দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে-ছেলে-মেয়েদের গুনাহের জন্য বাবাকে কিংবা বাবার গুনাহের জন্য ছেলে মেয়েদের হত্যা করা চলবে না (২৪:১৬)। এমনভাবে হেজকিল কিতাবে বলা হয়েছে- ছেলেও বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না (দ্র. ১৮:২০)।

গ. ১ শামুয়েলে আছে, বৈৎ-শেমশের কিছু লোক মাবুদের সিন্দুকের ভিতরে চেয়ে দেখেছিল বলে মাবুদ তাদের মেরে ফেললেন। তিনি তখন সেখানকার পঞ্চাশ হাজার সত্তর জনকে মেরে ফেলেছিলেন (দ্র. ৬:১৯)।

## বাইবেল বিকৃতি : নবীগণ সম্পর্কে অশালীন বক্তব্য

নবীগণ আল্লাহর মনোনীত ও বাছাইকৃত লোক। তারা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। কিন্তু বাইবেলে তাঁদের সম্পর্কে এমন অশালীন ও ন্যাঙ্কারজনক উক্তি করা হয়েছে, যা একজন সাধারণ দীনদার মানুষের ক্ষেত্রেও চিন্তা করা যায় না। এসব উক্তি বাইবেলে বিকৃতি ঘটান বলিষ্ঠ প্রমাণ বৈকি! দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে কয়েকটি উক্ত তুলে ধরা হলো।

### ১. নূহ (আ.) সম্পর্কে:

আদি পুস্তকে বলা হয়েছে-নূহ একদিন আংগুর রস খেয়ে মাতাল হলেন। এবং নিজের তাম্বুর মধ্যে গিয়ে উলংগ হয়ে পড়ে রইলেন। কেনানের পিতা হাম তাঁর পিতার এই অবস্থা দেখলেন। এবং বাইরে গিয়ে তার দুই ভাইকে তা জানিয়ে দিলেন। নেশা কেটে গেলে পর নূহ তাঁর ছোট ছেলের ব্যবহারের কথা জানতে পারলেন। তখন তিনি বললেন : কেনানের উপর বদ-দোয়া পড়ুক। সে তার ভাইদের সব চেয়ে নীচু ধরণের গোলাম হোক (৯:১১,১২)।

এখানে নূহ (আ.) এর উপর মদ খেয়ে মাতাল হওয়া ও উলংগ হওয়ার অপবাদ তো আছেই। অধিকন্তু দোষ করেছে ছেলে হাম, আর বদদোয়া ও অভিসম্পাত জুটলো বেচারার কেনানের কপালে। একেই বলে উদার পিন্ডি বোধের ঘাড়ে। একজনের দোষে অন্যজনকে দোষী ও দায়ী করা কোরআন-হাদীসের তো বটেই বাইবেলের সুস্পষ্ট ঘোষণারও পরিপন্থী। হেজকিল পুস্তকে বর্ণা হয়েছে-যে গুনাহ করবে সেই মরবে। ছেলে বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না। আর বাবও ছেলের দোষের জন্য শাস্তি পাবে না। সং লোক তার সততার ফল পাবে। এবং দুষ্ট লোক তার দুষ্টতার ফল পাবে (১৮:২০)।

## ২. লূত (আ.) সম্পর্কে জঘন্য উক্তি

আদি পুস্তকে বলা হয়েছে-সেখানে একটি গুহায় তাঁরা (লূত (আ.) ও তাঁর দুই মেয়ে) থাকতে লাগলেন। পরে একদিন বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে বলল, বাবা তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

এই এলাকায় এমন কোন পুরুষ নেই, যিনি এসে দুনিয়ার নিয়মমত আমাদের বিয়ে করতে পারেন। চল, আমরা আমাদের বাবাকে আংগুর রস খাইয়ে মাতাল করে তাঁর কাছে যাই (বাংলা বাইবেল: তাঁহার সহিত শয়ন করি।) তাতে বাবার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বংশ রক্ষা করতে পারব। সেই কথামত সেই দিন রাতের বেলা তারা তাদের পিতাকে আংগুর রস খাইয়ে মাতাল করল। তার পর বড় মেয়েটি তার পিতার সংগে শুতে গেল। কিন্তু কখন যে শুলো আর কখন যে উঠে গেল লূত তা টেরও পেলেন না।

পরের দিন বড়টি ছোটটিকে বলল, দেখ কাল রাতে আমি বাবার সংগে শুয়েছিলাম। চল, আজ রাতেও তাঁকে তেমনি করে মাতাল করি। তারপর তুমি গিয়ে তাঁর সংগে শোবে। তাহলে বাবার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বংশ রক্ষা করতে পারব। এইভাবে তারা সেই রাতেও তাদের পিতাকে আংগুর-রস খাইয়ে মাতাল করল। এবং ছোট মেয়েটি বাবার সংগে শুতে গেল। মেয়েটি কখন যে তাঁর কাছে শুলো এবং কখনই বা উঠে গেল, তিনি তা টেরও পেলেন না।

এইভাবে লূতের দুই মেয়েই তাদের পিতার দ্বারা গর্ভবতী হল। পরে বড় মেয়েটির একটি ছেলে হলে সে তার নাম রাখল মোয়াব। এই মোয়াবই এখনকার মোয়াবীয়দের আদি পিতা। পরে ছোট মেয়েটিরও একটি ছেলে হল। আর সে তার নাম রাখল বিন অম্মি। সে এখনকার অম্মোনীয়দের আদি পিতা (১৯:৩০-৩৮)।

কী জঘন্য অপবাদ ! একজন মামুলী লোকের ব্যাপারেও তো এমনটা কল্পনা করা যায় না। সেখানে একজন মহান নবী! তাও আবার একই কাণ্ড

দু'দুবার ঘটে গেল আর তিনি কিছুই টের পেলেন না। এ রকম অবস্থায় একজন মানুষের পক্ষে সহবাস করা আদৌ সম্ভব কিনা, কেচ্ছার কারিগররা সেটাও চিন্তা করল না। বিকৃতিরও একটা সীমা থাকা দরকার।

### ৩. ইসরাঈল (আ.) সম্পর্কে

আদি পুস্তকে বলা হয়েছে-তবে মানুষ হলেও সে বুনো গাধার মত হবে। সে সকলকে শত্রু করে তুলবে আর অন্যরাও তাকে শত্রু বলে মনে করবে (১৬:১২)।

৪. ইশাইয়া খোদার নির্দেশে তিন বছর উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন (ইশাইয়া ২০:২,৩)।

৫. যাত্রা পুস্তকে বলা হয়েছে-হারুণ (আ.) স্বর্ণ দিয়ে একটি গো-বাছুর তৈরী করলেন এবং সমস্ত বণী-ইসরাঈলকে সেটি পূজা করতে বললেন। তিনি নিজেও সেই মূর্তির নামে বলিদান করেছিলেন (দ্র.৩২:১-৬)।

৬. ২ শামুয়েল পুস্তকে বলা হয়েছে-দাউদ (আ.) একদা শয্যা থেকে উঠে রাজবাড়ীর ছাদে পায়চারী করছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ে গেল উরিয়ার রূপসী স্ত্রী বৎসেবার উপর। তিনি তার প্রতি এত আকৃষ্ট হলেন যে লোক মারফৎ তাকে ডেকে এনে তার সংগে সহবাস করলেন। কিছুদিন পর বৎসেবা খবর পাঠালেন, তিনি গর্ভবতী। পরে দাউদ (আ.) কৌশলে উরিয়াকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধে উরিয়া নিহত হন। এদিকে দাউদ (আ.) বৎসেবাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে নেন (দ্র. ১১নং অধ্যায়)।

৭. ১ রাজাবলি পুস্তকে বলা হয়েছে-সুলায়মান (আ.) ফেরাউনের মেয়েকে ছাড়া আরও অনেক বিদেশী স্ত্রীলোকদের ভালবাসতেন। তারা জাতিতে ছিল মোয়াবীয় অম্মোনীয়, সিডনীয় ও হিট্টীয়। তারা সেই সব জাতি থেকে এসেছিল যাদের সম্পর্কে মাবুদ বনি ইসরাঈলদের বলেছিলেন, তোমরা তাদের বিয়ে করবে না। কারণ তারা নিশ্চয়ই তোমাদের মন তাদের দেব-দেবীদের নিকট টেনে নেবে।

কিন্তু সোলায়মান তাদেরই ভালবেসে আঁকড়ে ধরে রইলেন। তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। সোলায়মানের বুড়ো বয়সে তার মন দেব-

দেবীর দিকে টেনে নিয়েছিল। তার ফলে তাঁর বাবা দাউদের মত তাঁর দিল তাঁর মাবুদ আল্লাহর প্রতি ভয়ে পূর্ণ ছিল না। তিনি 'নডনীয়েদের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়দের জঘন্য দেবতা মিলকমের সেবা করতে লাগলেন। মাবুদের চোখে যা খারাপ সোলায়মান তাই করলেন। জেরুজালেমের পূর্ব দিকে পাহাড়ের উপরে তিনি মোয়াবের জঘন্য দেবতা অমোশ ও অম্মোনীয়দের জঘন্য দেবতা মোলকের উদ্দেশে পূজার উঁচু স্থান তৈরী করলেন। তাঁর সমস্ত বিদেশী স্ত্রী, যারা নিজের নিজের দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও পশু বলি দিত, তাদের সকলের জন্য তিনি তাই করলেন। এতে মাবুদ সোলায়মানের উপর রেগে গেলেন। (দ্র. ১১ নং অধ্যায়, ১-১৩ নং পদ)।

৮. আইয়ুব (আ.) বলেছেন, হে আল্লাহ তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করছ, তোমার কুদরতী হাতে আমাকে আক্রমণ করছ, তুমি আমাকে তুলে নিয়ে বাতাসে ছেড়ে দিয়েছ। ঝড়ের মধ্যে ফেলে তুমি আমাকে নাচাচ্ছ (দ্র. আইয়ুব পুস্তক, ৩০:২০-২২)।

৯. আদি পুস্তকে আছে-তখন আদম এবং তাঁর স্ত্রী উলংগ থাকতেন। কিন্তু তাতে তাঁদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না (দ্র. ২:২৫)।

১০. হযরত ইয়াকুব (আ.) এর বিবাহের লজ্জাস্কর কাহিনী

আদি পুস্তকে (২৯:১৫) আছে, পরে লাবন (ইয়াকুব (আ.) এর মামা) যাকোব (ইয়াকুব (আ.) কে কহিলেন, তুমি কুটুম্ব বলিয়া কি বিনা বেতনে আমার দাস্যকর্ম করিবে? বল দেখি, কি বেতন লইবে? লাবনের দুই কন্যা ছিলেন জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম রাহেল, লেয়া মৃদু লোচনা কিন্তু রাহেল রূপবতী ও সুন্দরী ছিলেন। আর যাকোব রাহেল কে ভালবাসিতেন, এজন্য তিনি উত্তর করিলেন, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্য আমি সাত বৎসর আপনার দাস্যকর্ম করিব। লাবন কহিলেন, অন্য পাত্র কে দান করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে; আমার নিকটে থাক।

এইরূপে যাকোব রাহেলের জন্য সাত বৎসর দাস্যকর্ম করিলেন। রাহেলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রযুক্ত এক বৎসর তাঁহার কাছে এক এক দিন মনে হইল। পরে যাকোব লাবনকে কহিলেন, আমার নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার ভাৰ্য্যা আমাকে দিন। আমি তাহার কাছে গমন করিব। তখন লাবন ঐ স্থানের সকল লোক একত্র করিয়া ভোজ প্রস্তুত করিলেন। আর সন্ধ্যা কালে তিনি আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাঁহার নিকট আনিয়া দিলেন। আর যাকোব তাঁহার কাছে গমন করিলেন। আর লাবন সিদ্ধা নাম্নী আপন দাসী আপন কন্যা লেয়ার দাসী বলিয়া তাহাকে দিলেন। আর প্রভাত হইলে দেখে, তিনি লেয়া। তাহাতে যাকোব লাবনকে কহিলেন, আপনি আমার সহিত একি ব্যবহার করিলেন? আমি কি রাহেলের জন্য আপনার দাস্যকর্ম করি নাই? তবে কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলেন। তখন লাবন কহিলেন, জ্যেষ্ঠার অগ্ৰে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এই স্থানে অকর্তব্য। তুমি উহার সপ্তাহ পূর্ণ কর ; পরে আরও সাত বৎসর আমার দাস্য কর্ম স্বীকার করিবে। সেজন্য আমরা উহাকেও তোমাকে দান করিব। তাহাতে যাকোব সেই প্রকার করিলেন। তাহার সপ্তাহ পূর্ণ করিলেন। পরে লাবন তাঁহার সহিত কন্যা রাহেলের বিবাহ দিলেন। আর লাবন বিলহা নাম্নী আপন দাসীকে রাহেলের দাসী বলিয়া তাঁহাকে দিলেন। তখন তিনি রাহেলের কাছেও গমন করিলেন। এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে অধিক ভাল বাসিলেন (২৯:১৫-৩০)।

এত গল্পের যে আগাপাছতলা দেখানো হয়েছে ত্র পুরোটাই একজন নবীর পক্ষে অশোভন, যা এর বানোয়াট হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। সেই সংগে এটাও লক্ষণীয় যে, ইয়াকুব (আ.) সাত-আট বছর যাবৎ লাবনের ঘরে থাকার পরও দু'বোনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারলেন না? সারা রাত তিনি

অবৈধভাবে একজনকে নিয়ে কাটালেন? এতদিন থাকার পরও তিনি তাদের আকার-আকৃতি, দেহ ও কণ্ঠস্বর কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না?

## ১১. ইয়াকুব (আ.) এর স্ত্রী সম্পর্কে

আদি পুস্তকে বলা হয়েছে- ইয়াকুব (আ.) তাঁর স্ত্রীদেরকে নিয়ে শশুরকে না জানিয়েই বাড়ীর দিকে রওয়ানা করলেন। তাঁর স্ত্রী রাহেল যাওয়ার সময় পিতার মূর্তিগুলি চুরি করে নিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে ইয়াকুব এর শশুর লাবন তাঁদেরকে ধরার জন্য পেছনে পেছনে ছুটলেন। পশ্চিমমুখে তাঁদের দেখা মিললে লাবন তাঁর দেবতাগুলির কথা জিজ্ঞেস করলেন। ইয়াকুব (আ.) এ ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে লাবনকে তালাশ করে দেখতে বললেন। লাবন তাঁর মেয়েদের কাছে এবং অন্যান্য স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেগুলি পেলেন না। রাহেল সেগুলি উটের গদির নীচে রেখে তার উপর বসে ছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, আমার মাসিক হয়েছে তাই উঠতে পারছি না (৩১:১৯-৩৫)।

## ১২. ইয়াকুব পরিবারের মূর্তি পূজা

আদি পুস্তকে আরও আছে তখন যাকোব আপন পরিজন ও সঙ্গী লোক সকলকে কহিলেন-তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা আছে, তাহাদিগকে দূর কর, এবং শুচি হও, ও অন্য বস্ত্র পর।.....

তাহাতে তাহারা আপনাদের হস্তগত ইতর দেবতা ও কর্ণকুন্ডর সকল যাকোবকে দিল, এবং তিনি ঐ সকল শিখিমের নিকবর্তী এলা বৃক্ষের তলে পুতিয়া রাখিলেন (দ্র. ৩৫:২-৪)।

এর থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে ইয়াকুব (আ.) এর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গীরা সকলে ইতর দেবতা গুলির পূজা করতেন। তাহলে কি ইয়াকুব (আ.) কখনও তাদেরকে উক্ত জঘন্য কাজে নিষেধ করেননি?

## ১৩. ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর সন্তানদের উপর অপবাদ :

আদি পুস্তকে আছে-“কানন দেশের রাজা হমোরের পুত্র সিখিম ইয়াকুব (আ.) এর কন্যা দীনার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে হরণ করে এবং তার সাথে ব্যভিচার করে। অতঃপর সে তার পিতার নিকট দীনাকে বিবাহ করার কথা

বলে। রাজা হসোর ইয়াকুব (আ.) এর সাথে এ মর্মে আলাপ করলে ইয়াকুব (আ.) এর সন্তানগণ এই শর্তে বিবাহ দিতে সম্মত হলেন যে তাকে ও তার স্বগোষ্ঠীয় সকলকে তকচ্ছেদ (খৎনা) করতে হবে। তারা এতে রাজী হয়। রাজা ও তাঁর পুত্রসহ নগরের সবাইকে খৎনা করান হল। তৃতীয় দিন তাদের পীড়িত থাকা অবস্থায় ইয়াকুব (আ.) এর দুই পুত্র শিমিয়োন ও লেবী নগর আক্রমণ করে সমস্ত পুরুষকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে। শুধু তাই নয়, তারা সমগ্র নগরও লুণ্ঠন করে (দ্র. ৩৪ নং অধ্যায়)।

একটু ভেবে দেখুন, কত জঘন্য এ ঘটনা? তদুপরি ইয়াকুব (আ.) পুত্রদেরকে কিছুই বলেননি। তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য ও স্ত্রী-শিশুদের ফিরিয়ে দিতেও বলেননি। একজন নবী তো দূরের কথা সাধারণ একজন সংলোকের পক্ষেও এ ব্যাপারে চুপ থাকা অসম্ভব। তা ছাড়া যতই পীড়িত হোক, দুজন মানুষের পক্ষে সারা নগরবাসীকে হত্যা করা, স্ত্রী ও শিশুদেরকে বন্দী করা অসম্ভব ব্যাপার।

১৪. আদি পুস্তকে আছে- ইয়াকুব (আ.) এর বড় ছেলে রুবেন একবার স্বীয় পিতার স্ত্রীর সাথে যিনা করে। ইয়াকুব তা জানতে পেরেও তাকে কোন কিছু বলেননি। বা কোন শাস্তি প্রদান করেননি (দ্র. ৩৫:২২)।

১৫. ইয়াকুব (আ.) এর নির্মমতা

আদি পুস্তকে আছে, একদিন ইয়াকুব ভাল রান্না করছেন, এমন সময় ইসমাঈল থেকে ফিরে আসলেন। তখন তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইয়াকুবকে বললেন : আমি খুব ক্লান্ত। তোমার ঐ লাল জিনিস থেকে আমাকে কিছুটা খেতে দাও।

ইয়াকুব বললেন : কিন্তু বড় ছেলে হিসেবে তোমার যে অধিকার সেটা আজ তুমি আমার কাছে বিক্রি কর। ইস বললেন : দেখ! আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, বড় ছেলের অধিকার দিয়ে আমি কি করব? ইয়াকুব বললেন : আগে তুমি আমার কাছে কসম খাও। তখন ইস কসম খেয়ে বড় ছেলের অধিকার ইয়াকুবের কাছে বিক্রি করে দিলেন। ইয়াকুব পরে ইসকে রুটি ও ডাল খেতে দিলেন (দ্র. ২৫:২৯-৩৪)।



লক্ষ্য করুন, ভাই না খেয়ে মারা যাচ্ছেন। আর ইয়াকুব (আ.) তাঁকে খাবার না দিয়ে শর্তারোপ করলেন যে আগে বড় ছেলের অধিকার আমাকে দিয়ে দাও, তবেই তার বিনিময়ে তোমাকে খাবার দেব। তা না হলে দেব না। এ কেমন নির্মমতা! ইয়াকুব (আ.) কি এমনটা করতে পারেন?

### ১৬. ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর মায়ের খল-চাতুরী

আদি পুস্তকে আছে- বুড়ো বয়সে ইসহাকের চোখে দেখবার ক্ষমতা এত কমে গেল যে শেষে তিনি আর দেখতেই পেতেন না। একদিন তিনি তাঁর বড় ছেলে ইসকে ডেকে বললেন : বাবা আমার, আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, কবে যে মারা যাই তা বলতে পারি না। তুমি তীর-ধনুক নিয়ে মাঠে যাও আর আমার জন্য শিকার করে আন। তারপর আমার পছন্দমত ভাল খাবার রান্না করে নিয়ে এস। যাতে তা খেয়ে আমি তোমার জন্য দোয়া করে যেতে পারি।

ইয়াকুবের মা রেবেকা এসব কথা শুনছিলেন, ইস শিকার করতে গেলে তিনি ইয়াকুব কে ডেকে বললেন : তুমি এখনই ছাগলের পাল থেকে দুটি মোটা মোটা বাচ্চা এনে আমাকে দাও। আমি তা দিয়ে তোমার বাবার পছন্দমত খাবার তৈরী করে দেব। পরে তুমি তা তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবে। যেন তা খেয়ে তিনি মারা যাওয়ার আগে তোমাকে দোয়া করেন।

ইয়াকুব বললেন : কিন্তু ইসের শরীর তো লোমে ভরা। আর আমার শরীরে লোম নেই। বাবা হয়তো আমার শরীরে হাত বুলাবেন, আর ভাববেন, আমি তাঁর সংগে ঠাট্টা করছি। ফলে দোয়ার বদলে আমি নিজের উপর বদদোয়াই ডেকে আনব।

তাঁর মা বললেন : বাবা তোমার সেই বদদোয়া আমার উপর পড়ুক! তুমি কেবল আমার কথা শোন! আর গিয়ে দুটো ছাগলের বাচ্চা আমাকে এনে দাও। ইয়াকুব তাই করলেন। আর রেবেকা ইয়াকুবের বাবার পছন্দমত খাবার তৈরী করলেন। তারপর তার বড় ছেলের সবচেয়ে ভাল জামাকাপড় নিয়ে তাঁর ছোট ছেলেকে পরিয়ে দিলেন। ইয়াকুবের হাতে ও গলায় যেখানে লোম ছিল না সেখানে তিনি ছাগলের বাচ্চার চামড়া জড়িয়ে

দিলেন। পরে নিজের তৈরী সেই খাবার তুলে দিলেন। খাবার নিয়ে গিয়ে ইয়াকুব তাঁর বাবাকে ডাকলেন। তিনি বললেন : তুমি কে? ইয়াকুব বললেন : আমি তোমার বড় ছেলে ইস। তোমার জন্য শিকার করে এনেছি। তুমি উঠে বস এবং শিকারের গোশত খাও।

বাবা বললেন : এত তাড়াতাড়ি শিকার পেয়ে গেলে? ইয়াকুব বললেন : পেলাম তোমার মাবুদের পরিচালনায়। ইসহাক বললেন : তুমি আমার কাছে এস, যাতে তোমার গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারি তুমি সত্যিই আমার ছেলে ইস কিনা, ইয়াকুব কাছে গেলে ইসহাক তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে বললেন : গলার স্বরটা ইয়াকুবের বটে, কিন্তু হাত দুটো তো ইসের। তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সত্যিই আমার ছেলে ইস? ইয়াকুব বললেন : জ্বী বাবা। ইসহাক বললেন : তাহলে তোমার শিকার করা গোস্তের কিছুটা নিয়ে এস, যাতে আমি তা খেয়ে তোমাকে দোয়া করে যেতে পারি। ইয়াকুব খাবার নিয়ে গেলেন। ইসহাক তা খেয়ে দোয়া করলেন-তোমার গোষ্ঠীর লোকদের তুমি প্রভু হও, তারা তোমাকে মাটিতে উবুড় হয়ে সম্মান দিক। বিভিন্ন জাতি তোমার সেবা করুক, দোয়া করা শেষ হলে ইস এসে বললেন : বাবা শিকার করে এনেছি। উঠে বস, এবং গোশত খেয়ে আমাকে দোয়া কর।

ইসহাক বললেন : তুমি কে? ইস বললেন : আমি তোমার বড় ছেলে ইস। একথা শুনে ইসহাকের শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। তিনি বললেন : তবে যে আমার কাছে শিকারের গোশত নিয়ে এসেছিল সে কে? তুমি আসবার আগেই আমি তা খেয়েছি এবং তাকে দোয়াও করেছি। আর সেই দোয়ার ফল সে পাবেই। ইস তাঁর পিতার কথা শুনে এক বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারপর তিনি বললেন : বাবা আমাকেও দোয়া কর। ইসহাক বললেন : তোমার ভাই এসে ছলনা করে তোমার পাওনা দোয়া নিয়ে গেছে।

ইস বললেন : তার এই ইয়াকুব নামটা দেওয়া ঠিকই হয়েছে, কারণ এই নিয়ে দু'বার সে আমাকে আমার জায়গা থেকে সরিয়ে দিল। বড় ছেলে হিসেবে আমার যে অধিকার, তা সে আগেই নিয়ে নিয়েছে, আর এবার আমার দোয়াও নিয়ে গেল। ইস বললেন : আমার জন্য কি কোন দোয়াই

রাখনি? ইসহাক বললেন : দেখ আমি তাকে তোমার প্রভু করেছি এবং তার গোষ্ঠীর সবাইকে তার গোলাম করেছি। এরপর বাবা! আমি তোমার জন্য আর কি করতে পারি? ইস কাকুতি-মিনতি করে বললেন : বাবা তোমার কাছে কি ঐ একটা দোয়াই ছিল? বাবা, তুমি আমাকেও দোয়া কর। এই বলে ইস গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। ইসহাক তখন বললেন : যে জমিতে তুমি বাস করবে, সেই জমি উর্বর হবে না। সেখানে আকাশের শিশিরও পড়বে না। তুমি তোমার ভাইয়ের গোলাম হয়ে থাকবে। পরে ইস ইয়াকুবকে খুন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ইয়াকুব মায়ের পরামর্শে পলায়ন করলেন, এবং বাবার পরামর্শ মোতাবেক নানার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন (ইষৎ সংক্ষেপিত আদি, ২৭ নং অধ্যায়)।

এ দীর্ঘ ঘটনায় অনেক আপত্তিকর বিষয় রয়েছে যা ঘটনাটি বানোয়াট ও বিকৃত হওয়ার প্রমাণবহ।

১. ইসহাক (আ.) এর দৃষ্টিশক্তি না হয় লোপ পেয়েছিল, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি তো লোপ পায়নি। তাহলে তিনি ছাগলের চামড়া ও তার লোম আর মানুষের চামড়া ও তার লোমের মধ্যে পার্থক্য করতে পারলেন না কেন?

২. ইয়াকুব (আ.) এর পক্ষে এমন ছলনা করা চিন্তাও করা যায় না। কারণ নবীগন বাল্যকাল থেকেই সৎ, সত্যবাদী ও আমানতদার হয়ে থাকেন।

৩. এক পুত্রের জন্য দোয়া করলে আরেক পুত্রের জন্য করা যাবে না-এমন কথা যুক্তি বিরুদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য।

৪. বেচারী ইসের বুক-ফাটা কান্নার ফল ও শাস্তি কি এটাই যে ইসহাক (আ.) তাঁর জন্য দোয়া না করে বদ-দোয়া করলেন? একজন নবীর শানে এমন কথা মেনে নেয়া যায় না।

৫. ইসহাক (আ.) না হয় ইস ও ইয়াকুবের মাঝে পার্থক্য করতে পারেননি। তাই ইয়াকুবকেই ইস মনে করে দোয়াগুলি দিয়েছিলেন। তাই বলে কি আল্লাহ তায়ালাও পার্থক্য করতে পারেননি? পারলে তিনি ইসের জন্য কৃত দোয়াকে ইয়াকুবের ক্ষেত্রে কবুল করবেন কেন? দোয়াও কি বাগিয়ে নেয়া যায়? আল্লাহও কি ধোকার শিকার হন!

৬. ইয়াকুব (আ.) ছলনা করে এই দোয়া লাভ করেছেন যে গোষ্ঠীর সকলে তাঁর সেবা করবে, তাঁর সামনে উপর হয়ে সম্মান কল্পবে, এবং তাঁর গোলাম হবে। আর ইস এই বদদোয়া লাভ করেছেন যে তাঁর বসবাসের জায়গা উর্বর হবে না এবং তিনি ভাইয়ের গোলাম হয়ে থাকবেন। তাহলে ইসকে ইয়াকুব কেন প্রভু বলে সম্বোধন করলেন, উপুড় হয়ে সাতবার সালাম জানালেন এবং নিজকে তার গোলাম আখ্যা দিলেন. (দ্র. আদি পুস্তক, ৩৩:৩,৫,১৩)।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো দুটি ঘটনাতেই দেখা যায় বেচারী ইস সম্পূর্ণ নির্দোষ। ক্ষুধায় তাঁর প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম, তবুও হযরত ইয়াকুব তাঁকে ডাল-রুটি খেতে দিচ্ছেন না, বরং বড় ছেলের অধিকার বিক্রয়ের শর্ত আরোপ করেন। উপায়ান্তর না দেখে ইস বাধ্য হয়ে জীবন রক্ষার জন্য তাঁর অধিকার বিক্রয় করে এর বিনিময়ে ডাল-রুটি হাসিল করেন। আবার খল-চাতুরী করে ইয়াকুব (আ.) ইসের জন্য কৃত দোয়াও বাগিয়ে নেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন আমরা দেখি এই নিরপরাধ লোকটির ঘাড়েই আসমানী কিতাবে সমস্ত দোষ চাপানো হয়েছে তখন আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। বাইবেল অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, বেচারী ইস পিতার দোয়া থেকেতো বঞ্চিত হয়েছেনই, আল্লাহর রহমত থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। মালাখী পুস্তকেও বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেছেন, ইস কি ইয়াকুবের ভাই ছিল না? তবুও তো আমি ইয়াকুবকে মহব্বত করেছি। কিন্তু ইসকে অগ্রাহ্য করেছি। আমি তার পাহাড়গুলো ধ্বংসস্থান করেছি ও তার জায়গা মরুভূমির শিয়ালগুলোকে দিয়েছি (দ্র. ১:৩)।

আর এই নির্দোষ লোকটি সম্বন্ধেই ইজিপ্তের ইব্রাণী পত্রে সেন্ট পল লিখেছেন, দেখ, কেউ যেন ইসের মত নীতিহীন বা আল্লাহর প্রতি ভয়হীন না হয়। ইস এক বেলার খাবারের জন্য বড় ছেলের অধিকার বিক্রি করে দিয়েছিল। তোমরা জান, পরে যদিও সে কেঁদে কেঁদে দোয়া ভিক্ষা করেছিল, তবুও তাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, কারণ মন ফেরাবার সুযোগ তখন আর ছিল না (দ্র. ১২:১৬,১৭)।

## ১৭. মূসা ও হারুণ (আ.) এর উপর অপবাদ

গণনা পুস্তকে বলা হয়েছে- কিন্তু মারুদ মূসা ও হারুণকে বললেন : তোমরা আমার উপর ভরসা করনি, এবং বনি-ইসরাইলদের সামনে আমাকে পবিত্র বলে মান্য করনি। তাই যে দেশ আমি বনি-ইসরাইলদের দেব তোমরা তাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না (২০:১২)।

এখানে মূসা ও হারুণ (আ.) দুজনের উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহর উপর ভরসা করেননি, এবং তাঁকে ইসরাঈলীয়দের সামনে পবিত্র বলে মান্য করেননি। এর ফলে বলা হয়েছে তারা তাদেরকে প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে যেতে পারবেন না। অথচ কোরআনে এ ঘটনাটি উল্লেখ করে মূসা ও হারুণ দুজনকেই নির্দোষ আখ্যা দেয়া হয়েছে, এবং প্রতিশ্রুত দেশে যেতে না পারার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে-বনী-ইসরাইলের কতিপয় লোকের শত্রুদের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা সাধারণদের সামনে ফাঁস করে দেয়া এবং তারফলে তাদের ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে (দ্র. সূরা আল মাইদা, ২১-২৬)।

## ১৮. আগের সকল নবীই চোর-ডাকাত।

ইউহোনা/যোহন এর ইঞ্জিলে আছে: সেইজন্য ঈসা আবার বলিলেন, আমি আপনাদের সত্যই বলিতেছি, ভেড়াগুলির জন্য আমিই দরজা। আমার আগে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা সকলে চোর আর ডাকাত। কিন্তু ভেড়াগুলি তাহাদের কথা শুনে নাই। আমিই দরজা (১০:৭-৯০)

১৯. শামউন নবী একদিন গাজা শহরে গিয়ে একটা বেশ্যাকে দেখলেন এবং তার কাছে গেলেন, সেখানে তিনি মাঝরাত পর্যন্ত শুয়ে ছিলেন। লোকেরা খবর পেয়ে সারারাত সেই জায়গা ঘেরাও করে রাখল এবং শহরের সদর দরজার কাছে ওৎ পেতে বসে রইল। তারা বলল, সকাল হলে পর আমরা তাকে মেরে ফেলব। তিনি সদর দরজার দুটি খুঁটি উপড়িয়ে বের হয়ে গেলেন, পরে সোরেক উপত্যকার একটি স্ত্রীলোকের উপর তার মন পড়ল। তার নাম ছিল দলীরা (বিচার কর্তৃগন, ১৬:১-৪)।

## বাইবেল বিকৃতি : বাইবেলে অবাস্তব ও আজগুবি বক্তব্য

### ১. আল্লাহর সঙ্গে কুস্তি লড়ে জয়ী হওয়া।

আদি পুস্তকে বলা হয়েছে-একজন লোক এসে ফজর না হওয়া পর্যন্ত তাঁর (ইয়াকুবের) সংগে কুস্তি লড়লেন। সেই লোকটি যখন দেখলেন যে তিনি ইয়াকুবকে হারাতে পারছেন না, তখন কুস্তি চলবার সময় তিনি ইয়াকুবের রানের জোড়ায় আঘাত করলেন। তাতে তাঁর রানের হাড় ঠিক জায়গা থেকে সরে গেল। তখন সেই লোকটি বললেন : ফজর হয়ে আসছে, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। ইয়াকুব বললেন : আমাকে দোয়া না করা পর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ব না। লোকটি বললেন : তোমার নাম কি? তিনি বললেন : আমার নাম ইয়াকুব। লোকটি বললেন : তুমি আল্লাহ ও মানুষের সংগে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ বলে তোমার নাম আর ইয়াকুব থাকবে না। তোমার নাম হবে ইসরাইল (যার মানে যিনি আল্লাহর সংগে যুদ্ধ করেন)।

ইয়াকুব তাঁকে বললেন : মিনতি করি, আপনি বলুন আপনার নাম কি? তিনি বললেন : তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ কেন? এই কথা বলেই তিনি ইয়াকুবকে দোয়া করলেন। তখন ইয়াকুব সেই জায়গাটার নাম রাখলেন পনুয়েল (যার মানে “আল্লাহর মুখ”) তিনি বললেন : আমি আল্লাহকে সামনা-সামনি দেখেও বেঁচে আছি (৩২:২২-৩০)।

২. আদি পুস্তকে বলা হয়েছে-পরে ইয়াকুব লিবনী, লুস, ও আর্মেনি গাছের কাঁচা ডাল নিয়ে তার উপর থেকে রেখার মত করে ছাল ছাড়িয়ে নিলেন। তাতে মধ্যে মধ্যে তার নীচের সাদা কাঠ দেখা যেতে লাগল। পশুর পাল যখন পানি খেতে আসত তখন তিনি সেই ডালগুলো নিয়ে তাদের সামনে পানির গামলাগুলোর মধ্যে রাখতেন (দ্র. ৩০:৩৭, ৩৮)।

এ পর্যন্ত কথাগুলো কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে নেয়া। এর পরের কথাগুলো “পবিত্র বাইবেল” থেকে উদ্ধৃত করছি। “তাহাতে জলপান করিবার সময়ে

তাহারা গর্ভ ধারণ করিত। আর সেই শাখার নিকটে তাহাদের গর্ভ ধারণ প্রযুক্ত রেখাঙ্কিত ও বিন্দু চিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ বৎস জন্মিত।”

পাঠক লক্ষ্য করুন! এতদিন তো আমরা শুনে আসছিলাম সন্তান তার পিতা মাতা ও পূর্ব পুরুষদের আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে জন্ম লাভ করে। এখন বাইবেল বলছে, ডোরা কাটা ডালগুলো দেখার কারণে পশুগুলোর ডোরা ডোরা বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করেছে।

৩. বিচারকর্তৃগণ পুস্তকে আছে পরে শামাউন তাঁর মা-বাবার সংগে তিন্ময় গেলেন। তিন্ময় আংগুর ক্ষেত গুলোর কাছে যেতেই হঠাৎ একটা যুব সিংহ গর্জন করতে করতে শামাউনের দিকে এগিয়ে আসল। তখন মাবুদের রুহ তাঁর উপর পূর্ণ শক্তিতে আসলেন, যার ফলে তিনি সেই সিংহটাকে খালি হাতেই ছাগলের বাচ্চার মত করে ছিড়ে ফেললেন (দ্র. ১৪:৫, ৬)।

এর কিছুদিন পর, তিনি ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্য তিন্ময় গেলেন। যাওয়ার পথে তিনি সেই সিংহের মৃত দেহটা দেখবার জন্য একটু ঘুরে গেলেন। তিনি সিংহের দেহের মধ্যে এক ঝাঁক মৌমাছি আর কিছু মধু দেখতে পেলেন। তিনি দু’হাতে সেই মধু তুলে নিয়ে খেতে খেতে চললেন। তারপর তিনি মা-বাবার কাছে গিয়ে তাঁদেরও সেই মধু দিলেন এবং তারাও তা খেলেন (দ্র. ১৪:৮, ৯)।

৪. উক্ত পুস্তকে ১৫ নং অধ্যায়ে শামাউন সম্পর্কেই বলা হয়েছে-এই বলে তিনি বেরিয়ে গিয়ে তিনশো শিয়াল ধরলেন এবং তাদের প্রতি জোড়ার লেজে লেজে জুড়ে তার মাঝখানে একটা করে মশাল বেঁধে দিলেন। তারপর মশালে আগুন ধরিয়ে ফিলিস্তিনীদের ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ফসলের মধ্যে তাদের ছেড়ে দিলেন। এইভাবে তিনি তাদের বাঁধা আঁটি ও দাঁড়িয়ে থাকা ফসল এবং তাদের জলপাইয়ের বাগান পুড়িয়ে দিলেন (দ্র. ১৫:৪, ৫)।

৫. কাজীগন/বিচারকর্তৃগণ পুস্তকে আছে-গাছেরা সবাই একদিন নিজেদের জন্য একজন বাদশাহকে অভিষেক করবার উদ্দেশ্যে বের হল। তারা জলপাই গাছকে বলল, তুমি আমাদের বাদশাহ হও। কিন্তু জলপাই গাছ

জবাবে বলল, আমার যে তেলে আল্লাহ ও মানুষ সম্মানিত হন তা বাদ দিয়ে কি আমি সমস্ত গাছের উপর দুলতে যাব? এরপর গাছগুলো ডুমুর গাছকে বলল, তুমি আমাদের বাদশাহ হও। কিন্তু ডুমুর গাছ জবাবে বলল, আমি আমার এই ভাল ও মিষ্টি ফল দেওয়া বাদ দিয়ে কি সমস্ত গাছের উপর দুলতে যাব? এরপর গাছগুলো আংগুর লতাকে বলল, তুমি আমাদের বাদশাহ হও। কিন্তু জবাবে আংগুর লতা বলল, আমার ফলের যে রসে আল্লাহ ও মানুষ আনন্দ পান তা বাদ দিয়ে কি আমি সমস্ত গাছের উপর দুলতে যাব? শেষে সব গাছগুলো কাঁটা ঝোপকে বলল, তুমি আমাদের বাদশাহ হও। তখন কাঁটা ঝোপ তাদের বলল, যদি সত্যিই তোমরা আমাকে তোমাদের বাদশাহ হিসেবে অভিষেক করতে চাও তবে তোমরা এসে আমার ছায়ায় আশ্রয় নাও। তা যদি না কর তবে যেন কাঁটা-ঝোপ থেকে আগুন বেরিয়ে এসে লেবাননের এরস গাছগুলো পুড়িয়ে দেয় (৯:৮-১৫)।

৬. ইউহোনা/যোহন তাঁর প্রকাশিত কালাম পুস্তকে লিখেছেন-পরে বেহেস্তে একটা মহান চিহ্ন দেখা গেল একজন স্ত্রীলোক, যাহার পরনে ছিল সূর্য আর পায়ের নীচে ছিল চন্দ্র। বারটা তারা দিয়া গাঁথা একটা মুকুট তাহার মাথায় ছিল। সে গর্ভবতী ছিল এবং প্রসব বেদনায় চিৎকার করছিল।..... (১২:১-৬)।

৭. আইযুব/ইয়োব পুস্তকে বলা হয়েছে-আল্লাহর নিঃশ্বাসে আসমান পরিস্কার হয় (২৬:১৩)।

৮. আরো বলা হয়েছে-আল্লাহর নিঃশ্বাস থেকে বরফ জন্মায়, আর পানি জমে যায় (৩৭:১০)।

৯. বিচারকর্তৃগন পুস্তকে আছে-আসমান থেকে তারাগুলোই যুদ্ধ করল, নিজের নিজের বাঁধা পথে থেকে যুদ্ধ করল সীমার বিরুদ্ধে (দ্র.৫:২০)।



## বাইবেলে অযৌক্তিক বিধান

১. দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে, যদি কারো দু'জন স্ত্রী থাকে। একজনকে সে ভালবাসে, অন্যজনকে ভালবাসে না। তাহলে তাদের দু'জনেরই যদি পুত্র সন্তান হয়, তবে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসেনা তার ছেলেকে অন্য যে কোন ছেলের চেয়ে দ্বিগুন ভাগ দিতে হবে (দ্র. ২১:১৫-১৭)।

২. উক্ত গ্রন্থেই আছে-কারো ছেলে যদি একগুঁয়ে এবং বিদ্রোহী হয়, কিছতেই বাবা মার কথা না শোনে এবং তাদের শাসন না মানে, তবে মা বাবা তাকে সমাজ-নেতাদের কাছে নিয়ে বিচার দেবে। তারা সেখানেই তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করবে (দ্র. ২১:১৮-২১)।

৩. উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে-আংগুর ক্ষেতে তোমরা দুই জাতের বীজ লাগাবে না। তা করলে সেই বীজের ফসল এবং ক্ষেতের আংগুর দুই-ই তোমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে (দ্র. ২২:৯)।

৪. অন্য কারো আংগুর ক্ষেতে গিয়ে তোমরা খুশীমত আংগুর খেতে পারবে। কিন্তু তা তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন কিছুতে তুলে রাখা চলবে না (দ্র. ২৩:২)।

৫. লেবীয় পুস্তকে বলা হয়েছে-মেহ-প্রমেহে আক্রান্ত ব্যক্তি নাপাক, তার বিছানা ও বসার আসনও নাপাক। সে কাউকে থুথু দিলে বা হাত না ধুয়ে কাউকে স্পর্শ করলে, কিংবা কেউ তার বিছানায় গুলে বা তার আসন স্পর্শ করলে নাপাক হয়ে যাবে। কাপড়-চোপড় ধুয়ে গোসল করে নিলেও সঙ্ক্যা পর্যন্ত সে নাপাকই থাকবে। প্রমেহে আক্রান্ত ব্যক্তি হাত না ধুয়ে কোন মাটির পাত্র স্পর্শ করলে সেটা ভেংগে ফেলতে হবে। উক্ত ব্যক্তি গোছল করে নিলেও সঙ্ক্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে (দ্র. ১৫:১-১৬)।

৬. উক্ত পুস্তকেই ঋতুবতী মহিলা সম্পর্কে বলা হয়েছে-তার বিছানা বা আসন যে ছোঁবে সে সঙ্ক্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। কোন পুরুষের গায়ে মাসিকের রক্ত লেগে গেলে সাত দিন পর্যন্ত সেই পুরুষ নাপাক থাকবে। এই সাত দিনের মধ্যে সে যে বিছানায় শোবে তা-ও নাপাক হবে

(দ্র.১৫:১৯-২৪)। এ জন্যই কেউ কেউ বলেছেন বর্তমানে সারা পৃথিবীতে খৃষ্টানদের মত নাপাক কেউ নেই

৭. উক্ত পুস্তকে ১৬ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে-হারুণকে তার নিজের ও তার বংশধরদের গুনাহ ঢাকা দেবার জন্য গুনাহের কোরবানীর ষাঁড়টা কোরবানী দিতে হবে। তার সেই ছাগল দুটো নিয়ে তাকে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তার মধ্যে কোন ছাগলটা মাবুদের জন্য, আর কোনটা আজাজীলের জন্য যে ছাগলটা মাবুদের জন্য দেখা যাবে হারুণ সেটা নিয়ে গুনাহের কোরবানী দেবে। কিন্তু ভাগ্য পরীক্ষায় যে ছাগলটা আজাজীলের জন্য উঠবে, সেটা জীবিত অবস্থাতেই মাবুদের সামনে উপস্থিত করতে হবে এবং গুনাহ ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে আজাজীলের জন্য মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিতে হবে (১৬:৬-১০)।

অতঃপর বলা হয়েছে-হারুণ তার দুই হাত সেই জীবিত ছাগলটার মাথার উপর রাখবে, এবং বনি-ইসরাইলদের সমস্ত অন্যায় ও অবাধ্যতা অর্থাৎ তাদের সমস্ত গুনাহ স্বীকার করে তা ছাগলটার মাথার উপর চাপিয়ে দেবে। তারপর একজন লোককে দিয়ে সেটা মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেবে। ছাগলটি কোন নির্জন জায়গায় তাদের সমস্ত অন্যায় বয়ে বেড়াবে (২১,২২)।

লক্ষ্য করুন! দ্বিতীয় ছাগলটাকে আজাজীল শয়তানের নামে মরুভূমিতে ছাড়তে হবে। তাও আবার বনি ইসরাইলের সকল অন্যায় অপরাধের বোঝা এই অবলা প্রাণীর মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে! এটা কেমন বিবেক-বুদ্ধির কথা হল?

৮. দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে-ভাইয়েরা এক পরিবার হয়ে বাস করবার সময়ে যদি এক ভাই ছেলে না রেখে মারা যায়, তবে তার বিধবা স্ত্রী পরিবারের বাইরে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। তার স্বামীর ভাই তাকে বিয়ে করবে। এবং তার প্রতি স্বামীর ভাইয়ের যে কর্তব্য তা পালন করবে। তাহলে তার যে প্রথম ছেলে হবে সে সেই মৃত ভাইয়ের নাম রক্ষা করবে। কিন্তু সে যদি ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করতে না চায় তবে সেই স্ত্রী গ্রাম বা শহরের সদর দরজায় বৃদ্ধ নেতাদের কাছে গিয়ে বলবে, আমার স্বামীর ভাই বনী ইসরাইলদের মধ্যে তার ভাইয়ের নাম রক্ষা করতে রাজী

নয়। আমার প্রতি তার যে কর্তব্য তা সে পালন করতে চায় না। তখন সেখানকার বৃদ্ধ নেতারা সেই লোকটাকে ডেকে বুঝাবেন। এর পরেও যদি সে বলতে থাকে যে সে তাকে বিয়ে করতে রাজী নয়, তবে তার ভাইয়ের স্ত্রী বৃদ্ধ নেতাদের সামনেই লোকটির কাছে গিয়ে তার পা থেকে এক পাটি জুতা খুলে নেবে, এবং তার মুখে থুথু দিয়ে বলবে, ভাইয়ের বংশ যে রক্ষা করতে চায় না তার প্রতি এ-ই করা হয় (২৫:৫-৯)।

কি আজব বিধান! মৃত ভাইয়ের স্ত্রী বন্ধা, অন্ধ, মূক, বধির, খোঁড়া, কুশী ও অসতী ইত্যাদিও তো হতে পারে। এমতাবস্থায় তাকে কে গ্রহণ করতে চাবে? মৃত ভাইয়ের নাম ও বংশ রক্ষার কথাটিও বোধগম্য নয়। কারণ সম্ভাব্য হবে এক ভাইয়ের, আর নাম ও বংশ রক্ষা করবে অন্য ভাইয়ের এ কেমন কথা? সব চেয়ে মজার ব্যাপার হল খৃষ্টানরা এ বিধানটি বাদ দিয়ে নিজেরা এর বিপরীত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে “কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবে না”। ১৮৪০ সালে প্রকাশিত তাদের সালাতে আম্মা গ্রন্থে “বংশ ও আত্মীয়” অধ্যায়ে স্পষ্ট ভাবে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের গীর্জাগুলি এ আইনটি তাদের নীতিমালার মধ্যে শামিল করে নিয়েছে।

৯. উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে-দু'ব্যক্তি মারামারি লাগলে একজনের স্ত্রী যদি স্বামীকে রক্ষার জন্য অপর ব্যক্তির পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে, তবে সেই স্ত্রীলোকের হাত কেটে ফেলতে হবে (দ্র.২৫:১১,১২)।

১০. কোন জারজ লোক মাবুদের বান্দাদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না। তার চৌদ্দ পুরুষের কেউ তা করতে পারবে না (দ্র. প্রাগুক্ত, ২৩:২)।

১১. কোন আশ্রয়নীয় কিংবা মোয়াবীয় মাবুদের বান্দাদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না। তার চৌদ্দ পুরুষের কেউ তা কখনো করতে পারবে না। কারণ মিসর থেকে আসবার সময় তারা খাবার ও পানি নিয়ে এগিয়ে আসেনি। বরং তোমাদের বদ দোয়া দেওয়ার জন্য বালামকে টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছিল (দ্র. প্রাগুক্ত, ২৩:৩-৫)।

১২. লেবীয় পুস্তকে আছে- এই রকম রোগ যার হবে তাকে ছেড়া কাপড় পরতে হবে। সে চুল খুলে রাখবে। তাকে তার মুখের নীচের দিকটা ঢেকে

চিৎকার করে বলতে হবে নাপাক নাপাক! তার শরীরে যতদিন সেই ছোঁয়াচে রোগ থাকবে ততদিন সে নাপাক থাকবে। তাকে ছাউনির বাইরে একাই থাকতে হবে (দ্র. ১৩:৪৫,৪৬)।

১৩. হেজকিল কিতাবে ৪ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে আল্লাহ হেজকিলকে বলেছেন, “তারপর তুমি বাঁ পাশ ফিরে শোবে এবং ইসরাইলের গুনাহের শাস্তি তোমার নিজের উপর নেবে। যে কয়দিন তুমি পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে সে কয়দিন তাদের শাস্তি তুমি বহন করবে। তাদের শাস্তি পাওয়া বছরের সংখ্যা হিসাব করে ততদিন আমি তোমাকে তা বহন করতে দিলাম। কাজেই তিনশো নব্বই দিন ইসরাইলের শাস্তি তুমি বহন করবে। এটা শেষ হলে পর তুমি আবার শোবে; এবার ডানপাশ ফিরে শোবে এবং এহুদার গুনাহের শাস্তি বহন করবে। শুয়ে থাকবার জন্য আমি তোমাকে চল্লিশ দিন দিলাম। এক এক বছরের জন্য এক এক দিন (৪:৪-৬)।

এরপর ৮ নং পদে আরো বলা হয়েছে-তোমার ঘেরাওয়ার দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাতে তুমি এপাশ ওপাশ ফিরতে না পার সেই জন্য আমি তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।

এরপর বলা হয়েছে-তুমি গম, যব, শিম, মসুর ডাল, বাজরা ও জনার নিয়ে একটা পাত্রে রাখবে এবং সেগুলো দিয়ে তোমার জন্য রুটি তৈরী করবে। যে তিনশো নব্বই দিন তুমি পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে তখন তা খাবে। এছাড়া আধা লিটারের একটু বেশী পানিও বিভিন্ন সময়ে খাবে। যবের পিঠার মত করে সেই খাবার তুমি খাবে; লোকদের চোখের সামনে মানুষের পায়খানা পুড়িয়ে তা সেকঁকে নেবে। যেসব জাতির মধ্যে আমি বনি ইসরাইলদের তাড়িয়ে দেব তাদের মধ্যে থাকবার সময় তারা এইভাবে নাপাক খাবার খাবে। এই কথা মাবুদ বললেন। তখন আমি বললাম : হে আল্লাহ মালিক! এই রকম না হোক। আমি কখনও নাপাক হইনি। ছেলেবেলা থেকে এই পর্যন্ত আমি মরা বুনো পশুর মেরে ফেলা কোন কিছু খাইনি। কোন নাপাক গোশত আমার মুখে কখনও ঢোকেনি। তিনি বললেন : আচ্ছা মানুষের পায়খানার বদলে আমি তোমাকে গোবরের ঘুঁটে পুড়িয়ে তোমার রুটি সেকঁবার অনুমতি দিলাম (৪:৯-১৫)।

লক্ষ্য করুন! উম্মতের গুনাহ বহন করবেন নবী হেজকিল। তাও এক কাতে তিনশো নব্বই দিন, অপর কাতে চল্লিশ দিন শুয়ে থাকার মাধ্যমে শান্তি ভোগ করে। আরেকটি অভিনব শান্তি হলো, মানুষের পাখানা দিয়ে রুটি সঁকা। অনেক অনুরোধের পর গোবর দিয়ে সঁকে নেবার ছাড় তিনি লাভ করেছেন। আবার ৪৩০ দিন অর্থাৎ একবছর দুই মাসের দীর্ঘ সময়ে শুয়ে শুয়ে আহার করার জন্য পূর্বেই রুটি সঁকে নেওয়ার আদেশও কম ভোগান্তির ছিল না।

এতো বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনা। প্রাচীন আরবী অনুবাদে তো রুটি খাওয়ার বিধানটির সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে -

تلطخه بزيل يخرج من الانسان

অর্থাৎ তুমি মানুষের বিষ্ঠা মিশ্রিত করে রুটি খাবে। হেজকিল যে বলেছে, আমি নাপাক হইনি, নাপাক খাইনি, সেকথা এই শেষোক্ত আরবী অনুবাদের সঙ্গেই বেশী খাপ খায়।

১৪. লেবীয় পুস্তকে বলা হয়েছে-কোন ঘরে কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তা দূর না হয়, তবে সেই ঘরটি নাপাক বলে গন্য হবে। তখন ঘরটার পাথর, মাটি এবং কাঠ সবই ভেংগে ফেলতে হবে এবং শহরের বাইরে কোন নাপাক জায়গায় নিয়ে সেগুলো ফেলে দিতে হবে (দ্র. ৩৩-৪৫)।

১৫. মথির ইঞ্জিলে আছে- ঈসা বলিয়াছেন, যাহাকে তালাক দেওয়া হইয়াছে, সেই স্ত্রীকে যে বিবাহ করে সেও ব্যভিচার করে (৫:৩২)।

১৬. উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে-ঈসা বলিয়াছেন, তোমার হাত কিংবা পা যদি তোমাকে পাপের পথে টানে, তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দাও। তোমার চোখ যদি তোমাকে পাপের পথে টানে তবে তাহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও (১৮:৮,৯)।

এ বিধান অনুসারে আমল চললে ইউরোপ-আমেরিকার খৃষ্টান সমাজে অন্ধ ও লুলা-লেংড়া গুনে শেষ করা মুশকিল হতো। গীর্জায় অবস্থানকারী যৌন-নিপীড়ক যাজকদের ধরে ধরে নেওয়ার জন্য আলাদা লোক নিয়োগ করতে হতো।

## বাইবেলে বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিপন্থী কথা

ডঃ মরিস বুকাইলি তাঁর বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান বইতে লিখেছেন- বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যেসব বক্তব্য বিদ্যমান বিজ্ঞানের তথ্যপ্রমাণের আলোকে তার একটাও গ্রহণযোগ্য নয় (দ্র. পৃ. ২০২)।

নিম্নে এর কয়েকটি প্রমাণ তুলে ধরছি।

১. সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করলেন। দুনিয়ার উপরটা তখনও কোন বিশেষ আকার পায়নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না; তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর পানি (আদি পুস্তক, ১:১,২)।

এখানে পৃথিবী সৃষ্টির আগে যে পানির কথা বলা হয়েছে, তা নিছক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। মরিস বুকাইলি বলেছেন-বিশ্বসৃষ্টির সূচনায় গ্যাস জাতীয় বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্বের সমূহ প্রমাণ বিদ্যমান। এই অবস্থায় সেখানে পানির অস্তিত্ব থাকার কথা ভুল ছাড়া কিছু নয় (পৃ.৪১)। উল্লেখ্য যে একটি হাদীসেও এই গ্যাস জাতীয় বায়বীয় পদার্থের কথা পাওয়া যায় ۞

الله في عما আল্লাহ গ্যাস জাতীয় বায়বীয় পদার্থের উপরে ছিলেন।

২. পরে আল্লাহ বললেন : আলো হোক! আর তাতে আলো হল। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে আলোর নাম দিলেন দিন, আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত। এভাবে সন্ধ্যা ও গেল সকালও গেল আর সেটাই ছিল প্রথম দিন (আদি, ১:৩-৫)। এর থেকে বোঝা যায় সূর্য সৃষ্টির পূর্বেই পৃথিবীতে আলো সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং রাত ও দিনের অস্তিত্বও হয়ে গিয়েছিল। কারণ বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী সূর্য সৃষ্টি হয়েছিল ৪র্থ দিনে। মরিস বুকাইলি লিখেছেন- যেখানে আলোর উৎস (সূর্য) সৃষ্টির ৩দিন পর ; সেখানে সূর্য সৃষ্টির আগে বিশ্বসৃষ্টির প্রথম-দিনেই পৃথিবীতে আলো ছড়িয়ে পড়ার বর্ণনা একান্তভাবেই যুক্তিহীন। তাছাড়া সূর্যহীন প্রথম দিবসেই সকাল ও সন্ধ্যার অস্তিত্ব নিছক কল্পনার বস্তু। কেননা পৃথিবীকে তার প্রধানতম নক্ষত্র সূর্যের মন্ডলে নিয়ে এসে তার আঙ্গিক গতি তথা

সূর্যকেন্দ্রিক আবর্তন সম্ভব করা হলেই কেবল মাত্র দিবস পাওয়া যাবে। আর কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হবে সকাল ও সন্ধ্যার উপস্থিতি (দ্র.পৃ.৪২)।

৩. তার পর আল্লাহ বললেন : পানির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হোক, আর তাতে পানি দুভাগ হয়ে যাক। এইভাবে আল্লাহ পানির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করলেন এবং নীচের পানি ও উপরের পানি আলাদা করলেন। তাতে উপরের পানি ও নীচের পানি আলাদা হয়ে গেল। আল্লাহ যে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম তিনি দিলেন আসমান। এই সন্ধ্যা ও গেল, সকালও গেল, আর সেটাই ছিল দ্বিতীয় দিন (আদি, ১:৬-৮)

এখানেও সূর্যহীন পৃথিবীতে সকাল সন্ধ্যা ও দ্বিতীয় দিনের কথা বলা হচ্ছে, যা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া পানির অস্তিত্বের সেই অলীক বক্তব্যও টেনে এনে সেই পানিকে দু'ভাগ করে এক ভাগ আকাশ মন্ডলে আর এক ভাগ পৃথিবীতে প্রবাহিত করার কথা বলা হয়েছে। মরিস বুকাই বলেছেন, পানিকে এভাবে দ্বিধাবিভক্ত করার কাল্পনিক বক্তব্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় (দ্র. পৃ. ৪২)।

৪. আদি পুস্তকে ষষ্ঠ দিনের সৃষ্টির তালিকায় বলা হয়েছে-পরে আল্লাহ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন (১:২৭)।

এর থেকে বোঝা যায়, বিশ্ব সৃষ্টি ও মানুষ সৃষ্টি প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল। অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মানুষ সৃষ্টির লক্ষ-কোটি বছর আগে বিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছিল এটা বৈজ্ঞানিক সত্য কথা। বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী আমাদের সময় থেকে সাড়ে চারশত কোটি বছর আগে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল (মরিস বুকইলি, ৪৯ পৃ.)।

অথচ বাইবেলের হিসাব অনুযায়ী ছয় হাজার বছরের উর্দ্ধে যায় না।

ডঃ মরিস বুকাইলি লিখেছেন-বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের হিসাব অনুযায়ী ইহুদীরা তাদের ক্যালেন্ডারের দিন-তারিখ গণনা করে থাকেন। ঐ ক্যালেন্ডারে বিশ্ব সৃষ্টির সময়কাল যেমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি পৃথিবীতে কবে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল, তাও নির্দিষ্টভাবে

বলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৫ খৃষ্টীয় সনকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নিলে ঐ হিসাব অনুসারে দেখা যায়, তখন থেকে ৫৭৩৬ বছর আগে বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা ঘটেছিল। আর (বাইবেল অনুসারেই) মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল- এর মাত্র কয়েকদিন পরেই। সুতরাং ইহুদী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছর আর বয়স বিচারে মানুষের আবির্ভাব এবং বিশ্বসৃষ্টি একান্তভাবেই সমসাময়িক ঘটনা।

বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বসৃষ্টির সময়কালের এই হিসাবটা আমরা পাচ্ছি- বাইবেলের বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণ থেকে। বাইবেলে দেওয়া হিসাব অনুযায়ী হযরত আদমের ১৯৪৮ বৎসর পর হযরত ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর মোটামুটিভাবে যতদূর জানা যাচ্ছে, হযরত ঈসার আঠারোশত বছর আগে হযরত ইব্রাহীম আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ হিসেবে মোটামুটিভাবে হযরত ঈসার আটত্রিশশ' বছর আগে হযরত আদমের আবির্ভাব ঘটেছিল।

কিন্তু এ হিসাব নিঃসন্দেহে ভুল। আর এ ভুলের কারণ হচ্ছে বাইবেলোক্ত আদম (আ.) থেকে ইব্রাহীম (আ.) এর সময়কালের বৈঠক হিসাব। অথচ এই বৈঠক হিসাবের উপর ভিত্তি করেই আজ পর্যন্ত ইহুদীরা তাদের ক্যালেন্ডার তৈরী করে চলেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিজ্ঞানের অভিমত কি? বিশ্ব সৃষ্টির সময়-তারিখ সংক্রান্ত এই প্রশ্নের জবাব আসলে সহজ নয়। বিজ্ঞান এ বিষয়ে যা পারে তা হচ্ছে সৌর মন্ডলীর পদ্ধতী সংগঠনের একটা হিসাব তুলে ধরতে। হিসাবটা যদিও আনুমানিক, তবুও তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি এবং কারণ বিদ্যমান। যা হোক, বিজ্ঞানের এই হিসাব থেকে বিশ্বসৃষ্টির যে সময়টা আমরা পাচ্ছি, তা আমাদের সময় থেকে সাড়ে চারশত কোটি বছর আগে। এর থেকে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বর্ণিত বিশ্বসৃষ্টির সময়কালের ব্যবধানটা যে বিরাট তা অনায়াসেই নির্ধারণ করে নিতে পারি (পুরো বক্তব্যটি মরিস বুকাইলির “বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান” এর পৃ.৪৯-৫২ থেকে অগ্র-পশ্চাৎ করে সাজানো হয়েছে)।

৫. আল্লাহ নূহ (আ.) কে বলেছেন-যে ব্যবস্থা তোমাদের ও তোমাদের সংগের সমস্ত প্রাণীর জন্য স্থাপন করেছি, সেই ব্যবস্থার চিহ্ন হিসেবে মেঘের মধ্যে রংধনু দেখাব (আদি.৯:১২-১৭)।



## বাইবেলের অশ্লীল বক্তব্য

বাইবেল কি আল্লাহর কালাম? এ বিষয়ে শায়খ আহমদ দীদাত এবং আমেরিকার প্রধান বিশপ জেমি সোভাগটের মধ্যে লুইযিয়ানা ভার্শিটির সর্ববৃহৎ হলে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এর জন্য প্রায় সপ্তাহ কাল ব্যাপক প্রচারও চালানো হয়। নির্ধারিত সময়ে খৃষ্টান, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ভীড়ে, হলে তিল ধারনের ঠাই ছিল না। আহমদ দীদাত আলোচনা শুরু করে বলেন, বৃটেনের রাজা প্রথম জেমস সর্বপ্রথম বাইবেল ছেপে প্রকাশ করেন ১৬১১ খৃষ্টাব্দে। তখন রোমান ও গ্রীক ভাষার প্রাচীন কপিগুলিসহ পূর্বেকার সকল কপি পুড়ে ফেলা হয়। এরপরও এতে বরাবর সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৫২ ও ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ বাজারে ছাড়া হয়। এতদসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এতে ভুল ভ্রান্তি, স্ববিরোধিতা ও চরম অসংগতি রয়ে গেছে। তিনি তাঁর সম্মুখে রাখা দশটি সংস্করণের দিকে ইংগিত করে বলেন, আমরা এর কোনটিকে সঠিক মনে করবো। তিনি প্রমাণসহ তুলে ধরেন যে বাইবেলে তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়।

এক, যা বাহ্যতঃ আল্লাহর কালাম বলে মনে হয়।

দুই, যা ঈসা (আ.) সহ নবীগনের বাণী বলে মনে হয়।

তিন, যা বর্ণনাকারী বা গ্রন্থকারের বক্তব্য বলে প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারকে আল্লাহর কালাম মনে করা আদৌ ঠিক হবে না। তিনি বলেন, বাইবেলে এমন অশ্লীল ও লজ্জাস্কর বক্তব্যও পাওয়া যায়, যা কোন মানুষ তার পরিবার ও ছেলে-মেয়েদের সামনে পাঠ করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ তিনি হেজকিল পুস্তকের ২৩ নং অধ্যায়টির কথা তুলে

ধরেন, যেখানে যেনাকারিনী দুই বোন প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বাণী হিসেবে এমন অশ্লীল ও লজ্জাকর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে পাঠক মাত্রই বলতে বাধ্য হবেন এটা আল্লাহর কালাম হতেই পারে না। তিনি পকেট থেকে একশো ডলার বের করে বলেন, জেমি সাহেব যদি এই অধ্যায় এখানে সকলের সামনে পড়ে শোনাতে পারেন তবে আমি তাকে এই একশো ডলার বখশিশ দেব। একথা শুনেই বিশপের চেহারা পাংশুবর্ণ ধারণ করে। অনেক চাপাচাপির পর তিনি নীচু স্বরে কোনমতে অধ্যায়টি পাঠ করেন। খৃষ্টান শ্রোতারা এই সময় লজ্জায় হাত দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখেন। পাঠকদের জন্য এখানে সেই অধ্যায়টি তুলে ধরছি।

## জেনাকারিনী দুই বোন

পরে মাবুদ আমাকে বললেন : “হে মানুষের সন্তান, দুটি স্ত্রীলোক ছিল যারা একই মায়ের মেয়ে। অল্প বয়স থেকে মিসর দেশে তারা বেশ্যাগিরি করত। সেই দেশেই লোকে তাদের বুক ধরে সোহাগ করে তাদের সতীত্ব নষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে বড়টির নাম ছিল অহলা ও তার বোনের নাম ছিল অহলীবা। পরে তারা আমার হল এবং ছেলেমেয়েদের জন্ম দিল। অহলা হল সামেরিয়া আর অহলীবা হল জেরুজালেম।

“অহলা আমার থাকতেই জেনা করেছিল। তার প্রেমিকদের প্রতি অর্থাৎ আশেরীয়দের প্রতি তার কামনা ছিল। এরা ছিল নীল কাপড় পরা যোদ্ধা, শাসনকর্তা ও সেনাপতি; সকলেই সুন্দর যুবক এবং ঘোড়সওয়ার। সব সেরা সেরা আশেরীয়দের কাছে সে নিজেকে বেশ্যা হিসাবে দান করেছিল; যাদের সে কামনা করত : তাদের সমস্ত মূর্তি দিয়ে সে নিজেকে নাপাক করেছিল। মিসরে যে বেশ্যাগিরি সে শুরু করেছিল তা সে ছেড়ে দেয়নি; সেখানে তার অল্প বয়সেই লোকে তার সংগে গুয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করেছে ও তাদের কামনা তার উপর ঢেলে দিয়েছে।

“সেইজন্য আমি তাকে তার প্রেমিকদের হাতে, অর্থাৎ যাদের সে কামনা করত সেই আশেরীয়দের হাতে ছেড়ে দিলাম। তারা তাকে উলঙ্গ করে তার

ছেলেমেয়েদের কেড়ে নিয়ে তলোয়ার দিয়ে তাকে হত্যা করে। তার শাস্তির বিষয় নিয়ে স্ত্রীলোকেরা বলাবলি করতে লাগল।

“তার বোন অহলীবা এই সব দেখল, তবুও সে তার কামনা ও বেশ্যাগিরিতে তার বোনের চেয়ে আরও বেশী খারাপ হল। তারও আশেরীয়দের প্রতি কামনা হল, তারা ছিল শাসনকর্তা ও সেনাপতি; তারা সুন্দর পোশাক পড়া যোদ্ধা ও ঘোড়সওয়ার; তারা সবাই সুন্দর যুবক। আমি দেখলাম সেও নিজেকে নাপাক করল; দু’জনে একই পথে গেল।

“কিন্তু অহলীবা তার বেশ্যাগিরিতে আরও এগিয়ে গেল। সে দেয়ালের উপর লাল রংয়ে আঁকা ব্যাবিলনীয় পুরুষদের ছবি দেখল। কোমরে তাদের কোমর-বাঁধনি, মাথার উপর উড়ন্ত পাগড়ী; তারা সবাই দেখতে ব্যাবিলন দেশের সেনাপতিদের মত। তাদের দেখামাত্রই তাদের প্রতি তার কামনা জাগল এবং সে ব্যাবিলনে তাদের কাছে লোক পাঠাল। তাতে ব্যাবিলনীয়রা তার কাছে এসে তার সংগে বিছানায় গেল এবং জেনা করে তাকে নাপাক করল। তাদের দ্বারা নাপাক হবার পর সে তাদের ঘৃণা করতে লাগল। সে খোলাখুলিভাবেই যখন তার বেশ্যাগিরি চালাতে লাগল এবং তার উলংগতা প্রকাশ করল তখন আমি তাকে ঘৃণা করলাম : যেমন আমি তার বোনকে ঘৃণা করেছিলাম। যৌবনে যখন সে মিসরে বেশ্যা ছিল তখনকার দিনগুলো মনে করে সে আরও বেশী জেনা করতে লাগল। সেখানে সে তার প্রেমিকদের কামনা করল যাদের পুরুষাংগ ছিল গাধার পুরুষাংগের মত এবং যাদের বীর্য বের হত ঘোড়ার বীর্যের মত।

“হে অহলীবা, তোমার যৌবন কালে মিসরের লোকেরা তোমার বুক ধরে আদর করে তোমার সতীত্ব নষ্ট করেছিল; এখন তুমি আবার সেই লোকদের সংগে জেনা করতে চাও। সেইজন্য আমি আব্রাহাম মালিক বলছি যে তোমার যেসব প্রেমিকদের তুমি ঘৃণা করেছ আমি তাদেরই তোমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব এবং চারদিক থেকে আমি তাদের তোমার বিরুদ্ধে নিয়ে আসব।

## আরো কিছু অশ্লীল বক্তব্য

২. হোসিয়া পুস্তকে আছে- (আল্লাহ বলছেন) তোমাদের মাকে বকুনি দাও, বকুনি দাও তাকে, কারণ সে আমার স্ত্রী নয় এবং আমিও তার স্বামী নয়। সে তার চোখের চাহনি থেকে বেশ্যাগিরি ও তার বুক থেকে (বাংলা বাইবেলে-স্তনযুগলের মধ্য হইতে) জেনা দূর করুক। তা না হলে আমি তাকে উলংগ করে দেব এবং সে তার জন্মের দিনে যেমন উলংগ ছিল তেমনি করব। আমি তার সন্তানদের দয়া করব না, কারণ তারা জেনার সন্তান। তাদের মা জেনা করেছে। যে তাদের গর্ভে ধরেছে সে লজ্জার কাজ করেছে। সে বলত আমি আমার প্রেমিকদের পেছনে যাব। তারাই আমাকে খাবার ইত্যাদি দেবে (২:২-৫)।

৩. আল্লাহ ইয়ারমিয়া নবীকে বলেছেন-বিপথে যাওয়া ইসরাইল যা করেছে অ কি তুমি দেখেছ? সে সমস্ত উঁচু পাহাড়ের উপরে ও ডাল পালা ছড়ানো সবুজ গাছের নীচে গিয়ে জেনা করেছে। আমি ভেবেছিলাম এই সব করবার পরে সে আমার কাছে দিয়ে আসবে, কিন্তু সে আসে নি। আর তার বেঈমান বোন এহুদা তা দেখেছিল। বিপথে যাওয়া ইসরাইলকে আমি তালাকনামা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম : তার বেঈমান বোন এহুদার কোন ভয় নেই; সে-ও গিয়ে জেনা করল। তার জেনার কাজ তার কাছে কিছুই মনে হয়নি বলে সে পাথর ও কাঠের দেব দেবীর সংগে জেনা করে দেশকে নাপাক করল (ইয়ারমিয়া, ৩:৬-৯)।

## বাইবেল বিকৃতি : মহানবী (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুসতফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর নবুওতের সত্যতার অনেক দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান আছে। দালাইলুন-নুবুওওয়াহ নাম দিয়ে ইমাম বায়হাকীসহ অনেক মুহাদ্দিস সে সব প্রমাণ-পঞ্জি সংকলণ করেছেন। এ ব্যাপারে আর কোন প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা বাকী থাকেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা সে সব প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করে না। তাই বিভিন্ন যুগে ইসলামী মনীষীগণ তাঁদের রচনাবলীতে বাইবেল থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণসমূহ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন, যেমন হাফেজ ইবনে তায়মিয়া (মৃত্যু-৭৩৮ হি.) আল জাওয়াবুস-সহীহ গ্রন্থে, হাফেজ ইবনুল-কাযিম (মৃত্যু ৭৫১ হি.) হেদায়াতুল হাযারা গ্রন্থে, আবুল ফজল আল মালেকী আল মুনতাখাবুল জালীল গ্রন্থে, আবু ওবায়দা আল খায়রাযী (মৃত্যু ৫৮২ হি.) মাকামিউস সুলবান গ্রন্থে, ইমাম কুরতুবী আল এ'লাম বিমা ফী দীনি'ন-নাসারা মিনাল ফাসাদি ওয়াল-আওহাম গ্রন্থে, মাও: রহমতুল্লাহ কিরানবী ইজহারুল হক গ্রন্থে, ড: মুহাম্মাদ রুয়াস “মুহাম্মদ ফি কুতুবিল মোকাদ্দাসা” গ্রন্থে, ইবরাহীম খলীল আহমদ “মুহাম্মদ ফিত-তাওরাত ওয়াল ইঞ্জিল ওয়াল কুরআন” গ্রন্থে, এবং বাশারী যাখারী মিখাইল “মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ হাকাজা বাশশারাত বিহিল-আনাজীল ” গ্রন্থে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা যে বাইবেল তথা তওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখ ছিল সে কথা কোরআনে

কারীমেই বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : যারা অনুসরণ করবে রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর যাঁর কথা তারা তাদের নিকট লিপিবদ্ধ পেয়ে থাকে তাওরাত ও ইঞ্জিলে ..... (আনআম-১৫৭)।

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে চিনত যেমনভাবে নিজেদের সন্তানদের চিনত (বাকারা-১৪৫)।

কুরআন নাযিলের যুগে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কেউই উক্ত আয়াতকে চ্যালেঞ্জ করেনি। তখনকার দিনে তারা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে অর্থগত বিকৃতি ঘটিয়ে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু মুসলিম মনীষীবর্গের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি দ্বারা জোড়ালো প্রমাণ পেশের বিপরীতে ঐ অর্থগত বিকৃতি যথেষ্ট হচ্ছিল না। ফলে তারা সেগুলির শব্দগত বিকৃতির হীন পথ বেছে নিয়ে নিজেদের দুর্ভাগ্যকে তুরান্বিত করেছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ ৮টি ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরছি।

এ ব্যাপারে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ কিতাবুল মোকাদ্দসের উপরই আমরা নির্ভর করেছি। তবে অনুবাদের ভুল ভ্রান্তি আমরা অপরাপর অনুবাদ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

## ১ নং ভবিষ্যদ্বাণী

বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণে (৩৩:১-৩) মুসা (আ.) এর উক্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-“মাবুদ তুর পাহাড় থেকে আসলেন, তিনি সেয়ীর থেকে তাদের উপর আলো দিলেন; তাঁর আলো পারণ পাহাড় থেকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি লক্ষ লক্ষ পবিত্র ফেরেস্তুদের মাঝখান থেকে আসলেন; তাঁর ডান হাতে রয়েছে তাদের জন্য আগুন ভরা আইন। সত্যিই তিনি তাঁর নিজের বান্দাদের মহব্বত করেন। পবিত্র ফেরেস্তুরা তাঁর অধীনে রয়েছেন, তারা সবাই তাঁর পায়ে নত হয়ে আছেন; তাঁরই কাছে তাঁরা হুকুম পান।”

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়।

ক. মাবুদ তুর পাহাড় থেকে আসলেন” বলে তুর পাহাড়ে মুসা (আ.) এর উপর খোদার তাজাল্লি প্রকাশ এবং সেখানে তাঁকে তাওরাত প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। “সেয়ীর থেকে তাদের উপর আলো দিলেন” দ্বারা ঈসা (আ.) কে নবুওয়ত ও ইঞ্জিল প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সেয়ীর শামের একটি পাহাড়ের নাম। এর বর্তমান নাম হল জাবাল আল খালীল। এ পাহাড়ের উপর হযরত ঈসা (আ.) ইবাদত-বন্দেগী করতেন। উল্লেখ্য যে, এ বাক্যটির অনুবাদে খৃষ্টানরা কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

প্রাচীন ইংরেজী বাইবেলে বাক্যটি এমন:

And rose up from seir anto them:

সে হিসেবে বাংলা পবিত্র বাইবেলের অনুবাদই সঠিক বলে মনে হয়। সেখানে বলা হয়েছে- সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন।

খ. “তাঁর আলো পারণ পর্বত থেকে ছড়িয়ে পড়ল” বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ওহী নাযিল হওয়া এবং তাঁকে বিশ্ব মানবের পথ-নির্দেশকারী কুরআন হাকীম প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এখানে পারণ পর্বত বলে মক্কার পর্বতশ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। জাবালে নূর, (হেরা পাহাড়) সব ঐ পর্বত শ্রেণীরই অংশ।

বাইবেলের ইয়াহুদী-খৃষ্টান ভাষ্যকাররা সবাই একমত যে এখানে পারণ (ফারান) বলতে সেই স্থানকেই বোঝানো হয়েছে, যে স্থানে হযরত

হাজেরা ও হযরত ইসমাইল বসবাস করতেন বলে বাইবেলের আদি পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্র. অক্সফোর্ড ইনসাইক্লোপেডিয়াস কনকন্ডেন্স, পৃ ২১৭ paran শব্দে)। আদি পুস্তকে ইসমাইল (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে পারণ নামে এক মরুভূমিতে সে বাস করতে লাগলো (২১:২১ বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস)। আর সকল ঐতিহাসিকের কাছে এটা স্বীকৃত কথা যে হযরত ইসমাইল মক্কা শরীফের পারণেই বসবাস করেছিলেন। সুতরাং সেই পারণই যে এখানে উদ্দেশ্য হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মজার ব্যাপার হল, সামেরীদের বাইবেলে এখানে পারণ শব্দের পর বন্ধনীর মধ্যে “হেজাজ” শব্দটিও উল্লেখিত আছে। এ থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে, এখানে পারণ বলতে মক্কাকেই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং খৃষ্টানদের এই দাবী যে, “পারণ বলতে এখানে সেয়ীর থেকে সিনয় পর্বত পর্যন্ত এলাকাকে বোঝানো হয়েছে” এটা মোটেও ঠিক নয়।

উপরোক্ত পদগুলোতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পবিত্র স্থানের কথা বলা হয়েছে। সেখান থেকে মানুষের হেদায়েতের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল।

এভাবে উক্ত পদগুলো কুরআন কারীমের সূরা ত্বীনের সংগে হুবহু মিলে যায়। উক্ত সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, ত্বীন ও যায়তুনের কসম, সিনাই পর্বতের কসম, এবং এই নিরাপদ শহরের (মক্কা শরীফ) কসম, এখানে সিনাই পর্বতও নিরাপদ শহরের বিষয় সকলের কাছে স্পষ্ট। ত্বীন ও যায়তুন বলে মণীষীদের মতে শামদেশকে বোঝানো হয়েছে। কারণ ত্বীন ও যায়তুনের সর্বাধিক উৎপাদন উক্ত দেশেই হয়ে থাকে। বহু নবী-রাসূল এদেশে আগমন করেছেন ও সেখানে সমাহিত আছেন। ঈসা (আ.) এর জন্মও এই শামের ফিলিস্তিনে, সেয়ীর পর্বতও এখানেই অবস্থিত।

উল্লেখ্য যে তাঁর আলো পারণ পর্বত থেকে ছড়িয়ে পড়ল” এই অনুবাদে কিছুটা বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। বাংলা পবিত্র বাইবেলে পদটি এভাবে আছে-পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন। ইংরেজী, আরবী ও উর্দু অনুবাদের সঙ্গে এই দ্বিতীয় অনুবাদের মিলই পাওয়া যায় বেশী। এখানে মূলতঃ তিনটি বাক্যে তিনটি কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসে দুটি কথা বানানোর সুক্ষ চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত



তিনটি বাক্যে মূসা (আ.) এর নবুওয়তকে প্রভাতের আলোর সঙ্গে, ঈসা (আ.) এর নবুওয়তকে সূর্যোদয় কালীন আলোর সংগে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়তকে দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্যালোকের সংগে তুলনা করা হয়েছে। বিভিন্ন অনুবাদ থেকে এটাই সুস্পষ্ট। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে এটাও গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ. “ তিনি লক্ষ লক্ষ ফেরেশতাদের মাঝখান থেকে আসলেন” এটা বিকৃত অনুবাদ, ইচ্ছা করেই এ বিকৃতি ঘটানো হয়েছে, যাতে এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর প্রযোজ্য না হয়। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে—

And he came with ten thousands of saints.

অর্থাৎ তিনি দশ হাজার পবিত্র লোক (সাহাবী) নিয়ে আসলেন। প্রাচীন উর্দু অনুবাদ সমূহে এমনকি ১৯১৬ সালে মুদ্রিত উর্দু বাইবেলে বলা হয়েছে—

دس ہزار قدسوں کے ساتھ آیا

অর্থাৎ দশ হাজার পবিত্রের সংগে আসলেন। এ কথাটি যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নবীর উপর প্রযোজ্য হয় না, কারণ একমাত্র তিনিই মক্কা বিজয়ের সময় দশ হাজার পবিত্র সাহাবীর জামাত নিয়ে এসেছিলেন; তাই খৃষ্টান ও ইয়াহুদীরা এই বাক্যটির অনুবাদে বিকৃতির যথেষ্ট চেষ্টা চালায়। প্রথমত: তারা “দশ হাজার”কে হাজার হাজার বানায়। ক্যাথলিক উর্দু বাইবেলে ہزاروں অর্থাৎ “হাজার হাজার” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮৪৪ সালের আরবী অনুবাদে معہ (অর্থাৎ তাঁর সংগে রয়েছে) হাজার হাজার পবিত্র লোক) বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এতেও তাদের মন ভরেনি। তাই ১৮৬৫ ও ১৮৯৮ সালের আরবী অনুবাদে و آتی من ربوات القدس (অর্থাৎ আঁড়ায় করে বিকৃতির চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। آتی من ربوات القدس এর অর্থ দাঁড়ায়

‘তিনি হাজার হাজার পবিত্রের কাছ থেকে আসলেন। এখানে দশ হাজারকে হাজার হাজারে পরিনত করা ছাড়াও “সংগে আসলেন” কে “কাছ থেকে আসলেন” দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। বাংলা পবিত্র বাইবেলে এই শেষোক্ত অনুবাদকেই অবলম্বন করে বলা হয়েছে- তিনি অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন। পরবর্তীতে কিতাবুল মোকাদ্দস নামে বাইবেলের নতুন সংস্করণ তৈরী করার সময় অনুবাদকরা “হাজার” আর “অযুত” কে বিদায় করে তার জায়গায় “লক্ষ লক্ষ” শব্দ যোগ করেন এবং পবিত্র লোকের স্থানে ফেরেস্তা শব্দটি সংযোজন করেন, যাতে কোন ভাবেই মুসলমানরা দাবী করতে না পারে যে, এটা তাদের নবীর জন্য ভবিষ্যদ্বাণী। যাহোক খুশীর ব্যাপার হল এতসব বিকৃতকারীদের মধ্যেও কিছু কিছু সত্যপ্রিয়ী আছেন যারা দশ হাজারকে বাইবেলে পুনঃস্থাপন করেছেন।

The bible authorised version, King james version (A.d.1958) ও ১৯৬৭ সালে নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত

The bible revised standard version

ইত্যাদিতে এখনো দশ হাজার পবিত্র লোক সংগে নিয়ে আসার কথা বিদ্যমান আছে।

ঘ. “তঁার ডান হাতে রয়েছে তাদের জন্য আগুন ভরা আইন” ইংরেজী অনুবাদে “Fiery law” এবং ১৮২৩ ও ১৮৪৪ সালের আরবী অনুবাদে -

في يمينه سنة من نار (অর্থাৎ অগ্নিময় তরিকা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

১৮৬৫ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে في يمينه نار شريعة لهم (তাদের জন্য অগ্নিময় শরীয়ত আছে তার ডান হাতে) এবং প্রায় সকল উর্দু অনুবাদে

“اتشى شريعت” শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ অগ্নিময় শরীয়ত।

বাংলা পবিত্র বাইবেলে “অগ্নিময় ব্যবস্থা” কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তবে শেষে “ছিল” শব্দটি যোগ করে বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যাহোক, এই অগ্নিময় শরীয়ত বলতে সেই শরীয়তই বোঝানো হয়েছে যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের বিধান রয়েছে। আর এটা ইসা (আ.) এর ব্যাপারে খাটে না, কারণ তঁার শরীয়তে জিহাদ ফরজ ছিল না। এটা

পুরোপুরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারেই প্রযোজ্য তাঁর শরীয়তেই জেহাদকে ফরজ করা হয়েছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল ২০০৪ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ইয়াহুদীদের বাইবেলে এই পুরো বাক্যটি মুছে ফেলা হয়েছে।

ঙ. সত্যিই তিনি তাঁর নিজের বান্দাদের মহব্বত করেন। এটিও বিকৃত অনুবাদ। ইংরেজী অনুবাদে আছে Yea he loved the people (অর্থাৎ তিনি সত্যিই লোকদের ভালোবাসেন)। ইহুদীদের ইংরেজী বাইবেলে বলা হয়েছে Loved indeed of the people (তিনি নিশ্চয়ই মানুষকে ভালবাসাদানকারী)

উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে ہاں وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے

অর্থাৎ সত্যিই তিনি নিজের লোকদের সংগে খুব মহব্বত রাখেন। বাংলা পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে-নিশ্চয় তিনি গোষ্ঠীদিগকে প্রেম করেন।

এসব অনুবাদের কোথাও “বান্দাদের” কথাটি নাই। কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে ইচ্ছা করেই এটি বাড়ানো হয়েছে যাতে সুসংবাদটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর প্রযোজ্য না থাকে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত অনুবাদ সমূহে আরও একটি বিকৃতি ঘটানো হয়েছে, তা হল “মহব্বত করেন” “প্রেম করেন” বা “Loved” সবগুলো শব্দই অতীত ও বর্তমানকাল বাচক। অথচ প্রাচীন উর্দু অনুবাদ ও ক্যাথলিক বাইবেলে ভবিষ্যৎকাল শব্দ বাচক শব্দ যোগে বলা হয়েছে তিনি তাঁর লোকদের মহব্বত করবেন।

চ. পবিত্র ফেরেস্তারা তাঁর অধীনে রয়েছেন, তারা সবাই তাঁর পায়ে নত হয়ে আছেন; তারই কাছে তারা হুকুম পান। লন্ডন বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে—

‘all his saints are in thy hand, and they satdown at thy feet, every one shall riceive of thy words,

নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ইহুদীদের ইংরেজী অনুবাদে আছে-

their hallowed are all in your hand, they followed in your steps. accepting your pronouncements.

উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে-

اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے

এ হিসাবে বাংলা পবিত্র বাইবেলের অনুবাদই অনেকটা সঠিক বলে মনে হয়। সেখানে বলা হয়েছে-“তাঁহার পবিত্রগণ সকলে তোমার হস্তগত, তাহারা তোমার চরণতলে বসিল, প্রত্যেকে তোমার বাক্য গ্রহণ করিল।”

তবে ইংরেজী অনুবাদের shall receive ও উর্দু অনুবাদের مانیں گے দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এ ক্ষেত্রে সঠিক অনুবাদ এভাবে হওয়া উচিত-তাঁর পবিত্র গণ সকলে তোমার হস্তগত, তারা তোমার চরণতলে উপবিষ্ট, প্রত্যেকে তোমার বাক্য গ্রহণ করবে। এর দ্বারা প্রতিশ্রুত নবীর প্রতি তাঁর সাহাবীগণ যে চরম আনুগত্য প্রকাশ করবে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এটা শেষ নবী (স.) এরই বিশেষত্ব। সাহাবীগণ যেভাবে তাঁর অনুগত হয়ে থেকেছেন, বিশ্ব ইতিহাসে তার নজীর নেই। এমনকি অমুসলিমগণও তা স্বীকার করেছেন, করতে বাধ্য হয়েছেন। এ ভাবে “গ” থেকে “চ” পর্যন্ত উল্লিখিত বাক্য গুলোতে যে চারটি কথা বর্ণিত হয়েছে, তা কুরআন শরীফের সূরা ফাতাহ এর কয়েকটি আয়াতের সংগে ছবছ মিলে যায়।

১. তিনি দশ হাজার পবিত্রের সংগে আসলেন। محمد رسول الله والذين معه (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং যারা তার সংগে আছেন) মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবীদের সংখ্যা দশ হাজারই ছিল। তারা ফারানের চূড়া থেকে উদ্ভিত নূরানী সত্ত্বার সংগে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন।

২. তার হাতে অগ্নিময় শরীয়ত। أشداء على الكفار (তাঁরা কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর)।

৩. তিনি তাঁর নিজের লোকদের মহব্বত করবেন। رحماء بينهم (পরস্পর একে অন্যের প্রতি কোমল দয়াদ্র)।

৪. হে খোদা! তাঁর (অর্থাৎ ভবিষ্যতে আগমনকারী উক্ত নবীর) সকল পবিত্ররা (অর্থাৎ সাহাবীগন) তোমার হস্তগত তাঁরা তোমার পদতলে উপবিষ্ট, এবং তারা তোমার কথা মেনে চলবে।

تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود  
(অর্থাৎ তুমি তাদেরকে দেখবে রুকু সেজদাবনত, তাঁরা অন্তেষণ করে চলছে আল্লাহর মহা অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি, সিজদার কারণে তাদের চেহারা (বন্দেগীর) চিহ্ন পরিস্ফুটিত হয়ে আছে।) এরপরও কি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে -- ذلك مثلهم في التورات

অর্থাৎ তাদের এই গুণাবলী তওরাতে বিদ্যমান আছে?

## ২ নং ভবিষ্যদ্বাণী

বাইবেলের “দ্বিতীয় বিবরণ” পুস্তকে হযরত মূসা (আ.) এর উক্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—“মাবুদ আমাকে বলেছিলেন, তারা ভালই বলেছে। আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মত একজন নবী দাঁড় করাব। তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব, আর আমি যা বলতে তাকে হুকুম দেব সে তা-ই তাদের বলবে। সেই নবী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ যদি আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করব। কিন্তু আমি হুকুম দেইনি এমন কোন কথা যদি কোন নবী আমার নাম করে বলতে সাহস করে কিংবা সে যদি দেব-দেবীর নামে কথা বলে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। কোন একটা কথা সম্পর্কে তোমরা মনে মনে বলতে পার, মাবুদ এই কথা বলেছেন কিনা তা আমরা কি করে জানব? কোন নবী যদি মাবুদের নাম করে কোন কথা বলে আর তা যদি অসত্য হয় কিংবা না ঘটে, তবে বুঝতে হবে সেই কথা মাবুদ বলেননি। সেই নবী দুঃসাহস করে ঐ কথা বলেছে। তাকে তোমরা ভয় কোর না” (১৮:১৭-২২)।

এখানে যে নবীর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ইহুদী পণ্ডিতদের মতে তিনি হলেন হযরত ইউশা (আ.) , আর প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টানদের মতে তিনি হলেন হযরত ঈসা (আ.) । কিন্তু তাদের দাবী মোটেও সঠিক নয়। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই করা হয়েছে। কারণ:

এক: ইউহোন্না এর ইঞ্জিলের ১ম অধ্যায় ১৯-২৫ নং পদ দ্বারা বোঝা যায় যে ঈসা (আ.) এর যুগের ইহুদীরা হযরত ঈসা ব্যতীত অন্য একজন নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন যাঁর ব্যাপারে দ্বিতীয় বিবরণীর এই অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ইউহোন্নার ইঞ্জিলে উল্লেখ আছে, ইহুদীরা হযরত ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কে? তিনি বললেন : আমি মসীহ নঃ; তাঁরা বললেন : তবে কে? আপনি কি নবী ইলিয়াস? তিনি বললেন : না আমি ইলিয়াস নই। তাঁরা বললেন : তাহলে আপনি কি সেই নবী? জবাবে তিনি বললেন : না।

এখানে বাংলা অনুবাদে সেই “নবী” আরবী অনুবাদে নির্দৃষ্ট বাচক শব্দে (النبي) “আন নবী” ইংরেজী অনুবাদে “The prophet” বলে প্রশ্ন করা থেকে বোঝা যায় ইনি মসীহ ও ইলিয়াস ব্যতীত সেই নির্দৃষ্ট নবী, যাঁর সম্পর্কে উক্ত অধ্যায়ে (দ্বি.বিবরণীতে) ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

দুই: বলা হয়েছে, তাদের ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবী দাঁড় করাব। এখানে “তাদের” বলতে বনু ইসরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। আর বনু ইসরাঈলের ভাইয়েরা হলেন বনু ইসমাইল। বাইবেলেও তাদেরকে ভাই হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে (দ্র. আদি পুস্তক, ১৬:১২)।

ঈসা (আ.) ছিলেন বনু ইসরাঈল গোত্রের। বানু ইসরাঈলের কোন নবী সম্পর্কে যদি উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হত তাহলে “তাদের ভাইদের মধ্য থেকে” কথাটি না বলে “তাদের মধ্য থেকে” বলাই” সঙ্গত হত। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে হতে পারে না।

তিন: বলা হয়েছে, আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। অর্থাৎ সেই নবী হবেন হযরত মূসা (আ.) এর মত। স্বাভাবিক ভাবেই এখানে চেহারা-সুরত ও আকার আকৃতির দিক থেকে সাদৃশ্যের কথা বলা হয়নি। কারণ এসব দিক বিবেচনায় দুনিয়ার কোন দু’ব্যক্তিই একরকম হয় না।

একইভাবে নিছক নবুওয়ত লাভের দিক থেকেও সাদৃশ্যের কথা বলা হয়নি। কারণ এ ক্ষেত্রে সকল নবীই সমান। সুতরাং স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র শরীয়তের দিক থেকেই যে এই সাদৃশ্য বোঝানো হয়েছে তা খুবই স্পষ্ট। আর এই বিশেষত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও মধ্যে পাওয়া যায় না। কেননা তাঁর পূর্বে বানু-ইসরাঈলের মধ্যে যত নবী এসেছেন হযরত ঈসা সহ তাঁরা সকলেই হযরত মূসার শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের কেউই স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আসেননি। বিশেষ করে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত ঈসার উপর এ কারণেও খাটে না যে, খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে তিনি নবী ছিলেন না। বরং খোদা ছিলেন।

চার: বলা হয়েছে, তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব। প্রাচীন বাংলা অনুবাদে আছে- তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব। এই দ্বিতীয় অনুবাদটি প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বাক্যে

বোঝানো হয়েছে যে হযরত মুসা ও ঈসাকে যেভাবে লিখিত আকারে আল্লাহর কালাম দেয়া হয়েছিল উক্ত নবীকে সেবাবে দেয়া হবে না। বরং আল্লাহর কালাম তাঁর মুখেই তুলে দেয়া হবে। উল্লেখ্য যে গোটা কুরআন শরীফ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখস্থ ছিল। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুনে শুনেই সাহাবীগণ তা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

পাঁচ: বলা হয়েছে-“সেই নবী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ যদি আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই<sup>১</sup> সেই লোককে দায়ী করব”। বাংলা প্রাচীন অনুবাদে “আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করব” স্থানে বলা হয়েছে তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব। প্রাচীন আরবী অনুবাদে *فانا اكون المنتقم منه* কথাটি এই প্রাচীন বাংলা অনুবাদের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। যাহোক এখানে যে প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু আখিরাতের প্রতিশোধ বা শাস্তি নয়। কেননা আখিরাতের শাস্তি তো যে কোন নবীর বিরোধিতাকারীকেই ভোগ করতে হবে। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এই নবীর কথা অমান্যকারীকে শাস্তি দানের পরিস্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে উক্ত নবীর শরীয়তে জিহাদ, কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) ও দন্ডের বিধান রেখে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া। আর এটা হযরত ঈসার ব্যাপারে মোটেও খাটে না। কারণ তিনি কখনও জিহাদ করেননি বা জিহাদের আদেশ দেননি। দন্ড বিধানের কোন কিছুই তাঁর থেকে বর্ণিত নেই। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর জিহাদ ফরজ ছিল। তিনি নিজে জিহাদ করেছেন। জিহাদের হুকুম দিয়েছেন। খোদাদ্রোহীদের শাস্তি দিয়েছেন। কোরআনে বলা হয়েছে- তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই, আল্লাহ তোমাদের হাত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

ছয়: বলা হয়েছে-আমি হুকুম দেইনি এমন কোন কথা যদি কোন নবী আমার নাম করে বলতে সাহস করে কিংবা সে যদি দেব-দেবীর নামে কথা বলে তবে তাকে হত্যা করতে হবে। প্রাচীন বাংলা অনুবাদে “তবে তাঁকে হত্যা করতে হবে” স্থলে বলা হয়েছে “তবে সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে। লাহোর বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত উর্দু বাইবেলে বলা হয়েছে *اسكو قتل کیا جائے* অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হবে। এ কথাগুলো আমাদের নবী সম্পর্কেই খাটে। শত্রুরা শত চেষ্টা করেও তাঁকে হত্যা



করতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে দেওয়া ওয়াদা “আল্লাহই তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন” পূরণ করেছেন। যদি তিনি সত্য নবী না হতেন তবে তাঁকে হত্যা করা হতো। বোঝা গেল তিনি যা বলেছেন সত্যই বলেছেন। ওহীর মাধ্যমে জেনেই বলেছেন। কোরআনে বলা হয়েছে “তিনি (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ থেকে কোন কথা বলেন না। যা বলেন কেবল প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েই বলেন। কোরআনে আরও বলা হয়েছে-এই নবী যদি আমার নামে কোন কথা বানিয়ে বলত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর তার হুতপিন্ডের শিরা কেটে ফেলতাম। সূরা মাআ’রিজ (আয়াত ৪৪-৪৬)।

পক্ষান্তরে এই কথাগুলো ঈসা (আ.) এর উপর খাটার দাবী খৃষ্টানরা করতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ তাদের দাবী অনুসারে ঈসা (আ.) কে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ তাদের বিশ্বাস হল ঈসা (আ.) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া পাক রুহকে খোদা বানিয়ে তার নামে কথা বলেছেন। সাতঃ বলা হয়েছে- কোন নবী যদি মাবুদের নাম করে কোন কথা বলে আর তা যদি অসত্য হয় কিংবা না ঘটে তবে বুঝতে হবে এই কথা মাবুদ বলেননি।

এখানে ভন্ড নবীর পরিচয় তুলে ধরে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি যদি নবী হওয়ার দাবী করে তবে তার মিথ্যা হওয়ার বড় আলামত হল তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সত্য ও প্রতিফলিত না হওয়া।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের নবী যত ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সব দিবালোকের মত প্রতিফলিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তিনি কিয়ামতের লক্ষণ হিসেবে শিরকের আধিক্যের কথাও বলে গিয়েছিলেন। আজ গোটা খৃষ্টান সমাজ ত্রিভুবাদের বিশ্বাস পোষণ করে সেই পূর্বাভাষকেও চির সত্যে পরিণত করে দিয়েছে।

আটঃ হযরত ঈসা (আ.) এর শিষ্যরাও মনে করতেন দ্বিতীয় বিবরণীর এই ভবিষ্যদ্বাণী ঈসা (আ.) ছাড়া অন্য কোন নবী সম্পর্কে করা হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফের প্রেরিত অংশে সর্বপ্রধান হাওয়ারী (হযরত ঈসার শিষ্য) পিতরের

একটি বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বক্তব্যটির বঙ্গানুবাদ কিছুটা বিকৃত। তাই আমরা এখানে ১৬১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালে মুদ্রিত ফারসী অনুবাদ থেকে তা তুরে ধরছি। পিতর বলেছেন-

توبه نمائید و بازگشت کنید تا که گناهان شما محو شوند تا که زمان تازگی از حضور خداوند بیاید و یسوع مسیح را که نداء بشامی شود باز فرستد زیرا که باید که اسماں اورا نگاہ دارد تا وقت ثبوت آنچه خداوند بربان پیغمبران مقدس خود از ایام قدیم فرموده است که موسی پیدران ما گفت که خدائے شما خداوند پیغمبرے را مثل من از برائے شما از میاں برادران شما مبعوث خواهد نمود و هر چه او بشما گوید شما را است که اطاعت نمائید و ایس چننیں خواهد بود که هر کس که سخن ان پیغمبر را نشنود از قوم بریده خواهد شد

অর্থাৎ -আপনারা তওবা করুন এবং আল্লাহর দিকে ফিরুন, যেন আপনাদের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। আর যেন খোদার দরবার থেকে নবতর যুগ সমাগত হয় এবং তিনি ঈসা মসীহকে যাঁকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল-পুণঃরায় পাঠাতে পারেন। কেননা আসমান ততদিন পর্যন্ত তাঁকে হেফাজত করবে, যতদিন পর্যন্ত প্রাচীন-কাল থেকে পাক নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যা বলেছিলেন তা না ঘটবে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মূসা (আ.) আমাদের পূর্ব পুরুষদের বলেছিলেন-তোমাদের খোদা তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত একজন নবী পাঠাবেন। তিনি যা কিছু তোমাদের বলবেন তোমরা তা মেনে চলবে, যে কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত না করবে, তাকে তার লোকদের মধ্য থেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হবে (প্রেরিত, ১৮:১৯-২৩)। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদও এ ফারসী অনুবাদের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ। এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এই নবী ঈসা (আ.) ভিন্ন অন্য কেউ হবেন, এবং এই নবীর আবির্ভাব পর্যন্ত ঈসা (আ.) আসমানেই অবস্থান করবেন।

নয়: ইহুদী পণ্ডিতরা স্বীকার করতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ তো ইসলাম গ্রহণ করেছেন যেমন: আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) ও মুখায়রীক আন-নাদারী প্রমুখ, আর কেউ কেউ সে সংসাহস দেখাতে না পারায় আপন ধর্মেই থেকে গিয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা: (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ইহুদীদের বায়তুল মিদরাসে (যে ঘরে তারা তওরাত ইত্যাদি পাঠ করে শোনাত) গেলেন এবং বললেন : তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আলেমকে নিয়ে আস। তারা আব্দুল্লাহ ইবন সুরিয়ার কথা বললে, তিনি তাঁকে একান্তে নিয়ে খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি জানেন, আমি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। আর আমাদের সকলেই আমার মত জানে। আপনার গুনাবলী তওরাতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের লোকেরা হিংসার বশবর্তী হয়ে মানছে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আপনার ইসলাম গ্রহণে বাধা কোথায়? বললেন : আমি স্বগোষ্ঠীয় লোকদের বিরুদ্ধে চলা পছন্দ করি না। আমি আশা করছি তারা আপনার কথা মেনে নেবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন আমিও ইসলাম গ্রহণ করব (দ্র. আল-ওয়াক্ফা, ১খ, ১০৩ পৃ.; আশ-শিফা, ১ খ. ৩৬৩ পৃ.; সীরত-ই-ইবনে হিশাম, ১ খ., ৫১৮ পৃ.)।

উম্মুল মো'মিনীন হযরত সাফিয়্যা: বিনতে হুয়াই (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে যখন কোবায় এসে উঠলেন, তখন আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতার ও চাচা আবু ইয়াসির ইবনে আখতার খুব ভোর বেলা সেখানে গেলেন, এবং সন্ধ্যা বেলা বাড়ী ফিরে আসলেন। তাঁরা উভয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে আসলেন। আমি হাসিমুখে তাদের দিকে অগ্রসর হলাম কিন্তু চিন্তা-

খ্রিষ্টতার কারণে তারা আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। ইত্যবসরে চাচাজান আব্বাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, ইনিই কি তিনি ? (অর্থাৎ যাঁর সম্পর্কে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে) আব্বা বললেন, হাঁ, খোদার কসম! চাচাজান বললেন, আপনি কি ওনাকে চিনতে পেরেছেন? বললেন, হাঁ, চাচাজান বললেন, তাহলে এখন কি করবেন? বললেন, যতদিন জীবিত থাকি শত্রুতাই পোষণ করব (দ্র. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. ২৩০ পৃ. বায়হাকী, দালায়েল, ২খ. ৫৩৩ পৃ)।

### ৩ নং ভবিষ্যদ্বাণী

বাইবেলের আদি পুস্তকের ৪৯ নং অধ্যায়ের ১০ নং পদে বলা হয়েছে, যতদিন না শীলো আসেন এবং সমস্ত জাতি তার হুকুম মেনে চলে ততদিন রাজদন্ড এল্‌দারই বংশে থাকবে। আর তার দু'হাঁটুর মাঝখানে থাকবে বিচার দন্ড (কিতাবুল মোকাদ্দস) উক্ত পদে “শীলো” বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ

এক: এখানে বলা হয়েছে, সমস্ত জাতি তার হুকুম মেনে চলবে। এ কথাটি কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই খাঁটে। তিনিই সকল জাতির নবী। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে - “قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا”

অর্থাৎ বল, হে লোকসকল, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত (সূরা আরাফ, ১৫৮)।

হাদীস শরীফেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে পাঁচটি এমন বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। তাঁর মধ্যে একটি তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, অন্যান্য নবীকে নিজ নিজ গোত্রের লোকদের নিকট পাঠানো হয়েছে। আর আমাকে বিশ্বের সকল মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে (বুখারী, হাদীস ৪৩৮)।

দুই: ১৬২৫, ১৮২২, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বাইবেলের আরবী অনুবাদে “শীলো” শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে- الذی له الكل

অর্থাৎ যার জন্য সব কিছু। এ গুনটিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে খাঁটে। কারণ তিনি যেহেতু সকল নবী-রাসূলগণের নেতা ছিলেন, তাই সবকিছু তাঁর জন্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। তিনি নিজেই বলেছেন, -

“أنا سيد ولد آدم ولا فخر”

অর্থাৎ আমি আদম সন্তানের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ, এতে অহংকারের কিছু নেই (ইবনে মাজা, হাদীস ৪৩০৮; মুসনাদে আহমদ, ১খ., ১৫ পৃ.)।

তিন: উক্ত পদ থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে শীলো আগমন করলে ইহুদীদের রাজত্ব ও জাতীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এটা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলেই ঘটেছিল। ঈসা (আ.) এর যুগে যেহেতু ইহুদীদের জাতীয় পরিচয় ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বাকি ছিল তাই তিনি উক্ত শীলো হতে পারেন না। যদিও সেই দাবী করে আসছে প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টানরা।

চার: এ পদ থেকে বোঝা যায়, ঈসা (আ.) নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করেই ভবিষ্যদ্বাণীটি করা হয়েছে। কারণ ঈসা (আ.) তো (মায়ের দিক থেকে) ইহুদীদের বংশধর ছিলেন।

পাঁচ: সুলতান বায়েযীদের শাসনামলে ইহুদী পণ্ডিত আব্দুস সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি “আররিসালাতুল হাদিয়া” নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। সেখানে তিনিও দাবী করেছেন যে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই করা হয়েছে। তিনি তাঁর এই দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি প্রমাণও তুলে ধরেছেন।

## ৪ নং ভবিষ্যদ্বাণী

বাইবেলের জবুর অংশে বলা হয়েছে :

আমার অন্তর সুন্দর ভাবধারায় ভরে উঠেছে; বাদশাহর উদ্দেশে আমার কবিতা বেরিয়ে আসছে; আমার জিভ পাকা লেখকের লেখনী হয়ে উঠছে। মানুষের মধ্যে তুমি পরম সুন্দর; তোমার দুটি ঠোঁট কথার মধুতে ভরা; আল্লাহর চিরকালের দোয়া তোমার উপর ঝরে পড়ছে। হে বীর! তোমার কোমরে তলোয়ার বেঁধে নাও; গৌরব ও মহিমার সাজে তুমি সেজে নাও। সত্য, নশ্রতা আর ন্যায়ের পক্ষে তুমি নিজের মহিমায় বিজয়ীর মত যাত্রা কর; তোমার ডান হাত ভয় জাগানো মহান কাজ করুক (সঠিক অনুবাদ হল-করবে)।। বাদশাহ শত্রুদের বুকে তোমার ধারালো তীর বিঁধে যায়; তোমার শত্রুজাতি তোমার পায়ের তলায় পড়ে। হে আল্লাহ তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী; তোমার শাসন ন্যায়ের শাসন। তুমি ন্যায় ভালবাস আর অন্যায়কে ঘৃণা কর; সেজন্য আল্লাহ তোমার সংগীদের চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ, তেলের মত করে তোমার উপর ঢেলে দিয়েছেন। গন্ধরস, অগুরু আর দারুচিনির গন্ধে তোমার রাজ পোষাকে খোশবু যুক্ত হয়েছে, হাতীর দাঁত বসানো রাজবাড়ীতে তার যন্ত্রের যে বাজনা বাজে তা তোমাকে আনন্দ দেয়। তোমার সম্মানিত মহিলাদের মধ্যে রাজ কন্যারা আছেন.....

তোমার পূর্বপুরুষদের জায়গা তোমার ছেলেরা নেবে। মানুষের মধ্যে তুমি তাদের শাসনকর্তা করবে। বংশের পর বংশে আমি তোমার নাম বাঁচিয়ে রাখব; সেইজন্য বিভিন্ন জাতি যুগের পর যুগ তোমার প্রশংসা করবে (জবুর, ৪৫:১-৯, ১৬-১৭)।

উল্লেখ্য যে, বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত আরবী অনুবাদে ১ম পদটিতে “পরম সুন্দর” (إلهي الحسن) কথাটির পর

“أفضل البشر” শ্রেষ্ঠতম মানুষ) কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিতদের সর্ব সম্মত মতে যবুর এর এ অংশে দাউদ (আ.) তাঁর পরে আবির্ভূত হবেন এমন একজন নবী সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। ইহুদীদের মতে এখন পর্যন্ত এমন কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি যিনি উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত। খৃষ্টানদের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের দাবী হল ঈসা (আ.) সম্পর্কেই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। মুসলমানদের মতে মহানবী মুহাম্মদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হলেন উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কারণ দাউদ (আ.) স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে উক্ত নবীর যেসব গুণাবলী উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপঃ

১. তিনি পরম সুন্দর হবেন।
২. তিনি শ্রেষ্ঠতম মানুষ হবেন।
৩. তিনি বিশুদ্ধ ও মিষ্ট ভাষী হবেন।
৪. আল্লাহর চিরকালের দোয়া ও বরকত তাঁর উপর ঝরতে থাকবে।
৫. তিনি তলোয়ার ধারণকারী হবেন।
৬. তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও বাহাদুর হবেন।
৭. তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হবেন।
৮. তাঁর ডান হাত থেকে ভয় জাগানো মহান কাজ (বড় বড় মুজিয়া) প্রকাশ পাবে।
৯. তাঁর তীর হবে সুতীক্ষ্ণ ও ধারাল।
১০. বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় তাঁর অধীনস্ত হবে।
১১. তিনি ন্যায় ও সৎকর্ম পছন্দ করবেন এবং অন্যায় ও অসৎকর্ম ঘৃণা করবেন।
১২. রাজ-কন্যারা তাঁর পরিবারভূক্ত হবে।



১৩. তাঁর বংশধররা পূর্বপুরুষদের জায়গায় দুনিয়ার শাসনভার লাভ করবে।

১৪. তাঁর নাম, বংশের পর বংশে প্রসিদ্ধ ও আলোচিত হবে।

১৫. বিভিন্ন জাতি যুগের পর যুগ তাঁর প্রশংসা করবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু এসব গুণের অধিকারী ছিলেন তাই নয়, বরং তিনি এসব গুণের সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত সীমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুরআন, হাদীস ও ইতিহাসে এর সপক্ষে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে এর কিছু তুলে ধরা হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরম সুন্দর ছিলেন তার প্রমাণ হল, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে সুন্দর মানুষ দেখিনি, সূর্য যেন তাঁর চেহারার উপর ঢেউ খেলত (তিরমিযী)

তিনি যে শ্রেষ্ঠতম মানুষ তার প্রমাণ হল, তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই সকল মানুষের নেতা, এতে গর্বের কিছু নেই (মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

তাছাড়া ঈসা (আ.) নিজেই তাঁকে “prince of this woarld” পৃথিবীর যুবরাজ বা সর্দার আখ্যা দিয়েছেন (যোহন), তিনি যে বিশুদ্ধ ও মিষ্টভাষী ছিলেন তার জন্য প্রমাণ দরকার হয় না। পক্ষ-বিপক্ষের সকলেই তা জানে। তাঁর উপর আল্লাহর চিরকালের দোয়া ও বরকতের প্রমাণ হল, আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করেছেন -

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্টাগন এই নবীর উপর করুণা ও রহমত বর্ষণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর রহমত পাঠাও এবং খুব করে সালাম পাঠাও।

এ নির্দেশ মোতাবেক বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ও এর বাইরে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠিয়ে থাকে। আল্লাহ নিজেও সর্বদা তাঁর উপর করুণা ও রহমত বর্ষণ করতে থাকেন। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তলোয়ার ধারণকারী হওয়ার ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। তাঁর জীবনে যতগুলো জিহাদ তিনি করেছেন তা কারো অজানা নয়। তিনি নিজেও বলেছেন :

يَعْتَبِرُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

কিয়ামতের পূর্বক্ষণে আমাকে পাঠানো হয়েছে তলোয়ার দিয়ে, যাতে একমাত্র আল্লাহ-যাঁর কোন শরীক নেই-এর ইবাদত হতে থাকে (আহমদ, ২খ. ৫০)।

তাঁর শক্তিধর ও বাহাদুর হওয়ার বিষয়টিও সর্বজন বিদিত। আরবের বিখ্যাত পালোয়ান রুকানাকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলে সে শর্তারোপ করলো যে, যদি আমাকে কুস্তিতে হারাতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন তিনবার তাকে কুস্তিকে পরাস্ত করেছিলেন (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১খ, ৩৯০; বায়হাকী দালাইলুন-নুবুওয়াহ, ৬খ. ২৫০)।

এছাড়া ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মত বাহাদুর ও সাহসী লোক আমি দেখিনি (দারিমী, ১খ, ৩৩)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার ব্যাপারটি তো শুধু মুসলমানই নয়, সে যুগের কাফের ও দুশমনরাও স্বীকার করতো। তাকে যে আল-আমীন বলে ডাকা হতো সে কথা কে না জানে। কোরায়শ গোত্রের নেতা নযর ইবন হারিছ কোরায়শ গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্য করে কত চমৎকার বলেছিলেন যে, বাল্যকাল থেকে মুহাম্মাদ তোমাদের পছন্দনীয়, সর্বাধিক সত্যবাদী, সবচেয়ে বেশী আমানতদার ছিল। আর এখন যখন তাঁর চুল পাকা শুরু হয়েছে এবং তোমাদের নিকট দাওয়াত নিয়ে ফিরছে তোমরা বলছো সে যাদুগর। আল্লাহর কসম! সে যাদুগর হতেই পারে না (যাহাবী, সীরাতুন নাবাবিয়াহ, পৃ.৯০)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডান হাত দিয়ে যে ভয়ানক মু'জিয়া প্রকাশ পেয়েছিল তা ছিল বদর ও হুনায়েনের যুদ্ধে তিনি এক মুষ্টি বালু নিয়ে তা কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এ বালু তাদের চোঁখে চোঁখে পৌঁছে যায় এবং তাদের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় (বুখারী, মুসলিম)।

কুরআন কারীমেও এ কথার উল্লেখ রয়েছে। তাঁর তীর মারা ও তীর মারার প্রতি উদ্ধৃকরণও সুবিদিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তীর মারা শিখে তা ভুলে যায় সে আমাদের দলভুক্ত নয় (মুসলিম শরীফ)।

তিনি আরো বলেছেন, হে ইসমাইল সন্তান! তোমরা তীর নিক্ষেপ কর, কেননা তোমাদের পিতা ইসমাইল (আ.) ও তীরন্দাজ ছিলেন। বিভিন্ন জাতির লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধিনস্থ হওয়া সর্বজনবিদিত। তাঁর জীবদ্দশায়ই লোকেরা দলে দলে তাঁর আনীত দীনের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিক সব জাতির লোকই ছিল। তাঁর ন্যায়কে পছন্দ করা ও অন্যায়কে ঘৃণা করার ব্যাপারটি তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করেছেন।

রাজ কন্যাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারভুক্ত হওয়াও সুস্পষ্ট। ইহুদী রাজকন্যা হযরত সফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা.) কে তিনি বিবাহ করেছিলেন। পরবর্তীকালে পারস্য সম্রাট ইয়াযদগীরের মেয়ে শাহার বানু হযরত হুসাইন (রা.) এর স্ত্রী হয়েছিলেন।

একইভাবে তাঁর বংশের লোকদের মধ্যে হযরত (রা.) খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এমনকি পরবর্তীকালে নবী বংশের অনেকেই হিজায়, ইয়ামান, মিসর, আল মাগরেব, শাম, পারস্য ও হিন্দুস্থানে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এ বংশেরই আরেক প্রাণ পুরুষ ইমাম মাহদী শেষ যুগে খলীফা নিযুক্ত হবেন।

১৪ ও ১৫ নং গুন দুটিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার প্রমাণ হল-বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ নামাযে ও নামাযের বাইরে তাঁর উপর দরুদ পড়ছে। হাজার হাজার মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আযানের সময় আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ এর ঘোষণা দিয়ে চলছে। তাঁর হাদীস চর্চা করছে। তাঁর রওজা শরীফ যিয়ারত করছে।

এভাবে আল্লাহর বাণী **ورفعنا لك ذكرك** আমি তোমার আলোচনাকে সম্মুখ করেছি” এর বাস্তবরূপ আমাদের সামনে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠছে। তাঁর নামই তো মুহাম্মাদ অর্থাৎ চরম প্রশংসিত। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অগণ্য মুখে এ নাম উচ্চারিত হচ্ছে। আর এভাবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর

প্রশংসা করে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ! পরমপ্রিয়কে সর্বমুখে প্রশংসিত করে রাখার কী বিস্ময়কর কুদরতী ব্যবস্থা!

এর বিপরীত এসব গুনাবলী একসঙ্গে কোন ভাবেই ঈসা (আ.) এর মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ ঈসা (আ.) কখনো তলোয়ার হাতে নেননি, তীরও নিক্ষেপ করেননি। শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদও করেননি। তাঁর পরিবারভূক্ত হওয়া, বা তাঁর বংশধরদের কেউ পূর্বপুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অধিকন্তু খৃষ্টানদের দাবী হল, বাইবেলের যিশাইয় পুস্তকের ৫৩ নং অধ্যায়ের ২৩ ও ৩ নং পদে উল্লেখকৃত ভবিষ্যদ্বাণীটি ঈসা (আ.) সম্পর্কে। অথচ সেখানে বলা হয়েছে—“তাঁহার এমন রূপ কি শোভা নাই যে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য।” (পবিত্র বাইবেল বঙ্গানুবাদ) সুতরাং “পরম সুন্দর” গুনটিও হযরত ঈসা (আ.) এর ক্ষেত্রে খাটে না। তাই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ব্যাপারে হওয়াটা অসম্ভব।

প্রশ্ন হতে পারে বর্তমান ইজিলের ইবরানী পত্রে তো হযরত ঈসা (আ.) কেই এ ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষবস্তু সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাতে আছে, কিন্তু পুত্রের বিষয়ে আল্লাহ বলছেন, হে আল্লাহ! তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী; তোমার শাসন ন্যায়ের শাসন, তুমি ন্যায় ভালবাস আর অন্যায়কে ঘৃণা কর; সেইজন্য আল্লাহ, তোমার আল্লাহ, তোমার সংগীদের চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ, তেলের মত করে তোমার উপর ঢেলে দিয়েছেন (ইবরানী, ১:৮,৯)। এর জবাব হল:

এক. এ পত্রটির লেখক অজ্ঞাত, অপরিচিত। বর্তমান ইজিলেই পত্রটির শুরুতে সে কথা লেখা আছে। সুতরাং এ কথা প্রামাণ্য হতে পারে না।

দুই. ভবিষ্যদ্বাণীটির অংশ বিশেষকে এখানে ঈসা (আ.) এর উপর খাটানো হয়েছে। অথচ পুরো ভবিষ্যদ্বাণীতে আরো যেসব গুনাবলীর কথা বলা হয়েছে তা কোনভাবেই ঈসা (আ.) এর উপর ফিট খায় না। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ব্যাপারে হতে পারে না।

তিন: যব্বর পুস্তকের অন্যত্র নবী ও তাঁর ভক্তদের আরো কিছু গুনাবলীর কথা বলা হয়েছে, সেগুলির একটিও ঈসা (আ.) এর বেলায় খাটে না। সেখানে বলা হয়েছে: তোমরা মানুষের উদ্দেশ্যে নতুন কাওয়ালী গাও, ইসরাইল তার সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে আনন্দ করুক, সিয়োনের লোকেরা তাদের বাদশাহকে নিয়ে খুশী হোক। তারা নাচতে নাচতে তাঁর প্রশংসা করুক। খঞ্জনি আর বীণা বাজিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশংসার কাওয়ালী করুক। কারণ মাবুদ তাঁর বান্দাদের নিয়ে আনন্দ পান; তিনি নম্র লোকদের উদ্ধার করে সম্মানিত করেন। এই সম্মান লাভ করে আল্লাহ ভক্তরা আনন্দ করুক; তারা নিজের নিজের বিছানায় আনন্দে কাওয়ালী করুক। তাদের মুখে আল্লাহর প্রশংসা থাকুক। আর হাতে থাকুক দু'দিকে ধার দেওয়া তলোয়ার যাতে তারা জাতিদের উপরে প্রতিশোধ নিতে পারে, আর সেইসব লোকদের শাস্তি দিতে পারে, যাতে শিকল দিয়ে তাদের বাদশাহদের বাঁধতে পারে, তাদের উঁচু পদের লোকদের লোহার বেড়ী দিয়ে বাঁধতে পারে। আর তাদের বিরুদ্ধে যে রায় লেখা হয়েছে তা কাজে লাগাতে পারে। এ সমস্তই তাঁর সব ভক্তদের গৌরব। আলহামদু লিল্লাহ! (যব্বর ১৪৯:১-৯)।

এখানে ঐ নবীকে বাদশাহ আখ্যা দেয়া হয়েছে। তিনি ও তাঁর ভক্তরা বাদশাহদেরকে শিকল দিয়ে বাঁধবেন এবং উঁচু পদের লোকদের লোহার বেড়ী দিয়ে বাঁধবেন। তাঁরা বিভিন্ন জাতিদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন। এ গুনাবলী ঈসা (আ.) এর মধ্যে পাওয়া যায় না। এগুলি একশো ভাগ মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

বি.দ্র. এখানে যব্বর ১৪৯ নং অধ্যায়ে নতুন কাওয়ালী গাওয়া, নাচতে নাচতে তার প্রশংসা করা, নিজের নিজের বিছানায় আনন্দে কাওয়ালী করা ইত্যাদি যা বলা হয়েছে তা শুধু তরজমার হেরফের। আরবী বাইবেলে এসব জায়গায় যথাক্রমে "سبحوا الرب سبحا جديدا" নতুনভাবে

আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর, **يَتَهَجَوْنَ بِمَلِكِهِمْ** তাদেরকে বাদশাহকে নিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হোক, **"يَسْبَحُونَ عَلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ"** তারা বিছানায় শুয়ে শুয়েও তাঁর তাসবীহ পাঠ করুক- ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ রয়েছে (ইজহারুল হক, ৪খ, ; হিদায়াতুল হাযারা কৃত ইবনুল কাযিয়্যম (র.) (মৃত্যু-৭৫১ হি.) পৃ.৮৪)

সুতরাং গীত গাওয়া, গান গাওয়া, কাওয়ালী গাওয়া ও নাচা-নাচি করা ইত্যাদি বিকৃত অনুবাদ। নতুনভাবে তাসবীহ পাঠ করা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরই কাজ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আযানে, সফরে বাড়ীতে সর্বত্র মুসলমানরাই নতুন তাসবীহ পাঠ করে।

## ৫ নং ভবিষ্যদ্বাণী

বাইবেলের ইশাইয়া পুস্তকের ৪২ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে-মাবুদ বলেছেন, দেখ! আমার গোলাম, যাঁকে আমি সাহায্য করি; আমার বাছাই করা বান্দা, যাঁর উপর আমি সম্ভ্রষ্ট, আমি তাঁর উপরে আমার রূহ দেব আর তিনি জাতিদের কাছে ন্যায়বিচার নিয়ে আসবেন। তিনি চিৎকার করবেন না বা জোরে কথা বলবেন না; তিনি রাস্তায় রাস্তায় তার গলার স্বর শোনাবেন না। তিনি থেৎলে যাওয়া নল ভাংবেন না আর মিটমিট করে জ্বলতে থাকা সলতে নিভাবেন না। তিনি সততার সংগে ন্যায় বিচার করবেন। দুনিয়াতে ন্যায় বিচার স্থাপন না করা পর্যন্ত তিনি দুর্বল হবেন না বা ভেঙ্গে পড়বেন না। দূরের লোকেরা তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। মাবুদ বলেছেন, আমি মাবুদ তোমাকে ন্যায়ভাবে ডেকেছি। আমি তোমাকে হাত ধরে রাখব। আমি তোমাকে রক্ষা করব এবং আমার বান্দাদের জন্য তোমাকে একটা ব্যবস্থার মত করব আর অন্যান্য জাতিদের জন্য করব আলোর মত। তুমি অন্ধদের চোখ খুলে দেবে, জেলখানা থেকে বন্দীদের মুক্ত করবে আর সেখানকার অন্ধকার গর্তে রাখা লোকদের বের করে আনবে (দ্র.৪২:১-৭)।

কয়েক লাইন পরে বলা হয়েছে- হে সাগরে চলাচলকারীরা, সাগরের মধ্যকার সব প্রাণী, হে দূরের দেশগুলো আর তার মধ্যকার বাসিন্দারা, তোমরা সবাই মাবুদের উদ্দেশে একটা নতুন কাওয়ালী গাও। দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে তাঁর প্রশংসার কাওয়ালী গাও। মরুভূমি ও তার শহরগুলো জোরে জোরে প্রশংসা করুক। কায়দারীয়েদের গ্রামগুলোও তা করুক, শেলার লোকেরা আনন্দে কাওয়ালী করুক। পাহাড়ের চূড়াগুলো থেকে আনন্দে চিৎকার করুক। তারা মাবুদের গৌরব করুক। দূরের দেশগুলোর মধ্যে তাঁর প্রশংসা করুক। একজন শক্তিশালী লোকের মত করে মাবুদ

বের হয়ে আসবেন। তিনি যোদ্ধার মত তাঁর আত্মহকে উত্তেজিত করবেন। তিনি চিৎকার করে যুদ্ধের হাঁক দেবেন। আর শত্রুদের উপর জয়ী হবেন।..... আমি অন্ধদের তাদের অজানা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব। যে পথ তারা জানে না সেই পথে তাদের চালাব। তাদের আগে আগে আমি অন্ধকারকে আলো করব আর অসমান জায়গাকে সমান করে দেব। এসবই আমি করব, নিশ্চয়ই করব। কিন্তু যারা খোদাই করা মূর্তির উপর ভরসা করে, যারা ছাঁচে ঢালা মূর্তিগুলোকে বলে, তোমরা আমাদের দেবতা আমি তাদের ভীষণ লজ্জায় ফেলে ফিরিয়ে দেব (দ্র. কিতাবুল মোকাদ্দস ৪২ নং অধ্যায় ১০-১৩.১৬,১৭)।

এসব বাক্যে মূলত: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। নিম্নে আমরা এর এক একটি বাক্য তাঁরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার প্রমাণ তুলে ধরছি। সাথে সাথে অন্যান্য অনুবাদের আলোকে কিতাবুল মোকাদ্দসের বাংলা অনুবাদের বিকৃতি ও বিশ্লেষণ তুলে ধরছি।

এক, বলা হয়েছে, আমার গোলাম, যাকে আমি সাহায্য করি। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বড় পরিচয় ছিল। কুরআন মাজীদে অনেক আয়াতে তাঁকে আল্লাহর দাস বা গোলাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে- .... سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ..... (সূরা বণী ইসরাঈল-১) আরো

ইরশাদ হয়েছে- تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ

বরকতময় সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর দাসের উপর ফুরকান (কুরআন) নাযিল করেছেন..... (সূরা ফুরকান-১)।

উল্লেখ্য যে খৃষ্টানরা ঈসা (আ.) কে আল্লাহ মনে করে। তাই তাদের মতেও তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হতে পারেন না।

দুই, বলা হয়েছে-আমার বাছাই করা বান্দা, যাঁর উপর আমি সন্তুষ্ট। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুটি গুণবাচক নামের



প্রতি ইংগিত করা হয়েছে মুসতাকা ও মুরতাজা। মুসতাকা অর্থ বাছাইকৃত, আর মুরতাজা অর্থ সন্তোষভাজন।

তিন, বলা হয়েছে-আমি তাঁর উপরে আমার রুহ দেব। এখানে রুহ বলে ওহী ও কুরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

و كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا.....

আর এভাবেই আমি তোমার নিকট রুহ (ওহী) অর্থাৎ আমার নির্দেশ প্রেরণ করেছি..... (শূরা-৫২)।

উল্লেখ্য যে ওহী ও কুরআনকে রুহ এজন্য বলা হয়েছে যে যেভাবে রুহ দ্বারা দেহে জীবন স্পন্দন আসে তেমনি ওহী ও কুরআনের দ্বারাও মানুষের কুলব বা হৃদয়-মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

চার, বলা হয়েছে-তিনি চিৎকার করবেন না, বা জোরে কথা বলবেন না। তিনি রাস্তায় রাস্তায় তাঁর গলার স্বর শোনাবেন না।

উল্লেখ্য যে শেষ বাক্যটি উর্দু বাইবেলে এভাবে আছে-

اور نہ بازاروں میں اسکی آواز سنائی دے گی

বাজারে বাজারে তার আওয়াজ শোনা যাবে না। অর্থাৎ তিনি দুনিয়াদারদের ন্যায় দুনিয়ার অর্থ হাসিলের জন্য বাজারে বাজারে ঘোরা ফেরা করবেন না। এ কথাগুলোও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানেই শোভা পায়। বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) বাইবেলের বরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ গুনটির কথা তুলে ধরেছেন (হাদীস নং ২১২৫)।

لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: " أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ فِي النِّزَاةِ؟ قَالَ: أَجَلٌ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي النَّوْزَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِزْرًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمِّتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِقَطْ، وَلَا غَلِيظَ، وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ،

পাঁচ, বলা হয়েছে-তিনি সততার সংগে ন্যায়বিচার করবেন। দুনিয়াতে ন্যায় বিচার স্থাপন না করা পর্যন্ত তিনি দুর্বল হবেন না বা ভেঙ্গে পড়বেন না। এ কথাগুলোও কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রেই খাটে। তিনিই একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসারফ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন কি, সারা জীবন তাঁকে তো অসহায় অবস্থায়ই কাটাতে হয়েছে। ইহুদীদের যোগসাজসে তদানিন্তন কালের শাসকবর্গ তাঁর উপরই বরং অন্যায় বিচার চেপে দিয়েছিলেন। আড়াই তিন বছর দাওয়াতী কার্যক্রম চালানোর পর ইহুদী খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে তাঁকে ফাসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছিল, অপমান সহিতে হয়েছিল।

ছয়, বলা হয়েছে-দূরের লোকেরা তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। এ বাক্যটির এখানে বিকৃত অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা পবিত্র বাইবেল এর অনুবাদে বলা হয়েছে-উপকূলসমূহ তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে। পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত উর্দু বাইবেলে বলা হয়েছে-

جزیرے اسکی شریعت کا انتظار کریں گے

অর্থাৎ দ্বীপের অধিবাসীরা তাঁর শরীয়তের অপেক্ষায় থাকবে। ইংরেজী অনুবাদও অনুরূপ। সেখানে বলা হয়েছে

And the isles shall wait for his law.

যেহেতু একথাটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে সুস্পষ্ট, কেননা তিনি নিজেও আরব উপদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন এবং সেখানেই নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এ কারণে খৃষ্টানরা এ বাক্যটির অনুবাদে জেনে শুনেই বিকৃতি ঘটিয়েছে।

সাত, বলা হয়েছে- আমি তোমার হাত ধরে রাখব, তোমাকে রক্ষা করব। এ কথাটিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রেই খাটে। তাঁর ব্যাপারেই আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন-

والله يعصمك من الناس আল্লাহ লোকদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন। তাইতো তাঁর শত্রুরা হাজারো চেষ্টা করেও তাঁকে হত্যা করতে

পারেনি। অথচ খৃষ্টানদের বর্তমান ইঞ্জিলের বর্ণনানুসারে শত্রুরা ঈসা (আ.) কে গ্রেফতার করে, চর থাপ্পর মারে, তাঁর মুখে থুথু দেয়, তার সঙ্গে ঠাট্টা করে। অবশেষে গুলিতে চড়িয়ে তাঁর জীবন নাশ করে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর সম্পর্কে হতে পারে না।

আট, বলা হয়েছে-তুমি অন্ধদের চোখ খুলে দেবে, জেলখানা থেকে বন্দীদের মুক্ত করবে আর সেখানকার অন্ধকার গর্তে রাখা লোকদের বের করে আনবে।

বর্তমানের সব অনুবাদে এ বাক্যটি এরূপই আছে। কিন্তু আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রা.) (মৃত্যু ৭৫১ হি.) হিদায়াতুল হায়ারা ফী আজবিবাতিল ইয়াহুদী ওয়ান নাসারা গ্রন্থে (পৃ. ৯০)। প্রাচীন আরবী বাইবেল থেকে বাক্যটি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

و يَفْتَحُ الْعْيُونَ الْعَمَى الْعُورَ وَيَسْمَعُ الْأَذَانُ الصَّمَّ وَيُحْيِي الْقُلُوبَ الْغُلْفَ

তিনি, অন্ধ চোখ খুলে দেবেন, বধির কানকে কথা শুনিতে দেবেন আর বন্ধ ও প্রাণহীন হৃদয়কে প্রাণ দান করবেন। এরও অনেক পূর্বে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) বাইবেল এর উদ্ধৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী হিসাবে অনুরূপ শব্দ উল্লেখ করেছেন। সহীহ বুখারীতে শব্দগুলো এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَأَذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا

তার মাধ্যমে অন্ধ চোখ, বধির কান, ও পর্দাবৃত হৃদয় খুলে দেওয়া হবে (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২১২৫)।

উল্লেখ্য যে সকল নবী-রাসূলই উল্লিখিত কাজটি করেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পবিত্র হাতে যত লোক হেদায়েত পেয়েছে, যত হৃদয়ের বন্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, যত অন্ধ চোখ খুলে গেছে তা আর কোন নবী রাসূলের হাতে হয়নি।

নয়, বলা হয়েছে-হো সাগরে চলাচলকারীরা, সাগরের মধ্যকার সব প্রাণী, উর্দু অনুবাদে আছে

اے سمندر پر گزرنے والو اور اسمیں بنے والو

হে সাগরে চলাচলকারীরা ও এত বসবাসকারীরা! বাংলা পবিত্র বাইবেলে আছে- হে সমুদ্রবাসীরা ও সাগরস্থ সকলে।) হে দূরের দেশগুলো আর তার মধ্যকার বাসিন্দারা! তোমরা সবাই মাবুদের উদ্দেশে একটা নতুন কাওয়ালী গাও। দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে তাঁর প্রশংসার কাওয়ালী গাও। এসব বাক্যের অনুবাদেও কিছু বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। “দূরের দেশগুলো” কথাটি ভুল অনুবাদ। উর্দু অনুবাদে এখানে اے یر و ও ইংরেজী অনুবাদে-island ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ দ্বীপ-উপদ্বীপ। এর দ্বারা যেহেতু আরব উপদ্বীপের প্রতি ইংগিত বোঝা যায়, তাই বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা এখানে “দূরের দেশ” শব্দ ইচ্ছা করেই জুড়ে দিয়েছে।

খ. “একটা নতুন কাওয়ালী গাও” কথাটি ১৮৪৪ সালের আরবী অনুবাদে (যা বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত)। এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে-

سبحوا للرب تسبيحة جديدة حمده من أقاصى الأرض.

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে নতুন তাসবীহ পাঠ কর, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর প্রশংসা কর।

উল্লেখ্য যে এখানে নতুন তাসবীহ বলে ইবাদতের নতুন পদ্ধতিকে বোঝানো হয়েছে। আর এ ভাবে এ বাক্যগুলোও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে হওয়ার সম্পৃষ্ট নির্দেশ বহন করে। কারণ ঈসা (আ.) ইবাদতের নতুন কোন পদ্ধতির প্রতি মানুষকে আহ্বান করেননি। নতুন কোন নিয়ম চালুও করেননি। পক্ষান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়তে ইবাদত-বন্দেগী, তাসবীহ তাহলীল এর সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এতো গেল বর্তমান ও নিকট অতীতের বাইবেলের আলোকে বাক্যগুলোর এ অনুবাদ। অন্যথায়

আমাদের মুসলিম মনীষীগণ বাইবেলের যেসব অনুবাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার চিত্র আরো ভিন্ন ছিল। হাফেজ ইবনুল-কায়্যিম (রা.) (মৃত্যু ৭৫১ হি.) হিদায়াতুল হাযারা গ্রন্থে বাক্যগুলো এভাবে উল্লেখ করেছেন।

يُحَمَّدُ اللَّهَ حَمْدًا جَدِيدًا يَأْتِي بِهِ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ تَفْرَحُ الْبَرِيَّةُ وَ سَكَانُهَا وَيَهْلُلُونَ  
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ وَ يَكْبُرُونَهُ عَلَى كُلِّ رَابِيَةٍ.

তিনি নতুন পদ্ধতিতে আল্লাহর প্রশংসা করবেন। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রশংসা করবেন। মরুভূমি ও তার অধিবাসীরা আনন্দিত হবে। তারা প্রত্যেক উঁচু স্থানে আল্লাহর গৌরব প্রকাশ করবে এবং প্রত্যেক টিলার উপর তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করবে (দ্র. পৃ. ৯৫)।

এ হিসাবে তো এ কথাগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে হওয়াটা আরো সুস্পষ্ট। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غُزْمَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধ বা হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে যে কোন উঁচু স্থানে উঠতেন তিনবার আল্লাহ আকবার বলতেন। অতঃপর পড়তেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ..... (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১৭৯৭)।

দশ, বলা হয়েছে-মরুভূমি ও তার শহরগুলো জোরে জোরে প্রশংসা করুক! এখানে মরুভূমি ও তার শহর বলতে আরবভূমি ও তার শহর মক্কা মদীনা ও তায়েফ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। আর এতেও প্রমাণিত হয় যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের লোক, সমুদ্রে বিচরণকারী ও বসবাসকারী মরুভূমিতে বসবাসকারী এক কথায় জলে-স্থলে সকলের জন্য ব্যাপকভাবে নতুন এবাদতের নির্দেশ দানের মধ্যে এ ইংগিতও রয়েছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়তও সকলের জন্য ব্যাপক হবে।

এগার, বলা হয়েছে-কায়দারীয়দের গ্রামগুলোও তা করুক। বাংলা পবিত্র বাইবেলের অনুবাদে বলা হয়েছে-“কেদরের বসতি গ্রাম সকল তাহা করুক” কেদর হচ্ছেন হযরত ইসমাইল (আ.) এর ছেলে। সুতরাং “তাঁর বসতি অর্থাৎ আরবের লোকেরা আল্লাহর প্রশংসা করুক” এ কথার মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে ভবিষ্যদ্বাণীটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে

বলা হয়েছে- শেলার লোকেরা আনন্দে কাওয়ালী করুক। পাহাড়ের চূড়াগুলো থেকে আনন্দে চিৎকার করুক। এ বাক্যটি তো সবচে সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা শেলা মদীনা শরীফের একটি পাহাড়ের নাম। ইসলাম পূর্ব যুগেও তা উক্ত নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। কায়স ইবনে যারীহ এর কবিতায় বলা হয়েছে- **لعمرك اننى لأحب سلعا لرؤيته ومن اكفاف سلع**

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগেও পাহাড়টি একই নামে প্রসিদ্ধ ছিল (দ্র. বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৪৪১৮ ( মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৬৯৬৯)। আর বর্তমানেও সেটি ঐ একই নামে পরিচিত। এবারে পাঠক লক্ষ্য করুন, “শিলার লোকেরা আনন্দে কাওয়ালী করুক” কথাটি কিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলে যায়। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে সুভাগমন করার সময় মদীনার ছোট ছোট মেয়েরা গেয়ে উঠেছিল-

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا \_\_\_\_\_ مِنْ نُبَيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا \_\_\_\_\_ مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ

আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে, ছানিয়াতুল ওয়াদা এর উপর দিয়ে। এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আমাদের কর্তব্য; যতদিন আল্লাহর

উদ্দেশ্যে দুআকারী দুআ করতে থাকবে। উল্লেখ্য যে “ছানিয়াতুল ওয়াদা” শেলা পর্বত শ্রেণীরই একটি ঘাঁটির নাম। অবশ্য এটা ঠিক যে শেলা নামে একটি দুর্গ শামের ওয়াদিয়ে মূসা নামক স্থানে বিদ্যমান ছিল (দ্র. হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ওক. ২৩৭)। কিন্তু কয়েকটি কারণে ইশাইয়া পুস্তকের এ ভবিষ্যদ্বাণীটিতে সেই শেলা উদ্দেশ্য হতে পারে না।

ক. অল্পফোর্ড বাইবেল কনকর্ডেন্স এর রচয়িতারা এ শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন-আরবের একটি প্রধান শহর, ইস যার গোড়াপত্তন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে ইস ছিলেন ইসমাইল (আ.) এর জামাতা (দ্র. আদি পুস্তক ২৮:৯)। আর ওয়াদিয়ে মূসা এর দুর্গ শামে ছিল, সেটিকে আরবের শহর বলা যায় না।

খ. এ ভবিষ্যদ্বাণীতে শেলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পূর্বে বলা হয়েছে “কেদরের বসতি গ্রাম সকল তাহা করুক”। এর থেকে বোঝা যায় যে এখানে শেলা বলে' সেই শেলাকেই বোঝানো হয়েছে যা কেদরের বসতি সমূহর নিকটবর্তী। পূর্বেই বলেছি, কেদর ছিলেন হযরত ইসমাইল (আ.) এর পুত্র (দ্র. ১ বংশাবলি, ১:৩০)। আর তাঁর সন্তানরা আরবের মরু অঞ্চলেই বসবাস করতেন। ইশাইয়া পুস্তকের ২১ নং অধ্যায়ের ১৩-১৭ নং পদসমূহ থেকে তা সম্পষ্ট বোঝা যায়।

গ. এ ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু অংশ পূর্বে ৪১ নং অধ্যায়ের শুরুতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-হে দ্বীপের অধিবাসীরা (কিতাবুল মোকাদসের অনুবাদে লেখা হয়েছে “হে দূর দেশের লোকেরা” এটা ভুল) তোমরা আমার সামনে চুপ করে থাক.....কে পূর্ব দিক থেকে আসবার জন্য একজনকে উত্তেজিত করেছেন?

ন্যায়বান আল্লাহ তাঁর কাজের জন্য তাঁকে ডাক দিয়েছেন। তিনি সেই লোকের হাতে জাতিদের তুলে দেবেন আর তাঁর সামনে বাদশাহদের নত করবেন। তার তলোয়ার দিয়ে তিনি তাদের ধুলার মত করবেন এবং তাঁর ধনুকের সামনে বাতাসে নাড়ার মত তাদের উড়িয়ে দেবেন (১-৩)।

এসব বাক্যে বোঝানো হয়েছে যে, উক্ত নবী পূর্ব দিকে (আরবী ও উর্দু অনুবাদে মশরেক বা প্রাচ্যদেশে) আবির্ভূত হবেন। আর তাওরাতে

প্রাচ্যদেশ বলে সাধারণভাবে আরব দেশকেই বোঝানো হয়েছে (দ্র. তারীখে আরদুল কুরআন)। ১,৩ ও ১৪ নং প্রমাণ দুটিও নির্দেশ করে যে শেলা বলতে এখানে শামের শেলা উদ্দেশ্য নয়।

তের. বলা হয়েছে-পাহাড়ের চূড়াগুলো থেকে আনন্দে চিৎকার করুক। এ বাক্যের দ্বারা হজ্জ মৌসুমে পালন করা বিশেষ ইবাদতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সে সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ মক্কার সাফা-মারওয়া পর্বত এবং মিনা ও আরাফার পর্বতের উপর লাক্বাইক আল্লাহুমা লাক্বাইক বলে চিৎকার করতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, এর পরের পদটির বাংলা অনুবাদে বলা হয়েছে-“দূরের দেশগুলোর মধ্যে তাঁর প্রশংসা করুক”। এ অনুবাদও বিকৃত। আরবী ও উর্দু অনুবাদে (দ্বীপ) جزيرة আর ইংরেজী অনুবাদে island (দ্বীপ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বীপের অধিবাসী না বলে বাংলা অনুবাদকরা কেন যে বারবার দূরের লোকেরা বলছেন, পাঠক নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন।

চৌদ্দ. বলা হয়েছে-একজন শক্তিশালী লোকের মত করে মাবুদ বের হয়ে আসবেন। তিনি যোদ্ধার মত তাঁর আত্মহকে উত্তেজিত করবেন। তিনি চিৎকার করে যুদ্ধের হাক দেবেন। আর শত্রুদের উপর জয়ী হবেন। এ বাক্যসমূহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিহাদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এখানে বাংলা অনুবাদে “মাবুদ” শব্দটি ব্যবহার করা হলেও আরবী অনুবাদে রব শব্দ ও উর্দু অনুবাদে খোদাওয়ান্দ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর বাইবেলে রব ও খোদাওয়ান্দ শব্দ আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রেও অনেক ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ করা হয় প্রভু বা নেতা। সে হিসাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে এটি ব্যবহার হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার “রব” শব্দটি প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করেও বলা যায় এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিহাদের প্রতি বড় সুন্দর ইংগিত এভাবে করা হয়েছে যে, তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের জিহাদ হবে আল্লাহর জন্যই এবং তাঁরই নির্দেশক্রমে। এতে তাঁদের নিজেদের কোন স্বার্থ জড়িত থাকবে না। প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়েও তাঁরা তা করবেন না। আর এ কারনেই আল্লাহ তায়ালা মহানবী



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের বের হওয়াকে নিজের বের হওয়া বলে ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এ কথাগুলো ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে আদৌ খাটে না। তিনি কোনদিন জিহাদ করেননি। জিহাদের নির্দেশও দেননি। তাঁর অনুসরণের দাবীদার খৃষ্টানরা বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিহাদ নিয়ে তাচ্ছিল্য করে থাকে। ইসলামের ব্যাপারে তাঁদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ হল এই জিহাদ।

পনের. বলা হয়েছে-আমি অন্ধদের তাদের অজানা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব। যে পথ তারা জানে না সেই পথে তাদের চালাব। এসব বাক্যে আরব জাতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তারাই দ্বীন-শরীয়ত, আদ্বাহ, রাসূল, আসমানী কিতাব ও পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ ছিল। তাইতো কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- **و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين**

যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল (আল ইমরান, ১৬৪; জুমআ, ২)।

পক্ষান্তরে ঈসা (আ.) যাদের কাছে নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন তারা এমন ছিলেন না। তারা ইহুদী ছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে তাদের অনেকে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন।

বি.দ্র.-এই ১৬নং পদের শেষাংশটি কিতাবুল মোকাদ্দসের বাংলা অনুবাদে বাদ দেয়া হয়েছে। বাংলা পবিত্র বাইবেলে অবশ্য এটির উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে-তাহাদিগকে পরিত্যগ করিব না। উর্দু অনুবাদে এ অর্থেই বলা হয়েছে- **لا تتركهم**। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে- **and not forsake them.** আরবী অনুবাদে (১৮৬৫ সালে প্রকাশিত)।

একই অর্থে বলা হয়েছে “ **ولا اتركهم** ” আর ১৮৪৪ সালের অনুবাদে বলা হয়েছে- “ **ولا أخذ لهم** ” আমি তাদেরকে লাঞ্ছিত করব না।

এতে এ ইংগিত রয়েছে যে, এ নবীর উম্মত ইহুদীদের মতো مغضوب  
عليهم আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হবে না, খৃষ্টানদের মত ضالين বিভ্রান্তও  
হবে না। এ ইংগিতও রয়েছে যে তাঁর শরীয়ত চিরকাল থাকবে,  
ষোল. বলা হয়েছে-যারা খোদাই করা মূর্তির উপর ভরসা করে, যারা ছাঁচে  
ঢালা মূর্তিগুলোকে বলে তোমরা আমাদের দেবতা, আমি তাদের ভীষণ  
লজ্জায় ফেলে ফিরিয়ে দেব। আরবী অনুবাদে এই শেষ কথা এভাবে  
আছে-

قد ارتدوا الى الورى و يخزى خزيا

তারা চরমভাবে লাঞ্চিত হবে এবং পিছু হটবে। ফার্সী অনুবাদে বলা

হয়েছে-هزيمت و پشيماني تمام خواهند يافت

তারা পরাজিত হবে এবং ভীষণভাবে লজ্জিত হবে। এর থেকে বোঝা যায়,  
এ নবীর মাধ্যমে আল্লাহ মূর্তিপূজকদেরকে পরাস্ত ও লাঞ্চিত করবেন। আর  
একথা সর্বজন বিদিত যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই  
মিশন ছিল মূর্তি পূজার উচ্ছেদ সাধন করা। তাঁর মেহনতেই সমগ্র আরব  
উপদ্বীপ থেকে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়। অন্যান্য দেশেও  
অনেকাংশে হ্রাস পায়। ঈসা (আ.) এর মাধ্যমে আদৌ তা সম্ভব হয়নি।  
বরং তিনি মূর্তিপূজক রোমান শাসকবর্গের অধীনে ছিলেন। ইহুদীদের  
প্ররোচনায় ঐ শাসকরাই খৃষ্টানদের মতে তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা  
করেছিল। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম সম্পর্কে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল।

## ৬ নং ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত ঈসা (আ.) এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্ব মূহুর্তে লাষ্ট সাফারের (ঈদুল ফেসাখ) শেষ পর্যায়ে শিষ্যদের উদ্দেশ্যে একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। যোহন/ইউহোন্না লিখিত ইঞ্জিলের চার অধ্যায় ব্যাপী (১৪-১৭)।

এই ভাষণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এ ভাষণে মূলত: তিনি তাঁর বিদায় গ্রহণের পর মানব জাতিকে কোন পথ নির্দেশকের অনুসরণ করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন-“তোমরা যদি আমাকে মহব্বত কর, তবে আমার সমস্ত হুকুম পালন করবে। আমি পিতার নিকট চাইব, আর তিনি তোমাদের নিকট চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের রূহ। দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ দুনিয়া তাঁকে দেখতে পায় না। এবং তাঁকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাঁকে জান! কারণ তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকেন, আর তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করবেন (যোহন, ১৪:১৫-১৭)।

“যে কথা তোমরা শুনছ তা আমার কথা নয়” কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা। তোমাদের সংগে থাকতে থাকতেই এ সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলেছি। সেই সাহায্যকারী অর্থাৎ পাক রূহ, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দিবেন। তিনিই সমস্ত বিষয় তোমাদের শিক্ষা দিবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি, সেই সমস্ত তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন (১৪:২৪-২৬)।

“আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ কথা বল না, কারণ দুনিয়ার কর্তা আসছেন। আর আমার উপর তাঁর কোন অধিকার নেই (১৪:৩০)।

“যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার নিকট থেকে তোমাদের নিকটে পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন, তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনি সত্যের রূহ, যিনি পিতা থেকে বের হন। আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকে তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ (১৫:২৬,২৭)।

“তবুও আমি তোমাদের সত্য কথা বলছি যে আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল। কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেব। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে ও নির্দোষিতার সম্বন্ধে এবং খোদার বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন (১৬:৭,৯)।

“কিন্তু সেই সত্যের রূহ যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন; তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না। কিন্তু যা কিছু শোনেন তাই বলবেন। আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন (১৬:১৩,১৪)।

এ দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে শিষ্যদের প্রতি ঈসা (আ.) এর গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রস্থানের পর একজন মহা পথপ্রদর্শক এ দুনিয়ায় আবির্ভূত হবেন এই পূর্বাভাষ দিয়ে তিনি যেন তাঁর বিয়োগের সংবাদে ব্যথিত শিষ্যদের মনকে প্রবোধ দিতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ দুটি মহান দায়িত্ব নিয়েই হযরত ঈসার এ দুনিয়ায় আগমন ঘটেছিল।

এক, তাওরাতের হেদায়াত ও শিক্ষাকে বণী ইসরাঈল বা ইহুদীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া।

দুই, তাঁর পরবর্তী নবীর আগমনের সুসংবাদ প্রচার করা। এই দ্বিতীয় দায়িত্বটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তাঁর ধর্মগ্রন্থের নাম ইঞ্জিল অর্থাৎ সুখবর রাখা হয়েছিল। উষা যেমন দিন মনির সুসংবাদ নিয়ে মানুষের দ্বারে উপস্থিত হয় তেমনি তিনিও নবুওতের উজ্জ্বল সূর্যের আগমন বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইহুদীদের উপর্যুপরি ষড়যন্ত্রের কারণে সময় কম পেলেও তিনি উপরোক্ত দুটি দায়িত্বই যথা সাধ্য আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। এ ভাষণটি তাঁর দ্বিতীয় দায়িত্ব পালনেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত ঈসা নবী ছিলেন। শেষ নবী ছিলেন না। তাই তাঁর পরবর্তী নবীর সুসংবাদ দিয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নীকিয়া কাউন্সিলে ব্যাপকভাবে সেন্ট পলের অনুসারী খৃষ্টানদের মধ্যে উলূহিয়াতে মসীহ (মসীহের ঈশ্বরত্ব) এর বিশ্বাস অনেক কিছুকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। ঈসা (আ.) এর পর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তাঁকে অনুসরণও করতে হবে এ কথাটা খৃষ্টানরা মানতেও রাজি ছিলেন না, ফলে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে না খাটে সেজন্য অনুবাদে হেরফের, সংযোজন-বিয়োজনসহ এর উদ্ভট ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর যথেষ্ট চেষ্টা তারা চালিয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে এখনও সুস্পষ্ট।

মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে চারটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এক. ঈসা (আ.) এর ভাষা ছিল সুরিয়ানী (Syriac) খৃষ্টজন্মের দুই আড়াই শত বছর পূর্বে সেলিইসাইড শাসনামলেই ফিলিস্তিনে হিব্রু ভাষার পরিবর্তে সুরিয়ানী ভাষার প্রচলন শুরু হয়। সাধারণ জনগন ঐ ভাষাতেই কথা বলতেন। ৭০ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেম দখলের পর রোমীয় সেনাপতি টিটাস (Titus) গ্রীক ভাষায় যে ভাষণ সেখানে দিয়েছিলেন, সুরিয়ানী ভাষায় সেটা তরজমা করা হয়েছিল। সুতরাং ঈসা (আ.) তাঁর শিষ্যদের যা বলার সেটা ঐ সুরিয়ানী ভাষাতেই বলেছিলেন, সেকথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

দুই. যোহনের ইঞ্জিলের মূল রচয়িতা কে, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। যোহন/ইউহোন্না নামে ঈসার যে শিষ্য ছিলেন তিনি লেখাপড়া জানতেন না (দ্র. প্রেরিত, ৪:১৩)। সুতরাং তাঁর পক্ষে এমন গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ অন্য কেউ রচনা করে তাঁর নামে প্রকাশ করেছে। এ গ্রন্থের শেষ বাক্যটি এ কথার বলিষ্ঠ প্রমাণ বৈকি। আবার এটি রচিত হয়েছিল গ্রীক ভাষায়। কিন্তু সেই মূল গ্রীক কপিটিও আর এখন বর্তমান নেই। ঈসার যেসব প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে তার কোনটিই ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বের

নয়। এই তিনশত বছরে এতে কতটা রদবদল হয়ে থাকবে তা বলাই মুশকিল। বিশেষতঃ যেখানে খৃষ্টনরা নিজেদের ইঞ্জিলে ইচ্ছামত সংযোজন বিয়োজন ও পরিবর্তন করাকে বৈধ ও সংগত মনে করত (দ্র. ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা, বাইবেল শীর্ষক প্রবন্ধ)।

তিন, বাইবেলের গ্রন্থকার ও অনুবাদকগন নাম গুলিরও অনুবাদ করেছেন। নতুন নিয়ম (New testament) কে বাংলায় সুখবর, আরবীতে ইঞ্জিল ও ইংরেজীতে গসপেল বলা এর বড় প্রমাণ। কোরআনকে কিন্তু সকল ভাষায় কোরআনই বলা হয়।

চার, ভবিষ্যদ্বাণীটি যার সম্পর্কে করা হয়েছে গ্রীক বাইবেলে তাকে পারাক্লীতস শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদে “সহায়” ও সাহায্যকারী” লেখা হয়েছে। তবে বাংলা বাইবেলে ফুট নোটে লেখা হয়েছে- পক্ষ সমর্থনকারী, উকিল (গ্রীক) পারাক্লীতস। উর্দু অনুবাদে লেখা হয়েছে مددگار وکیل شفیع ১৮২১, ৩১ ও ৪৪ খৃষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত আরবী বাইবেলে “বারাকলীত বা ফারাকলীত” ( الفارقلیط او ) লেখা হয়েছে। খৃষ্টান লেখক ইউসুফ ইলয়াস আল মারুনী তৎপ্রণীত “তুহফাতুল জীল ফী তাফসীরিল আনাজীল” গ্রন্থে -যা ১৮৭৭ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত-বারাকলীত শব্দই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল الشفیع সুপারিশকারী, الوسيط মধ্যস্থতাকারী, المحرض উদ্বুদ্ধকারী المحرك চেতনাদানকারী المعزى সান্তনা দানকারী। ১৮৭৬ সালে মাওসিল থেকে প্রকাশিত আরবী বাইবেলেও ঐ ফারাকলীত শব্দটিই লেখা হয়েছে। সর্বপ্রথম ১৮২৫, ১৮২৬ সালে এবং আরো পরে ১৮৬৫ ও ১৮৯৭ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত আরবী সংস্করণে “ফারাকলীত” এর পরিবর্তে المعزى (আল-মুআযযী) শব্দটি উল্লেখ করা হয় (দ্র.ইজহারুল হক, ৪খ. ১১৮৬)।

প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে এই স্থানে (১৪:১৫) পারাক্লীত অর্থ লেখা হয়েছে Comforter (সান্তনাদানকারী), কিন্তু যোহনের ১ম পত্রে উল্লেখিত পারাক্লীত অর্থ লেখা হয়েছে এডভোকেট। আল্লাহ জানেন কেন এ পার্থক্য। অগাষ্টাইন ও তরতোলিয়ান এই এডভোকেট অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

অরাইজিন (Origen) কোথাও এর অর্থ করেছেন Consolator, Consoler. কোথাও deprecator. কিন্তু অন্যান্য ভাষ্যকাররা এই অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেউ কেউ এর অর্থ লিখেছেন teacher, assistant, Consoler.এ. ট্রাইকট তাঁর লিটল ডিকশনারি অব দি নিউ টেষ্টামেন্টে এর দুটি অর্থ উল্লেখ করেছেন ১. Intercessor (মধ্যস্থ, পক্ষসমর্থক) , ২. Defender (রক্ষাকর্তা) । পরিশেষে নিউ ওয়ার্ল্ড ট্রান্সলেশন (ইং,বাইবেল) এ এর অর্থ লেখা হয়েছে Helper.

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক। মুসলিম মনীষীগণ বলেছেন, এখানে পারাক্লীতস বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বোঝানো হয়েছে। আর খুব সম্ভব এদিকে ইংগিত করেই কোরআনে বলা হয়েছে-

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ  
مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

অর্থাৎ - যখন ঈসা ইবন মারিয়াম বললেন : হে বাণী ইসরাঈল, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর পক্ষ হতে কেবল তোমাদের প্রতি (রাসূল রূপে) প্রেরিত। আমি আমার পূর্বকার তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমার পরের এক মহান রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যাঁর নাম আহমাদ (সূরা সাফ্ফ, ৬)।

কিন্তু খৃষ্টান পণ্ডিতদের অনেকেরই দাবী যে গ্রীক পেরিক্লীতস (pereclytus. بيركليطس) শব্দটি “মুহাম্মদ” এর সমার্থবোধক। কিন্তু সেটা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে পারাক্লীতস। এর অর্থ ভিন্ন। তারা এ-ও দাবী করেছেন যে, এখানে যে পারাক্লীতসের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেই পবিত্র আত্মা যা আগুনের জিহবার আকারে হযরত ঈসার শিষ্যদের উপর নেমে এসেছিল, যখন তাঁরা পেন্টিকোস্ট (pentecost) উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে সমবেত হয়েছিলেন (দ্র. প্রেরিত, ২:১-৪)।

এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষীগণের বক্তব্য হল-পারাক্লীতস ও পেরিক্লীতস শব্দ দুটি বানান ও উচ্চারণের দিক থেকে খুব কাছাকাছি। যেসব খৃষ্টান নিজেদের ধর্মগ্রন্থে ইচ্ছামত রদবদল করতে দ্বিধা-বোধ করত না, অসম্ভব

কি! তারা পেরিক্লীতস শব্দটিকে নিজেদের মনগড়া ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী মনে করে বানানে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে পারাক্লীতস বানিয়ে ফেলেছে। আবার সেকালে যেহেতু স্বরচিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম ছিল না, তাই এও অসম্ভব নয় যে কেউ হয়তো পাঠ্যব্রহ্ম বশতঃ পেরিক্লীতসকে পারাক্লীতস পড়ে সেভাবেই তার কপিতে লিখে গেছে। আর পরবর্তী লোকেরা তারই অনুসরণ করে পারাক্লীতস লেখা অব্যাহত রেখেছে। যেহেতু প্রাথমিক কালের কোন গ্রীক ইঞ্জিল পৃথিবীর কোথাও নেই, তাই মূল গ্রন্থে শব্দটি আসলে কি ছিল তা মিলিয়ে দেখারও আর উপায় নেই।

মুসলিম মণীষীগণের এ বক্তব্যের পেছনে একটি জোরালো যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। আর তা হল ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকও (মৃত্যু-৭৭৪খৃ.) যোহনের ইঞ্জিলের উদ্ধৃতি দিয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন। সেখানে পারাক্লীতস এর স্থানে ঈসা (আ.) এর মূল সুরিয়ানী শব্দ আল মুনহামান্না (المنحما) (উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, والمنحما بالسريانية معناه محمد.)

অর্থাৎ মুনহামান্না সুরিয়ানী শব্দ এর অর্থ হল মুহাম্মাদ (দ্র. ইবন হিশাম, আস-সীরা:, ১খ, ২৩৩)।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের ফিলিস্তিন বিজয়ের তিনশত বছর পর পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের খৃষ্টান অধিবাসীদের ভাষা সুরিয়ানীই ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর দিকে আরবী ভাষা এর স্থান দখল করে। তাই ইবন ইসহাকের মত অনুসন্ধানী মুসলিম ঐতিহাসিকের পক্ষে মূল সুরিয়ানী শব্দটি লাভ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আর যদি ধরেই নেয়া যায় যে মূলে পারাক্লীত শব্দটিই বিদ্যমান ছিল, তথাপি বক্তব্যের পূর্বাপর একথার বহু প্রমাণ বহন করে যে ঐ পারাক্লীত দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। শিষ্যদের ওপর নাযিল হওয়া পাক রূহ নয়। প্রমাণগুলি নিম্নরূপ।

এক. পারাক্লীত শব্দটি বাইবেলের নতুন নিয়ম বা ইঞ্জিলে সর্বমোট পাঁচ জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে এ ভাষণটিতে চার জায়গায় চার বার। আর পঞ্চম জায়গাটি হল যোহন লিখিত ১ম পত্র (দ্র. ২:১)। এই পঞ্চম



জায়গায় যোহন পারাক্লীত শব্দের দ্বারা সুস্পস্টভাবেই ঈসা (আ.) কেই বুঝিয়েছেন। বাংলা বাইবেলে বাক্যটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশুখৃষ্ট। “সহায়” শব্দটির পরে তারকা চিহ্ন দিয়ে ফুটনোটে লেখা হয়েছে-বা পক্ষ সমর্থনকারী, অর্থাৎ উকীল, (গ্রীক) পারাক্লীত। এই পারাক্লীত বা “এক সহায়” দ্বারা যদি রক্তে-মাংসে গড়া আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) উদ্দেশ্য হতে পারেন, তবে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত পারাক্লীত বা “আর এক সহায়” দ্বারা কেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য হতে পারবেন না?

দুই. ভবিষ্যদ্বাণীটির সূচনাতেই বলা হয়েছে- তোমরা যদি আমাকে মহব্বত কর, তবে আমার সকল হুকুম পালন করবে। এ কথার উদ্দেশ্য হল সামনে পারাক্লীত সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে সেটা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা, হৃদয়ে গেঁথে রাখা এবং এর অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করা। আরবী বাইবেল থেকে এ কথাটি আরও স্পষ্ট হয়। সেখানে বলা হয়েছে -

ان كنتم تحبوننى فاحفظو وصاياى

অর্থাৎ আমাকে মহব্বত করলে আমার ওসিয়ত ও নির্দেশ মেনে চল। পারাক্লীত দ্বারা পাক রূহ উদ্দেশ্য হলে এ কথাটি বলার কোন মানে হয় না। কারণ ঈসা (আ.) এর জীবদ্দশাতেই যে পাক-রূহ শিষ্যদের উপর নাযিল হয়েছিল সেটার পুনরাগমনকে অসম্ভব মনে করার কি আছে!

তাছাড়া পাক রূহ কারো ওপর নাযিল হলে তার প্রভাব আপনিই প্রকাশ পাবে। এমতাবস্থায় প্রভাবান্বিত ব্যক্তির পক্ষে সেটাকে অস্বীকার করার কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু পারাক্লীত দ্বারা যদি নবী উদ্দেশ্য হয়, তবে এ কথাটি বলার পেছনে স্পষ্ট যুক্তি পাওয়া যায়। সে যুক্তি হল, ঈসা (আ.) স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এবং নবুওতী দৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে নবী সম্পর্কে আগাম সংবাদ দেয়া হচ্ছে তাঁর আবির্ভাব কালে তাঁর (ঈসার) উন্মত্তের অধিকাংশ লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। এ কারণেই তিনি

প্রথমতঃ বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং পরে আগমন বার্তা ঘোষণা করেন।

তিনি, বলা হয়েছে-“তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নিকটে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন”।

এ কথাটি একজন নবী সম্পর্কেই সুন্দর খাটে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে উক্ত নবীর উপস্থাপিত শিক্ষা ও আদর্শ হবে সার্বজনীন, বিশ্বব্যাপী ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। পাক রুহ সম্পর্কে এ কথা মোটেও খাটেনা। কারণ একে তো খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে পাক রুহ ঈসা (আ.) এর খোদায়ী সত্ত্বার সঙ্গে একীভূত। তাই তাঁর ক্ষেত্রে “আর একজন” কথাটি খাটে না। তাছাড়া পাক রুহ তাদের মতে খোদার তিন সত্ত্বার এক সত্ত্বা অর্থাৎ খোদা। কাজেই তার ক্ষেত্রে “পাঠিয়ে দেবেন” কথাটিও খাটে না। কারণ খোদাকে পাঠানো যায় না।

চার, তিনি বলেছেন-তিনিই সমস্ত বিষয় তোমাদের শিক্ষা দেবেন। আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সমস্ত তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।

একথাটিও পাক রুহের বেলায় খাটে না। কারণ খৃষ্টানদের মতে ঈসা (আ.) এর স্বর্গারোহনের পঞ্চাশ দিন পরই পাক রুহ তাঁর শিষ্যবর্গের উপর নেমে আসে। নতুন নিয়মের কোন পুস্তক থেকেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, ঈসা (আ.) যা যা বলে গিয়েছিলেন এই পঞ্চাশ দিনে তাঁর শিষ্যরা তা ভুলে গিয়েছিলেন এবং পাক-রুহের সেগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। পক্ষান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে কথাটি খুবই প্রযোজ্য। কারণ তিনি গোটা বিশ্বের খৃষ্টান সম্প্রদায়কে সেসব জানিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে ঈসা (আ.) এর অনেক উক্তি তুলে ধরা হয়েছে যা বর্তমান ইঞ্জিলেও বিদ্যুত হয়নি।

পাঁচ, তিনি বলেছেন আমি আর বেশীক্ষণ কথা বলব না। কারণ দুনিয়ার কর্তা আসছেন।

উল্লেখ্য, বাংলা ইঞ্জিল শরীফে এখানে দুনিয়ার কর্তা বলা হয়েছে, বাংলা বাইবেলে-জগতের অধিপতি আসিতেছেন বলা হয়েছে। উর্দু অনুবাদে -

دنيا کے سردار (দুনিয়ার সর্দার (সরওয়ারে আলম)। , প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে- The prince of this world এবং নিউ ওয়ার্ল্ড ট্রান্সলেশনে The ruler of the world বলা হয়েছে।

একথাটিও কোন ভাবেই পাক রুহের ব্যাপারে খাটে না। কারণ (ক) ঈসা (আ.) নিজেই পাক রুহে পূর্ণ ছিলেন। তেমনি তাঁর শিষ্যবর্গও। তাই তাঁর বলা, আর পাক রুহের বলা, একই কথা। এ ক্ষেত্রে “দুনিয়ার কর্তা আসিতেছেন বিধায় আমি বেশীক্ষণ বলব না” কথাটা খাটে না।

(খ) পাক রুহ যেহেতু তাদের ধারণায় ঈসা (আ.) এর সঙ্গে সর্বদা উপস্থিত, তাই “আসিতেছেন” কথাটারও কোন অর্থ হয় না।

(গ) খৃষ্টানদের বিশ্বাসমতে ঈসা (আ.) স্বয়ং খোদা ছিলেন। যদি তাই হয়, তবে দুনিয়ার কর্তা আসার কারণে খোদার কথা বলা বন্ধ হবে কেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিন্তু কথাটা পুরোপুরি খাটে। কারণ তিনি ছিলেন সকল নবীর সর্দার।

হয়, তিনি বলেছেন-তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। একথাটা পাক-রুহের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ পাক-রুহ কারো সামনেই ঈসা (আ.) এর বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়নি। তাঁর যেসব শিষ্যের উপর পাক রুহ নাযিল হয়েছিল তাঁরা তো তাঁকে (ঈসা কে) যথাযথভাবে জানতেন, চিনতেন। তাই তাঁদের জন্য কারো সাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং তাদের সামনে সাক্ষ্য দেয়া, না দেয়া সমান। হাঁ যারা ঈসাকে অস্বীকার করেছেন তাদের জন্য বাস্তবেই এ সাক্ষ্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পাক-রুহ তাদের কারো সামনেই সেই সাক্ষ্য দেয়নি।

পক্ষান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসার বিষয়ে, তার সত্যবাদী হওয়ার বিষয়ে, এমনকি তাঁর খোদা হওয়ার দাবী করা থেকে পবিত্র থাকার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। কোরআনের একাধিক স্থানে মা ও ছেলের পূত-পবিত্র হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। অসংখ্য হাদীসেও তা বর্ণিত হয়েছে।

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন,

و معلوم أن هذه الشهادة لا تكون الا اذا شهد له شهادة سمعها الناس و لا تكون هذه الشهادة في قلب طائفة قليلة. ولم يشهد احد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس الا محمد صلى الله عليه وسلم فانه اظهر امر المسيح و شهد له بالحق حتى سمع شهادته عامة اهل الأرض و علموا انه صدق المسيح و نزهه عما افترته عليه اليهود و ما غلت فيه النصارى (هداية الحيارى ص 127)

অর্থাৎ জানা কথা যে এই সাক্ষ্য কেবল তখনি সাক্ষ্যরূপে বিবেচিত হবে, যখন সকল মানুষ তা শুনতে পাবে। শুধু গুটি কয়েক মানুষের হৃদয়ে থাকলে চলবে না। এভাবে ঈসার ব্যাপারে শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষ্য দিয়েছেন। জগৎবাসী তা শুনছে। তারা জানতে পেরেছে যে তিনি ঈসাকে সত্যবাদী বলেছেন, সমর্থন করেছেন। ইহুদীদের অপবাদ এবং খৃষ্টানদের বাড়াবাড়ি থেকে তাঁকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

সাত, তিনি বলেছেন, আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পারাক্রীত ও শিষ্যদের সাক্ষ্য হবে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যদি পারাক্রীত দ্বারা সেই পাক রূহ উদ্দেশ্য হয় যা ঈদুল খেমীশশীমের দিনে শিষ্যদের উপর নাযিল হয়েছিল, তাহলে এই সাক্ষ্য আর ভিন্ন ভিন্ন থাকে না। কারণ পাক রূহ আগুনের জিহবার আকারে তাঁদের উপর এসে বসেছিল এবং তাঁরা সেই রূহের দেয়া শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেছিলেন। এমতাবস্থায় তাদের সাক্ষ্যই হয়ে যাচ্ছে হুবহু পারাক্রীতের সাক্ষ্য। পক্ষান্তরে যদি পারাক্রীত দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য হন তাহলে এ সাক্ষ্য ভিন্ন ভিন্নই হতে পারছে।

আট, তিনি বলেছেন আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না।

এ কথাটি তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট। কারণ (ক) “আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল” কথাটি প্রমাণ করে যে আগমণকারী ঈসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেন। আর এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলায়ই খাটে। পাক-রূহের ব্যাপারে

খাটেনা। কেননা খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী পাক-রুহ পুত্রসত্তা (অর্থাৎ ঈসার) থেকে নির্গত এবং মর্যাদায়ও তাঁর চেয়ে নীচ (খ) আমি না গেলে তিনি আসবেন না' বলে হযরত ঈসা পারাক্লীতের আগমনকে নিজের গমনের উপর নির্ভরশীল করেছেন। বোঝা গেল, তিনি থাকাবস্থায় এই পারাক্লীত আসবেন না। পাক-রুহের ক্ষেত্রে একথা আদৌ খাটেনা। কারণ পাক-রুহ তো তাঁর সঙ্গেই থাকত। লুক লিখিত ইঞ্জিলে বলা হয়েছে-ঈসা যখন মুনাজাত করিতেছিলেন, তখন আসমান খুলিয়া গেল এবং পাক-রুহ কবুতরের মত হইয়া তাঁহার উপর নামিয়া আসিলেন (৩:২২)।

শুধু তা-ই নয়। ঈসার জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্যদের উপরও এই পাক রুহ নেমে এসেছিল। যোহন লিখিত ইঞ্জিলে বলা হয়েছে-ঈসা তাহাদের বলিলেন, পিতা যেমন আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাইতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি শিষ্যদের উপর ফু দিয়া বলিলেন, পাক-রুহ গ্রহণ কর (২০:২১-২২)।

সুতরাং ঈসা না গেলে 'যে পারাক্লীত আসবেন না' তিনি পাক-রুহ হতে পারেন না। মহানবীই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে পারেন সেই পারাক্লীত। কারণ তিনি ঈসার পর আগমন করেছিলেন। তাঁর আগমন ঈসার গমনের উপরই নির্ভরশীল ছিল। কারণ দুই স্বতন্ত্র শরীয়তধারী নবী একই আমলে থাকতে পারেন না।

আট, তিনি বলেছেন- তিনি এসে দুনিয়াকে.... চেতনা দেবেন, এ অনুবাদ বিকৃত। ইচ্ছা করেই এ বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। খৃষ্টানদের চিরাচরিত অভ্যাস হল, যখনই কোন মুসলমান বাইবেলের কোন বাক্য বা শব্দকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন, পরবর্তী সংস্করণে তারা সেই বাক্য বা শব্দের তরজমা বদলিয়ে দিয়েছে। এখানেও তাই হয়েছে। বাংলা বাইবেলে লেখা হয়েছে-তিনি জগৎকে দোষী করিবেন। প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদে আছে-hi will reprove the world. অর্থাৎ তিনি দুনিয়াকে দোষারোপ করবেন, ধমক দেবেন। ১৮২১, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লন্ডন থেকে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে يُعْزِزُ উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ ধমক দেবেন, তিরস্কার করবেন। ১৮৬০ সালে বৈরুতে মুদ্রিত ও ১৬৭১ সালে গ্রেট রোমে মুদ্রিত

আরবী বাইবেলে يَزِمُ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮১৬ ও ১৮২৫ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে يَزِمُ বলা হয়েছে। ১৪১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালের ফারসী অনুবাদেও তাই উল্লেখ করা হয়েছে। এসব অর্থই কাছাকাছি। উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে—

دنیا کو قصور وار ٹھیرائے گا

অর্থাৎ— পৃথিবীকে দোষী সাব্যস্ত করবেন। কোন অনুবাদেই “চেতনা দেবেন” বলা হয়নি। চেতনা দেবেন অর্থটি এজন্যই করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে না পারে। কেননা অন্যান্য অনুবাদের আলোকে এ কথাটি স্পষ্টভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে প্রযোজ্য হয়। তিনি দুনিয়াবাসীকে বিশেষতঃ ইহুদীদেরকে ধমক দিয়েছেন, শাসিয়েছেন, ভর্ৎসনা করেছেন ঈসাকে বিশ্বাস না করার জন্য, তাঁর উপর অপবাদ আরোপের জন্য। পাক-রুহ এসবের কিছুই করেনি। পাক-রুহে পূর্ণ ঈসার শিষ্যরাও করেননি। বিশেষ করে সামনের বাক্যে বলা হয়েছে আমাকে বিশ্বাস না করার কারণে তিনি ভর্ৎসনা করবেন। বোঝা গেল ঈসাকে অস্বীকারকারীদেরকে তিনি ভর্ৎসনা করবেন। পাক-রুহ এমন কিছুই করেনি।

নয়, তিনি বলেছেন-তোমাদের নিকট আরও অনেক কথা আমার বলার আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেগুলি সহ্য করতে পারবে না (১৬:১২)।

একথাটি প্রমাণ করে যে পারাক্রান্ত আগমন করার পর ঐ কথাগুলি তাদেরকে বলবেন, যেগুলি তারা তখন সহ্য করতে পারতেন না। এটা পাক-রুহের ক্ষেত্রে কোনভাবেই খাটে না, কারণ ঈসার স্বর্গারোহনের পর পাক-রুহ বা পাক রুহে পূর্ণ তাঁর শিষ্যদের কেউ এমন কোন কথা, চাই সেটা আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কিত হোক, বা আমল বিষয়ক, পেশ করেননি, যা খৃষ্টানরা সহ্য করতে পারবেনা। বরং তারা ঈসার গমনের পর ১০ টি বিধান ছাড়া তাওরাতকে রহিত ঘোষণা করেছেন।

সমস্ত হারামকে বৈধ ঘোষণা করেছেন (দ্র. প্রেরিত, ১৫:২৮, ২৯; রোমীয়, ৪:১৪, ১৫; ৭:৬; ১৪:১৪; ১ করিন্থীয়, ১০:২৩, গালাতীয়, ২:১৬, ২১; ৩:১৩)।

পক্ষান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়তে এমন অনেক বিশ্বাস ও আমল বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা অনেকে নিজেদের মেধার দুর্বলতার কারণে সহ্য না-ও করতে পারে।

দশ, তিনি বলেছেন- তিনি যখন আসবেন তখন পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন (বাংলা ইঞ্জিল শরীফ)।

এখানে “পূর্ণ সত্যে” কথাটি ভুল তরজমা। বাংলা বাইবেলে “সমস্ত

সত্যে” বলা হয়েছে। উর্দুতে বলা হয়েছে - تمام سچائی کی راہ دیکھائی

আরবী অনুবাদে লেখা হয়েছে يعلمكم جميع الحق

ইংরেজী অনুবাদে আছে- He will guide you into all truth.

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পথ দেখিয়ে সকল সত্যে নিয়ে যাওয়া কেবল এমন নবীরই কাজ যার শরীয়ত হবে পূর্ণাঙ্গ।

আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন এমন নবী। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই তাঁর শরীয়তে যে সম্পর্কে পথ নির্দেশ নেই। শত্রু-মিত্র সকলেই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। পাক-রুহের কাজ এটা হতে পারে না। পক রুহ কোন সত্যে, নিয়ে যেতেও পারেনি।

এগার, তিনি বলেছেন- তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না। কিন্তু যা কিছু শোনেন তাই বলবেন।

একথাটি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পারাক্রীত এমন ব্যক্তি হবেন, বণী ইসরাঈল (ইহুদী, খৃষ্টান) যাকে মিথ্যাবাদী বলবে। একারণেই ঈসা (আ.) তাঁর বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার অবস্থা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। পাক-রুহ সম্পর্কে এটা খাটেনা। তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সম্ভবনাই নেই। অধিকন্তু পাক-রুহ খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে খোদায়ী সত্ত্বা। আর খোদায়ী সত্ত্বার ব্যাপারে একথা বলা যায়না যে তিনি যা কিছু শুনবেন তাই বলবেন। কারণ খোদার কিছু বলতে অন্যের কাছ থেকে শুনতে হয় না। তিনি তো নিজ থেকেই সবকিছু বলবেন। বোঝা গেল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই উল্লিখিত পারাক্রীত। তিনি খোদাও ছিলেন না। আবার তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সম্ভাবনাও ছিল। তাই ঈসা

(আ.) পূর্বেই তাঁর সত্যবাদিতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ গুণটির কথাই কোরআনে বলা হয়েছে- [০২:৬] وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

অর্থাৎ তিনি নিজ থেকে কিছু বলেন না। যা বলতে বলা হয়, শুধু তাই বলেন। অন্যত্র বলা হয়েছে إِنْ أَتَّبَعِ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ ۖ আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। ড: মরিস বুকাইলি লিখেছেন- বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদে ব্যবহৃত টু হিয়ার (শোনা) শব্দটি আসলে গ্রীক ভাষার ক্রিয়াপদে akua (একুয়ার) তরজমা। এর অর্থ শ্রবনেন্দ্রিয় দিয়ে ধ্বনি গ্রহণ করা। একইভাবে টু স্পিক গ্রীক ভাষার ক্রিয়া পদ laleo (লালিও) র তরজমা। যার সাধারণ অর্থ দাড়াই ধ্বনি নির্গত করা। এরই নির্দিষ্ট অর্থ হল কথা বলা। উল্লেখ্য যে, এই শেষোক্ত ক্রিয়া পদটি গ্রীক ভাষায় রচিত ইঞ্জিলে ব্যবহৃত হয়েছে এস্তার এবং এই শব্দটির দ্বারা যীশুর বিভিন্ন ভাষণে প্রদত্ত নানা বক্তব্য ও ঘোষণার কথাই বলা হয়েছে। এখানে তর্কশাস্ত্রের নিয়ম প্রয়োগ করলে যে কেউই দেখতে পাবেন, যোহনের ইঞ্জিলে যীশুখৃষ্টের মুখ দিয়ে যে পারাক্রীত কথা বলা হয়েছে, তিনি খোদ যীশুখৃষ্টের মত রক্ত মাংসের মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন। এবং গ্রীক ভাষায় রচিত যোহনের মূল বাইবেলে ঠিক যেভাবে উল্লেখ রয়েছে, তেমনি সেই পারাক্রীত এরও থাকবে বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি।

এতএব : এই ঘোষণার দ্বারা যীশুখৃষ্ট এই মর্মেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে পরবর্তীকালে আল্লাহ আর একজন মানুষকে দুনিয়ায় প্রেরণ করবেন। যিনি হবেন-যোহনের বর্ণনা মতেই, একজন পয়গম্বর। তিনি মানুষের নিকট পৌঁছে দেবেন আল্লাহর বাণী (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃ,১৪৪,১৪৫)।

বার, তিনি বলেছেন- আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন। একথাটিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্পর্কেই খাটে, পাক রুহের সম্পর্কে আদৌ নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া ঈসা (আ.) এর পর অন্য কেউ এ বিষয়ে কিছু বলেনি। একমাত্র তিনিই বিস্তারিতভাবে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, কিয়ামতের



লক্ষণসমূহ, হাশর-নাশর, কবরের আযাব ও শান্তি, জান্নাত ও জাহান্নাম, জান্নাতের নেয়ামতসমূহ ও জাহান্নামের শাস্তিসমূহ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। তের, পারাক্লীত দ্বারা যে পাক-রুহ বোঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে না, তার আরেকটি বড় প্রমাণ হল, প্রেরিত পুস্তকের যে অধ্যায়ে ঈসার শিষ্যদের পাক-রুহে পূর্ণ হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং খৃষ্টানদের দাবী সেই পাক-রুহই যোহনের উল্লেখ করা পারাক্লীত দ্বারা উদ্দেশ্য। উক্ত ঘটনায় এও উল্লেখ করা হয়েছে যে শিষ্যদের পাক-রুহে পূর্ণ হয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে দেখে উপস্থিত লোকেরা বড়ই বিস্মিত হন এবং নানা রকম মন্তব্য করতে থাকেন। তাদেরকে বোঝাবার জন্য পিতর দীর্ঘ ভাষণ দেন এবং উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলেন-ইহা সেই ঘটনা যাহার কথা নবী যোয়েল বলিয়াছিলেন....।

ভাববার বিষয় হল, পারাক্লীত যদি এই পাক-রুহই হতো' তবে পিতর একবারের জন্যও কেন বললেন না যে, এটাই সেই পারাক্লীত যার সম্পর্কে ঈসা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। বিশেষত: ইহুদীদের সামনে প্রদত্ত ঐ ভাষণের টাগেটই ছিল তাদেরকে ঈসার প্রতি ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করা। তাই পিতরের জন্য মোক্ষম সুযোগ ছিল উক্ত ঘটনা দ্বারা পারাক্লীতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার কথা তুলে ধরে হযরত ঈসার হুক্কানিয়াত বা সত্যবাদী হওয়ার কথা প্রকাশ করা। কিন্তু তিনি তা না করে যোয়েল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত ঘটনা দ্বারা পূর্ণ হওয়ার দাবী করলেন।

মজার ব্যাপার হল, প্রেরিত পুস্তকের লেখক লূক,-যিনি একখন্ড ইজ্রিলেরও লেখক বটে, তিনিও ঘটনাটি বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন না যে, এর দ্বারা ঈসা মসীহের পারাক্লীত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হল। অথচ ইজ্রিল লেখকগণ সাধারণ-সাধারণ বিষয়ে ঐ ধরনের মন্তব্য করে থাকেন (উদাহরণতঃ দ্র. লূক, ৩:৪; প্রেরিত, ১৩:৩৩; ১৫:১৬; ২৮:২৬)।

চৌদ্দ, ঈসা (আ.) এর পর কোন কোন খৃষ্টানের পারাক্লীত হওয়ার দাবীও প্রমাণ করে যে পারাক্লীত পাক-রুহ নয়, বরং পরবর্তী নবী। ১৭৭ খৃষ্টাব্দে এশিয়া মাইনরে মন্টেন্স (Montanus) নামক জৈনিক খৃষ্টান সাধক ঐ দাবী করেন, এবং তাঁর অনেক অনুসারীও সৃষ্টি হয়। স্যার উইলিয়াম মুর

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত, উর্দু ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থেও এর উল্লেখ করেছেন (বাইবেল সে কুরআন तक, ৩খ.৩২৬)।

স্যার সৈয়দ আহমদ গার্ডফ্রে হেগিন্স এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছুকাল পূর্বে মেস্স নামক আর এক ব্যক্তি পারাক্রীত হওয়ার দাবী করেছিলেন।

এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলে যেসব খৃষ্টান রাজা-বাদশাহ এই মর্মে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, তিনি হযরত ঈসার ভবিষ্যদ্বানীর পাত্র কিংবা কমপক্ষে এতটুকু স্বীকার করেছেন যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে-তাদের সে উক্তি প্রমাণ করে যে পারাক্রীত দ্বারা পরবর্তী নবীকেই বোঝানো হয়েছে। নাজ্জাসী বলেছেন-

أشهد انه رسول الله فانه الذى نجد فى الانجيل و أنه الرسول الذى بشر به عيسى بن مريم و الله لولا ما انا فيه من الملك لأتيته حتى اكون انا احملى نعليه.

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল। কেননা তিনিই সেই সত্তা যাঁর উল্লেখ আমরা ইঞ্জিলে পাই এবং তিনিই সেই রাসূল যাঁর সম্পর্কে আগাম সুসংবাদ দিয়ে গেছেন ঈসা ইবন মারয়াম। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যস্ততা না থাকলে আমি তাঁর কাছে পৌঁছে যেতাম এবং তাঁর জুতা জোড়া বহন করতাম (মুসনাদে আহমাদ ১খ. ৪৬১)। হেরাক্লিয়াস বলেছেন-

وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم فلو انى اعلم انى اخلص اليه لتجشمت لقاءه و لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. (المسند للإمام أحمد

(৬২১/১)

অর্থাৎ আমি জানতাম তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু ভাবিনি তিনি তোমাদের আরবদের মধ্য থেকে হবেন। আমি যদি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারব বলে জানতাম তবে কষ্ট করে হলেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম এবং তাঁর নিকট থাকতে পারলে তাঁর পদ-যুগল ধুয়ে দিতাম (বুখারী শরীফ)।

একইভাবে রাজা মুকাওকিস-যিনি খৃষ্টান ছিলেন-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্রের উত্তরে লিখেন-

لِمُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِنَ الْمُقَوْسِ عَظِيمِ الْقَبْطِ سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَا بَعْدُ:  
فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ، وَفَهَمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِيهِ، وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا  
بَقِي، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ، وَقَدْ أَكْرَمْتُ رُسُولَكَ

অর্থাৎ কিবতী-রাজ মুকাওকিস এর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর নামে, আপনার উপর সালাম, আম্মা বাদ, আপনার পত্র পাঠ করলাম এবং যা বলেছেন ও যে বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন তা বুঝতে পারলাম। আমি জানি একজন নবী বাকী রয়ে গেছেন। আমি ভেবেছিলাম তাঁর আবির্ভাব ঘটবে শামে। আমি আপনার দূতকে সম্মান করলাম। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ.৩০৩)।

এমনিভাবে জারুদ ইবনুল আ'লা (রা.) যিনি বড় খৃষ্টান পণ্ডিত ছিলেন, নিজ গোত্রের লোকদের নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হাজির হয়ে বললেন-

لَقَدْ جِئْتُ بِالْحَقِّ، وَنَطَقْتُ بِالصِّدْقِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاخْتَارَكَ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، لَقَدْ وَجَدْتُ وَصْفَكَ فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَقَدْ بَشَّرَ بِكَ ابْنُ الْبُتُولِ

অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন, সত্য কথা বলেছেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনার বিবরণ আমি ইঞ্জিলে পেয়েছি, এবং আপনার সম্পর্কেই সুসংবাদ দিয়ে গেছেন বাতুল (সতী-সাধী) এর পুত্র (ঈসা) (বায়হাকী, দালাইলুন-নুবুওয়াহ, ৫খ. ৩৩২)।

পনের, পারাক্লীত দ্বারা যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বোঝানো হয়েছে। তার বড় আর একটি প্রমাণ বার্ণাবাসের বাইবেল। উক্ত বাইবেলে পারাক্লীত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম, বংশ পরিচয়, গুনরাজী, বৈশিষ্ট ও লক্ষণাদি সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা টানা হয়েছে।

নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে তার কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি।

ঈসা (আ.) বলেছেন, আমার পর সমস্ত নবী ও মহান ব্যক্তিদের নূর আসবেন। আমি আল্লাহর সেই রাসুলের মোজার বাধন কিংবা তাঁর জুতার ফিতা খুলে দেয়ারও যোগ্য নই। যারা তাঁর শিক্ষা লাভ করবে তিনি তাদেরকে মুক্তি ও রহমত পৌছাবেন। তিনি খোদাহীন লোকদের উপর ক্ষমতা ও আধিপত্য নিয়ে আসবেন। মূর্তি পূজার এভাবে বিলোপ সাধন করবেন যে শয়তান দিশেহারা হয়ে যাবে। আমি এখন দুনিয়ায় সেই আল্লাহর রাসুলের পথ তৈরী করার জন্য এসেছি, যিনি দুনিয়ার জন্য, মুক্তি নিয়ে আসবেন। তিনি তোমাদের সময় আসবেন না। তোমাদের কয়েক বছর পর আসবেন, যখন আমার ইঞ্জিল এমনভাবে বিকৃত হয়ে যাবে যে ৩০ জন লোকের ঈমানদার থাকাও কঠিন হবে। তাঁর মাথার উপর সাদা মেঘের ছায়া হবে। তিনি সেসব লোকের উপর প্রতিশোধ নিবেন যারা আমাকে মানুষ হতেও উর্দে কিছু গন্য করবে। তাঁর পর আর কোন সত্য নবী আসবেন না। তবে অনেক মিথ্যা নবীর আগমন ঘটবে তাঁর নাম হবে প্রশংসিত (মুহাম্মাদ) (দ্র. অধ্যায়-১৭-৯৭)।

আমাদের এ আলোচনার উপর কেউ আপত্তি তুলতে পারেন যে যোহন লিখিত ইঞ্জিলে পারাক্লীত বা সাহায্যকারী এর পর পাক-রুহ বা পবিত্র আত্মা শব্দটিও তো যুক্ত আছে। আর এর থেকে তো এটাই প্রতীয়মান হয় যে পারাক্লীত কোন নবী নয়, আত্মাই বটে।

এর উত্তরে আমরা বলব, ড: মরিস বুকাইলিসহ অনেক বাইবেল গবেষকের মতে ঐ পাক-রুহ বা পবিত্র আত্মা কথাটি পরবর্তী সংযোজন। ড: বুকাইলি বলেন, আমরা অধুনা প্রচলিত বাইবেল গুলিতে পারাক্লীতস শব্দের সাথে কিংবা তার বদলে হোলি স্পিরিট তথা পবিত্রাত্মা বা পাক-রুহ বলে যে কথাটি পাচ্ছি তা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের সংযোজন। এবং ঐ দুটি জুড়ে দেয়া হয়েছে একান্ত ইচ্ছাকৃত ভাবেই। এর দ্বারা বাইবেলের যে বাণীতে যীশুর পর আরেকজন পয়গম্বর আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছিল তা পরিপূর্ণরূপে ধামাচাপা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল (দ্র. বাইবেল কুরআনও বিজ্ঞান, পৃ.১৪৫)।